তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক স্পেনের সমুদ্রসৈকতে
রণতরী জ্বালিয়ে দেওয়ার ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আন্দালুসিয়ার

সমুদ্রসৈকতে

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

মূল | অনুবাদ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ | মুহাম্মদ শফিউল আলম

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

মুহাম্মদ শফিউল আলম

সৈয়দ মুহাম্মদ সালিমুর রহমান

মার্চ- ২০১৬ ইং

আস-সাদী গ্রাফিক্স

০১৯১ ৬০০৯১৫৯, ০১৭২১২৯৯৪৬৬

পরিবেশক : মদীনা পাবলিকেশন্স

/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

অর্পণ

প্রিয়তমা স্ত্রীকে,
আমার মতো অভাজন যাকে
কিছুই দিতে পারেনি।
তার এক পাশে
আবদুল্লাহ্ মারযুক সাদী
আর অন্য পাশে
আবদুল্লাহ্ মাসরুর মাহ্দী।
যাদেরকে নিয়ে আমার
দিনের সাধনা,
আর রাতের আরাধনা।
যাদের সুখের জন্য আমি
বিনিদ্র রজনী যাপন করি,
যাদের কল্যাণের জন্য আমি
নিরলস দিবস অতিবাহিত করি।
—অনুবাদক

প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

৭১১ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই কয়েক হাজার অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদ আন্দালুসিয়ার (স্পেন) সমুদ্রসৈকতে অবতরণ করার পর নিজেদের রণতরী জ্বালিয়ে দেন, যেন ফিরে যাওয়ার কোন উপায় না থাকে। রণতরী জ্বালিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা বীরত্ব ও সাহসিকতার এমন এক কীর্তিগাথা রচনা করেন, যা ইসলামী ইতিহাসে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও ঈমান-জাগানিয়া ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত। এই অমর বীরত্বগাথা নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'।

এমনিতেই আমাদের সমাজে ইতিহাস অধ্যয়নের আগ্রহ খুবই কম, তার উপর ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের আগ্রহ নেই বললেই চলে। এ কারণেই বোধ হয়, বাংলা ভাষায় ইসলামী ইতিহাস নিয়ে মৌলিক কোন রচনা তেমন একটা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় যেসব ইসলামী ইতিহাস আমরা দেখতে পাই, তার বেশির ভাগই বিদেশী ভাষার অনুবাদ।

ইসলামী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উর্দু সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলেই মনে হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, উর্দু ভাষায় মৌলিক ইসলামী সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী ইতিহাস নির্ভর উপন্যাসের বিশাল সংগ্রহ গড়ে উঠেছে এবং সেসব ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়ে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করছে।

উর্দু ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে যে সকল উপন্যাসিক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সমাদৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ অন্যতম। তিনি তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলী ও শিকড়সন্ধানী লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যে বিশেষ অবস্থান গড়ে তুলেছেন। তাঁর

লেখালেখির বিষয়-বস্তু ইতিহাসের মতো একটি রস-কষহীন বিষয় হলেও তিনি তাঁর নান্দনিক উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সাবলিল আবহ সৃষ্টি করেন যে, পাঠকগোষ্ঠী মোহমুগ্ধ হয়ে পড়েন।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস রচনা করলেও ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা কোথাও লঙ্ঘিত হতে দেন না। এখানেই অন্যান্য উপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সুনির্দিষ্ট। তাঁর যুগে এবং পরবর্তী সময়ে অনেকেই ইসলামী ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করেছেন; কিন্তু নির্মম সত্য হলো, তাদের অনেকেই ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠতা লঙ্ঘন করেছেন। তারা কাল্পনিক পাত্র-পাত্রির মাধ্যমে প্রেম-প্রীতির আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন এবং খালেদ বিন ওয়ালিদ, মুহাম্মদ বিন কাসেম ও তারিক বিন যিয়াদের মতো ইতিহাসখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বদেরকে সিনেমার নায়ক-নায়িকার সমপর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। পক্ষান্তরে এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। পাঠক তাঁর লেখায় তথ্য-সূত্রসহ পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণ, রোমাঞ্চ ও এ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করবেন।

অনুবাদটি সুখপাঠ্য করার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি, তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই স্বহৃদয় পাঠকের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

—মুহাম্মদ শফিউল আলম
মোবাইল : ০১৯১ ৬০০৯১৫৯

অখণ্ড সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে' বিশাল কলেবরে লেখা ঐতিহাসিক এক উপন্যাস। পাঠকের সুবিধার কথা চিন্তা করে তিন খণ্ডে উপন্যাসটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী থেকে 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর পাঠকদের প্রচণ্ড চাহিদা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য বারবার তাগাদার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে উক্ত প্রকাশনীর পক্ষ থেকে অবশিষ্ট খণ্ডগুলো প্রকাশে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। ফলে তৃতীয় খণ্ডের কাজ একেবারে থমকে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ না হওয়ার বেদনায় আর অন্য কাজের ব্যস্ততায় 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'র তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। কালেভদ্রে তৃতীয় খণ্ড নিয়ে বসলেও কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। যদিও অধিকাংশ কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। এভাবে দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর গড়িয়ে যেতে থাকে।

অবশেষে ২০১৫ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশনা জগতে 'পয়গাম প্রকাশন' আত্মপ্রকাশ করলে কিছু গ্রন্থ প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। এই সুযোগে 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'র তৃতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করার তাগাদা অনুভব করি এবং যথা সময়ে তৃতীয় খণ্ডের কাজ সমাপ্ত হয়। কিন্তু 'পয়গাম প্রকাশন' খণ্ড খণ্ড রূপে উপন্যাসটি প্রকাশ করতে চায় না, বরং সম্পূর্ণ উপন্যাসটি এক সঙ্গে এক মলাটের ভিতরে প্রকাশ করতে চায়। এতে করে প্রকাশকের

যেমন ব্যয়-সংকোচন হবে, তেমনি পাঠককেও অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। তার উপর এক সঙ্গে সম্পূর্ণ উপন্যাস পড়ার আনন্দ পাঠকের জন্য 'উপরি পাওনা' থাকবে।
প্রকাশকের খরচ কমল, আর পাঠকের সাশ্রয় হল, কিন্তু অনুবাদক হিসেবে সব ভার এসে পড়ল আমার কাঁধে। আগাগোড়া সম্পূর্ণ উপান্যাস দেখতে গিয়ে অনেক অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হল। বিশেষ করে উর্দু ভার্সনে স্থানসমূহের যে নাম ব্যবহার হয়েছে, সেগুলোর সাথে আমাদের দেশে প্রচলিত নামের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যেমন, উর্দু ভার্সনে আছে 'গোয়াডিলেট'। এটি একটি নদীর নাম। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এই নদীকে চিনি 'গুইডেল কুইভার' নামে। ব্যক্তি ও স্থানের নামের ব্যাপারে এমন অসংখ্য অমিল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তারপরও যেহেতু উর্দু থেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়েছে, সেহেতু উর্দু ভার্সনে যেমনটি লেখা আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটিই বহাল রেখেছি। তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।
সবচেয়ে বড় যে কৈফিয়তটি পাঠকের সামনে আমাকে দিতে হবে, তা হল অনুবাদকের নাম নিয়ে। 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'র ১ম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন অনুবাদকের নাম ছিল আদনান আজাদ। মূলত এটি আমার একটি ছদ্মনাম। নামের এই ছদ্মাবরণে আমি আর থাকতে চাই না। তাই স্বনামে পাঠকের সামনে উপস্থিত হলাম। আশা করি, প্রিয় পাঠক আমার এই 'লুকোচুরি' ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন। আমীন!

—অনুবাদক

তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক স্পেনের সমুদ্রসৈকতে
রণতরী জ্বালিয়ে দেওয়ার ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে

আন্দালুসিয়ার
সমুদ্রসৈকতে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

[এক]

৯৭ হিজরী মোতাবেক ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। প্রতি বছরের মতো এ বছরও হজ্জের মৌসুমে মক্কা শরীফে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটেছে। শহর ও শহরের আশপাশে, অলিগলিতে, রাস্তাঘাটে হাটবাজারে সর্বত্রই শুধু মানুষ, আর মানুষ। যেন সুদূর বিস্তৃত উপচে পড়া এক জনসমুদ্র।

এই বিশাল জনসমুদ্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, তাঁদের সকলের লেবাস এক। ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে টাখনু পর্যন্ত নেমে আসা সফেদ চাদর। মুণ্ডানো মাথা, আর নাঙ্গা পা'। তাঁদের সকলের দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল, আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এক। তাঁদের অন্তর, আর অন্তরলোকের দীপাধার একমাত্র খানায়ে কা'বা।

তাঁদের লেবাস যেমন এক, তেমনি তাঁদের চিন্তা-চেতনা ও ধর্মবিশ্বাসও এক। তাঁদের মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' গুঞ্জন-ধ্বনি, আর বুকে ঈমান সংরক্ষণের শপথবাণী। তাঁরা সকলেই হলেন হাজি। হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছেন।

গোটা মক্কা শহর ছোট বড় তাঁবুতে ভরে গেছে। তাঁবুতে ঘেরা এই ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় নারী-পুরুষ আছেন, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও আছে।

এই বিপুল জনসমুদ্রের লেবাস এক। কিন্তু গায়ের রং ভিন্ন। তাদের মাঝে গৌরবর্ণের মানুষ যেমন আছে, তেমনি চাঁদহীন অন্ধকার রাতের ন্যায় কালো চেহারার মানুষও আছে। বাদামী রং-এর মানুষ যেমন আছে, তেমনি গোলাপী চেহারার মানুষও আছে। আছে কমজোর ও দুর্বল মানুষ। সিপাহী আছে, আছেন সিপাহসালার। মনিব আছেন, আছে গোলামও।

মনে হচ্ছে, সকলেই যেন একই গোত্রের মানুষ। তাদের চাল-চলন এক। স্বরবে ও নীরবে তাঁরা এক। তাঁদের বাচন-ভঙ্গি এক। তারা কোন এক মুলুক থেকে আসেননি; এসেছেন বিভিন্ন মুলুক থেকে। তাদের মধ্যে কেউ এসেছেন আফ্রিকা থেকে, কেউ আবার চীন থেকে। কেউ এসেছেন ইরান থেকে, কেউ আবার তুরান থেকে। মোটকথা, যেখানেই ইসলামের নূর পৌঁছেছে, ঈমানের আলো ফুটেছে সেখান থেকেই মুসলমানগণ হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফ চলে এসেছেন।

তাঁরা একজন অন্যজনের ভাষা বুঝেন না, কিন্তু তাঁদের সকলের হৃদয় একই সুতার বাঁধনে বাঁধা। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হৃদয় দিয়ে অনুভব করছেন। একজনের আবাস-ভূমি অন্যজনের আবাস ভূমি থেকে যোজন যোজন মাইল দূর, কিন্তু তাদের হৃদয়-ভূমির মাঝে নেই কোন দূরত্ব। সকলের মাঝেই এমন সজ্জনভাব যে, কেউ কাউকে আজনবী মনে করেন না। মনে করেন না পরদেশী।

সফেদ এহরাম পরিহিত এই বিশাল জনসমুদ্রের সকলের অনুভূতিও সফেদ। তাদের অবচেতন মনের অনুভূতি হল—এটাই তাদের প্রিয় ভূমি। এটাই তাদের জীবন-সফরের আখেরী মনযিল। আস্থা ও বিশ্বাসের পবিত্র অনুভূতি তাদের চেহারায় এক অভূতপূর্ব উজ্জ্বল্য এনে দিয়েছে।

মক্কা শরীফের আকাশে-বাতাসে মৃদুমন্দ ছন্দে সুরের ঝঙ্কার তুলে সকলের মুখ থেকে বের হয়ে আসছে :

"লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নালহামদা ওয়াননে'মাতা লাকা ওয়ালমুলক্ লা-শারিকা লাক্।"

মোহনীয় এই পবিত্র সুরের মূর্ছনায় চতুর্দিকে এক নৈসর্গিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রাজা-বাদশাহদের গর্ভিত মস্তকও বিনয়াবনত হয়ে পড়ছে। হৃদয়ের তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে আল্লাহ প্রেমের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভাষা-বর্ণ, উঁচু-নীচুর বিভেদ ভুলে সকলেই যেন আল্লাহর রঙ্গে নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলছে।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও কয়েকদিন বাকি। দূরদরাজ থেকে এখনও হাজিগণ আসছেন। বিস্তৃত প্রান্তর জোড়ে তাঁবুর বসতি গড়ে উঠছে। দিন দিন উট আর দুম্বার আওয়াজ বেড়ে চলছে।

***

এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে কিছু লোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বসে আছে। তাদের একটি হাত সামনের দিকে প্রসারিত। কেউ কেউ তাদের সামনে এক খণ্ড কাপড় বিছিয়ে রেখেছে। কারো কারো হাত কাপড়ের থলির মধ্যে। তারা সকলেই ভিখারী। তাদের কেউ কেউ আবার অঙ্গহীন। তারা সকলেই মরু বেদুইন।

হজ্জের দিনগুলোতে তারা মক্কা শরীফ চলে আসে। ভালো আয়-রোজগার করে হজ্জ শেষ হলে চলে যায়।

এই ভিখারিদের মাঝে একজন বৃদ্ধ ভিখারিও আছেন। এই ভিখারির মাঝে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অন্যান্য ভিখারির মতো তাঁর লোবাসও ছিন্নভিন্ন। হাত পায়ে ময়লা। চেহারা ধূলিধূসরিত। দাঁড়িতে লেগে থাকা বালুকণা রোদের আলোতে চিকচিক করছে।

অন্যান্য ভিখারি ও তাঁর মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও কমজোর। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। চোখে পড়ার মতো আরেকটি বিষয়ও তাঁর আছে, যে কারণে লোকেরা তাঁর দিকে কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তাঁর পা বেড়ি দিয়ে বাঁধা। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি একজন কয়েদি। বিশেষ অনুগ্রহে তাকে ভিক্ষাবৃত্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'তুমি কয়েদি নাকি?' প্রথম দিনই একজন হাজি সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মাথা উপরে নিচে করলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো।

'তুমি কি চুরি করেছ?' আরেকজন হাজি সাহেব জানতে চাইলেন।

'চুরি করলে তো আমার হাত কেটে দেওয়া হত।' বৃদ্ধ তাঁর বলিষ্ঠ দু'টি বাহু সামনের দিকে প্রসারিত করে উত্তর দিলেন।

'কোন মেয়েলোকের সাথে ধরা পড়েছিলে নাকি?' অন্য আরেকজন হাজি সাহেব জিজ্ঞস করলেন।

'তাহলে তো আমি যিন্দা থাকতাম না।' বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা আওয়াজে বললেন। 'তাহলে তো আমাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হত।'

'তাহলে কী অন্যায় করেছ তুমি?' প্রথমজন জানতে চাইলেন।

'ভাগ্য আমার সাথে প্রতারণা করেছে।' বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

'অপরাধীদের ভাগ্য এমনই প্রতারণা করে থাকে।' দ্বিতীয়জন ফোড়ন কেটে বললেন।

বৃদ্ধ ভিখারির দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য জ্বলসে উঠল। তিনি তাঁর আশ-পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'অপরাধী তার অপরাধের কথা কখনও স্বীকার করে না।' তৃতীয়জন দার্শনিকের ন্যায় মন্তব্য করলেন।

'আমার অপরাধ হল, খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক ইন্তেকাল করেছেন।' বৃদ্ধ ভিখারি বললেন। 'আর তাঁর স্থানে তাঁর ভাই সুলায়মান বিন আবদুল মালেক খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। দামেস্কের কয়েদখানায় গিয়ে দেখ, আমার মতো বহু কয়েদি বিনা অপরাধে সেখানে শাস্তি ভোগ করছে।'

অন্য একজন হাজি বললেন, 'তুমি কে? তোমার নাম কি? কোন কবিলার সাথে তোমার সম্পর্ক?'

'আমার কোন নাম নেই।' বৃদ্ধ ভিখারি বললেন। 'কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নামই অবশিষ্ট থাকবে।' তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে আবারো বললেন। 'কেবলমাত্র আল্লাহর নামই অবশিষ্ট থাকবে...। যদি কিছু দাও তাহলে আল্লাহকে দেবে...। আল্লাহ তোমাদের হজ্জ কবুল করবেন। আমি আমার অপরাধের কথা বলতে পারব না। যদি বলি, তাহলে সেটাও আমার অপরাধ হবে। "ওয়া তুইজ্জু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ...।" তিনি যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করেন...।'

হাজিগণ কিছু পয়সা নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। বৃদ্ধ ভিখারী তাঁর পায়ে বাঁধা বেড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। এই বেড়ি দেখে মানুষের মনে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, তার উত্তর তাঁর জানা আছে, কিন্তু সে উত্তর দেওয়ার সাহস তাঁর নেই। তিনি খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালেকের সাথে দামেস্ক থেকে এসেছেন। খলীফার কাফেলার সাথে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর শাস্তি এটাই নিধার্রিত হয়েছে যে, তিনি মক্কা এসে ভিক্ষা চাইবেন।

তিনি হাত প্রসারিত করে চুপচাপ বসে থাকতেন। হাজিগণ তাঁকে বয়োবৃদ্ধ মনে করে অন্যদের তুলনায় সামান্য বেশিই দান করতেন। কিন্তু তিনি তাতে খুশী হতে পারতেন না।

এশার নামাযের পর হাজিগণ নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেলে তিনি উঠে সামান্য খাদ্য কিনে খেয়ে নিতেন। তারপর সারাদিনের সঞ্চয় গুনতে বসতেন। গুনা শেষ হলে তাঁর মন দমে যেত। তিনি আরো বেশী দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। হজ্জের এই কয়েকটি দিনে তাঁকে দুই লাখ দিনার সংগ্রহ করতে হবে। অল্প সময়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

তাঁর মনে হতো, তিনি চুপচাপ বসে থাকেন বলেই পয়সা কম পান। অগত্যা তিনি পয়সা চাইতে শুরু করলেন। কিন্তু অন্যান্য ভিখারিদের মতো দরদ মেশানো আওয়াজে ভিক্ষা চাইতে পারতেন না। তাদের মতো ক্ষুধার্ত শিশু-সন্তানের নাম করে কাঁদতে পারতেন না। তিনি একটিমাত্র কথাই বলতেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করেন।'

***

বৃদ্ধ ভিখারি ভিক্ষা চাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পিছন দিক থেকে এসে পা' দিয়ে তাঁকে খোঁচা মারল। বৃদ্ধ ঘুরে তার দিকে তাকালে সে বলল, 'বুড়ো, পালানোর চিন্তা করছ নাকি?'

'কখনও শুনেছ, আন্দলুসিয়ার জিহাদী ময়দান থেকে কোন মুজাহিদ পালিয়ে গেছে?' বৃদ্ধ বললেন। 'আমি পালিয়ে যেতে চাইলে তো...।'

'এখনও তোমার দেমাগ থেকে আন্দালুসিয়ার খোয়াব দূর হয়নি?' লোকটি তাকে আরেকবার আঘাত করে বলল।

'তোমার খলীফাকে বলে দিও, তার হুকুমত অতিসত্বর খতম হয়ে যাবে।' বৃদ্ধ ভিখারি বললেন। 'মুহাম্মদ বিন কাসেমের হত্যাকারীকে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দিও। আর তুমি আমাকে যে দু'টি আঘাত করেছ, তার জবাব কেয়ামতের দিন দেব।'

আঘাতকারী তাচ্ছিল্যভরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

আরেক দিনের ঘটনা। আফ্রিকা থেকে আগত দু'জন হাজি সাহেব বৃদ্ধ ভিখারির সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ বলছিলেন, 'আল্লাহ যাকে চান ইজ্জত দান করেন, যাকে চান বেইজ্জত করেন।'

'এই বৃদ্ধকে তো বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে।' একজন আফ্রিকান বললেন।

'হ্যাঁ, অন্যান্য ভিখারিদের মতো নিজের অক্ষমতার কথা বলে না। নাকি-কান্না কাঁদেনা।' দ্বিতীয়জন বললেন।

উভয়েই নিজ নিজ থলিতে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বের করে আনলেন। ভিখারি মাটিতে বসে মুখ উঁচু করে তাঁদের দেখছিলেন। এক আফ্রিকান তাঁকে পয়সা দিতে গিয়ে চমকে উঠলেন। তিনি ভিখারির সামনে বসে পড়লেন। বৃদ্ধ ভিখারির চিবুক ছোঁয়ে চেহারা উঁচু করে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম কি?'

'আমার কোন নাম নেই।' বৃদ্ধ বললেন। 'আমি আল্লাহ তাআলার এই ফরমানের বাস্তব নিদর্শন—তিনি যাকে চান ইজ্জত দান করেন, যাকে চান বেইজ্জত করেন।'

আফ্রিকান আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন। 'আল্লাহর কসম, আপনি মুসা, মুসা বিন নুসাইর। আফ্রিকার সম্মানিত আমীর।'

'আন্দালুসিয়ার বিজেতা মুসা বিন নুসাইর!' দ্বিতীয়জন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বৃদ্ধ ভিখারির চোখ থেকে অশ্রুধারা নেমে এল।

'এ কোন অপরাধের শাস্তি আপনি ভোগ করছেন?' প্রথমজন জানতে চাইলেন।

'কিছু না।' বৃদ্ধ আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন। তিনি আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে ছিলেন।

'আমরা শুনে ছিলাম, আপনি খলীফার রোশানলে পড়েছেন।' দ্বিতীয়জন বললেন।

'আমরা তো কখনও কল্পনাও করতে পারিনি যে, আপনি ভিখারি হয়ে গেছেন।' প্রথমজন বললেন।

'আমাকে ভিখারি বানানো হয়েছে।' মুসা বিন নুসাইর তাঁর পা'য়ের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন। 'আমি খলীফার কয়েদি। দামেস্কের সেই কয়েদখানায় আমি ছিলাম, যেখানে খলীফা সিন্ধু-বিজেতা মুহাম্মদ বিন কাসেমকে নির্যাতন করে হত্যা করেছেন।

খলীফা সুলায়মান হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ এসেছেন। আমাকেও সাথে করে নিয়ে এসেছেন। ভিক্ষা করে আমি যেন তাকে দুই লাখ দিনার আদায় করে দেই। অন্যথায় এমনিভাবে পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় আমাকে আজীবন ভিক্ষা চাইতে হবে।'

'দুই লাখ দিনার!' প্রথমজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'এটা কি আন্দালুসিয়া বিজয়ের জরিমানাস্বরূপ আদায় করতে হবে?'

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত মুসা বিন নুসাইরের দীর্ঘ সময় কথা বলার মতো হিম্মত ছিল না, কিংবা তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি প্রশ্নকারীর চেহারার প্রতি এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন, যেন তাঁর ঘুম পেয়েছে।

তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর হয়েছিল। তাঁর যিন্দেগীর ষাটটি বসন্ত অতিবাহিত হয়েগেছে জেহাদের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে শাহসওয়ারী করে। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বেশ জখমী হয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরে এমন কোন স্থান নেই যেখানে জখমের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর ক্ষত বিক্ষত শরীর ছিল একটি চলমান ইতিহাস। সেই ইতিহাস ইসলামের গৌরবের; গর্বের ইতিহাস। জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে।

এই দুই আগন্তুক ছিলেন আফ্রিকান। জাতিতে তাঁরা ছিলেন বার্বার। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী। আজ জুলুম ও নির্যাতনের চরম অবস্থা বুঝানোর জন্য যে 'বর্বর' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাও এই বার্বার জাতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-হানাহানি, আর লুটতরাজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু তাদের দুঃসাহস আর হিংস্রতা শক্তিশালী দুশমনকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলত। মোটকথা, তারা ছিল হিংস্র ও জিঘাংসা পরায়ন এক জাতি।

তারা কয়েকবারই শত্রুর হাতে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু কোন শক্তিই তাদেরকে বেশি দিন দাবিয়ে রাখতে পারেনি। অবশেষে আরব মুজাহিদগণ তাদের দেশ আক্রমণ করেন। এই মুজাহিদ লস্করের সিপাহসালার ছিলেন, উতবাহ বিন নাফে ফেহ্‌রী। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তিনি এই বার্বারদের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন।

বার্বার জাতি কিছু দিন পর্যন্ত পরাজয় মেনে না নিয়ে লড়াই করতে থাকে। তারা অপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। আরব সিপাহসালারগণ তাদেরকে বাহুবলে দাবিয়ে রাখার পরিবর্তে ইসলামের সুমহান শিক্ষার মাধ্যমে বশীভূত করে ফেলেন।

বার্বারদের নিজস্ব একটি ধর্ম ছিল, কিন্তু তার কোন ভিত্তি ছিল না। বিজয়ী মুসলমানগণ তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরলে তারা দ্রুত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। তাদেরকে ফৌজ ও প্রশাসনের বড় বড় পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের উপর বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ফলে তাদের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা ইসলামের পক্ষে এক বিশাল সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

***

মুসা বিন নুসাইর যখন আফ্রিকার আমীর ছিলেন তখন তিনি বার্বারদের বিদ্রোহের সর্বশেষ স্ফুলিঙ্গকে নির্বাপিত করে দেন। যে মুসা বিন নুসাইর যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের জন্য ছিলেন আপাদমস্তক গজব, সেই মুসাই বিদ্রোহী বার্বারদের জন্য ছিলেন রেশমের চেয়েও কোমল, আর মধুর চেয়েও মিষ্ট। মূলত তাঁর এই বন্ধুসূলভ আচরণই সমগ্র বার্বার জাতি, বিশেষ করে বার্বার সরদারদেরকে ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে। তাদেরকে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বানিয়ে দেয়।

হজ্জ করতে আসা বার্বার সেই দুই সরদারও প্রকৃত মুসলমান হিসেবে মুসা বিন নুসাইরের হাতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন, ইউসুফ বিন হারেছ। অন্যজন খিযির বিন গিয়াস। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের এই নাম রাখা হয়। তাঁরা উভয়ে মুসাকে ভিখারি রূপে দেখা সত্ত্বেও আগের মতোই সম্মান ও তাজীম প্রদর্শন করছিলেন।

'আফ্রিকার সম্মানিত আমীর!' ইউসুফ বিন হারেছ বললেন। 'আপনি বলুন, আমরা আপনার কী মদদ করতে পারি?'

'কিছুই না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে আমার কোন গুনাহের শাস্তি দিচ্ছেন।'

'কিছু একটা বলুন, ইবনে নুসাইর! আপনি চাইলে আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব।' খিযির বিন গিয়াস বললেন।

ইউসুফ বিন হারেছ মুসার কানে কানে বললেন, 'আমরা সুলায়মান বিন আবদুল মালেককে হত্যা পর্যন্ত করতে পারি। তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য এসেছেন, কিন্তু লাশ হয়ে দামেস্ক ফিরে যাবেন।'

'তারপর কি হবে?' মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'নতুন খলীফা আপনাকে এই শাস্তি থেকে অব্যহতি দেবেন।' ইউসুফ বললেন। 'আমরা বুঝতে পারছি, আপনি সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হয়েছেন।'

'আমি যদি তাকে হত্যা করাই তাহলে আমিও আল্লাহর দরবারে ব্যক্তিগত হিংসা চরিতার্থকারী হিসাবে অপরাধী সাব্যস্ত হব।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি নিজেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারতাম, কিন্তু বন্ধু আমার! আপন প্রাণের চেয়েও ইসলামের আজমত আমার নিকট অনেক বেশি প্রিয়। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী আমীরগণ আফ্রিকায় তোমাদের জাতিগত বিদ্রোহ কেন দমন করে ছিলাম? তোমাদেরকে গোলাম বানানোর জন্য নয়; বরং মুসলমানদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য। কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য।'

'আমি আর ক'দিন বাঁচব? আমার জীবন-আকাশে আর ক'টা চাঁদ উদিত হবে? সুলায়মানও চিরকাল বেঁচে থাকবে না। তাকেও একদিন মরতে হবে। একমাত্র দ্বীন-ইসলামই যিন্দা থাকবে। একবার যদি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় তাহলে এই বিদ্রোহের আগুন সে সকল মুলুককেও আক্রান্ত করবে, যেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাকে তো কেবল নিজেকে বাঁচালে চলবে না। প্রাণপ্রিয় ধর্ম ইসলামকেও বাঁচাতে হবে।'

এই দুই বার্বার সরদার যখন মুসা বিন নুসাইরের নিকট খলীফা সুলায়মানকে হত্যা করার পরিকল্পনা পেশ করছিলেন আর তার খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা বলছিলেন, সেই মুহূর্তে এক হাজি সাহেব তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। সে আগ্রহ নিয়ে তাঁদের কথা শুনতে লাগল। ইউসুফ তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তুমি কি এই বৃদ্ধ ভিখারির তামাশা দেখছ? তাঁকে কিছু দিতে হলে আল্লাহর নামে দিয়ে চলে যাও।'

'আমার আফ্রিকান ভাই!' লোকটি বলল। 'আমি তোমাদের কথা শুনছিলাম। এই বৃদ্ধের দুঃখের কথা শুনে আমার অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! এই বুযুর্গ যদি আমাকে নির্দেশ দেন তাহলে আমি জীবনবাজি রেখে খলীফাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারব। এই মহান ব্যক্তিকে যে চিনতে পারবে, সে এই কথাই বলবে, যা তোমরা বলছ, আর আমি বলছি।'

'তুমি কে?' খিযির তাকে জিজ্ঞেস করলেন। 'কথার টানে তোমাকে শামের অধিবাসী বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ', লোকটি বলল। 'তোমরা ঠিকই ঝুঝতে পেরেছ। আমি শামের অধিবাসী।'

লোকটি তার থলি খোলে দু'টি দিনার বের করে মুসা বিন নুসাইরের কোলের উপর নিক্ষেপ করে বলল, 'আমি অতিসত্বর তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব এবং কোন ভালো সংবাদ নিয়ে ফিরে আসব।' এই বলে লোকটি চলে গেল।

'যে ব্যক্তি আপনাকে চিনতে পারবে সেই আপনার মুক্তির জন্য জীবনবাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।' খিযির বললেন।

'কিন্তু নিজের জন্য আমি অন্যকে বিপদে ফেলতে পারি না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই মুক্তি কামনা করি।'

'আপনার মুক্তিপণের দুই লাখ দিনার আমরা আদায় করে দেব।' ইউসুফ বললেন। 'তবে আফ্রিকা ফিরে যাওয়ার পর তা সম্ভব হবে। এখন তো আমরা শুধুমাত্র পথের পাথেয় নিয়ে এসেছি।'

'আমার কবিলা আপনার কথা শুনলে দেরহাম-দিনারের স্তূপ লাগিয়ে দেবে।' খিযির বললেন।

এই দুই বার্বার সরদার মুসা বিন নুসাইরের সামনে থেকে উঠার নামই নিচ্ছিলেন না। তাঁদের মনের মাঝে মুসার প্রতি ভক্তি ও আবেগের এমন এক ঝর্নাধারা বয়ে চলছিল যে, তাঁরা চাচ্ছিলেন, মুসাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিজেদের সাথে নিয়ে যাবেন।

'তোমরা চলে যাও।' মুসা বিন নুসাইর তাঁদেরকে বললেন। 'আমি খলীফার কয়েদী। তিনি আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে ভুলে যাননি। অবশ্যয় লোক পাঠিয়ে আমার উপর নযরদারী করছেন। তিনি ভালো করেই জানেন, আমি যাদের আমীর ছিলাম, তাদের নিকট আমার মান-সম্মান নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তারা আমাকে এই যিল্লতির মাঝে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যে কোন প্রকারের আঘাত হেনে বসতে পারে।'

কথা শেষ করে উভয় সরদার যখন উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন তখন চার-পাঁচ জন সিপাহী নাঙ্গা তরবারী নিয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। সিপাহীদের একজন বলল, 'খলীফা তেমাদের দু'জনকে তলব করছেন।'

'আমাদের কাছে খলীফার কী প্রয়োজন?' ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন।

'এর জবাব শুধু খলীফাই দিতে পারেন। আমরা হুকুমের গোলাম মাত্র। এক্ষুণি চল।' সেই সিপাহীটি বলল।

'যদি আমরা না যাই তাহলে...।' খিযির জানতে চাইলেন।

'তাহলে তোমাদেরকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে টেনেহেঁছড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।' সিপাহীটি বলল। 'এটাও খলীফার হুকুম। বুদ্ধিমানের কাজ হল, তার আগেই তোমরা আমাদের সাথে রওনা হবে।'

'খলীফার নির্দেশ তোমরা এড়িয়ে যেতে পার না বন্ধু!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তাদের সাথে চলে যাও। অপমান হওয়া থেকে বাঁচ। আল্লাহ তোমাদের হেফাযত করুন।'

সিপাহীরা তাঁদেরকে নিয়ে চলে গেল। মুসা বিন নুসাইরের চোখ থেকে ক'ফুটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

***

হাজিদের তাঁবু থেকে সামান্য দূরে সারিবদ্ধ কয়েকটি তাঁবুর বসতি গড়ে উঠেছে। এ সকল তাঁবুর মাঝে একটি তাঁবু অনেক বড়। দেখতে তাঁবু মনে হলেও সেটি একটি শাহীকামরা। কামরার চতুর্পাশে বহু মূল্যবান রঙ্গিন রেশমী কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা শামিয়ানা কামরার উপর অংশে শুভা পাচ্ছে। শামিয়ানার চার পাশে সোনালী জরির নকশা করা ঝালর লাগানো হয়েছে।

তাঁবুর মধ্যখানে রয়েছে একটি বড় পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর রেশমী সুতা দিয়ে বোনা মশারি পালঙ্কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। নিচে মহামূল্যবান গালিচা বিছানো। পালঙ্কের অনতি দূরে গদি লাগানো ছোট্ট একটি কুরসি। কুরসির সামনে সুন্দর নকশা করা একটি জলচৌকি। জলচৌকিটি দামি মখমলের কাপড়ে ঢাকা। কুরসিতে আসন গ্রহণকারী সেই জলচৌকিতে পা রাখেন।

সেই সুশোভিত নরম কুরসীতে একজন লোক বসে আছেন। তার চাকচিক্যময় আর জৌলুসপূর্ণ পোশাক দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে, নিশ্চয় তিনি কোন মুলুকের বাদশাহ হবেন।

এই জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল কামরায় একজন সিপাহী এসে প্রবেশ করল। সিপাহী তার মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বলল। 'খলীফাতুল মুসলিমিন! তাদের দু'জনকে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'তাদের সাথে কি কোন অস্ত্র আছে?' খলীফা জিজ্ঞেস করলেন।

'না, জাঁহাপনা! তারা হজ্জের জন্য এহরাম বাধা অবস্থায় রয়েছে। তারা নিরস্ত্র । তাদের শরীরে তল্লাশী নেওয়া হয়েছে।' সিপাহীটি বলল।

খলীফা সুলায়মান বিন আবদুল মালেক রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা সামন্য ঝুঁকালেন। সিপাহীটি উল্টাপদে কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ইউসুফ বিন হারেছ এবং খিযির বিন গিয়াস কামরায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা এক সাথে বলে উঠলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আস্‌সালামু আলাইকুম।'

'বার্বারদের সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তা ভুল শুনিনি।' খলীফা বললেন।

'সম্মানিত খলীফা বার্বারদের সম্পর্কে কী শুনেছেন?' খিযির জানতে চাইলেন।

'শুনেছি বার্বাররা শিষ্টাচার বিবর্জিত অসভ্য, হিংস্র। তোমাদের চেয়ে গ্রাম্য বেদুইনরা অনেক ভালো। তারা আদব-কায়দা সম্পর্কে গাফেল নয়।'

ইউসুফ ও খিযির বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। খলীফা রাজকীয় গাম্ভির্যের সাথে ধমকে উঠে বললেন।

'আমার দিকে তাকাও, একে অপরের দিকে কী দেখছ? তোমাদের কোন কসুর নেই। তোমাদেরকে দরবারে খেলাফতের আদব শিখানো হয়নি, তাই তোমরা জান না যে, খলীফার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করতে হয়?'

'আমীরুল মুমিনীন!' ইউছুফ বললেন। 'আমরা শুধু সেই দরবারে মাথা ঝুঁকাতে শিখেছি, এতদূর থেকে যেখানে হাজিরি দিতে এসেছি। মহান আল্লাহর সেই দরবারে আমরা শুধু মাথাই ঝুঁকাই না; বরং পরম ভক্তিভরে সেজদায় লুঠিয়ে পড়ি। ইসলাম আমাদেরকে এই আদবই শিক্ষা দিয়েছে।'

'এই মুহূর্তে তোমরা খলীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে রয়েছ, এখানেও ঝুঁকে সালাম করা আবশ্যক।' খলীফা রাগতস্বরে বললেন।

'খলীফাতুল মুসলিমীন!' ইউসুফ বললেন। 'আমরা এ জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম যে, ইসলামের রীতি-নীতি আমাদের কাছে ভালো লেগেছিল। ইসলামের হুকুম হল, মানুষ মানুষের সামনে মাথা ঝুঁকাবে না। একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা ঝুঁকাবে। আপনি যদি আমাদেরকে আপনার সামনে মাথা ঝুকিয়ে সালাম করার হুকুম দেন তাহলে আমরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য হব।'

'আমি ইসলামেরই খলীফা। আমাকে ইসলামের হুকুম-আহকাম শিখাতে এসো না। তোমাদের মতো অসভ্য, জংলী, হিংস্র বার্বার আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দেবে, এটা আমি বরদাশ্‌ত করব না।'

'খলীফা!' খিযির উত্তেজিত হয়ে বললেন। 'আপনি যদি বার্বারদের সভ্যতা আর চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখতে চান, তাহলে আন্দালুসিয়ায় গিয়ে দেখুন। আপনার হয়তো জানা নেই যে, আন্দালুসিয়া বিজয়ের জন্য বার্বাররা তাদের মাথার নাযরানা পেশ করেছিল।'

'তারিক বিন যিয়াদও বার্বার।' ইউসুফ বললেন। 'খলীফা আজ আপনি যাদেরকে হিংস্র, জংলী আর অসভ্য বলছেন, তারাই একদিন আন্দালুসিয়ার কাফেরদের হৃদয়-রাজ্য জয় করে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিল।'

'খলীফাতুল মুসলিমীন!' খিযির বললেন। 'আপনি আন্দালুসিয়ার বিজেতাদের ডেকে এনেছেন। তাঁরা আন্দালুসিয়ার মাটিতে বিজয় পতাকা নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে ফৌজ নামিয়ে দিয়ে যুদ্ধ জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, যেন পালিয়ে যাওয়ার কোন রাস্তা না থাকে। কিন্তু যখন তিনি আন্দালুসিয়া জয় করে সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করছিলেন তখন আপনি তাঁকে দামেস্ক ডেকে আনেন। আপনি তাঁর গর্বিত মস্তক মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। আপনি চান, ইতিহাসের গহ্বরে তাঁর নাম যেন হারিয়ে যায়।

আন্দালুসিয়ার আরেক বিজেতা, আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের পায়ে বেড়ি বেঁধে আপনি তাঁকে ভিখারি বানিয়েছেন। আন্দালুসিয়া গিয়ে দেখুন, আজ এই বার্বাররাই সেখানে ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু রেখেছে।'

'শুনেছি, মুসার এই অপমান আর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ তোমরা আমার থেকে নিতে চাও।' খলীফা বললেন। 'তোমাদের এত বড় দুঃসাহস যে, তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও? আমার খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও তোমাদের কোন দ্বিধা নেই?'

'মুসা বিন নুসাইয়ের সাথে আমাদের যে কথা হয়েছে, আপনার গুপ্তচর যদি সে কথা আপনার কাছে পৌঁছিয়ে থাকে তাহলে আমরা তা অস্বীকার করব না।' ইউসুফ বললেন।

'খলীফা, আপনি মুসার কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।' খিযির বললেন। 'তিনি আমাদেরকে বিদ্রোহ করা থেকে নিবৃত করেছেন। তাঁর কথা কি আপনার কানে এসে পৌঁছেনি? তিনি বলেছেন, বিদ্রোহের নামও নিও না। অন্যথায় ইসলামী সালতানাত কমজোর হয়ে যাবে। অথচ আপনি ইসলামের শিকড় কাটার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।'

খলীফা রাগে-গোসায় উন্মাদ হয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এই কে আছ, এই বদযবান জংলীদের এখান থেকে নিয়ে যাও। এদেরকে দামেস্কের কয়েদখানায় পাঠিয়ে দাও। এটাই এদের শেষ ঠিকানা।'

তৎক্ষণাৎ ছয়-সাত জন সিপাহী কামরায় এসে প্রবেশ করল। তাদের উন্মুক্ত তরবারীর অগ্রভাগ ইউসুফ ও খিযিরের শরীর স্পর্শ করল। সিপাহীরা তাদেরকে টেনেহেঁছড়ে কামরার বাহিরে নিয়ে গেল।

ইউসুফ ও খিযির খলীফার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলেন। 'হজ্জ আদায়ে বাঁধা দানকারী জালেম। তোমার বাদশাহীর দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি ক্ষীণ হতে হতে হাজিগণের 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' ধ্বনির মাঝে হারিয়ে গেল। তার পর এই দুই সরদারের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

***

খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালেক হলেন ওলিদ বিন আবদুল মালেকের ভাই। সুলাইমানের পূর্বে ওলিদ খলীফা ছিলেন। ওলিদের ইচ্ছা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা হবেন তাঁর ছেলে। কিন্তু আকস্মিকভাবে তিনি এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরেন যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। খলীফা হিসেবে ছেলের নাম পেশ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে সুলায়মান খেলাফতের মসনদ দখল করে বসেন।

ওলিদ ও সুলায়মান দুই ভাই। কিন্তু তাঁদের উভয়ের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ওলিদ মুহাম্মদ বিন কাসেমকে হিন্দুস্তান আক্রমণ করার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে ফৌজ প্রেরণসহ সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। একই সময়ে তিনি উত্তর আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের সেই ঐতিহাসিক পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন, যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বার্বার বংশোদ্ভূত সিপাহসালার তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসিয়ায় আক্রমণ করা

হয়েছিল। ওলিদ শুধু আন্দালুসিয়া আক্রমণের অনুমতিই দেননি; বরং আক্রমণ পরিচালনার জন্য যত ধরনের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, সব কিছুই তিনি আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

ওলিদের ভাই সুলায়মান যখন খলীফা নিযুক্ত হন তখন হিন্দুস্তানে মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু পর্যন্ত ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। নতুন নতুন এলাকা বিজিত করার জন্য তিনি দুর্বার গতিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অপর দিকে মুসা বিন নুসাইর, আর তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসিয়ার শহর-নগর-বন্দর জয় করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনে এগিয়ে চলছিলেন।

সুলায়মান খলীফা নিযুক্ত হয়েই হিন্দুস্তান থেকে মুহাম্মাদ বিন কাসেমকে একজন অপরাধী হিসেবে ফিরিয়ে আনেন। তিনি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করেন। সেই সাথে তিনি আন্দালুসিয়ার বিজয় অভিযানও মুলতবী করার নির্দেশ জারি করেন। তিনি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদকে দামেস্কে ডেকে এনে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

ওলিদের ছেলে যদি খলীফা হতেন এবং বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন তাহলে ইউরোপ আর হিন্দুস্তানের ইতিহাস আজ অন্য রকম লেখা হত। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হিন্দুস্তান এবং ইউরোপে মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে কুতায়বা বিন মুসলিমের বিরাট ভূমিকা ছিল। কুতায়বা সে সময় চীন দেশে জিহাদ পরিচালনা করছিলেন। সুলায়মান তাকেও দামেস্ক ডেকে এনে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

***

মুসা বিন নুসাইর হজ্জের দিনগুলোতে মক্কার অলিগলিতে ভিক্ষা চেয়ে ফিরছিলেন। সারা দিন ভিক্ষা করে যে পয়সা জমা হত, তিনি তা খলীফা সুলায়মানকে দিয়ে দিতেন। মুসা খোলা আকাশের নিচে বসে থাকতেন। তাঁর জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা ছিল। তাঁকে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হত না। তিনি ভিক্ষা করা পয়সা থেকে খানা কিনে খেয়ে নিতেন। দীর্ঘ এক বছর যাবৎ তিনি এই নির্যাতন সহ্য করে আসছিলেন। খলীফা সুলায়মানের নিকট তাঁর আজীবনের বিজয়-কীর্তির কোন মূল্যায়ন ছিল না। উপরন্তু তাঁর বার্ধক্যের প্রতিও তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি।

মুসা বিন নুসাইর এখন তাঁর জীবন সফরের আখেরী মনযিলে এসে উপনীত হয়েছেন। খলীফা সুলায়মান ব্যক্তিগত বিদ্বেষবসত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং অমানবিক নির্যাতন করে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত করে

দিয়েছিলেন। প্রচণ্ড রোদের মাঝে উত্তপ্ত বালুর উপর তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হত। উত্তপ্ত বালু আর তীব্র রোদ্রের দহনজ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। তাঁকে জীবিত রাখার জন্য কয়েক ঢুক পানি, আর সামান্য খাবার দেওয়া হত ।

মুসা বিন নুসাইরকে খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক বিশেষ এক উদ্দেশ্যে আন্দালুসিয়া থেকে দামেস্ক ডেকে এনেছিলেন । কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হয়, যখন তিনি এসে পৌঁছলেন তখন ওলিদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন।

ফলে সুলায়মান মুসার নাগাল পেয়ে যান। তিনি তাঁর উপর অন্যায় অপবাদ আরোপ করে নির্মম নির্যাতন চালান। সুলায়মান তাঁর উপর দুই লাখ দিনার জরিমানা ধার্য করেন এবং তাঁকে মক্কা নিয়ে এসে জরিমানা আদায়ের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করেন।

***

খলীফা সুলায়মানের ইঙ্গিতে ইউসুফ ও খিযিরকে টেনেহেঁচড়ে কামরার বাহিরে নিয়ে যাওয়ার পর কামরার এক পার্শ্বের পর্দা সরিয়ে একটি রূপসী, ষোড়শী মেয়ে কামরায় এসে প্রবেশ করলো। মেয়েটি দামেস্কের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিল। সে সুলায়মানের পিছনে এসে দাঁড়াল। সে তার দু'টি হাত সুলায়মানের কাঁধের উপর রেখে তার গলায় আঙ্গুলের আলতো পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল। সুলায়মান তার হাত উঁচু করে মেয়েটির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিলেন।

'কুলসুম!' সুলায়মান নিচু স্বরে বললেন। যুবতী মেয়েটি সামনে এসে সুলায়মানের রানের উপর বসে পড়ল। 'তুমি শুনেছ, আমি কী করেছি?'

'হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন!' কুলসুম সুলায়মানের ঘন মোচের উপর আঙ্গুলের আলতো পরশ বুলিয়ে দিতে দিতে বলল। 'আমি পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি।'

সুলায়মান এক হাত দিয়ে কুলসুমের সরু কোমর জড়িয়ে ধরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'বদনসীব বার্বার কোথাকার! আফ্রিকা থেকে এত দূরে আমার হুকুমে মরতে এসেছে। এদের কত বড় সাহস, মুসাকে বাঁচানোর জন্য বিদ্রোহের কথা বলে!'

'আপনি কি নিশ্চিত হয়ে গেছেন, আপনার হুকুমতে আর কেউ বিদ্রোহের কথা বলবে না?' কুলসুম জিজ্ঞেস করল।

'যে বিদ্রোহ করবে তারও এই পরিণতি হবে।' সুলায়মান বললেন। 'মানুষ আমাকে জালেম বলবে, ঐতিহাসিকগণ আমাকে রক্তপিপাসু স্বৈরাচার লিখবে; কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম এ কথা শুনবে না যে, আমার শাসনামলে কোন রাজ্যে বিদ্রোহ হয়েছে।'

'আমিরুল মুমিনীন! এটা কী আপনার ভ্রান্ত ধারণা নয়?' কুলসুম বলল। 'শুধুমাত্র দু'জন বার্বার সরদারকে হত্যা করে বিদ্রোহের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

কুলসুম খলীফার সাথে আবেগঘন চিত্তাকর্ষক অঙ্গ-ভঙ্গি করে বলল। 'আপনি মুসাকে কয়েদ করে অনেক বড় বিপদ ডেকে এনেছেন।'

সুলায়মানের অর্ধনিমীলিত মুগ্ধ দৃষ্টি কুলসুমের চেহারার উপর স্থির হয়ে রইল। তার দেহ-মন যেন কোন এক অজানা জাদুর আবেশে অবশ হয়ে আসছিল।

'আপনি ভেবে দেখেছেন কি, মুসা তার ছেলে আবদুল আযীযকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করে এসেছে।' কুলসুম বলল। 'হয়তো আবদুল আযীযের নিকট এ খবর পৌঁছে গেছে যে, তার বাবাকে নির্যাতন করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তারিক বিন যিয়াদকে আপনি নযরবন্দী করে রেখেছেন, যেন সে দামেস্কের বাইরে যেতে না পারে। আবদুল আযীয আর তারিক একই আদর্শের অনুসারী। আন্দালুসিয়ার তামাম ফৌজ মুসা, তারিক বিন যিয়াদ আর আবদুল আযীযকে পীরের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ, আবদুল আযীয আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে?'

'কেন নয়, সে তার বাবার বেইজ্জতীর প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে চাইবে। সে আযাদীর এলানও করে বসতে পারে। বিশাল এক সেনাবাহিনী রয়েছে তার। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, অর্ধেকের চেয়ে বেশী ফৌজ বার্বার। বার্বাররা আইনত এ দাবি করতে পারে যে, তারাই আন্দালুসিয়ার বিজেতা। আজ আপনি দু'জন বার্বার সরদারকে শাস্তি দিয়েছেন। অন্য যে বার্বাররা হজ্জ করতে এসেছে তারা নিশ্চয় তাদের সরদার দু'জনকে তালাশ করবে। যেভাবেই হোক তারা জানতে পারবে, আপনি তাদের সাথে কী আচরণ করেছেন।'

'থামো, আমি তো আবদুল আযীয বিন মুসা সম্পর্কে কোন চিন্তাই করিনি। আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে দাও।' সুলায়মান বললেন।

***

খলীফা সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের চিন্তা-চেতনায় আত্মঅহমিকা আর ক্ষমতার দাপট জেঁকে বসেছিল। কুলসুমের রূপ-সৌন্দর্য আর মোহনীয় অঙ্গ-ভঙ্গি তার নেশার মোহ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

খলীফার মসনদে বসার কয়েক মাস পূর্বে তার হেরেমে কুলসুমের আগমন ঘটে। সুলায়মানের এক বন্ধুর তোহফা ছিল কুলসুম। সে তার জাদুর ছোঁয়ায় যে কোন পুরুষকে ইশারায় নাচানোর মতো প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সে এসেই সুলায়মানের দেহ-মন জয় করে নিলো। আর হেরেমের অন্য সকল মেয়েদেরকে তার হুকুমের দাসী বানিয়ে ফেলল।

কুলসুমের রূপে ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে জাদু ছিল কি ছিল না, কুলসুম জাদুবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল কি ছিল না—এটা বড় কথা নয়; বড় কথা হল, সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের ঈমান ছিল কমজোর। তিনি ছিলেন নারী ও মদের নেশায় বিভোর। উম্মতে মুহাম্মদীর দুর্ভাগ্য যে, তার মতো ব্যক্তি খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খেলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। তিনি অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের ন্যায় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করেন।

ইতিহাস সাক্ষী যখন কোন পুরুষ তার ধমনীর উপর নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয় তখন সে পুরুষ শুধু নিজেই ধ্বংস হয় না; বরং সে যদি কোন খান্দানের কাণ্ডারি হয় তাহলে সেই খান্দানেরও ভরাডুবি করে। আর যদি কোন রাজ্যের বাদশাহ হয়, তাহলে সেই রাজ্যকে ধ্বংস ও বরবাদ করে ছাড়ে।

কুলসুম সুলায়মানের স্ত্রী ছিল নাকি হেরেমের রক্ষিতা ছিল—এ ব্যাপারে সঠিক কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসে এমন বেশুমার ঘটনা বর্ণিত আছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলায়মান ছিলেন নারীলোভী, একনায়কতন্ত্রী, রক্তপিপাসু, স্বৈরচার এক বাদশাহ।

তার হুকুমত ছিল মূলত খেলাফতের নামে মোড়া রাজতন্ত্র। বাহ্যত তিনি হজ্জ আদায় করতে এসে ছিলেন, কিন্তু প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাঁকজমকের কোন কমতি ছিল না। তার সাথে ছিল হেরেমের শোভা কুলসুম ও অসংখ্য দাস-দাসী, আর ছিল রক্ষীবাহিনী ও গুপ্তচর বাহিনী। তিনি আল্লাহর দরবারকে নিজের দরবার বানিয়ে নিয়েছিলেন।

সন্ধ্যায় দুই বার্বার সরদারকে শাস্তির নির্দেশ দিয়ে রাতের আঁধারে খলীফা তার প্রাসাদসম তাঁবু থেকে বের হয়ে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলেন যেখানে মুসা বিন নুসাইর রাত্রি যাপন করতেন। খলীফার সাথে ছিল দু'জন সিপাহী ও দু'জন মশালধারী। মুসা বিন নুসাইর সারা দিনের ক্লান্ত শরীর মাটিতে এলিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন।

সুলায়মান মুসা বিন নুসাইরের পাঁজরে পা দিয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'উঠ্ বুড়ো।'

দুর্বল বয়োবৃদ্ধ মুসা বিন নুসাইর বহু কষ্টে উঠে বসে চোখ মেলে তাকালেন।

'মনে হচ্ছে, তুমি বোধশক্তি ফিরে পাচ্ছ।' সুলায়মান বললেন। ঐ দুই বার্বার তোমার সাথে বিদ্রোহের কথা বলছিল, আর তুমি তাদের বাঁধা দিচ্ছিলে।'

'তোর ভয়ে নয়, সুলায়মান!' মুসা বিন নুসাইর আসমানের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। 'আল্লাহর ভয়ে। আমি তোর খেলাফতের কোন পরওয়াই করি না। তোকে মোটেই ভয় পাই না।'

'বদবখ্‌ত! তুই কি মনে করিস, আমার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই।' সুলায়মান বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন।

'না, তোর অন্তরে মোটেই আল্লাহর ভয় নেই।' মুসা বললেন। 'তুই তো আল্লাহর হুকুম-আহকাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কুরআন খোলে দেখ, আল্লাহর তা'আলার হুকুম হল, ''তোমরা হজ্জ করতে এসে নিজ স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। তোমরা যে নেক কাজ করবে আল্লাহ্‌ তা জানতে পারবেন। হজ্জের সফরে সাথে পাথেয় রাখ। মনে রাখবে, সর্বোত্তম পাথেয় হল, (সর্ব বিষয়ে) সংযম প্রদর্শন করা। সুতরাং হে বিবেকবান লোক সকল! তোমরা আমার নাফরমানী করো না।'' সুলায়মান, তুই কি আল্লাহর এই হুকুম মেনে চলিস?'

খলীফা সুলায়মান মুসা বিন নুসাইরের প্রতি অবজ্ঞাভরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন।

***

হজ্জ শেষ হয়ে গেছে। হাজিগণ নিজ নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছেন। খলীফা সুলায়মানের কাফেলাও দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। মুসা বিন নুসাইরকেও কাফেলার সাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সামান্য সময়ের জন্য তাঁকে উটে আরোহণ করানো হত, আর সারা দিন তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন। তিনি ভিক্ষা করে যা কিছু জমা করে ছিলেন, খলীফা তা নিয়ে নিয়েছেন।

দেড়-দুই মাস পর কাফেলা দামেস্ক এসে পৌছলে মুসা বিন নুসাইরকে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দামেস্ক পৌছার পর প্রথম রাতেই কুলসুম খলীফাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, আন্দালুসিয়ার আমীর এখন মুসার ছেলে। সে তার বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে কোন সময় আন্দালুসিয়ার স্বাধীন শাসক হিসেবে বিদ্রোহ করতে পারে।

'কুলসুম!' সুলায়মান বললেন। 'আমি মুসলমানদের খলীফা। মুসলমানগণ এক নতুন রাজ্য জয় করেছেন। সেখানে নতুন নিয়ম-কানুন আরোপ করা হচ্ছে। এখনও খণ্ড খণ্ড লড়াই চলছে। খলীফা হিসেবে আমার কি সেখানে যাওয়া উচিত নয়? আমি যদি সেখানে যাই তাহলে সর্বসাধারণের নিকট আমার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।'

'না, খলীফাতুল মুসলিমীন!' কুলসুম বলল। 'আমার ভয় হয়, যারা আপনার সাথে যাবে তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে দেয়, মুসা বিন নুসাইর এখন কারাগারে, তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহলে সেখান থেকে যিন্দা ফিরে আসা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

'কিন্তু সেখানের অবস্থা সম্পর্কে আমার অবগত হওয়া উচিত।' সুলায়মান বললেন। 'বিদ্রোহের সামান্য আভাস পেলেও আমি আবদুল আযীযকে তার আসল ঠিকানায় পৌঁছে দেব।'

পরের দিন খলীফা সুলায়মান সর্বাগ্রে একজন দূতকে দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বলে দেওয়া হল, সেখানকার সাঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে অতিদ্রুত দামেস্ক ফিরে আসতে।

খলীফা তাকে বললেন, 'কেউ যেন জানতে না পারে যে, তুমি আমার প্রেরিত দূত। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আন্দালুসিয়া এসেছি, এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা যায় কিনা দেখতে।'

***

আন্দালুসিয়ার যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে যথা সম্ভব দ্রুত ফিরে আসতে দূতের দেড় মাস লেগে গেল। এই দেড়মাস মুসা বিন নুসাইরের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন খুব ভোরে কারাগার থেকে বের হয়ে শহরে ভিক্ষাবৃত্তি করেন, আর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে এসে কারা-রক্ষকের নিকট সংগৃহীত টাকা জমা করে দেন।

বার্তাবাহক আন্দালুসিয়া থেকে ফিরে সরাসারি খলীফা সুলায়মানের সাথে সাক্ষাৎ করল। সে খলীফাকে সেখানকার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, 'খলীফাতুল মুসলিমিন! আন্দালুসিয়ার মতো সুন্দর, সবুজ-শ্যামল দেশ সম্ভবত দুনিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই।'

'আমি কোন দেশের ভৌগলিক বিবরণ শুনতে চাইনি।' সুলায়মান বললেন। 'আমাকে শুধু এই সংবাদ দাও, আমীর আবদুল আযীয কী করছে? সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষ তার সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করে?'

'সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের নিকট আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীয অত্যন্ত সম্মানিত ব্যাক্তি।' বার্তাবাহক বলল। 'তিনি খোদাভীরু ও দুনিয়াবিমুখ আলেমেদ্বীন। আরব ও বার্বাররা তো তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেই খ্রিস্টানরা পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করে।

আবদুল আযীয আন্দালুসিয়ার জনসাধারনের জন্য কল্যাণকর ও উন্নয়ণমূলক যে কাজ করে যাচ্ছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বার্তাবাহক বলল, 'আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীয সেখানকার লোকদের ভাগ্য পাল্টে দিয়েছেন। সেখানে বিত্তশালী খ্রিস্টানরা বিত্তহীনদের উপর জুলুম-নির্যাতন করত।

যারা স্বর্ণ, মুদ্রা ও ধন-সম্পদের মালিক ছিল, তারাই যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-বৈভবের একচ্ছত্র অধিকারী ছিল।

আমীর আবদুল আযীয গরীব জনসাধারণকে এমন এক জীবনের সন্ধান দিয়েছেন যে, তারা এখন শুধু পেট ভরে খানাই খায় না; বরং মানুষ হিসেবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও হয়।'

'বার্বার সম্প্রদায় আবদুল আযীয সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করে?' খলীফা বার্তাবাহককে জিজ্ঞেস করলেন।

'খলীফাতুল মুসলিমিন নিশ্চয় অবগত আছেন, তারিক বিন যিয়াদ যে সকল সৈন্য নিয়ে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করে ছিলেন তাদের সকলেই ছিল বার্বার। মালে গনিমত হিসেবে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ বার্বারদের হস্তগত হয়েছিল, তা তারা স্বপ্নেও কখনও দেখেনি। আমীর আবদুল আযীয বার্বারদের অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন। মুসা বিন নুসাইর দীর্ঘকাল আফ্রিকার আমীর ছিলেন। বার্বারদের উপর তাঁর অনুগ্রহ এত বেশি যে, বার্বাররা তাকে পীর-মুরশেদ মনে করে। এ কারণেই বার্বাররা আবদুল আযীযের জন্য নিজেদের জান-মাল কোরবান করতে সদা প্রস্তুত থাকে।'

'ওখানে কি কেউ আমাদের প্রশংসাও করে?' সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন।

'খলীফা অভয় দিলে এ ব্যাপারে অধমের কিছু কথা আছে।' বার্তাবাহক বলল।

'নির্ভয়ে বল।' খলীফার পরিবর্তে কুলসুম বলে উঠল। সে খলীফার শরীরের সাথে লেগে বসেছিল।

'খলীফাতুল মুসলিমীন!' বার্তাবাহক বলল। 'আমি অনেক সরাইখানায় গিয়েছি, সেখানে আমি মুসলমান, খ্রিস্টান এমন কি বার্বার মুসলমানদের সাথেও কথা বলেছি, কিন্তু কেউ দামেস্কের খেলাফতের নাম পর্যন্ত নেয় না। সেখানকার নতুন নির্মিত মসজিদেও আমি গিয়েছি, সেখানেও খলীফার নাম নেওয়া হয় না। লোকদের মুখে মুখে শুধু আমীর আবদুল আযীযেরই নাম।'

'মুসা বিনা নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি।' সুলায়মান জানতে চাইলেন।

'আমি অনেককেই দেখেছি, তারা একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করে, মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদ কোথায় গেছেন?' বার্তাবাহক বলল। 'খলীফাতুল মুসলিমীন! যে ব্যক্তিই জানতে পেরেছে যে, আমি দামেস্ক থেকে এসেছি, সেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়া কি দামেস্কে আছেন? তাঁরা কবে ফিরবেন? ইত্যাদি। আমি দেখেছি, দারুল খেলাফতের সাথে আন্দালুসিয়ার কোন সম্পর্কই নেই। খলীফাতুল মুসলিমীন! আপনার সেখানে যাওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, আমার সেখানে যাওয়া উচিত। আমি যদি সেখানে না যাই তাহলে একদিন খোতবা থেকেও আমার নাম মুছে যাবে।' সুলায়মান বললেন।

'তুমি এখন যেতে পার।' কুলসুম বার্তাবাহককে বলল।

বার্তাবাহক চলে গেলে কুলসুম সুলায়মানকে বলল, 'আপনি আন্দালুসিয়া যাবেন না। আপনি কি বার্তাবাহকের এমন সুস্পষ্ট কথা থেকেও বুঝতে পারেননি যে, আন্দালুসিয়া একদিন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে? আপনি কি চান, উমাইয়া বংশের হাত থেকে খেলাফতের বাগডোর অন্যের হাতে চলে যাক? আপনি কি মুসার খান্দানকে খেলাফতের মসনদে বসাতে চান?'

'না, কুলসুম! কক্ষণও না।' সুলায়মান বললেন। 'আমি মুসার বংশ নির্বংশ করে তবেই ক্ষান্ত হব।'

'মুসা এই অধিকার কোত্থেকে পেল যে, সে নিজের ছেলেকে একটি বিজিত এলাকার আমীর বানিয়ে দিয়েছে।' কুলসুম বলল। 'শুধু মুসাকে খতম করলেই হবে না। তার গোটা বংশকেই খতম করে দিতে হবে।'

'এখনই আবু হানিফকে ডাক।' খলীফার কথা শুনে কুলসুম উঠে দাঁড়াল। খলীফা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ? প্রহরীকে পাঠাও।'

'আবু হানিফকে ডাকার জন্য আমারই যাওয়া উচিত।' কুলসুম বলল। 'সে তো আপনার হুকুমের অপেক্ষায় এখানেই বসে আছে।'

কুলসুম খলীফার কামরা থেকে বের হয়ে দু'টি কামরা অতিক্রম করে তৃতীয় একটি কামরায় প্রবেশ করল। কামরাটি অত্যন্ত সুন্দর ও সাজানো-গুছানো। সেখানে মধ্য বয়সী বলিষ্ট চেহারার সুদর্শন এক পুরুষ বসেছিল। কুলসুমকে দেখামাত্র সে দাঁড়িয়ে তার দুই বাহু প্রসারিত করে ধরল। কুলসুম সোজা তার বাহুবন্ধনে আশ্রয় নিল । এ লোকটিই হল, আবু হানিফ।

কুলসুম তাকে একটি কুরসীতে বসিয়ে নিজে একটি কুরসী টেনে বসে বলল, 'তিনি আন্দালুসিয়া যাওয়ার খোয়াব দেখছেন। তুমি হলে তার প্রধান পরামর্শদাতা, তার পরামর্শদাতা তো আরো অনেকেই আছে, কিন্তু আমি তোমাকে তার মনের মাঝে স্থান করে দিয়েছি।'

'এটা কোন নতুন কথা নয়।' আবু হানিফ বলল। 'নতুন কথা বল, বার্তাবাহক কি সংবাদ এনেছে, আর সুলায়মানই বা কি বলেছে?'

কুলসুম আবু হানিফকে বার্তাবাহকের সব কথা শুনাল। বার্তাবাহকের কথা শুনে সুলায়মানের কী প্রিতিক্রিয়া হয়েছিল এবং সে নিজে সুলায়মানকে কী পরামর্শ দিয়েছে তাও শুনাল।

'আমিও তাকে এই পরামর্শই দেব।' আবু হানিফ বলল। 'সুলায়মানের সালতানাত যত দিন স্থায়ী হবে তত দিন আমাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন থাকবে। কিন্তু মনে

রেখো কুলসুম, মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়ার যে সকল দাসী-বান্দি তোহফা স্বরূপ খলীফা ওলিদের নিকট পাঠিয়ে ছিল, তাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত রূপসী ও লাস্যময়ী রূপে-গুণে তাদের কোন তুলনা হয় না। এ সকল খ্রিস্টান মেয়েদের বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। আমি ভালো করেই জানি, এ সকল মেয়েরা সেখানে দাসী-বান্দি ছিল না। তারা সকলেই শাহীখান্দানের মেয়ে। তাদের কেউ যেন তোমাকে পিছনে ফেলে সুলায়মানের হৃদয়-মন্দিরে জায়গা করে না নেয়।'

'এ বিষয়ে পরেও কথা বলা যাবে।' কুলসুম বলল। 'এখন সুলায়মান তোমাকে ডাকছে, সে আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীযের ব্যাপারে তোমার সাথে পরামর্শ করতে চায়।'

'তাকে কী পরামর্শ দেব?' আবু হানিফ জানতে চাইল।

কুলসুম তার ডান হাত ছুরির মতো করে গর্দান স্পর্শ করে বলল, 'জলদি যাও। সুলায়মান তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে আন্দালুসিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিও না।'

আবু হানিফ দ্রুত সুলায়মানের কামরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। সে কামরায় প্রবেশ করতেই সুলায়মান তাকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন।

***

সেদিন আপরাহ্নে দামেস্ক থেকে একজন বার্তাবাহক আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। তার সাথে ছিল একটি লিখিত পয়গাম। লিখিত পয়গামটি একটি চামড়ার থলিতে ভরে আবু হানিফ সুলায়মানের সামনে মোহর অঙ্কিত করল। সুলায়মান আবু হানিফকে দিয়ে পয়গামটি লিখিয়ে ছিলেন।

ইতিহাসে বার্তাবাহকের নাম লেখা আছে আবু নসর। এই বার্তাবাহককেই পূর্ববর্তী খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক পাঠিয়ে ছিলেন মুসা বিন নুসাইরকে আন্দালুসিয়া থেকে ডেকে আনার জন্য।

আবু নসর ছিল রাজকর্মচারীদের মাঝে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। সুলায়মান আবু নসরকে লিখিত পয়গামটি দিয়ে বললেন, 'তুমি ভালো করেই জান, আমার বড় ভাই ওলিদ তোমার উপর কতটা আস্থা রাখতেন। শাহীমহলে তোমার প্রতি সেই আস্থা এখনও অটুট আছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম। কোন অবস্থাতেই যেন রাস্তায় এই পয়গাম খোলা না হয়। কোন কারণে যদি এই পয়গাম হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার অশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তাহলে মোহর ভেঙ্গে থলি থেকে পয়গাম বের করে জ্বালিয়ে দেবে অথবা গিলে ফেলবে। এই পয়গাম কোনভাবেই যেন অন্যের হাতে না পৌঁছে।'

'আমীরুল মুমিনীন, এমনই হবে।' আবু নসর বলল।

'আরেকবার ভালো করে শুনে নাও।' সুলায়মান বললেন। 'পয়গাম হাবীব বিন উবায়দার হাতে পৌঁছাবে। কেউ যেন জানতে না পারে যে, তুমি কোন পয়গাম নিয়ে গিয়েছ। তাছাড়া আর সব কিছুই তো তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছে।'

আবু নসর সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

***

আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডো। আমীর আবদুল আযীয টলেডোতেই অবস্থান করছিলেন। আবু নসর রাতের বেলা টলেডোর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলো। সন্ধ্যায় শহর রক্ষা প্রাচীরের ফটক বন্দ হয়ে যাওয়াতে শহরের বাইরেই তাকে রাত যাপন করতে হয়েছে। ফটক খোলা হলে সে শহরে প্রবেশ করল।

পূর্বেই সে তার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল। সে এমন লেবাস পরেছিল যে, তাকে আরব বরে মনে হচ্ছিলো না। পূর্বেও সে এখানে এসেছে, তাই এখানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল। সে জানত, হাবীব বিন উবায়দা কোথায় থাকে।

ঐতিহাসিকদের মতে হাবীব বিন উবায়দা ছিল ফৌজের উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা। সম্ভবত এ কারণেই তার নামের সাথে আমীর শব্দটি লেখা হত।

আবু নসর হাবীবের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ সময় হাবীবের এক দোস্ত—যায়েদ বিন নাবাহ সেখানে উপস্থিত ছিল। খাদেম এসে বলল, 'একজন মুসাফির আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।'

হাবীব বাইরে এসে আগন্তুকের দিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল। 'তুমি আবু নসর নও? কারো জন্য খলীফার পয়গাম নিয়ে এসেছ নাকি?'

'আপনার জন্যই পয়গাম এনেছি।' আবু নসর বলল। 'খলীফার বিশেষ গোপন পয়গাম। তার নির্দেশ হল, কেউ যেন এই পয়গামের ব্যাপারে জানতে না পারে। এই নিন পয়গাম। আর আমাকে আত্মগোপন করে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। জবাব নিয়ে আমি ফিরে যাব।'

হাবীব তার থেকে পয়গামের থলি নিয়ে খাদেমকে বলল, 'এই মুসাফিরের জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা কর এবং তার খাওয়া-দাওয়ার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখো।'

বৈঠকখানায় এসে হাবীব দোস্ত যায়েদের সামনে থলি খোলে পয়গাম বের করে পড়তে লাগল। পয়গাম খুব দীর্ঘ ছিল না। পয়গাম পড়তে গিয়ে হবীব বিন উবায়দার হাত কাঁপতে শুরু করল। তার হাত এতটা সজোরে কাঁপছিল যে, পয়গাম তার হাত থেকে পড়ে গেলো, আর চোখ থেকে কান্নার দমকে তপ্ত অশ্রু বের হয়ে এলো। পড়ে যাওয়া পয়গামটি উঠিয়ে নিয়ে যায়েদ পড়তে লাগল...।

'আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করে তার মস্তক দামেস্ক পাঠিয়ে দাও। কেউ যেন জানতে না পারে।'

'যায়েদ, তুমি তো জান, মুসা বিন নুসাইরের সাথে আমার বন্ধুত্ব কতটা গভীর' হাবীব বলল। 'আমি তাঁর ছেলের মস্তক কাটার নির্দেশ দিতে পারি না। এ কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।'

'তাহলে নিজেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' যায়েদ বলল। 'খলীফার নির্দেশ না মানলে সে তোমার পরিবারের প্রত্যেকটি শিশু-সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করে ছাড়বে। হত্যা করার পূর্বে তোমাকে কয়েদখানায় বন্দী করে এমন নির্মম নির্যাতন করবে যে, দিন-রাতে অসংখ্যবার তুমি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যাবে।'

'তুমি কি এ ব্যপারে আমাকে সাহায্য করবে?' হাবিব যায়েদকে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি বললে অবশ্যই সাহায্য করব।' যায়েদ বলল। 'খলীফার এই নির্দেশ পালন করা ছাড়া তোমার কোন উপায় নেই।'

***

ইউরোপিয়ান ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই লেখেছেন যে, হাবীব বিন উবায়দা এবং মুসা বিন নুসাইরের সাথে অত্যন্ত গভীর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু মরহুম খলীফা ওলিদ এবং তাঁর ভাই সুলায়মানের পক্ষ থেকে হাবীবের খান্দানের উপর এমন অজস্র অনুগ্রহ ছিল, যা অস্বীকার করা হবীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাছাড়া সুলায়মানের প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের কারণেও এই নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না।

অনেক চেষ্টার পর হাবীব পাঁচজন ফৌজি অফিসারকে নিজের মতের সাথে একাত্ম করতে সক্ষম হল। এই পাঁচজন ফৌজি অফিসারই ছিল উমাইয়া বংশের। তারা আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছল।

কিন্তু সমস্যা হল, আমীর আবদুল আযীয জনকল্যাণমূলক কাজে ও সামাজিক উন্নয়নকল্পে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, কখনও তিনি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। আন্দালুসিয়ার কয়েকটি জায়গায় তখনো লড়াই চলছিল। খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে আন্দালুসিয়া থেকে বিতাড়িত করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে সকল অঞ্চল তখনো মুসলমানদের করতলগত হয়নি সেগুলো রক্ষার জন্য খ্রিস্টানরা প্রাণপণ লড়াই করছিল। আমীর আবদুল আযীয কখনও কখনও আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যেতেন।

আমীর আবদুল আযীযকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতকদের লেলিয়ে দেওয়া হল। তারা কয়েকবারই চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য চেষ্টা করল; কিন্তু তাদের প্রতিটি প্রচেষ্টাই চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। আবদুল আযীয নিজেও আঁচ করতে পারেননি যে, কেউ তাঁকে হত্যা করার জন্য ছায়ার মতো তাঁর পিছনে লেগে আছে।

অবশেষে হাবীব বিন উবায়দা এক বিকৃত মস্তিষ্ক গুপ্তঘাতকের সন্ধান পেল। সে অত্যন্ত সাহসী ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন ছিল। সে ছায়ার মতো আমীর আবদুল আযীযের পিছনে লেগে থাকত। আমীর আবদুল আযীয সর্বদা দেহরক্ষী বেষ্টিত হয়ে থাকতেন। তাঁর পর্যন্ত একটি তীর পৌঁছাও ছিল অসম্ভব।

এই গুপ্তঘাতকের নাম কোন ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেননি। গুপ্তঘাতক একটি মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় ছিল। তখনকার যুগে যিনি সিপাহসালার হতেন তিনিই ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন। জামে মসজিদের ইমামতের দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত থাকত।

একদিন আমীর আবদুল আযীয ফজরের নামাযের ইমামতের জন্য দাঁড়িয়েছেন। তিনি সূরা ফাতেহা তিলাওয়াত করে সুরা ওয়াকিয়া শুরু করেছেন মাত্র। এমন সময় এক ব্যক্তি বিদ্যুৎগতিতে প্রথম কাতার থেকে বের হয়ে, চোখের পলকে তলোয়ারের এক আঘাতে আমীর আবদুল আযীযের শরীর থেকে মস্তক আলাদা করে ফেলল। নামাযীগণ কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই গুপ্তঘাতক মস্তক নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গুপ্তঘাতক আমীর আবদুল আযীযের কর্তিত মস্তক কাপড়ে পেঁচিয়ে হাবীব বিন উবায়দার ঘরে এসে পৌঁছল। হাবীব তার অপেক্ষায় ছিল। সে চামড়ার একটি থলি বানিয়ে রেখেছিল। কর্তিক মস্তক সেই থলিতে রেখে সেলাই করে আরেকটি মখমলের থলিতে ভরে বার্তাবাহক আবু নসরকে দিয়ে বলল, 'এটা খলীফা সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের নিকট পৌঁছে দাও।'

'কি আছে এর মধ্যে?' বার্তাবাহক জিজ্ঞেস করল।

'খলীফার পয়গামের উত্তর।' হাবীব বলল। 'এখনই রওনা হয়ে যাও।'

আবু নসর তৎক্ষণাৎ বের হয়ে পড়ল। সে প্রায় বিশ দিন লাগাতার সফর করে দামেস্ক এসে পৌঁছল। দামেস্ক পৌঁছেই সে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করল। হাবীব খলীফার পয়গামের উত্তর হিসেবে যে থলি তাকে দিয়ে ছিল, সেই থলি সে খলীফার সামনে পেশ করল।

খলীফা সুলায়মান থলির মধ্যে আমীর আবদুল আযীযের কর্তিত মস্তক দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। তিনি চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন, 'আন্দালুসিয়ার আমীরের কর্তিত মস্তক কয়েদখানায় তার বাবার সামনে রেখে এসো।'

সাথে সাথে তার নির্দেশ পালন করা হল। আমীর আবদুল আযীযের কর্তিত মস্তক মুসা বিন নুসাইরের সামনে পেশ করা হল।

মুসা বিন নুসাইর প্রথম থেকেই অসহনীয় দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত ছিলেন। নিত্য নতুন নির্যাতন, আর অনাহারে-অর্ধাহারে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। শারীরিক ও মানসিক আর কোন প্রকার দুঃখ সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন সময় প্রিয় পুত্রসন্তানের কর্তিত মস্তক দেখে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। হুঁশ ফিরে এলে দেখেন, মস্তক সেখানে নেই।

প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টে আক্ষেপ করে মুসা বিন নুসাইর বলে উঠলেন। 'তারা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যে দিনের আলোতে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকত। আর নিঝুম রাতের আঁধারে আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে থাকত। সে ছিল আধাঁর রাতের এবাদতগুজার, আর যুদ্ধদিনের সিপাহী শাহসওয়ার। সে দিনে রোজা রাখত, আর রাতে জায়নামাযে বিনিদ্র রজনী কাটাত।'

মুসা বিন নুসাইর যে কারাগারে পুত্র শোকের অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয় তিলে তিলে মৃতুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই একই কারাগারে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সিন্ধু বিজয়ী বীরপুরুষ মুহাম্মদ বিন কাসেম। খলীফা সুলায়মানের নির্দেশে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। নির্মম অত্যাচারের অসহ্য যাতনা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন।

'তোমরা এমন এক যুবককে হত্যা করে ফেলছ, যে আর দশটা যুবকের মতো নয়।'

আরেক সিংহপুরুষের হৃদয় বিদারক আর্তচিৎকারেও এই কারাপ্রাচীরের ইট-পাথরগুলো প্রকম্পিত হয়েছিল। খলীফা সুলায়মানের নির্দেশে তাকেও হত্যা করা হয়। সেই মহান মুজাহিদ হলেন, সমরকন্দ বিজেতা কুতায়বা বিন মুসলিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিস্তব্ধ কারাপ্রাচীরের মধ্যে চিৎকার করে বলেছিলেন :

'হে রাসূলে আরাবীর উম্মত! আমি তো তোমাদের উন্নতি আর মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট ছিলাম। সেই আমাকেই তোমরা বাঁচতে দিলে না। আজ তোমাদের উপর যে অধঃপতন, আর ধ্বংস নেমে এসেছে, তা থেকে তোমাদেরকে কে বাঁচাবে?'

আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীয শহীদ হওয়ার পর মুসা বিন নুসাইর বেশি দিন বাঁচেননি। তার এক-দেড় বছর পর সুলায়মান বিন আবদুল মালেকও মৃত্যুবরণ করেন।

এটা কোন কল্পকাহিনী নয়। এটা এমন এক ঈমানদীপ্ত উপাখ্যানের শেষ পরিণতি, যার শুরু হয়েছে পাঁচই রজব ৯২ হিজরী মোতাবেক ৯ই জুলাই ৭১১ খ্রিস্টাব্দে। যখন একজন খ্রিস্টান প্রশাসক মিসর ও আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের দরবারে এসে ফরিয়াদ করেন, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক তার কুমারী মেয়ের শ্লীলতাহানী করেছে। সে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়। মুসলমানদের মদদ ছাড়া তার একার পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই খ্রিস্টান প্রশাসককে সাহায্য করার জন্য মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে ডেকে পাঠান।

[দুই]

দামেস্কের কারাগারের একটি ছোট্ট অন্ধকার কুঠরী। সারা দিনের ভিক্ষাবৃত্তি শেষে মুসা বিন নুসাইরকে এই অন্ধকার কুঠরীতেই রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। তিনি যখন তাঁর ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহটি সেই ছোট্ট অন্ধকার কুঠরীতে এলিয়ে দিতেন তখন তাঁর বিগত জীবনের একেকটি ঘটনা ছবির মতো তাঁর মনের পর্দায় ভেসে উঠত। স্মৃতিগুলো একে একে চোখের সামনে এসে জড়ো হত।

অতীত দিনের কোন ঘটনাই তিনি মনে করতে চাইতেন না। অতীতের প্রতিটি স্মৃতি তাঁর হৃদয়-স্পন্দন বাড়িয়ে দিত। হৃদয়ের এই স্পন্দন তাঁর নিকট মৃত্যুযন্ত্রণার মতো মনে হত। তিনি বুক ভরা ব্যাথা নিয়ে পরাজিত ও বঞ্চিত জীবনের শেষ দিনটির অপেক্ষা করছিলেন।

তাঁর মনে কোন আফসোস নেই। নেই কোন অতৃপ্তি। তাঁর অশান্ত মনের একমাত্র প্রশান্তি এই যে, তিনি আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম আটলান্টিক মহাসগরের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

অপরাধ না করেও তিনি যে অপরাধের শাস্তি ভোগছেন, এ জন্য আল্লাহর কাছে তিনি কোন অনুযোগ করেননি। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট নন। পার্থিব সকল বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মানসিকভাবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এই কারাগারেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর অজ্ঞাত কোন স্থানে তাকে দাফন করে দেওয়া হবে। হয়তো বা তাঁর জানাযার নামাযও পড়া হবে না।

তিনি ভাবতেও পারছিলেন না যে, ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। যত দিন সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী সজীব থাকবে, চাঁদ-সেতারা রাতের আকাশ আলোকিত করবে, তত দিন ইতিহাসের বুকে মুসা বিন নুসাইরের নাম থাকবে। তাঁর বিজয়গাথা মানব হৃদয়ে ঈমানের দ্যুতি ছাড়াবে।

তিনি জানতেন না, তারিক বিন যিয়াদ এখন কোথায়? খলীফা দু'জনকেই দামেস্ক ডেকে এনেছিলেন। তারিক বিন যিয়াদের কথা চিন্তা করে মুসা বিন নুসাইরের আফসোস হচ্ছিল। আন্দালুসিয়া-বিজয়ী নওজোয়ান এই সিপাহসালারের সাথেও হয়তো এমনই আচরণ করা হচ্ছে। তিনি বোধ হয়, এই কারাগারের কোন অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

মৃত্যুপথযাত্রী মুসা বিন নুসাইয়ের মন আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভারে ন্যুব্জ। অতীত দিনের স্মৃতিগুলো অবচেতন মনে বারবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে।

এই তো সে দিনের কথা। উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট একটি রাজ্য সিউটার গভর্নর জুলিয়ান তাঁর নিকট এলো। সে দিনের পুরো দৃশ্যটাই তাঁর চোখের

সামনে মূর্ত হয়ে উঠল। ঐদিন তিনি উত্তর আফ্রিকার একটি শহর তানজানিয়ায় অবস্থান করছিলেন।

তিনি মিসর ও আফ্রিকার আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে একটি মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্তে কোথাও বসে থাকতেন না। কখনও একাই শত্রুর মোকবেলায় জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কখনও সৈন্য পরিচালনায় শাহসওয়ারের ভূমিকা পালন করতেন। আবার কখনও সুদক্ষ সমাজ সংস্কারকের ন্যায় সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। কখনও শহরে-গঞ্জে কখনও গ্রামে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে রাজ্যের সঠিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেন।

এমনই ব্যস্ততার মাঝে যখন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল, সিউটার গভর্নর জুলিয়ান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। তখন তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'জুলিয়ান! কী উদ্দেশ্যে সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়?'

যে লোকটি জুলিয়ানের আগমনের সংবাদ নিয়ে এসেছিল সে বলল, 'জুলিয়ান একা আসেনি, তার সাথে আরো লোকজনও আছে। তাদেরকে উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা বা শাহীখান্দানের লোক বলে মনে হচ্ছে। তারা বেশ কিছু উপহার-উপঢৌকনও সাথে এনেছে।'

'আল্লাহর কসম! আমার বিশ্বাস হয় না' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'কেউ কি বিশ্বাস করবে, যাদের সাথে আমাদের লড়াই চলছে, যারা আমাদের জানের দুশমন, আচানক তারা আমাদের দোস্ত হয়ে গেছে? অসম্ভব, কিছুতেই হতে পারে না। তারা হয়তো সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। আমি তাদের সন্ধির প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করব না।'

'মুহ্তারাম আমীর!' একজন সভাসদ আরয করলেন। 'তারা এতটা দূর থেকে এসেছেন, তাদেরকে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করা হোক।'

***

সিউটা রোম সাগরের পাড়ে অবস্থিত আফ্রিকার সীমান্তবর্তী একটি ছোট্ট রাজ্য। তার বিপরীত দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জাবালুত্তারিক বা জেব্রেলটার প্রণালী। সিউটা ও জাবালুত্তারিকের মধ্যখান দিয়ে যে সাগর বয়ে গেছে তার বিস্তৃতি প্রায় বার মাইল।

সিউটা হল আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের করদ-রাজ্য। সিউটার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আছে। তা সত্ত্বেও রডারিক নিজের কিছু সৈন্য সেখানে মোতায়েন করে রেখেছে।

আন্দালুসিয়ার মতো শক্তিশালী রাজ্যের মদদপুষ্ট হওয়ার কারণে জুলিয়ান সর্বদা শক্তি প্রয়োগ করে আশ-পাশের অঞ্চল দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করত।

জুলিয়ানের ঔদ্ধত্য দমন করার জন্য মুসা বিন নুসাইর প্রায়ই ফৌজ প্রেরণ করতেন। জুলিয়ান বাহিনীর সাথে তাদের কয়েকবার লড়াইও হয়েছে।

মুসা বিন নুসাইর সিউটা দখল করে নেওয়ার জন্য দুই-তিনবার রীতিমত আক্রমণ পরিচালনা করেন। কিন্তু সিউটার দুর্গ এতটাই মজবুত যে, কিছুতেই তা পদানত করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানবাহিনীকে দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রাখার জন্য বার্বার ফৌজের মাধ্যমে দুর্গ অবরোধ করেও রাখেন।

তিনি এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন যে, জুলিয়ানের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ করার জন্য অতিসত্বর সিউটার উপর কঠিন হামলা চালাবেন। প্রয়োজন হলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখবেন, যেন ক্ষুধ-পিপাসায় কাতর হয়ে দুর্গের লোকেরা অস্ত্র সমর্পণ করতে জুলিয়ানকে বাধ্য করে। তবে তিনি এই আশঙ্কাও করতেন যে, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ বড়ারিক জুলিয়ানের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে। মুসা বিন নুসাইর একে একে দুইবার দূত মারফত জুলিয়ানকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি জুলিয়ানকে এই মর্মে পত্রও লেখেছিলেন যে,

'জুলিয়ান! নিজে শান্তিতে থাকুন, অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দিন। অন্যথায় আপনাকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।'

জুলিয়ান প্রতিউত্তরে স্বৈরাচারী মনোভাব ও ঔদ্ধতের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিউত্তরে লেখেছিলেন,

'সালতানাতে ইসলামিয়ার আমীর! সিউটা অবরোধ করার আগে আন্দালুসিয়ার ফৌজি শক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকা উচিত। যেন পরবর্তীতে পিছু হটার লাঞ্ছনা পেতে না হয়।'

মুসা বিন নুসাইর মনে মনে ভাবলেন, সেই জুলিয়ানের মতো স্বেচ্ছাচারী ও অবাধ্য দুশমন এসেছে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে! তিনি কিছুটা আশ্চার্য হয়ে বার্তাবাহককে ইঙ্গিত করে বললেন, 'জুলিয়ানকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

***

শাহীলেবাস পরিহিত জুলিয়ান রাজকীয় গাম্ভির্যের সাথে দরবারে প্রবেশ করল। সে সময় দরবারে মুসা বিন নুসাইরের সামনে দুই-তিনজন উপদেষ্টা ও কয়েকজন সালার বসাছিলেন। জুলিয়ানকে দেখে মুসা বিন নুসাইর উঠে দাঁড়ালেন। তিনি ঠোঁটের কোনে মুচকিহাসির রেখা টেনে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। জুলিয়ান সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন,

'আমি শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে এসেছি, শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে ফিরে যেতে চাই। দোস্তীর পয়গাম নিয়ে এসেছি, দোস্তীর সওগাত নিয়ে ফিরে যেতে চাই।'

জুলিয়ানের দোভাষী বার্বার ভাষায় জুলিয়ানের কথা তরজমা করে শুনাল।

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের সাথে কোলাকুলি করলেন। তিনি তাকে ডানবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে কুরসির দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'আমাদের ঘরে ভয়ঙ্কর কোন দুশমন এসে উপস্থিত হলে আমরা তাকে দোস্তই মনে করি। আপনার মনে যত মারাত্মক দুরভিসন্ধিই থাক না কেন, এ মুহূর্তে আমরা আপনাকে দোস্ত মনে করব।'

দোভাষী উভয়ের কথা তরজমা করে শুনাচ্ছিল।

জুলিয়ানের সাথে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত চৌকস দু'জন দেহরক্ষী দরবারে প্রবেশ করল। তারা উভয়ে দরজায় দু'পাশে ফলা বিশিষ্ট বল্লম উঁচিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। তাদের দৃষ্টি ছিল সতর্ক ও অন্তর্ভেদী।

তারা উভয়ে জুলিয়ানের দিকে তাকিয়ে ছিল। জুলিয়ান মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। তারা দু'জন যন্ত্রচালিতের ন্যায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা ঝুঁকাল। তারপর সোজা হয়ে উল্টো পায়ে দরবার থেকে বের হয়ে গেল।

তারা বের হয়ে যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণকায় দু'জন লোক দরবারে প্রবেশ করল। তাদের মাথায় সফেদ টুপি। আর নিম্নাঙ্গে ঝলমলে রেশমী কাপরের লুঙ্গি।

তারা বড়সড় একটি বাক্স ধরাধরি করে দরবারে প্রশে করল। বাক্সটি মুসা বিন নুসাইরের সামনে রেখে ঢাকনা খোলে দিল। তারপর উভয়ে মুসার সামনে দু'জানু হয়ে কুর্নিশ করল। কুর্নিশ শেষে মাথা নিচু করে উল্টো পায়ে বাইরে চলে গেল।

তারা চলে যাওয়ার পর আরো দু'জন হাবশী গোলাম আরেকটি বাক্স নিয়ে দরবারে প্রবেশ করল।

'সিউটার সম্মানিত রাজা!' মুসা বিন নুসাইর বলে উঠলেন। 'আপনার লোকদের বলে দিন, তারা যেন আমাকে কুর্নিশ না করে। আমার সামনে মাথা না ঝুঁকায়।'

'ইসলামী সালতানাতের আমীর!' জুলিয়ান বলল। 'এরা গোলাম, শাহীখান্দানের লোক নয়। এদের কুর্নিশ করতে বাধা দেবেন না।'

'আমরা সকলেই গোলাম।' মুসা আসমানের দিকে ইশারা করে বললেন। 'আমরা কেবল এক বাদশাহকেই কুর্নিশ করি। তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সেজদাবনত হই। সে বাদশাহ হলেন, মহান আল্লাহ। সম্মান প্রদর্শনের এই পদ্ধতি আপনি আপনার দরবারে পালন করুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই। এ মুহূর্তে আমরা আল্লাহর দরবারে বসে আছি।'

মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কখনও মুসলমানদেরকে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখেননি?'[১]

১। তিনজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক স্ট্যনলে, লেনপোল, প্রফেসর ডোজী ও স্যার স্টারলং ম্যাকসুয়েল, মুসা বিন নুসাইর ও জুলিয়ানের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

'আফ্রিকার মহামান্য আমীর! আমি দেখেছি।' জুলিয়ান বলল। 'আপনার ফৌজ যখন সিউটা অবরোধ করে তখন এক সন্ধ্যায় আমি দুর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি, আপনার ফৌজ একজন ব্যক্তির পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল।'

'এ দৃশ্য দেখে আপনার মনে কী অনুভূতি জন্মেছিল? আপনি কি দেখেননি, সেখানে একজন সাধারণ সিপাহী ও সিপাহসালার, সাদা ও কালো, আমীর ও গরীব সকলে এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল? সেখানে এমন কোন নিয়ম ছিল না যে, আমীর প্রথম সারিতে দাঁড়াবে, আর গরীব পিছনের সারিতে দাঁড়াবে। ইসলামে গোলাম ও মনিবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সকলে সমান হয়ে যায়। মানুষের সামনে মানুষের মাথা ঝুঁকিয়ে সেজদা করা হারাম, গুনাহের কাজ।'

তিনটি বড় বড় বাক্স দরবারে আনা হল। মুসা বিন নুসাইরের নিষেধসত্ত্বেও বাক্স বয়ে নিয়ে আসা গোলামরা মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে যাচ্ছিল, আর জুলিয়ান না বুঝার ভান করে মুচকি-মুচকি হাসছিলেন। তিনটি বাক্সই মহামূল্যবান হাদিয়া-তোহফায় ভরা ছিল। জুলিয়ান এগুলো মুসা বিন নুসাইরের জন্য এনেছিলেন।

'আফ্রিকার আমীরের জন্য একটি ঘোড়াও এনেছি।' জুলিয়ান বললেন। 'বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। আন্দালুসিয়ার জঙ্গী ঘোড়া। এত তীব্র বেগে ছুটে যে, মনে হয়, দৌড়াচ্ছে না; উড়ে চলছে। একমাত্র শাহসওয়ারকেই সে তার পিঠে আরোহণের সুযোগ দেয়। যেখানেই লাগাম টেনে ধরা হয় সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ঘোড়া বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এটি শাহী আস্তাবলের সেরা ঘোড়া।'

'আমি নিজের পক্ষ থেকে এবং খলীফাতুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকে আপনার শোকরিয়া আদায় করছি।' মুসা বিন নুসাই বললেন। 'এখন বলুন, আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি?'

***

'আফ্রিকা ও মিসরের সম্মানিত আমীর!' জুলিয়ান বললেন। 'আমি আপনার জন্য অরেকটি তোহফা এনেছি, এ তোহফা খোদ আপনাকে অগ্রসর হয়ে গ্রহণ করতে হবে। আমিও আপনার সফরসঙ্গী হব। চলার পথে কৃষ্ণসাগরের অথৈ জলরাশী বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমি আমার নৌবহর ও নাবিক আপনাকে দেব। তারা আপনার হুকুমে কাজ করবে।'

'একমাত্র আল্লাহই আমাদের অন্তরের গোপন কথা জানেন।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'প্রথমত আপনার আগমনের উদ্দেশ্যই আমার নিকট স্পষ্ট নয়। তার উপর

আপনি যে তোহফার কথা বলছেন, সেটা এতটাই রহস্যপূর্ণ যে, তা বুঝার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আপনি আপনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করলে আমার মতো সল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে।'

'আমি যে তোহফার কথা বলছি, সেই তোহফার নাম, আন্দালুসিয়া।' জুলিয়ান বললেন। 'আন্দালুসিয়া যে এক অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দেশ। এ ব্যাপারে আপনি ভালোভাবেই অবগত আছেন। আপনি চাইলে এই রাজ্যকে ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আন্দালুসিয়ার পর ফ্রান্স। আন্দালুসিয়ায় আপনি আপনার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফ্রান্স আক্রমণ করতে পারবেন।'

'ইসলামী সালতানাতের সাথে আপনার এই আন্তরিকতা প্রদর্শনের কী কারণ থাকতে পারে?' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তাছাড়া আপনার স্বজাতি বাদশাহ রডারিকের সাথে আপনার এই হঠাৎ দুশমনিরইবা কি কারণ ঘটতে পারে?'

'আপনার হয়তো জানা আছে, আমি বাদশাহ রডারিকের করদ-রাজা।' জুলিয়ান বললেন। 'সে আমাকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। সে সর্বদা এই আশঙ্কা করে যে, আরব মুসলমানগণ অপরাজেয় এক সামরিক শক্তিরূপে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করছে, মনে হয় তারা অতিসত্বর আন্দালুসিয়াকে পদানত করে ইউরোপে প্রবেশ করবে। তারা সময়ের সামান্য ব্যবধানে রোম-পারস্যের ন্যায় মহাশক্তিধর দু'টি সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য জয় করতে করতে উত্তর আফ্রিকার সীমান্ত সৈকতে এসে পৌঁছেছে। অল্প সময়ের মধ্যে আফ্রিকার হিংস্র জাতি বার্বার সম্প্রদায়কে ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল এক সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। আর এসব কিছুই হল রডারিকের ভয়ের কারণ। তাই আপনি যেন কখনও আন্দালুসিয়া আক্রমণ করতে না পারেন, সে জন্য রডারিক আমাকে আপনার পথেরকাঁটা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।'

'তাহলে কি আপনি আন্দালুসিয়া ও আমাদের মাঝে একজন স্বাধীন রাজা হয়ে থাকতে চান?' মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর পরেও দেওয়া যাবে।' জুলিয়ান বললেন। 'আগে আপনি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আন্দালুসিয়ার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেভরা সুজলা-সুফলা রাজ্যকে আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার কোন চিন্তা কি আপনার আছে?'

'না.. আন্দালুসিয়ার উপর হামলা করার মতো সৈন্যবাহিনী আমার নেই।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তাছাড়া আন্দালুসিয়ার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য রসদ সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।'

এটা ছিল মুসা বিন নুসাইরের একটি কূটনৈতিক চাল। তিনি প্রতিপক্ষকে তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি সম্পর্কে বেখবর রাখতে চাচ্ছিলেন। তিনি কথার প্যাঁচে ফেলে জুলিয়ানের আগমন-রহস্য উদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন।

প্রকৃত সত্য হল, মুসা বিন নুসাইর কয়েকবারই সমুদ্র অতিক্রম করে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর অভিজ্ঞ সালারদের সাথে পরামর্শও করেছেন। খলীফার ইজাযতের জন্য চেষ্টাও চালিয়েছিলেন।

খলীফার ইজাযত নেওয়া তাঁর পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল না। কারণ, খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক অমুসলিম রাজ্যে আক্রমণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসেমকে হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। তথাপি মুসা বিন নুসাইরের মনে সামান্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কারণ, তিনি জানতেন আরবদের এখনও সরাসরি কোন নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়নি। আরব মুজাহিদগণ কিস্তি চালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ঠিক; কিন্তু স্থলযুদ্ধের তুলনায় নৌযুদ্ধের কলা-কৌশল অনেকটা ভিন্ন হয়ে থাকে। সে ব্যাপারে আরব মুজাহিদদের এখনও পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ ধারণা জন্মেনি।

আফ্রিকা থেকে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করতে হলে একমাত্র সমুদ্রপথেই অগ্রসর হতে হবে। এই সমুদ্রপথে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করা হলে আন্দালুসিয়ার বিশাল নৌবহর নিশ্চিতরূপে বাধা প্রদান করবে। এই বাধা অতিক্রম করা মুসলমানদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার আদৌ কোন ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি সন্দেহ করছিলেন, হয়তো জুলিয়ান এ জন্য এসেছে যে, মুসলমানগণ আন্দালুসিয়ার ব্যাপারে কী ধরনের চিন্তা-ভাবনা করছেন, তা জানার জন্য। তাঁর মনে এই সন্দেহও উঁকি দিচ্ছিল যে, জুলিয়ান হয়তো দেখতে এসেছেন, মুসলমানগণ কী করছে? তারা যদি বিলাসপ্রবণ হয়ে যুদ্ধ থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে অতর্কিত হামলার মাধ্যমে মিসর ও আফ্রিকা থেকে চিরতরে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে।

এসব কথা চিন্তা করেই মুসা বিন নুসাইর এমনভাবে কথা বলছিলেন, যেন মুসলমানদের পরিকল্পনা ও শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে জুলিয়ান কোন ধরনের ধারণা অর্জন করতে সক্ষম না হয়।

অপরদিকে জুলিয়ানের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, মুসা বিন নুসাইরকে আন্দালুসিয়া আক্রমণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। তাই তিনি আন্দালুসিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরছিলেন।

'সম্মানিত আমীর! আপনি হয়তো জানেন না, আন্দালুসিয়া কুদরতের অপূর্ব সৃষ্টি-শৈলীর এক আশ্চর্য নিদর্শন। সবুজ পাহাড় আর মনোমুগ্ধকর উপত্যকায়

ঘেরা অনিন্দ্য সুন্দর এক মুলুক। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ। দিগন্ত বিস্তৃত শস্যের সবুজ আভায় উদ্ভাসিত ফসলের মাঠ। পত্র-পুষ্পে আচ্ছাদিত ঘন বৃক্ষরাজির চোখ জোড়ানো দৃশ্য, আর সবুজের বুক চিরে কুলকুল তানে বয়ে চলা অসংখ্য নদ-নদী। মাটির উপর মাঠ ভরা সোনালী ফসল, আর মাটির নিচে থরে থরে সাজানো অসংখ্য খনিজ সম্পদ।

আপনি একবার সেখানে গেলে আর কখনও আরবের বালুকাময় মরুর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করবেন না। ফিরে আসতে চাইবেন না আফ্রিকার এই কঙ্করময় মরু ভূমিতেও।

সেখানের মানুষ সুন্দর। সেখানের মেয়েরা পাগলকরা রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিনী। আপনি জান্নাতের হুর-পরীদের সৌন্দর্যের কথা শুনেছেন, যা শুধু মৃত্যুর পরই দেখা যাবে। জানা নেই, কে সেই সৌন্দর্য ভোগ করতে পারবে, আর কে পারবে না। কিন্তু আন্দালুসিয়া গেলে আপনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে বাধ্য হবেন। এই সেই জান্নাত, আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

জুলিয়ান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মুসা বিন নুসাইরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আফ্রিকার আমীর, আপনি কী ভাবছেন? আন্দালুসিয়ার প্রবেশদারের চাবি আমার হাতে, আমি সেই চাবি আপনার হাতে তুলে দেব।'

জুলিয়ান আন্দালুসিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমনি হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরছিলেন যে, মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়ার সৌন্দর্যে মোহবিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। ইহুদি-নাসারাদের জাদুময়ী বাক-চাতুর্য ও চিত্তাকর্ষক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন।

তিনি ইঙ্গিতে নিজের লোকদের এবং জুলিয়ানের সাথে আগত মেহমানদেরকে দরবারকক্ষ থেকে বাইরে যেতে বললেন। দরবারকক্ষে থাকলেন শুধু মুসা বিন নুসাইর, জুলিয়ান আর দোভাষী।

***

'জুলিয়ান! তুমি আমার জন্য অত্যন্ত সুন্দর একটি ফাঁদ পেতেছ।' মুসা বললেন। 'তোমার বিবেক-বুদ্ধি কি এতটাই লোপ পেয়েছে যে, তুমি এ কথা ভাবার প্রয়োজনই অনুভব করোনি, যাকে তুমি কথার জাদুতে ভুলাতে এসেছ, সে সাধারণ কোন ব্যক্তি নয়। জীবন-যুদ্ধের এক লড়াকু সৈনিক সে। তাঁর তীক্ষ্মদৃষ্টি মানুষের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও বলে দিতে পারে।'

'এতে কোনই সন্দেহ নেই, আমীর মুসা!' জুলিয়ান বললেন। 'আমি এসব কিছু চিন্তা করে তবেই এসেছি, সেই সাথে আমি আপনার শোকরিয়া আদায় করছি যে, আপনি আমাকে ছোট ভাই মনে করে তুমি বলে সম্ভোধন করেছেন।'

জুলিয়ান তার দু'টি হাত মুসা বিন নুসাইরের প্রতি প্রসারিত করে বললেন, 'আমার দোস্তী কবুল করুন এবং আমার মনের মাঝে যে কথা গোপন আছে, সে কথা শ্রবণ করুন।'

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের হাত দু'টি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর জুলিয়ান নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত হাতে তরবারী কোষ মুক্ত করলেন। তার চেয়েও বেশি দ্রুত মুসার হাত তলোয়ারের বাট স্পর্শ করল। কিন্তু জুলিয়ানের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল আশ্চর্যজনক। তিনি তলোয়ার হাতের তালুতে তুলে দু'কদম অগ্রসর হলেন। অতঃপর হাঁটু গেড়ে বসে মুসা বিন নুসাইরের পদতলে রেখে দিলেন। তারপর এক পা' পিছে সরে এসে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমীর মুসা!' জুলিয়ান আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'এই তলোয়ার কখনও কারো সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। এই তলোয়ার অনেক শক্তিধর দুশমনের উদ্ধত মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। মুসা আমার কথায় মনে কষ্ট নিও না। আমাকে দাম্ভিক ও অহংকারী মনে করবেন না। এটা সেই তলোয়ার যাকে স্বয়ং আপনিও পরাস্ত করতে পারেননি। আপনার বার্বার ফৌজ পর্যন্ত এই তলোয়ারের ঝলক দেখে সিউটা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

সেই তলোয়ার আজ আপনার পদতলে রাখা। কোন বাদশাহ বা কোন সিপাহী এতো সহজে নিজের তলোয়ার দুশমনের পদতলে সমর্পণ করে না। কিন্তু আজ আমি আপনাকে আর দুশমন মনে করি না, ভাই মনে করি; দোস্ত মনে করি। আজ এক দোস্ত তার দুঃখের কথা অপর দোস্তকে শোনাতে এসেছে। মুসা! শোনবেন তার দুঃখের কথা? হবেন কি তার দুঃখের ভাগী?'

মুসা বিন নুসাইর ঝুঁকে তলোয়ার উঠিয়ে হাতের তালুতে রেখে জুলিয়ানের সামনে পেশ করে বললেন, 'আমি আনন্দ অনুভব করছি এ জন্য যে, তুমি আমাকে একজন বিশ্বস্ত দোস্ত, আর স্নেহশীল ভাই মনে করছ। আমি তোমার তলোয়ারের কদর করি।'

মুসা নিজ হাতে জুলিয়ানের কোমরে ঝুলন্ত কোষে তলোয়ার রেখে দিয়ে বললেন। 'এখন কি আমার দোস্ত আমাকে তার দুঃখের কথা শোনাবে?'

'হ্যাঁ, যে কথা শোনাতে এসেছি, তা শোনিয়ে তবেই ফিরে যাব।' জুলিয়ান বললেন। 'আমি আমীর মুসাকে জিজ্ঞেস করছি, কেউ যদি তাঁর মেয়ের ইজ্জত ছিনিয়ে নেয়, তাহলে তিনি তাকে কি শাস্তি দেবেন?'

'অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হবে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন।

'অপরাধী যদি কোন রাজ্যের বাদশাহ হয়?' জুলিয়ান জানতে চাইলেন।

'তাহলে মুসা তার বাদশাহী মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে। সেই বাদশাহর শাহী হেরেমের মেয়েদেরকে দাসী-বান্দির মতো বন্দী করে সাথে নিয়ে আসবে।

'সেই নির্যাতিতা মেয়েটি যদি আপনার কোন দুশমনের হয়।'

'সেই মজলুম মেয়ে এবং তার বাবা যদি ফরিয়াদি হয়ে আসে তাহলে মুসা তারও প্রতিশোধ নিবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাঁর সালতানাত যেন কোন হুমকির সম্মুখীন না হয়ে পড়ে।'

'না, মুসা! আপনার সালতানাত কোন হুমকির সম্মুখীন হবে না; বরং আপনার সালতানাত আরো বিস্তৃতি লাভ করবে।'

'মুসা বিন নুসাইর! সেই মজলুম বাবা স্বয়ং আমি, আর লঞ্ছনার শিকার আমারই মেয়ে।'

'তাহলে তোমার তলোয়ার এখনও কোষবদ্ধ কেন?' আমার পদতলেই বা কেন তা সমর্পণ করছ?'

'এ জন্য যে, অপরাধী আমার চেয়েও বেশী শক্তিশালী। সে আন্দালুসিয়ার বাদশাহ। মানুষরূপী শয়তান রডারিক।'

'তোমার মেয়েকে রডারিক পেল কীভাবে?'

'দোস্ত মুসা! এখন আমি রডারিকের করদ-রাজা ঠিক; কিন্তু আমার সম্পর্ক আন্দালুসিয়ার শাহীখান্দানের সাথে। এক সময় আমার রাজ্য আজাদ ছিল। সময়ের পালাবদলে সিউটার প্রতিরক্ষার দায়ভার আন্দালুসিয়ার বাদশাহ নিজ হাতে তুলে নেয়। এভাবেই সিউটা আন্দালুসিয়ার করদরাজ্যে পরিণত হয়। আমি রাজা থেকে গভর্নর হয়ে যাই।

আমাদের শাহীখান্দানের নিয়ম হল, কোন মেয়ে পনের-ষোল বছরে উপনীত হলে, তাকে আন্দালুসিয়ার শাহীমহলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে সে শাহী আদব-কায়দা, কথাবার্তা ও চাল-চলন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। শাহীখান্দানের লোকেরা কখনও কখনও তাদের দশ-বারো বছরের মেয়েকেও শাহীমহলে পাঠিয়ে দেয়।

আমিও আমার মেয়ে ফ্লোরিডাকে শাহীখান্দানের নিয়ম অনুযায়ী রডারিকের শাহীমহলে পঠিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তার বয়স সতেরো বছরের চেয়ে কিছু কম ছিল। যেহেতু আসল উদ্দেশ্য ছিল শাহী আখলাক এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, সেহেতু বিভিন্ন খান্দান থেকে আগত উঠতি বয়সের মেয়েদেরকে শাহীখান্দানের মহিলাদের তত্ত্বাবধানেই রাখা হত। পুরুষদের সাথে তাদের কোন রকম সম্পর্ক থাকতো না। কিন্তু আমার মেয়ে আমাকে জানিয়েছে, রডারিক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে।'

'তোমার মেয়ে এখন কোথায়?' মুসা বিন নুসাইর জানতে চাইলেন।

'আমি তাকে আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডো থেকে নিয়ে এসেছি। সে এখন সিউটাতে আছে। আপনি ইচ্ছে করলে তাকে এখানে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

মুসা বিন নুসাইর! আমি আমার বেইজ্জতীর প্রতিশোধ নিতে চাই। আর এর একমাত্র রাস্তা হল, রডারিককে হত্যা করা। কিন্তু তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ সে সব সময় দেহরক্ষীদের নিচ্ছিদ্র বেষ্টনীর মধ্যে থাকে। একা কখনই বাইরে বের হয় না।

এজন্য বিকল্প যে চিন্তা নিয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি, তা হল আপনি আন্দালুসিয়ার উপর আক্রমণ করবেন। আমি আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করব। তবে আমি দৃশ্যপটে উপস্থিত হব না।

আন্দালুসিয়ার ফৌজ বেশুমার। তাদের সংখ্যাধিক্যের প্রতি তাকালে আপনাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করা অসম্ভব মনে হবে, কিন্তু আপনার ফৌজের মাঝে আত্মোৎসর্গের যে জযবা, আর সামরিক ডিসিপ্লেন আমি দেখেছি, তা রডারিকের বাহিনীতে মোটেও নেই।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাবে। এই মুহূর্তে আমি হলফ করে বলতে পারি, আপনার বাহিনী রডারিকের বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।

আমার মনে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছে রডারিককে হত্য না করা পর্যন্ত সে আগুন কখনও নির্বাপিত হবে না। আমি তার বাদশাহীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চাই।

বন্ধু, আমার মনের এই আকাঙ্ক্ষা একমাত্র আপনিই পূর্ণ করতে পার। ওয়াদা করছি, এই লড়াইয়ের যাবতীয় সুফল একমাত্র আপনিই ভোগ করবেন। আমাকে শুধু এতটুকু আশ্বাস দিতে হবে যে, সিউটার উপর আপনি কোন রকম হস্তক্ষেপ করবেন না। সিউটাকে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন।'

***

জুলিয়ানের দু'টি মেয়ে। একজনের নাম ফ্লোরিডা, অন্য জনের নাম মেরী। ফ্লোরিডা যতই বড় হচ্ছিল তার সৌন্দর্যের দ্যুতি ততই ছড়িয়ে পড়ছিল। তার মা সখিদের বলতো, 'দিনে দিনে মেয়ে আমার যেভাবে রূপের-রানী হয়ে উঠছে, তাতে করে ওর জন্য ওমন রূপের-রাজা কোথায় যে তালাশ করে পাব?'

ফ্লোরিডার মা'র জানা ছিল না যে, তার রূপের-রানী মেয়ে চৌদ্দ বছর বয়সেই তার মনের রাজাকে খুঁজে পেয়েছে। রাজ কুমারীর এই মনের মানুষটি কোন রাজপুত্র ছিল না। সে ছিল তাদেরই শাহী আস্তাবলের শাহসওয়ারের ছেলে।

শাহসওয়ার শাহীখান্দান ও ফৌজী অফিসারদের ছেলে-মেয়েদেরকে ঘোড়সওয়ারী ও তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ দিত। সে সুবাদে শাহীমহলে তার যথেষ্ট মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হেনরি ছিল তার একমাত্র নওজোয়ান ছেলে।

ফ্লোরিডার বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর তখন হেনরির বয়স সতেরো কি আঠারো। বাবার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে বালক বয়সেই হেনরি শাহসওয়ার হয়ে গিয়েছিল। তীরন্দাজীতেও সে যথেষ্ট দক্ষ ছিল।

ফ্লোরিডার চৌদ্দ বছর বয়স হলে জুলিয়ানের নির্দেশে হেনরির বাবা তাকে সকাল-সন্ধ্যা ঘোড়সওয়ারীর প্রশিক্ষণ দিতে লাগল। একদিন জুলিয়ান হেনরির বাবাকে ডেকে এনে বললেন,

'আমার মেয়েকে সাধারণ কোন মেয়ে মনে করো না। তুমি জান, আমার কোন ছেলে নেই। এই মেয়েই আমার ছেলের অভাব পূরণ করবে। পুরুষ মনে করে তাকে ঘোড়সওয়ারী ও তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ দেবে, যেন সে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার চালনা করতে পারে। ঘোড়ার পিঠে চড়েই যেন তীর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়।'

দেড়-দুই মাসে ফ্লোরিডা ঘোড়সওয়ারীতে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠল যে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে অনায়াসেই বড়সড় খানাখন্দ ও উচুঁ উচুঁ ঝোপঝাড় টপকে যেতে পারত।

তার উস্তাদ তাকে দূরে কোথাও যেতে দিত না। কিন্তু ফ্লোরিডা ছিল রাজকন্যা। অন্য সকল রাজকন্যার মতো সেও উস্তাদের নির্দেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে ঘোড়া নিয়ে বহু দূর চলে যেত। ফ্লোরিডার এই ঔদ্ধত্যে তার উস্তাদ চিন্তিত হয়ে পড়ত। তার ভয় হত, মেয়েটি যেমন একরোখা তাতে করে কোন ঝোপঝাড় পেরোতে গিয়ে ছোটন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে পারে। তাছাড়া তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়াই যদি হোঁছট খেয়ে পড়ে যায়, আর ফ্লোরিডার কোন ক্ষতি হয়, তাহলে তার উপর মহাবিপদ নেমে আসবে।

ফ্লোরিডার উস্তাদ এসব কথা চিন্তা করে অনাগত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারের জন্য একটি প্রতিকার বের করল। ফ্লোরিডা যখন ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছোটে যেতো তখন তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সে তার ছেলে হেনরিকে ঘোড়ায় চড়ে তার অনুসরণ করতে বলে দিল।

একদিন ফ্লোরিডা দেখতে পেল, হেনরি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করছে। সে যেখানেই যায় হেনরি তার পিছু নেয়। ফ্লোরিডা তখন এনিয়ে কোন আপত্তি তুলেনি। একদিন ফ্লোরিডা গভীর জঙ্গলে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। হেনরি ফ্লোরিডাকে লাগাম টেনে ধরতে দেখে সামান্য দূরে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্লোরিডা পিছন ফিরে হেনরির দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

হেনরি ছিল পৌরুষদীপ্ত সৌন্দর্যের অধিকারী। তার দেহের গঠনশৈলীই বলে দিতো, সে একজন সুপুরুষ। তাকে দেখলে বুঝা যেত, তার বাহুতে আছে শত্রুকে ধরাশায়ী করার মতো অসীম শক্তি। আর চোখে আছে যে কোন মেয়েকে পাগল করার করার মতো দৃষ্টি।

ফ্লোরিডা ঠোঁটে মিষ্টি হাসির রেখা টেনে বলে উঠল, 'হেনরি আমাকে ঘোড়া থেকে নামাও। এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, নিচে নামা সম্ভব হচ্ছে না।'

শাহজাদী ফ্লোরিডার নির্দেশ শোনামাত্র হেনরি দৌড়ে তার ঘোড়ার নিকট চলে এলো। সে ফ্লোরিডাকে নিচে নামানোর জন্য ঘোড়ার জিনের সাথে লাগানো রেকাবে হাত রাখল। কিন্তু ফ্লোরিডা তার বাহু প্রসারিত করে হেনরির গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল।

হেনরি তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে পিছে সরে আসতে চাইল। কিন্তু শাহজাদী তাকে নিজ বাহুবন্ধন থেকে বের হতে দিল না। সে হেনরিকে বলল, 'চলে যেয়ো না হেনরি, তোমাকে আমার ভালো লাগে। অনেক ভালো লাগে।'

'শাহজাদী, আমি তোমার সামান্য এক নওকরের ছেলে।' হেনরি ভয়ে ভয়ে বলল। 'কাউন্ট জুলিয়ান যদি জানতে পারেন...।'

হেনরির কথা শেষ না হতেই ফ্লোরিডা বলে উঠল, 'আমাকে ভুল বোঝ না হেনরি, আমি অবশ্যই মেয়েমানুষ; কিন্তু আমার স্বভাব অন্যান্য মেয়েদের মতো নয়। আমি শুধুমাত্র তোমার দেহ চাই না। আমি চাই এমন ভালোবাসা, যে ভালোবাসা অন্তরের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়, আর তার দীপ্তি অন্তরলোকে ছড়িয়ে পড়ে। তুমি কি এমন ভালোবাসা সম্পর্কে অবগত নও?'

'না, শাহজাদী।' হেনরি স্বসংকোচে উত্তর দিল।

'আমাকে শাহজাদী বলো না। আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি না যে, তুমি আমাকে ভালোবাস। আমার শুধু এতটুকু অনুরোধ, আমাকে ফ্লোরা বলে ডেকো।'

***

এই ঘটনার পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। হেনরি এখন শাহজাদীকে ফ্লোরা বলেই ডাকে। সবার সামনে হেনরি শাহজাদীর গোলাম হয়েই থাকে; কিন্তু দুর্গ থেকে বের হয়ে দূরে কোথাও গেলে সে হয়ে উঠে শাহজাদীর মনের মানুষ; প্রাণের পুরুষ।

ফ্লোরিডা প্রথম দিন হেনরিকে বলেছিল, 'আমি শুধুমাত্র তোমার দেহ চাই না, আমি চাই সত্যিকার ভালোবাসা; চাই একটা মনের মতো মন।'

ফ্লোরিডা তার কথা রেখেছিল। হেনরির প্রতি তার ভালোবাসা শুধু দেহসর্বস্ব ছিল না। সে দেহ-মন দিয়ে একান্তরূপে হেনরিকে ভালোবেসে ছিল। তার ভালোবাসার বীজ অন্তরের মটিতে অঙ্কুরিত হয়ে ছিল, আর তার শাখা-প্রশাখা অন্তরলোকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হেনরির সরাসরি তত্ত্বাবধানে ফ্লোরিডা শাহসওয়ারী, তীরন্দাজী ও অসি চালনার প্রশিক্ষণ নিতে লাগল। ফ্লোরিডার বাবা-মা'র মনে এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহও জন্ম নেয়নি যে, তাদের মেয়ে তার জীবনসাথী খুঁজে পেয়েছে।

ফ্লোরিডা ও হেনরি কখনও এ কথা চিন্তাও করেনি যে, তাদের বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তারা ভেবেও দেখেনি যে, জুলিয়ান কখনই মখমলের চাদরের ছিন্ন অংশে চটের জোড়া লাগাবেন না।

এসব কিছু চিন্তা করা তো দূরের কথা, তারা প্রেমের নেশায় আর আবেগের টানে এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা শুধু নিজেদের অবস্থানের কথাই ভুলে যায়নি; বরং গোটা পৃথিবী সম্পর্কেই বেখবর হয়ে পড়েছিল।

এমনি করেই সময় বয়ে চলছিল। দেখতে দেখতে দু'টি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন ফ্লোরিডার মা ফ্লোরিডাকে কাছে ডেকে বললেন,

'তোমার বাবা তোমাকে টলেডো নিয়ে যাবেন। আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের শাহীমহলে তোমাকে এক বছর থাকতে হবে।'

'কেন?' ফ্লোরিডা তার মাকে জিজ্ঞেস করল।

'কী আশ্চর্য!' তার মা বললেন। 'তুমি কি জান না, শাহীখান্দানের মেয়েদেরকে শাহী আচার-আচরণ, আর শিষ্টাচার শিখার জন্য সেখানে গিয়ে থাকতে হয়?'

'আমি কি গ্রাম্য বুদ্ধু নাকি যে, শাহী আদব-কায়দা সম্পর্কে কিছুই জানি না।' ফ্লোরিডা বলল। 'আমার মাঝে কিসের অভাব দেখেছেন আপনি? আমি সেখানে যাব না। সেখানের অনেক অপ্রীতিকর কথা আমি শুনেছি। সেখানে যে ধরনের আদব-কায়দা, আর শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয়, তার অনেক কাহিনীই আমার জানা আছে।'

মা অনেক বুঝালেন, কিন্তু ফ্লোরিডা গোঁ ধরে রইল। তার একই কথা, এ সকল বাদশাহদের কোন চরিত্র নেই। তাদের কোন আদর্শ নেই। অবশেষে তার বাবা যখন তাকে অনেকটা আদেশের সুরে আন্দালুসিয়া যেতে বললেন, তখন সেই আদেশ উপেক্ষা করার সাহস তার হল না। সে ভালো করেই জানত, তার বাবা কতটা নির্দয়, আর পাষাণ।

জুলিয়ান ও তার স্ত্রী ফ্লোরিডাকে সাথে নিয়ে আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর তারা ফ্লোরিডাকে রডারিকের শাহীমহলে রেখে সিউটা ফিরে এলেন।

টলেডো অবস্থানকালে একদিন তারা রডারিকের সাথে ফ্লোরিডার পরিচয় করিয়ে দেন। রডারিক ফ্লোরিডার উপচে পড়া যৌবন, আর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল। সে অবচেতন মনে বলে উঠল, বাহ্! কী সুন্দর! তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,

'জুলিয়ান, তোমার এই মেয়েকে কোন নামমাত্র শাহ্জাদার সাথে বিয়ে দিয়ে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিও না।'

'এ আমার মেয়ে নয়; আমার ছেলে।' জুলিয়ান মুচকি হেসে বললেন।

এমনি আরো অনেক কথার পর ফ্লোরিডাকে রডারিকের শাহীমহলে রেখে যখন তার বাবা-মা চলে আসছিলেন তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েছিল।

***

ফ্লোরিডা টলেডো গেছে আট-দশ দিন হয়। ইতিমধ্যে তার বাবা-মা টলেডো থেকে সিউটা ফিরে এসেছেন।

একদিন হেনরির বাবা জুলিয়ানের নিকট এসে বলল, 'হেনরিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

জুলিয়ানের নির্দেশে হেনরির খুঁজে পাহাড়-জঙ্গল, মরুভূমি সবর্ত্র চষে ফেলা হল, কিন্তু কোথাও তার কোন হদিস মিলল না।

সিউটায় থাকলে তো তাকে পাওয়া যাবে? সে সিউটার সীমানা পেরিয়ে কয়েক দিনের কষ্টকর সফর শেষে টলেডো চরে গিয়েছিল। ফ্লোরিডার বিরহবেদনা সে সইতে পারছিল না। তাই পালিয়ে টলেডো চলে গিয়েছিল।

সেখানে পৌঁছে সে শাহী আস্তাবলে উপস্থিত হয়ে সেখানের দায়িত্বশীল অফিসারের নিকট চাকরির দরখাস্ত পেশ করল। অফিসার ঠাট্টার ছলে তার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত বেয়াড়া ঘোড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চাকরি চাচ্ছ? ঠিক আছে, তাহলে এই ঘোড়ায় সওয়ারী করে দেখাও।'

ঘোড়াটি ছিল অত্যন্ত বেয়াড়া, সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার করত না। হেনরি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। সে অল্প সময়ের মধ্যে জিন লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। আস্তাবলের কর্মচারীরা এসে জড় হতে লাগল। তারা হেনরির ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য কৌতূহলী চোখে অপেক্ষা করতে লাগল।

দেখতে দেখতে ঘোড়া অবাধ্য হয়ে উঠল। সওয়ারীর বশ্যতা স্বীকার করতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু হেনরি হল পাকা ঘোড়সওয়ার। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এই অবাধ্য, বেয়াড়া ঘোড়াকে তার বশে নিয়ে এলো। সে দ্রুতবেগে ময়দানের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে একের পর এক ব্যারিকেট টপকে যেতে লাগল।

যারা তামাশা দেখার জন্য জড় হয়েছিল তারা অভিভূতের ন্যায় ছুটন্ত ঘোড়ার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে হেনরি তীরন্দাজী ও বর্শা নিক্ষেপের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করল। ফলে সে আস্তাবলে ভালো একটি চাকরি পেয়ে গেল। হেনরি শুধু চাকরি চাচ্ছিল না; সে ফ্লোরিডার সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে জেনে নিল, ফ্লোরিডা কোথায় থাকে।

ফ্লোরিডার সাথে দেখা করতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হল না। একদিন পাঁচ-ছয়জন শাহজাদী ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর জন্য আস্তাবলে এলো। তাদের মাঝে ফ্লোরিডাও ছিল। ফ্লোরিডার মতো এ সকল শাহজাদীরাও শাহী শিষ্টাচার, আদব-কায়দা ও বাদশাহী চাল-চলনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছিল। ঘোড়সওয়ারীও তাদের প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ফ্লোরিডা হেনরিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে সোজা হেনরির নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?' সে স্বাভাবিক আওয়াজেই জিজ্ঞেস করল, যেমনিভাবে শাহজাদীগণ অন্যান্য কর্মচারীদের নাম জিজ্ঞেস করে থাকে। আওয়াজের মধ্যে যেন তার অস্থিরতা প্রকাশ না পায়, সেদিকে তার খেয়াল ছিল।

'আগাস্টা।' হেনরি তার ছদ্মনাম বলল। এখানে সে সকলের নিকট এই নামই বলেছিল।

'কোথাও যেন আমি তোমাকে দেখেছি।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ফ্লোরিডা বলল।

'হয়তো দেখেছেন, আমি অনেক জায়গাতেই থেকেছি।' হেনরি আত্মসংবরণ করে বিনীতস্বরে বলল।

অন্যান্য শাহজাদীরাও হাসতে হাসতে তাদের পাশে এসে জড় হল।

'আস্তাবলে তুমি কি কাজ কর?' ফ্লোরিডা জিজ্ঞেস করল।

'শাহজাদী! এ বহুত আচ্ছা শাহসওয়ার।' আস্তাবলের অফিসার নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে শাহজাদীদের সাথে কথা বলার সুযোগ খোঁজছিল, এবার মওকা পেয়ে বলে উঠল।

'আজ একেই আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। আমি দেখতে চাই সে কত বড় শাহসওয়ার।' ফ্লোরিডা অফিসারকে লক্ষ্য করে বলল।

অফিসার হেনরিকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিল। শাহীমহল থেকে বের হয়ে ফ্লোরিডা সঙ্গী শাহজাদীদের বলল, 'আমি এই শাহসওয়ারের সাথে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেখতে চাই, ঘোড়দৌড়ে সে কতটা দক্ষ।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লোরিডা ও হেনরির ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশা-পাশি ছুটতে লাগল। তারা সবুজ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বহুদূর এগিয়ে গেল। যখন তারা ফিরে এলো তখন নিজেদের সব কথাই তারা বলে নিয়েছিল। হেনরি ফ্লোরিডাকে বলল, সে কাউকে কিছু না বলেই সিউটা থেকে চলে এসেছে।

'এখনই ফিরে যাও।' ফ্লোরিডা উৎকণ্ঠার সাথে বলে উঠল। 'আব্বা যদি জানতে পারেন, তুমি এখানে তাহলে তিনি প্রথম সন্দেহ এটাই করবেন যে, তুমি আমার জন্যই এখানে এসেছ। সিউটার শাহীচাকরি ছেড়ে এতদূর এসে চাকরি করার অন্য কোন অযুহাত দাঁড় করিয়ে তুমি কাউকেই আশ্বস্ত করতে পারবে না।'

'আরো কয়েকটা দিন থাকতে দাও ফ্লোরা!' হেনরি আবেগভরা কণ্ঠে বলল। 'দু-একবার তোমার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দাও। তারপর আমি চলে যাব। গিয়ে বাবাকে বলব, সিউটায় থেকে থেকে হাপিয়ে উঠে ছিলাম, তাই কয়েক দিনের জন্য আন্দালুসিয়া থেকে ঘুরে এলাম।'

***

শাহীমহলের চতুর্পাশে ঘন বৃক্ষরাজির বাগান। গোটা বাগান জোড়ে ফল আর ফুল বৃক্ষের সমাহার। কোন কোন জায়গা পত্র-পুষ্পে একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। ফ্লোরিডা হেনরিকে এমনি একটি জায়গার কথা বলল। সেখানে পৌছার রাস্তাও দেখিয়ে দিল। তবে সতর্ক করে দিল যে, অর্ধেক রাতের পরই শুধু এখানে আসা সম্ভব, অন্যথায় টহলদার সিপাহীদের হাতে ধরা পড়তে হবে।

হেনরি সব বিপদ উপেক্ষা করে পত্র-গুল্মে আচ্ছাদিত বাগানের সেই গোপনস্থানে একে একে দুইবার এসে ফ্লোরিডার সাথে সাক্ষাৎ করল। ফ্লোরিডাকেও এখানে আসার জন্য অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো।

শাহীরেওয়াজ শেখার জন্য যে সকল শাহজাদী এখানে আসত সব সময় তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হত। তা সত্ত্বেও ফ্লোরিডা প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে গভীর রাতে তার কামরা থেকে বের হয়ে পা' টিপে টিপে বাগানে এসে উপস্থিত হতো।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় ফ্লোরিডা হেনরিকে তিন রাত পর দেখা করতে বলল।

হেনরির যেদিন বাগানে আসার কথা সে দিনই রডারিক চার-পাঁচ দিনের সফর শেষে শাহীমহলে ফিরে এলো। আন্দালুসিয়ার দূরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য রডারিক সেখানে গিয়েছিল।

সেই অঞ্চলের তিন বিদ্রোহী নেতাকে হত্যা করে ঐদিন সন্ধ্যায় রডারিক ফিরে এলো। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি আর বিদ্রোহ দমনের আনন্দ তার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

বিদ্রোহ দমনের আনন্দে রডারিক সন্ধ্যার পর শরাবের আসর জমিয়ে বসল। সে আনন্দ আর উল্লাসে ফেটে পড়ল। বুঝতে পারছিল না, আনন্দের এই মুহূর্ত সে কীভাবে উদ্‌যাপন করবে!

রাজা-বাদশাহরা আনন্দ-স্ফূর্তির সময় মদ আর নারী নিয়েই মেতে থাকতে পছন্দ করে। রডারিকের শাহীমহলেও এই দু'টি বস্তুর কোন অভাব ছিল না। শরাবের আসরে দু-একজন দরবারীও রডারিকের সাথে নিজেদের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করছিল।

সুশ্রী ও চমৎকার দেহের অধিকারিনী একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে রডারিকের পানপাত্র ভরে দিচ্ছিল। রডারিক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন ফুল আছে, ফুল?'

তারপর সামন্য সময়ের জন্য রডারিকের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, 'না, আজ আমার প্রয়োজন কোন কলির বা আধফুটা কলির।'

একজন দরবারী মুচকি হেসে বলল, 'এই তো সেই ফুল—যা শাহানশাহে আন্দালুসিয়ার নিঁদমহলে সুরভি ছড়িয়ে থাকে।'

'না, আজ কোন নতুন কলি চাই।' রডারিক নেশার ঘোরে বলে উঠল।

সে সামন্য সময়ের জন্য কি যেন চিন্তা করে চুটকী বাজিয়ে বলল। 'হা... হা... পেয়েছি, ফ্লোরিডা... জুলিয়ানের মেয়ে ফ্লোরিডা...।'

'শাহানশাহে আন্দালুসিয়া!' একজন উপদেষ্টা বলে উঠল। 'বাহির থেকে আসা শাহজাদীগণ আমাদের নিকট পবিত্র আমানত। তারা এখানে আদব-আখলাক শেখার জন্য এসেছে। আজ পর্যন্ত কোন শাহজাদীর সাথেই কোন প্রকার অভদ্র আচরণ করা হয়নি। সুতরাং এই রেওয়াজ যেন নষ্ট না করা হয়।'

'আমি তাকে আন্দালুসিয়ার রানী বানাব।' নেশার ঘোরে রডারিকের কথা জড়িয়ে আসছিল। 'তোমরা সকলে চলে যাও, আর ফ্লোরিডাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

'মহামান্য শাহানশা!' সেই উপদেষ্টা আবার বলল। 'বিপদ সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য। এই কর্তব্য আদায়ে আমাকে জীবন দিতে হলেও আমি রাজী আছি। হয়তো আপনারই তলোয়ার দেহ থেকে আমার গর্দান আলাদা করে ফেলবে। তবুও আমার আত্মা এই মনে করে প্রশান্তি লাভ করবে যে, আমি আমার কর্তব্য পলনে অবহেলা করেনি।'

'কিসের বিপদ?' রডারিক তাচ্ছিল্যের সুরে বলল। 'জুলিয়ানের পক্ষ থেকে আমার কী এমন বিপদ হতে পারে? প্রথম কথা হল, তার মেয়ে ফ্লোরিডা শাহানশাহে আন্দালুসিয়ার নিঁদমহলে রাত্রি যাপন করাকে নিজের জন্য বিরাট সম্মান মনে করবে। দ্বিতীয় কথা, সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে এবং তার বাবার কাছে অভিযোগ করে তাহলে জুলিয়ান আমার কী-বা ক্ষতি করতে পারবে।

সে তো মাত্র দুই ইঞ্চি জমিনের মালিক। আমাদের বিশজন শাহসওয়ারের সাথে লড়াই করার ক্ষমতাও সে রাখে না। আমরাই তার শক্তি। অবশ্য সে আরব আর বার্বার বাহিনীকে সিউটা অতিক্রম করে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করতে দিচ্ছে

না। কিন্তু তার একমাত্র কারণ হল, তার পিঠে আমাদের হাত রয়েছে। আমরা যদি তার উপর থেকে আমাদের হাত সরিয়ে নেই তাহলে বার্বার মুসলমানরা তার দুর্গের একেকটি ইট-সুরকি পর্যন্ত খুলে নিবে, আর তার দুই মেয়েকে দাসী বানিয়ে নিয়ে যাবে।

'আমি যদি কিছু সময়ের জন্য তার মেয়েকে আমার নিঁদমহলে ডেকে আনি তাহলে তো তার খুশী হওয়া উচিত। তাছাড়া আমি তার মেয়েকে আমার রানীও বানাতে পারি।'

'মহামান্য শাহানশা!' সেই উপদেষ্টা পুনরায় বলল। 'আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে, আমাদের উচিত অন্যকে বন্ধু বানানো। বন্ধুকে শত্রু বানানো কিছুতেই ঠিক হবে না।'

'তুমি নির্বোধের মতো কথা বলছ।' রডারিক হুঙ্কার ছেড়ে বলল। 'এখন যাও, ফ্লোরিডাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

ক্ষমতার দম্ভ ও রাজত্বের গরিমা, আর শরাবের নেশা ও নারীর লিপ্সা রডারিককে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছিল। কোন কিছুই সে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছিল না।

কিছুক্ষণ পর ফ্লোরিডা তার কামরায় এসে উপস্থিত হল। তার চেহারায় ছিল আনন্দের উচ্ছ্বাস। ছোট মেয়েকে বাবা ডাকলে সে যেমন আনন্দে উল্লসিত হয়ে বাবার কাছে দৌড়ে যায়, ফ্লোরিডাও শাহানশাহে আন্দালুসিয়ার আহ্বানকে নিজের জন্য এক অনাকাঙ্ক্ষিত সম্মান মনে করে উৎফুল্ল হয়ে ছুটে এসেছিল। কামরায় প্রবেশ করতেই রডারিক তাকে মজবুত বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে নেয়।

ফ্লোরিডা এমন পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে রডারিকের কুমতলব বুঝতে পেরে নিজেকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু চরিত্রহীন উন্মাদ রডারিকের পেশীবহুল বাহুর শক্ত বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে ছিল একেবারেই অসম্ভব। রডারিকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সে অনেক কান্নাকাটি করল।

রডারিকের ধারণাও ছিল না যে, কোন মেয়ে তাকে এমনি তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। রডারিক তাকে রানী বানানোর লোভ দেখাল। কিন্তু সে সতীত্ব হারিয়ে রানী হতে রাজি হল না।

রডারিক তাকে ভয় দেখাল, সে যদি তার প্রস্তাবে রাজি না হয় তাহলে সিউটার উপর আক্রমণ করা হবে এবং তার বাবা-মা ও গোটা পরিবারকে টলেডোর অলিগলিতে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য করা হবে।

ফ্লোরিডা রডারিককে বলল, 'আসমান-জমিন জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও, তবুও আমি আমার সতীত্ব, আমার কুমারীত্ব বিসর্জন দেব না।'

আন্দালুসিয়ার ইতিহাস রচয়িতাদের সকলেই এ কথা লেখেছেন যে, ফ্লোরিডা রডারিকের কোন প্রলোভন বা হুমকির সামনে আত্মসমর্পণ করেনি। সে বারবার তার সতীত্ব আর কুমারীত্বের দোহায় দিচ্ছিল, কিন্তু ক্ষমতার দাপট আর মদের নেশা তখন রডারিককে হিংস্র পশু বানিয়ে দিয়েছিল, ফলে ষোল বছর বয়স্কা এক অবলা মেয়ে তার সতীত্ব আর কুমারীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হল না।

***

রাতের অর্ধপ্রহর অতিবাহিত হয়েছে। নিঝুম নিশুতি রাত। কোথাও কোন সারা-শব্দ নেই। ঘন বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত অন্ধকার এক জায়গা দিয়ে দেয়াল টপকে হেনরি বাগানে প্রবেশ করল। এর আগেও সে এই জায়গা দিয়ে দুইবার বাগানে প্রবেশ করেছে। সে দেয়াল ঘেঁষে মাথা নিচু করে সেই স্থানে এসে পৌঁছল যেখানে ফ্লোরিডার সাথে তার সাক্ষাৎ হত। ফ্লোরিডা এখনও এসে পৌঁছেনি।

তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সে দেখতে পেল, একটি ছায়া ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আরো কাছে আসার পর স্পষ্ট হল, ছায়াটি একটি মেয়ের। হেনরি বরাবরের ন্যায় দুই-তিন পা' অগ্রসর হয়ে ফ্লোরিডাকে লক্ষ্য করে দুই বাহু প্রসারিত করে ধরল। কিন্তু ফ্লোরিডাকে আজ একেবারেই স্থবির ও নিস্তেজ মনে হচ্ছিল। তার মাঝে প্রেমাস্পদের সাথে অভিসারের কোন উত্তেজনা ছিল না। সে হেনরির বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তার হাত সরিয়ে দিলো। তারপর একদিকে ঝুঁকে ঘাসের উপর বসে পড়ল। তাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল।

'কি হয়েছে, ফ্লোরিডা?' হেনরি তার পাশে বসতে বসতে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমার থেকে দূরে থাক, হেনরি!' ফ্লোরিডা কাঁদতে কাঁদতে বলল। 'আমার এই অপবিত্র দেহ তুমি ছোঁয়ো না। এখন আমি আর তোমার যোগ্য নই। আমি আমার আত্মমর্যাদাশীল, বাহাদুর বাবাকে মুখ দেখাতে পারব না। এখন আমি আমার নিজেকেই অভিসম্পাত করছি।'

'ফ্লোরা কি হয়েছে, বলবে তো?' হেনরি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফ্লোরিডা তাকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে বলল,

'আমার সতীত্ব ছিল আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ।' ফ্লোরিডা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর বলছিল। 'আমি নিজেকে কখনও শাহজাদী মনে করিনি। যদি আমার রানী হওয়ার ইচ্ছা থাকত তাহলে আমার বাবার অধীন এক কর্মচারীর ছেলেকে আমি কখনই ভালোবাসতাম না।'

'ফ্লোরা!' হেনরি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে তার কাপড়ের নিচে রাখা খঞ্জর বের করে বলল। 'আমি এই চরিত্রহীন বাদশাহকে হত্যা করে তোমার ইজ্জতের প্রতিশোধ নেব। তাকে হত্যা করে মহল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করব। যদি ধরা পড়ি তাহলেও কোন পরোয়া করি না। তোমার ইজ্জতের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি হাসি মুখে জীবন দিতেও রাজি আছি।'

'না, হেনরি, না।' ফ্লোরিডা দাঁড়িয়ে তার সামনে দুই হাত প্রসারিত করে বলল। 'তুমি ঐ শয়তানের কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই ধরা পড়ে যাবে। আমি তোমাকে লক্ষ্যহীন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। তুমি এক কাজ কর, সকালে শহরের ফটক খোলার সাথে সাথে শহর থেকে বের হয়ে পড়বে। যে কোন অযুহাতেই হোক সবচেয়ে উত্তম ঘোড়া নিবে। তারপর যতটা দ্রুত সম্ভব সিউটা পৌঁছে আমার বাবার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলবে।

তাঁকে বলবে, তিনি যেন কোন বাহানায় আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। রডারিককে যেন কিছুতেই বুঝতে না দেন যে, তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে জানেন। তিনি যদি রডারিকের সামনে সামান্য অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন তাহলে এই অসৎচরিত্র বাদশাহ তাকে খুন করে ফেলবে। আর আজীবনের জন্য আমাকে তার মহলে বন্দী করে রাখবে। রডারিক আমাকে অত্যন্ত ভয়াবহ ধমকি দিয়েছে। বাবাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবে। অন্যথায় সিউটা তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর আমাদের পরিবারের পরিণতি হবে খুবই ভয়ঙ্কর।'

***

ভোর হতেই হেনরি আস্তাবলের সেরা ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে নিল। প্রতিদিনের রুটিনওয়ার্ক হিসেবে ঘোড়ার পরিচর্যার অযুহাতে সে দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো।

শহর রক্ষা প্রাচীরের ফটক কিছুক্ষণ হল খুলে দেওয়া হয়েছে। দুর্গ থেকে বের হয়েই সে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। যত দ্রুত সম্ভব তাকে এখন জেব্রেলটার পৌঁছতে হবে। সেখান থেকে জাহাজ ধরে সমুদ্র পথে সিউটা যেতে হবে।

টলেডো থেকে জেব্রেলটার দূরত্ব হল পাঁচশ মাইল। একটি মাত্র ঘোড়া নিয়ে এই দূরত্ব অতিক্রম করা একেবারেই অসম্ভব। হেনরি ভাবল, তার ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে দেখে, দুর্গ থেকে তার খুঁজে লোকজন বের হয়ে পড়তে পারে। তাই সে বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সে একটি নদীর কিনারে ঘোড়া থামিয়ে তাকে পানি পান করাল। তারপর পুনরায় সফর শুরু করল।

সে অবিরাম ছুটে চলছিল। রাতের বেলাও সফর অব্যাহত রাখত। খুব অল্প সময়ের জন্য আরাম করত। আর বেশির ভাগ সময়ই সফর করত।

বিরামহীনভাবে চলতে চলতে সে চারদিনে পাঁচশ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে জেব্রেলটার বন্দরে এসে পৌছল।

জেব্রেলটার সমুদ্র বন্দর। সিউটা যাওয়ার জন্য কোন জাহাজই তখন তৈরী নেই। দুই-তিন দিনের মধ্যে কোন জাহাজ সিউটার উদ্দেশ্যে রওনাও হবে না। একটি পাল তোলা নৌকা নদীর পারে নোঙর করা ছিল। নৌকার মাঝি-মাল্লারা একা হেনরিকে পার করে দেওয়ার জন্য এতো বেশি পয়সা চাচ্ছিল যে, হেনরির কাছে এই পরিমাণ পয়সা ছিল না। হেনরি নৌকার মাঝিদের বলল,

'এই ঘোড়া তোমাদের নৌকার চেয়েও মূল্যবান। এটা তোমাদের হয়ে যাবে, আমাকে সিউটার সমুদ্রসৈকতে পৌছে দাও।'

'আমরা নৌকার সামান্য মাঝি, ঘোড়া দিয়ে আমরা কী করব?' মাঝিরা বলল। 'এমনিতেই আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে পেট ভরে দু'বেলা খেতে পাই না, ঘোড়াকে কোত্থেকে খাওয়াব?'

'তোমরা ঘোড়াটি বিক্রি করেও তোমাদের পাওনা উসুল করে নিতে পার।'

'আমরা ঘোড়ার দর-দাম সম্পর্কে কিছুই জানি না।'

'তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর।' হেনরি নিরাশ হয়ে বলল। 'সিউটা পৌছে আমি তোমাদের ভাড়া মিটিয়ে দেব এবং তোমাদেরকে পুরস্কৃত করব।'

মাঝিরা তার চেহারা-সুরত, লেবাস-পোশাক ও শাহীঘোড়া দেখে তাকে বড় কোন অফিসার মনে করছিল। তারা ঘোড়াসহ তাকে নৌকায় উঠিয়ে নিল।

মাঝিরা নোঙর খুলে পাল তোলে দিল। তীর-তীর করে নৌকা চলতে শুরু করল।

সমুদ্র পথের এই দূরত্ব ছিল মাত্র বার মাইল। নৌকা যখন সিউটার সমুদ্র বন্দরে এসে পৌছল তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হেনরি মাঝিদেরকে সাথে নিয়ে সোজা জুলিয়ানের মহলে গিয়ে উঠল। সে প্রহরীদের বলল,

'কাউন্ট জুলিয়ানকে এখনই আমার আগমনের সংবাদ দাও। আমি টলেডো থেকে শাহজাদী ফ্লোরিডার অত্যন্ত জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

জুলিয়ান তৎক্ষণাৎ তাকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। সে তার মেয়ের সংবাদ জানার জন্য অস্থির হয়ে ছিলেন।

'তুমি ফ্রেডরিকের ছেলে হেনরি না?' জুলিয়ান বললেন।

'হ্যাঁ, কাউন্ট!' হেনরি বলল।

'তুমি কি টলেডো থেকে আসছ? বাবাকে কিছু না বলেই চলে গিয়েছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, কাউন্ট! এখানে ভালো লাগছিল না, তাই আন্দালুসিয়া সফর করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলাম। সম্মানিত কাউন্ট! আমার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া, আর হঠাৎ আগমন করা আপনার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমি যে

পয়গাম নিয়ে এসেছি, তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথমে ছোট্ট একটি আবেদন, আমি যে নৌকায় এসেছি, তার ভাড়া পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। মাঝি আমার সাথেই এসেছে। তাদের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করব বলে ওয়াদাও করেছি।'

জুলিয়ান ভাড়া ও পুরস্কার উসুল করার নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার মেয়ে কী পয়গাম পাঠিয়েছে?

হেনরি ফ্লোরিডার পয়গাম শোনানের সাথে সাথে জুলিয়ান বিদ্যুৎতাড়িতের ন্যায় উঠে দাঁড়ালেন। তার শরীরের সমস্ত রক্ত চেহারায় আর চোখে জমা হতে লাগল। রাগে-দুঃখে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি কামরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন।

'শাহজাদীর সাথে ঘটনাক্রমে আমার দেখা হয়েছিল।' হেনরি বলল। 'সে আমাকে এ ঘটনা শুনালে আমি রডারিককে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু শাহজাদী আমাকে এই বলে বাধা দেয় যে, আমি রডারিক পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না; বরং তার পূর্বেই ধরা পড়ে যাব। আমি সেখানের শাহী আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করে এখানে পৌঁছেছি।'

'শাহজাদী ঠিকই বলেছে।' জুলিয়ান বললেন। 'ঐ দুরাচার শয়তানকে হত্যা করা এতো সহজ নয়। আমি অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব। তুমি এখন যেতে পার।'

জুলিয়ান হলেন এই এলাকার বাদশাহ। তাই তিনি এমন একটি নাযুক বিষয়ে সামান্য একজন কর্মচারীর সামনে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন মনে করছিলেন না। তিনি হেনরিকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন।

'না, কাউন্ট! এই পুরস্কার আমি কোন সাফল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করব?' হেনরি বলল। 'আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি আন্দালুসিয়া গিয়ে রডারিককে হত্যা করার সুযোগ তৈরি করে নিব।'[২]

***

জুলিয়ান অল্প সময়ের মধ্যে কিছু উপহার-উপঢৌকন নিয়ে টলেডো এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রডারিকের সাথে এতোটাই আন্তরিকতার পরিচয় দিলেন

২। এই ঘটনার পর জুলিয়ান কিভাবে আন্দালুসিয়া যায় এবং বাদশাহ্ রডারিকের সাথে সাক্ষাৎ করে ফ্লোরিডাকে সিউটা নিয়ে আসে, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় প্রশিদ্ধ ঐতিহাসিক লেনপুলের বর্ণনায়। তিনি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রফেসর ডোজী ও গায়েনগো-এর বরাত দিয়ে এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আরেক ইতিহাসবিদ আর্থারগ্রেম্যানের বরাত দিয়ে তিনি এমন কিছু তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, যা পূর্বোক্ত ইতিহাসবিদদ্বয়ের তত্ত্বকে আরো সুসংহত করে। এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব-উপাথ্যকে বিশ্লেষণ করলে যে সঠিক ইতিহাস বের হয়ে আসে, এখানে তাই উল্লেখ করা হলো।

যে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার মেয়ের সাথে রডারিকের অশালীন আচরণ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। যে কেউ তাকে দেখলে ধারণা করবে, তিনি আন্দালুসিয়ার বাদশাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য শুভেচ্ছার সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

বাদশাহ রডারিক যখন দেখল, জুলিয়ান কিছুই জানে না তখন সে জুলিয়ানের প্রতি অন্যান্য করদ-রাজাদের তুলনায় অনেক বেশি আতিথেয়তা ও সম্মান প্রদর্শন করল। রডারিক তার সম্মানে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করল। ভোজসভায় গান-বাজনার ব্যবস্থাও করা হল। ফ্লোরিডা ভোজসভায় তার বাবার পাশেই বসা ছিল। সে রডারিকের আচরণ সম্পর্ক তার বাবাকে সব কিছু খুলে বলল। রডারিক তাকে যে ধমকি দিয়েছে সে কথাও বলল।

'আমাদের আস্তাবলের প্রধান ফ্রেডরিকের ছেলে হেনরি আমাকে সব কিছু বলেছে।' জুলিয়ান বললেন। 'আমি রডারিকের সামনে অজ্ঞ বনে বসে আছি। আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। তার পর এমন প্রতিশোধ নেব যে, ওর বাদশাহী মাটির সাথে মিশে যাবে।'

পরদিন বাদশাহ রডারিক জুলিয়ানের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হল। সে জুলিয়ানের সাথে সিউটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করল। রডারিক জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, 'ইতিমধ্যে নিশ্চয় মুসলমানরা সিউটা আক্রমণের সাহস করেনি?'

'না, তারা সিউটার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সাথে মাথা ঠোকরিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।' জুলিয়ান বললেন। 'তারা বুঝতে পেরেছে যে, সিউটার উপর আন্দালুসিয়ার মতো দুর্বিনীত শক্তির ছায়া রয়েছে। আরব ও বার্বার মুসলমানরা সিউটার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করে না।'

'তোমার মেয়ে ফ্লোরিডা শুধু সৌন্দর্যের প্রতিমাই নয়, বুদ্ধিমতি এবং বাহাদুরও বটে। তাকে কোন সাধারণ ব্যক্তির হাতে তুলে দিও না; আমি তার তরবিয়তের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ বোধ করছি।'

জুলিয়ান অনুগত গোলামের মতোই বললেন, 'এটা আমার সৌভাগ্য। আমি কিছু দিনের জন্য ফ্লোরিডাকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই।'

'না নিয়ে গেলেই ভালো হয়।' রডারিক বলল।

'তার মা খুব বেশি অসুস্থ।' জুলিয়ান মিথ্যে বানিয়ে বললেন। 'তার মা'ই আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দু-একদিনের জন্য ফ্লোরিডাকে নিয়ে এসো। আমি তার মা'র আবেগে আঘাত দিতে পারি না। দু-একদিন পরই আমি মেয়েকে পাঠিয়ে দেব।'

রডারিক প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তাকে পাঠিয়ে দেবে? তাহলে নিয়ে যাও।'

জুলিয়ান আরেকটি মিথ্যা কথা বললেন, ফ্লোরিডা বলেছে, সে খুব শীঘ্রই ফিরে আসতে চায়।'

'তোমার মেয়ে অবশ্যই ফিরে আসতে চাইবে।' রডারিক বলল। 'আচ্ছা জুলিয়ান! শুনেছি, তোমাদের এলাকায় উন্নত প্রজাতির বাজপাখি পাওয়া যায়? আমার একটি শিকারী বাজপাখি প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, শাহানশাহে আন্দালুসিয়া! আমি আপনার জন্য এমন শিকারী বাজপাখি পাঠাবো, যা কখনও আপনি দেখেননি। সে শিকারের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে, তাকে বাঁচার সুযোগ পর্যন্ত দেয় না।'[৩]

জুলিয়ান ফ্লোরিডাকে সিউটা নিয়ে আসার পরের দিনই মুসা বিন নুসাইরের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

***

মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বদা সতর্কতা অবলম্বনকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, একজন খ্রিস্টানের পক্ষে কীভাবে সম্ভব মুসলমানদের মাধ্যমে আরেকজন খ্রিস্টানের উপর আক্রমণ করানো। তিনি ভাবছিলেন, এটা খ্রিস্টানদের কোন ষড়যন্ত্র নয় তো! তাই তিনি হুট করে জুলিয়ানকে কোন আশ্বাসও দিতে পারছিলেন না।

'আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তাহলে আমি আমার কন্যা ফ্লোরিডাকে এখানে ডেকে আনছি, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।' জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইরকে বললেন।

'আমি হেনরির সাথে কথা বলতে চাই।' মুসা বললেন। 'আমার বার্তাবাহক তাকে নিয়ে আসবে। সে না আসা পর্যন্ত তুমি এবং তোমার সাথে আগত ব্যক্তিগণ আমার এখানে মেহমান হিসেবে থাকবে।'

হেনরিকে আনার জন্য তখনই একজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই অবকাশে জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইরের নিকট আন্দালুসিয়া ও রডারিক সম্পর্কে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন, যা আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে আছে।

'মুসা বিন নুসাইর!' জুলিয়ান বললেন। 'রডারিকের প্রতি আমার এই আক্রোশ নতুন কোন বিষয় নয়। এক পুরনো শত্রুতার জের ধরে আমি তার প্রতি এই

৩। যে সকল ঐতিহাসিকগণ রডারিক ও জুলিয়ানের এই বাক্যালাপ লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা লিখেছেন যে, জুলিয়ান সে সময়ই ভেবে রেখেছিলেন, তিনি রডারিক থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

আক্রোশ পোষণ করে আসছি। আপনি হয়তো জানেন যে, এক সময় আন্দালুসিয়ার শাসন ক্ষমতা ছিল গোথ বংশের হাতে। সে সময় রডারিক আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনীর একজন জেনারেল ছিল। অর্টিজা নামক গোথবংশীয় এক ব্যক্তি তখন আন্দালুসিয়ার বাদশাহ ছিলেন। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ।

অর্টিজার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে পাদ্রিরা ধর্মের ছত্রছায়ায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। তারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। গির্জাগুলো পাপপুরীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সে সময় পোপের নির্দেশই ছিল শেষ কথা। পাদ্রিরা যা ইচ্ছা তাই করত। কারণ, তারা ছিল ধর্মীয় অনুসৃত ব্যক্তি। জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী তাদেরকে সম্মান করত। স্বয়ং বাদশাহও তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করতেন না।

সামাজিক পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, একদিকে সম্পদশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছিল, আর অন্য দিকে সম্পদহীন ব্যক্তিরা কপর্দক শূন্য হতে হতে পথের ভিখারিতে পরিণত হচ্ছিল। প্রজা সাধারণ মূলত রাজবংশের দাসানুদাস ছিল। লোকদেরকে বেগার খাটানো হতো। তাদেরকে খুব সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। অতি সামান্য ও তুচ্ছ বিষয়ে প্রজাদের উপর নির্যাতন চালানো হত। বিভিন্ন কর ও টেক্স আদায় করতে করতেই জনগণের নাভিশ্বাস উঠত। তারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করত। অপর দিকে শাহী কোষাগারের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাজবংশের লোকেরা আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতার জীবন যাপন করছিল। এমনি পরিস্থিতিতে অর্টিজা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

আমার স্ত্রী হলেন তাঁরই কন্যা। অর্টিজার অন্তরে ধর্মের প্রতি সম্মান ও জনসাধারণের প্রতি ভালোবাসা ছিল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে গির্জা ও পাদ্রিদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং গির্জাসমূহ থেকে পাপের পঙ্কিলতা বিদূরিত করেন। এরপর তিনি সে সকল বিত্তশালীদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, যারা জনগণের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। অর্টিজা জনসাধারণের উপর থেকে ট্যাক্স তুলে নিয়ে বিত্তশালীদের উপর ট্যাক্স আরোপ করেন। সম্পদশালীদের সম্পদের হিসাব-নিকাশ করে তাদের উপর পৃথক পৃথকভাবে কর ধার্য করেন। ফলে জনসাধারণের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকে।

কিন্তু ধর্মীয় স্বার্থবাদী এবং বিশাল-বিপুল সম্পদের অধিকারী কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিরা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছিল না। তারা ভুখা নাঙ্গা জনসাধারণের রক্ত চুষে সম্পদের যে পাহাড় গড়ে তুলেছিল, সে সম্পদ পুনরায় তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে রাজি হল না। ভোগবাদী, স্বার্থপর পাদ্রিরা ধর্মের ধুয়া তুলে সেনাবাহিনীকে

এই বলে অর্টিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ইন্ধন যোগাল যে, অর্টিজা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে তার গোলাম বানাতে চায়।

ভোগবাদী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনী বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় রডারিক। অর্টিজার আস্থাভাজন সৈন্যদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। তারা বিদ্রোহীদের সাথে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। বিদ্রোহীরা বিজয়ী হলে সকল পাদ্রি মিলে রডারিককে বাদশাহ নিযুক্ত করে।

রডারিক বাদশাহ হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে নির্দেশ জারি করে তা হল, অর্টিজাকে হত্যা করা হোক। অর্টিজার হত্যাকাণ্ড সম্পাদন হওয়ার পর পরই নেতৃবর্গ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, শাহীখান্দানের লোকজন, কায়েমী স্বার্থবাদী ব্যক্তিবর্গ ও ভোগবাদী পাদ্রিরা পুনরায় ভোগ-বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়।

মুসা বিন নুসাইর, আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আপনি আন্দালুসিয়া আক্রমণ করলে, সেখানের জনসাধারণ অত্যাচারী ও বিলাসী বাদশাহ এবং তার জেনারেলদের পক্ষ ত্যাগ করবে। সৈন্যবাহিনীও বিগড়ে যেতে পারে। আপনার সেনাবাহিনী যদি শৌর্য-বীর্যের সাথে লড়াই করে তাহলে আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনী ময়দান ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।'

জুলিয়ানের সর্বপ্রকার উৎসাহ প্রদান সত্ত্বেও মুসা বিন নুসাইর তাকে কোন ধরনের আশ্বাসবাণী শুনানো থেকে বিরত রইলেন।

***

চার-পাঁচ দিন পর হেনরি মুসা বিন নুসাইরের বার্তাবাহকের সাথে সিউটা থেকে তানজানিয়া এসে পৌঁছল। অন্যান্য মেহমানদের মতোই তাকে আদর-আপ্যায়ন করা হল। অতঃপর তাকে মুসার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হল।

হেনরি জুলিয়ান থেকে এ কথা গোপন রেখেছিল যে, সে ফ্লোরিডাকে ভালোবাসে এবং তারা গোপনে একজন আরেকজনের সাথে মিলিত হতো। সে ফ্লোরিডার বিরহবেদনা সইতে না পেরে টলেডো চলে গিয়েছিল। অথচ জুলিয়ানের নিকট সে বলেছিল, সিউটায় তার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই সে মনোরঞ্জনের জন্য টলেডো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

মুসা বিন নুসাইরের নিকট সে স্বীকার করে যে, ফ্লোরিডার সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। ফ্লোরিডার সাথে সাক্ষাতের জন্যই সে টলেডো ভ্রমণ করে। সেখানে কীভাবে তাদের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কীভাবে তারা পরস্পর মিলিত হয়, কীভাবে রডারিক ফ্লোরিডার শ্লীলতা হরণ করে—এসব ঘটনা সবিস্তারে মুসা বিন নুসাইরের নিকট বর্ণনা করে।

মুসা বিন নুসাইর হেনরিকে আনুষঙ্গিক আরো কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। হেনরি যথাসম্ভব সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রশ্ন করে করে মুসা বিন নুসাইর তার মনের সন্দেহ দূর করে নেন এবং হেনরিকে মেহমান খানায় পাঠিয়ে দেন। অতঃপর জুলিয়ানকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান।

'ভাই জুলিয়ান!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি তোমার প্রতিটি কথা এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাবের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, আমি আমার উপদেষ্টাবৃন্দের সাথেও সলাপরামর্শ করেছি। ভাই জুলিয়ান! আমি তোমার কথায় পূর্ণাঙ্গরূপে আস্থা স্থাপন করেছি, তবে আমি একা এতো বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। তাছাড়া আন্দালুসিয়াও ছোটখাট কোন রাজ্য নয়। তার সৈন্যবাহিনীও কোন মামুলী বাহিনী নয়।

আমি খলীফার নির্দেশের অপেক্ষা করছি, আজই আমি খলীফার নিকট পয়গাম লেখে দামেস্কের উদ্দেশ্যে আমার বার্তাবাহক পাঠাচ্ছি। উত্তরের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। বার্তাবাহক যেন অত্যন্ত দ্রুত পৌঁছতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হবে। তারপরও বার্তাবাহকের ফিরে আসতে প্রায় একমাস লেগে যাবে। তুমি এখন চলে যাও। পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন পর এসো। আর না হয়, আমিই তোমাকে সংবাদ দিয়ে ডেকে পাঠাব।'

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানকে বিদায় দিয়ে বার্তাবাহককে ডেকে আনেন। তিনি বার্তাবাহককে দিয়ে খলীফার নামে এক দীর্ঘ পয়গাম লেখান, যে পয়গামে তিনি জুলিয়ানের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন।

সে সময় খলীফা ছিলেন ওলিদ বিন আবদুল মালেক। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন মর্দেমুমিন ছিলেন। তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এই ছিল যে, কীভাবে ইসলামের পয়গাম পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যায়।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অনুরাধে মুহাম্মদ বিন কাসেমকে হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার পর লেখেন :

> ঘটনাচক্রে জুলিয়ান আজ এক বিরাট বৃক্ষের খণ্ডিত শাখার ন্যায় আমাদের করায়ত্ত হয়েছে। সম্মানিত খলীফার দরবারে আমি আমার ইচ্ছার কথা এভাবে প্রকাশ করছি, বহু দিন থেকেই আমার দৃষ্টি আন্দালুসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য উন্মোখ হয়ে আছে। ইসলামের পয়গাম মিসর ও আফ্রিকার সমুদ্রসৈকতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমি কয়েকবারই তানজানিয়ার সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আন্দালুসিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। প্রতিবারই আমি

সমুদ্রের বুক চিরে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা এঁটেছি। এখন একজন খ্রিস্টান রাজা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। তাই সকল দিক বিবেচনা করে আমাকে আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার অনুমতি প্রদান করুন।

আমি আরেকটি দিকেও মহামান্য খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তা হল আমার নিকট যে সৈন্যবাহিনী আছে, তাদের বেশিরভাগই বার্বার। বার্বার হিংস্র ও হানাহানী প্রিয় এক সম্প্রদায়। আমি তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুগত করেছি। কিন্তু তারা বেশি দিন শান্তিতে বসে থাকার লোক নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ এদের স্বভাবজাত বিষয়। তারা সর্বদা অবাধ্যতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য প্রস্তুত থাকে। দীর্ঘদিন তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুগত করে রাখা সম্ভব নয়। আর কিছু দিন তাদেরকে এমন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে কর্মহীন করে আবদ্ধ রাখলে তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার অবাধ্য হয়ে যাবে। এমনকি তারা ইসলামের ব্যাপারেও বিমুখ হয়ে যেতে পারে।

খলীফাতুল মুসলেমীন! আমি এতো দিন তাদেরকে সিউটা আক্রমণ করা ও অবরোধ করার মাঝেই ব্যস্ত রাখতাম, কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত এই কাজটিও বন্ধ হয়ে আছে। এখন এই বার্বার সৈন্যবাহিনীকে কোন না কোন জিহাদী ময়দানের সন্ধান দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে; যেন তারা দুশমনের খুন প্রবাহের নেশা পূর্ণ করতে পারে।

রক্ত প্রবাহের এই নেশা চরিতার্থ করা ছাড়া তাদেরকে প্রকৃত মুমিন ও মুজাহিদ বানানোর জন্যও আন্দালুসিয়া অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো উচিত। কাফেরদের রাজ্যে গিয়ে তাদের সাথে জিহাদ করে যখন তারা বিজয় লাভ করবে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য কাজ করবে তখন তাদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামের জন্য মহব্বত সৃষ্টি হবে।

***

বার্তাবাহক বেশ কয়েকদিন পর খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হল। খলীফার পয়গাম উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। তবে খলীফা সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে খুব বেশি তাকিদ দিয়ে লেখেন :

সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যারা দ্বীন-ইসলাম থেকে বিমুখ তাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা উচিত হবে না। সতর্কতাস্বরূপ জুলিয়ানকে কোন না কোনভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। সিউটার করদ-রাজা জুলিয়ান যদি পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়, তাহলে দামেস্ককে অবহিত করলে এখান থেকে যুদ্ধ-রসদ ও জরুরি সামান-পত্র অতিদ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

মুসা বিন নুসাইর তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে খলীফার পয়গাম পড়ে শোনান। তিনি সকলের নিকট সুচিন্তিত পরামর্শ তলব করেন। আরবদের বিবেক-বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তারা অল্প কিছুক্ষণ মত-বিনিময়ের পর জুলিয়ানকে পরীক্ষা করার পন্থা বের করতে সক্ষম হল।

মুসা বিন নুসাইর তৎক্ষণাৎ একজন রাজদূতকে এই বলে সিউটা পাঠিয়ে দিলেন যে, পয়গাম পাওয়ামাত্রই যেন জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জুলিয়ান এই সংবাদের অপেক্ষায়ই ছিলেন, সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি তৈরি হয়ে নিলেন। তিনি তার সাথে আন্দালুসিয়ার ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহ অর্টিজার ভাই আউপাস ও উচ্চপদস্থ একজন সেনা-অফিসারসহ একশত বিচক্ষণ রক্ষীসেনা নিয়ে রওনা হলেন।

এই রাজকীয় কাফেলা আফ্রিকার রাজধানী 'কায়রোয়ান' এসে পৌঁছার সাথে সাথে জুলিয়ান মুসার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই সাক্ষাতে অর্টিজার ভাই আউপাস এবং জুলিয়ানের উচ্চপদস্থ সেনা-কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিল। এই সাক্ষাতের মাধ্যমেই মুসলমানদের জন্য আন্দালুসিয়ার দরজা খুলে গিয়েছিল।

'ভাই জুলিয়ান, দামেস্ক থেকে অনুমতি পাওয়া গেছে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তবে শর্ত হল, তোমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিককে তুমি এমনই এক দুশমন মনে কর যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলেও তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে না।'

'এই প্রমাণ পেশ করার কী পদ্ধতি হতে পারে—আপনিই বলুন?' জুলিয়ান বললেন। 'আমি তো শুধুই প্রহর গুণছি, সেই সময় কখন আসবে যখন আমি নরাধম রডারিক থেকে আপন কন্যার ইজ্জতের প্রতিশোধ নিতে পারব।'

'মুহতারাম আমীর!' আউপাস বলল। 'আমার সেই ভাইয়ের আত্মা আমাকে রাত্রে ঘুমোতে দেয় না, যার বিরুদ্ধে রডারিক বিদ্রোহ করে ছিল এবং যাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে বাদশাহ হওয়ার পর তাকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল। এখন সে আমাদের খান্দানের উপর এমন এক আঘাত হেনেছে, যদি আপনি আমাদের স্থানে

হতেন তাহলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একদিনও অপেক্ষা করা বরদাশ্‌ত করতেন না। আপনার সৈন্যবাহিনীর মতো সৈন্যবাহিনী যদি আমাদের থাকত তাহলে আমরা সাহায্য ভিক্ষা চাওয়ার জন্য আপনার দরজায় এসে দাঁড়াতাম না।'

'এখন আর অপেক্ষা করব না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'জুলিয়ান! এক কাজ কর, তোমরা তোমাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে সমুদ্র পার হয়ে আন্দালুসিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী কোন অঞ্চলে আক্রমণ করো। তবে আন্দাসুলিয়ার ফৌজ টের পাওয়ার আগেই তোমরা তোমাদের ফৌজ ফিরিয়ে আনবে। এই আক্রমণই একটা প্রমাণ হিসেবে থাকবে যে, তোমরা রডারিককে নিজেদের দুশমন মনে কর। আমি তোমাদের প্রতিশোধ স্পৃহার প্রচণ্ডতা অনুমান করতে চাই।'

'আমার ফৌজ যদি সেখানে কোন কারণে আটকা পড়ে যায়?' জুলিয়ান জানতে চাইলেন। 'কিংবা আমার ফৌজের তুলনায় অধিক সংখ্যক ফৌজের সাথে যদি মোকাবেলা করতে হয় তাহলে আমার পরিণতি কী হবে?'

'তোমাকে মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে দেব না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমার ফৌজ সমুদ্রসৈকতে উপস্থিত থাকবে। আমি সংবাদ প্রেরণের এমন ব্যবস্থা করব যে, তোমার বাহিনী কোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে অবহিত করা হবে এবং আমার ফৌজ তোমার সাহায্যার্থে সেখানে উপস্থিত হবে।'

***

জুলিয়ান ও আউপাস তৎক্ষণাৎ তাদের সম্মতি প্রকাশ করলেন। মুসা বিন নুসাইরের সাথে মিলে তারা আন্দালুসিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী একটি এলাকায় আক্রমণের প্লান তৈরি করলেন। অতঃপর জুলিয়ান ও আউপাস সিউটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

মুসা বিন নুসাইর তার কিছু সংখ্যক সৈন্যকে সেনাপতি আবু যুর'আ তুরাইফ বিন মালেক আল-মু'আফেরীর নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন। মুসা বিন নুসাইর তাঁকে বলে দিলেন, তিনি যেন সিউটার পার্শ্ববর্তী কোন অঞ্চলে পৌছে তাঁবু গেড়ে অপেক্ষা করেন। জুলিয়ান যখন তার সৈন্যবাহিনী আন্দালুসিয়া অভিমুখে পাঠাবে তখন তুরাইফ তার বাহিনীকে সিউটার উপকূলে এনে উপস্থিত করবে।

তুরাইফ তার বাহিনী নিয়ে সিউটার উপকূলে এসে পৌছলে জুলিয়ান শাহীমহল থেকে বের হয়ে এসে তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি তুরাইফকে বললেন, 'শাহীমহলে চলুন, সেখানে এক শাহীকামরায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'কাউন্ট জুলিয়ান!' সেনাপতি তুরাইফ বললেন। 'আমাদের সেনাপতি তার আয়ত্তাধীন কোন সিপাহীর তুলনায় নিজেকে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী

মনে করে না। তাই সে অন্যদের থেকে পৃথক ও উন্নত ব্যবস্থাকে নিজের জন্য অসমীচীন মনে করে। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি ও সিপাহী একই মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। আমাদের ধর্ম মানুষের উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ সমর্থন করে না। আপনি যদি আমাদেরকে নামায পড়তে দেখেন তাহলে আপনি পার্থক্য করতে পারবেন না, কাতারে কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুসলমানদের মাঝে কে উচ্চপদস্থ ফৌজী, আর কে সাধারণ সিপাহী? কখনও এমনও হয় যে, আমাদের অধীন সাধারণ কর্মচারী সামনের কাতারে দাঁড়ায়, আর আমরা পিছনের কাতারে দাঁড়াই। সেনাপতির সৌভাগ্য শুধু এই যে, তিনি ইমামতির দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।'

'আপনারাই আন্দালুসিয়া বিজিত করতে সক্ষম হবেন।' জুলিয়ান উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'এটাই হল ইসলামের শক্তির সেই উৎস, যা আপনি বর্ণনা করলেন, অথচ আমাদের সেনাপতি তার অধীন সিপাহীকে ব্যক্তিগত চাকর মনে করে। তারপরও আমি বলব, আমার মহলের দরজা আপনার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে।'

কয়েক দিন পরের কথা। এক রাতের আঁধারে জুলিয়ানের ফৌজ এবং তুরাইফের নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী পালতোলা রণতরীতে আরোহণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রণতরী আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে সিউটার সমুদ্রসৈকত ত্যাগ করবে।

জুলিয়ান তার স্ত্রী ও দুই কন্যা—ফ্লোরিডা ও মেরীকে সাথে নিয়ে সৈন্যদেরকে বিদায় জানানোর জন্য এসেছিলেন। তারা রণতরী থেকে নেমে তীরে উঠে এলো। ফৌজ রওনা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফ্লোরিডা তার বাবার জন্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। সে চাচ্ছিল, পুরুষালী পোশাক পরিধান করে সৈন্যদের সাথে আন্দালুসিয়া আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে। সে তার বাবার যুদ্ধবর্ম ও ঢাল-তলোয়ার বের করে এনেছিল। কিন্তু জুলিয়ান তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছিল না। তার মাও তাকে বাধা দিচ্ছিল।

ফ্লোরিডা চিৎকার করে বলছিল, 'আমি কি শাহসওয়ার নই? আমি কি ঢাল-তলোয়ার চালনা করতে জানি না? আমি কি বর্ষা নিক্ষেপ করতে পারি না? আমার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর কি কখনও নিশানা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে?'

বাবা-মা উভয়ে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, তারা সবকিছুই জানেন, কিন্তু দুশমন যখন ঢাল-তলোয়ার আর বর্ষা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয় তখন আত্মরক্ষা করে চতুর্দিকে খেয়াল রেখে, দুশমনের আঘাত প্রতিহত করা এবং তাকে প্রতিঘাত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে দক্ষ তীরন্দাজের ধনুক থেকে নির্গত তীরও নিশানা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। লড়াই করে মৃত্যুবরণ করা পুরুষের কাজ; মেয়েদের কাজ নয়।'

'শ্লীলতাহানী আমার হয়েছে', ফ্লোরিডা চিৎকার করে বলল। 'অতএব আন্দালুসিয়ার উপর প্রতিশোধমূলক প্রথম আঘাত আমাকেই হানতে হবে।'

ফ্লোরিডা যখন কারো কথাই শুনছিল না তখন জুলিয়ান তাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষান্ত করেন যে, 'মুসলমানরা যখন রডারিককে পরাজিত করবে তখন আমি মুসা বিন নুসাইরের নিকট আবেদন করব, তিনি যেন রডারিককে জীবিত গ্রেফতার করে তোমার হাতে সোপর্দ করে। তখন তুমি তাকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারবে।'

বাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফ্লোরিডা কিছুটা শান্ত হল। অবশেষে জুলিয়ান মুসলিম সেনাপতি আবু যারু'আ তুরাইফ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সেখানে তিনি মুসলিম সেনাপতির সাথে ফ্লোরিডাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন ফ্লোরিডা শেষ সুযোগ মনে করে তুরাইফকে এই বলে বারবার অনুরোধ করতে লাগল, যেন তিনি তার বাবার কাছ থেকে তার যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে অনুমতি আদায় করে দেন।

'তোমার বাবা হয়তো তোমাকে অনুমতি দিয়ে দেবেন,' সেনাপতি তুরাইফ বললেন। 'কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই অনুমতি দেব না। কারণ, আমরা এমন এক জাতি, যারা আপন স্ত্রী-কন্যার ইজ্জত ও সম্মানের জন্য হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। সুতরাং তোমার মতো একজন নারীকে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সামনে পাঠানো আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে?'

সেনাপতি তুরাইফের কথা শুনে ফ্লোরিডার যুদ্ধে যাওয়ার শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল।

সমুদ্রপথের দূরত্ব ছিল মাত্র বার মাইল। জুলিয়ানের রণতরীর নাবিকরা ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও চৌকস। সমুদ্র ছিল প্রশান্ত, আর বাতাস ছিল অনুকূলে। বাতাসের আনুকূল্য পেয়ে পালতোলা রণতরী পানিতে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলে সুতীব্র বেগে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। নাবিকরা কাঙ্ক্ষিত সময়ের পূর্বেই জুলিয়ানের সৈন্যবাহিনীকে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে পৌঁছে দিল। সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব ছিল আউপাসের হাতে।

***

রাতের অর্ধ প্রহর। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত রণতরী আন্দালুসিয়ার দক্ষিণ দিকস্থ একটি ছোট্ট শহর মেয়দিনস্পানুর বন্দরে নিঃশব্দে নোঙর ফেলল। শহরের বাসিন্দারা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। সমুদ্র সন্নিকটবর্তী ফৌজি চৌকিগুলোতে সৈন্যরা অনেকক্ষণ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যে সকল সৈন্যের পাহারার দায়িত্ব ছিল তারা কোথাও বসে কোথাও দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। তাদের কোন ভয় ছিল না। তারা জানত, সিউটা হল আন্দালুসিয়ার প্রবেশ মুখ। আর সেই প্রবেশ মুখে আছে বড় মজবুত দুর্গ। আর আছে জুলিয়ানের অতন্দ্র প্রহরী সৈন্যবাহিনী।

েবলমাত্র মুসলমানদের পক্ষ থেকেই ভয় ছিল। এই সম্ভাবনাও ছিল যে, তারা সিউটার রাস্তা ত্যাগ করে বহু দূরের সমুদ্র তীর ঘুরে এসে আক্রমণ করতে পারে কিন্তু আরবদের ব্যাপারে এটা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা রণতরী পরিচালনায় অনভিজ্ঞ। সামুদ্রিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। বাস্তবতাও ছিল তাই। আরবদের তখন পর্যন্ত নৌযুদ্ধের কোন সুযোগই আসেনি। এটাই ইসলামের প্রথম নৌযুদ্ধের ঘটনা।

আন্দালুসিয়ায় সীমান্তরক্ষীবাহিনী শত্রুর আক্রমণ সম্পর্ক একেবারেই বেখবর ছিল। তারা সব ধরনের বিপদ থেকে নিশ্চিন্ত ছিল। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী জুলিয়ানের সৈন্যবাহিনী নিঃশব্দে রণতরী থেকে নেমে তীরে উঠে এলো। কমান্ডার আউপাস আগে থেকেই জানত, কোথায় কোথায় সীমান্তরক্ষা চৌকী আছে। সে তার অধীনস্থ বাহিনীকে সেসকল চৌকিতে দ্রুত আক্রমণের নির্দেশ দিল।

নৈশ প্রহরীরা শুধু দেখতে পেল, কিছু ছায়ামূর্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাস, এ পর্যন্তই। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের উপর কেয়ামত সংঘটিত হয়েগেল। চৌকিতে গভীর ঘুমে অচেতন সিপাহীদের জাগ্রত হওয়ার সুযোগই হল না। তারা বেঘোরে মারা পড়ল।

প্রতিরক্ষা চৌকীগুলো একটির চেয়ে আরেকটি বেশ দূরে অবস্থিত ছিল। সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার পূর্বেই প্রতিটি চৌকিতে আক্রমণ করে সিপাহীদের হত্যা করা হল। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন বড় শহরে পৌঁছে এই সংবাদ দেবে যে, আন্দালুসিয়া শত্রুসেনা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

ভোরের আলো ফুটার সাথে সাথে জুলিয়ানের বাহিনী আশ-পাশের আরো দুই-তিনটি শহরে আক্রমণ করে বসল। তারা সেখানে লুটতরাজ, খুন-খারাবী ও ত্রাস সৃষ্টি করল। সৈন্যদের প্রতি জুলিয়ানের নির্দেশ ছিল—'কোন গির্জা যেন অক্ষত না থাকে।' তার নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যরা কয়েকটি গির্জা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল। আর কয়েকটিতে আগুন লাগিয়ে দিল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সিউটার সৈন্যবাহিনী এই ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখল। তাদের সামনে কোন সুন্দরী যুবতী মেয়ে এসে পড়লে তাকেও তারা উঠিয়ে নিত। জুলিয়ান তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিল যে, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের সময় এই ঘোষণা করতে হবে যে, 'এটা সিউটার বাহিনী'। তাই হানাদার বাহিনী নিজেদেরকে সিউটার বাহিনী বলে পরিচয় দিচ্ছিল, আর রক্তের হোলী খেলায় মেতে উঠছিল।

সিউটার হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলায় আন্দালুসিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটি শহর একেবারে বিপর্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সারা দিনের লুটতরাজ আর হত্যাযজ্ঞ শেষে সিউটা-বাহিনী যেমন আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে ছিল

তেমনি আকস্মিকভাবে রণতরীতে চেপে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকত ত্যাগ করে সিউটার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

হানাদার বাহিনী সিউটায় ফিরে এলে জুলিয়ান মুসলিম সেনাপতি তুরাইফকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনাদের এই সন্দেহ দূর হয়েছে যে, আমি রডারিককে জানের দুশমন মনে করি?'

জুলিয়ান মুসলিম সেনাপতিকে বললেন, 'হে মুসলিম সেনাপতি! অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন, আমি নিজের জন্য এক বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছি। এখন রডারিক সিউটায় পাল্টা হামলা করবে।'

'তার হামলা করা উচিত।' সেনাপতি তুরাইফ বললেন। 'সে এটা কীভাবে বরদাশত করবে যে, তার অধীন সামান্য এক করদ-রাজা তার রাজ্যে এসে তার বাহিনীর নওজোয়ানদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার অধীনস্থ প্রজাদের ঘর লুণ্ঠন করেছে, গ্রামের পর গ্রাম ভস্মিভূত করেছে।

তবে কাউন্ট জুলিয়ান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা কখনই আপনাকে একা ছেড়ে দেব না। আমার এই বাহিনী এখন থেকে এখানেই থাকবে। তারা সদা সতর্ক থাকবে। আপনি এখনই আমাদের আমীর মুসা বিন নুসাইরের নিকট চলে যান। আপনি তাঁর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করুন। আর এই চুক্তির সংবাদ আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের নিকট পৌঁছে দিন।'

মুসলিম সেনাপতির পরামর্শ অনুযায়ী সেই দিনই জুলিয়ান মুসার সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করার জন্য রওনা হয়ে গেলেন।

***

প্রথম থেকেই মুসার এই ধারণা ছিল যে, জুলিয়ান তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে না। তথাপি তিনি তাঁর এই ধারণাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি সম্মিলিত বাহিনীর মাধ্যমে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী আরেকটি দ্বীপশহর—এগোসিরাস আক্রমণের প্লান তৈরি করেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ দ্বারা মুসা বিন নুসাইর বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, জুলিয়ান ও তার বাহিনীর উপর কতটা নির্ভর করা যায়। সেই সাথে তিনি এটাও পরখ করতে চাচ্ছিলেন, আন্দালুসিয়ার বাহিনী কতটা রণ-নিপুন। তাদের কমান্ডারইবা কতটা যুদ্ধ-পারদর্শী।

মুসা বিন নুসাইর আবু যারু'আ তুরাইফ বিন মালেক আল-মু'আফেরীকে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। বাহিনী রওনা হওয়ার পূর্বে মুসা বিন নুসাইর সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইবনে মালেক, খুব সতর্ক থেকো, চারদিকে চোখ-কান খোলা রেখো। তোমার অধীনস্থ সালারদেরকেও সতর্ক থাকতে বলো। তোমরা জুলিয়ানের বাহিনীর কমান্ডারদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি

রাখবে। লক্ষ্য করবে, তারা আমাদেরকে ধোঁকা তো দিচ্ছে না? এটাও খেয়াল করতে হবে যে, তারা সাহসী না ভীরু।

আমি জুলিয়ানকে বলতে শুনেছি, সে তার কমান্ডারদেরকে বলছিল, "তোমরা মুসলমানদেরকে এ কথা বলার সুযোগ দেবে না যে, জুলিয়ানের বাহিনী ভীরু, কাপুরুষ। তোমরা এমন কোন আচরণও করবে না, যার কারণে মুসলমানদের এই সন্দেহ হয় যে, আমরা তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছি। মুসলমানদের আমীরের মনে এখনও আমাদের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মেনি।

মনে রেখো! আপন ইজ্জতের জন্য বীরপুরুষ নিজের জান কুরবান করতে পারে, কিন্তু অন্যকে ধোঁকা দিতে পারে না। তোমরা একজন ধোঁকাবাজ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যাচ্ছ। সেই ধোঁকাবাজ হল, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক। তোমাদেরকে প্রথমেই বলা হয়েছে, রডারিক হল আমাদের দুশমন। তোমরা তার উপর একবার আক্রমণ করেছ। আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে বলব, তা হল মুসলমানরা যেন এটা মনে না করে যে, তোমরা ভীরু, কাপুরুষ। তোমরা ধোঁকাবাজ।"

***

জুলাই ৭১০ খ্রিস্টাব্দের কোন এক রাত্রির শেষ প্রহর। সুবহে সাদেকের আলো-আঁধারে মুসা বিন নুসাইর ও জুলিয়ানের সম্মিলিত বাহিনী কয়েকটি বিশাল আকৃতির রণতরীতে আরোহণ করল। ঐতিহাসিক সন্ধিপত্রে জুলিয়ানের বাহিনীর কোন সংখ্যা লেখা হয়নি, তবে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল, চারশ পদাতিক, আর একশ অশ্বারোহী।

এগোসিরাস আয়তনের দিক থেকে ছোট্ট একটি দ্বীপ। গুপ্তচরের মাধ্যমে পূর্বেই সেখানকার যাবতীয় সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেখানে আন্দালুসিয়ার সৈন্যসংখ্যা কত? কোথায় কোথায় প্রতিরক্ষা চৌকি আছে—এসব সম্পর্কে সম্মিলিত বাহিনী পূর্ব থেকেই অবহিত ছিল।

সম্মিলিত বাহিনী এমন এক স্থানে তাদের যুদ্ধ-জাহাজ নোঙর করল, যে স্থানটি গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। তার চতুর্পাশে বহু দূর পর্যন্ত বড় বড় পাথরের টিলা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এসব উঁচু উঁচু টিলার কারণে সেনাচৌকি থেকে সমুদ্র তীরের এই স্থানটি ভালো করে দেখা যায় না। এই স্থানটিতেই সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যরা অবতরণ করল।

সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সম্মিলিত বাহিনী তাদের অবস্থান গোপন রাখতে সক্ষম হল না। সম্মিলিত বাহিনীর রণতরীগুলো যখন যুদ্ধ সাজে

সজ্জিত হয়ে খোলা সমুদ্রে দ্বীপটির দিকে এগিয়ে আসছিল তখন বহু দূর থেকেই সেই দৃশ্য দ্বীপবাসীদের দৃষ্টি গোচর হয়েছিল।

রণতরী সমুদ্র তীরে নোঙর করার সাথে সাথে ঘোড়াগুলো নিচে নামানো হল। পদাতিক বাহিনীও নিচে নেমে এলো; কিন্তু অশ্বারোহীরা তখনও ঘোড়ায় চড়ে বসেনি। পদাতিক বাহিনীও সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এমন সময় আচমকা টিলার পিছন থেকে তাদেরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি তীর বৃষ্টি শুরু হল।

আন্দালুসিয়ার তীরন্দাজ বাহিনী পূর্ব থেকেই গাছের পিছনে ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে ওঁত পেতে ছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী একটি এলাকা জুলিয়ানের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। একারণে সীমান্ত এলাকা ও সমুদ্রতীরবর্তী দ্বীপাঞ্চলগুলোতে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। টহলদার বাহিনী পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

তীরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য যে সকল অশ্বারোহী এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনাপতি তুরাইফ তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা যেন তীরবৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চতুর্দিক থেকে টিলাগুলো ঘিরে ফেলে।

পদাতিক বাহিনী প্রথমেই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সৈন্য পিছে হটে সমুদ্রের দিকে চলে এসেছিল। অনেকে রণতরীতে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। সম্মুখভাগে শুধু আহত সৈনিকরাই প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছিল।

জুলিয়ান-বাহিনীর কমান্ডার আউপাস এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে নিজ বাহিনীকে একত্রিত করে নির্দেশ দিচ্ছিল। তার সিপাহীরা নির্দেশ পাওয়ামাত্র টিলা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল।

আন্দালুসিয়ার তীরন্দাজরা সমুদ্রতীরের হানাদার সিপাহীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করছিল। আউপাসের সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিল। তারা ডানে-বাঁয়ে ও পিছনে ছড়িয়ে পড়ে টিলা, গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের আড়াল খুঁজতে লাগল। ফলে তীরন্দাজদের তীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে লাগল।

আউপাস পিছন দিক থেকে সিপাহীদেরকে উত্তেজিত করছিল। সিপাহীরাও অসম সাহসিকতার সাথে তীরবৃষ্টি উপেক্ষা করে টিলার উপর চড়তে শরু করল।

সেনাপতি তুরাইফ আউপাসের সিপাহীদের নির্ভীক সাহসিকতা দেখে নিজ বাহিনীর তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন টিলার নিচের গাছগুলোতে আরোহণ করে প্রতিপক্ষের তীরন্দাজদের নিশানা বানায়। নির্দেশমতো গাছে আরোহণ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের তীরের আঘাতে কয়েকজন মুসলিম তীরন্দাজ আহত হলেও অন্যরা গাছে আরোহণ করতে সক্ষম হল। তারা গাছে আরোহণ করে টিলার পিছনে

অবস্থানরত আন্দালুসিয়ার তীরন্দাজদের লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে লাগল। উপায়ন্তর না দেখে আন্দালুসিয়ার তীরন্দাজরা পিছে হটতে বাধ্য হল।

মুসলিম অশ্বারোহীরা টিলাগুলো পূর্বেই ঘেরাও করে নিয়েছিল। প্রতিপক্ষের কোন তীরন্দাজই সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারল না। আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা আক্রমণকারী সৈন্যদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে সেনাপতি তুরাইফ তার অশ্বারোহীদেরকে টিলার পিছনে আত্মগোপন করে থাকতে বললেন। তিনি কমান্ডারদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আন্দালুসিয়ার বাহিনী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পিঠটান দিতে বাধ্য হল। সেনাপতি তুরাইফ আত্মগোপন করে থাকা অশ্বারোহীদেরকে পলায়মান সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করার ইঙ্গিত দিলেন। অশ্বারোহীরা টিলার পিছন থেকে বের হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে পলায়নরত বাহিনীকে ধরে ফেলল। আন্দালুসিয়ার বাহিনী এমন হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা করেনি। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে শুরু করল। মুসলিম বাহিনী তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে লাগল। শত্রুপক্ষ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। বিজিত বাহিনী এই দ্বীপের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখল আল-খাযরা বা সবুজ দ্বীপ।

***

সবুজ দ্বীপ থেকে ফিরে সেনাপতি তুরাইফ মুসা বিন নুসাইরের নিকট যুদ্ধ জয়ের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি জুলিয়ান ও তার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে বলেন, 'আমার বিশ্বাস জুলিয়ান আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে না। তার বাহিনীও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে।' তিনি আরো বলেন। 'আন্দালুসিয়ার সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ করার স্পৃহা খুবই কম। তাদের নেতৃত্ব দানকারী কমান্ডারদের মাঝেও এমন কোন বিশেষত্ব নেই, যা আমাদেরকে পেরেশান করতে পারে।'

মুসা বিন নুসাইর যুদ্ধ জয়ের রিপোর্ট শুনে আন্দালুসিয়ার চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য পরিপূর্ণ প্লান তৈরি করতে মনোনিবেশ করেন। এই সময় জুলিয়ান মুগীস আর-রুমী নামক এক নওমুসলিমকে সাথে নিয়ে মুসা বিন নুসাইরের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

জুলিয়ান মুসলিম বাহিনীর সাথে আন্দালুসিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় এসেছিল। সে মুগীস আর-রুমীকেও সাথে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর অনুমতি দিতে ইতস্তত করছিলেন।

জুলিয়ান কিছুটা বিরক্ত হয়ে অনুযোগের স্বরে বললেন, 'মুসা! এখনও কি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস জন্মেনি? আমি এমনটিই সন্দেহ করছিলাম। আপনাদের আস্থা অর্জন করার জন্য আমি আরেকটি উপায় সাথে করে এনেছি।'

এ কথা বলেই জুলিয়ান দরবার থেকে বের হয়ে গেলেন। সিউটা থেকে তার বেশ বড় একটি কাফেলা এসেছিল। সেই কাফেলায় তার অধীনস্থ কর্মচারী, দেহরক্ষী সেনাকর্মকর্তা ও উপদেষ্টাবৃন্দ ছিলেন। তাদের সাথে রাজবংশের মহিলারাও ছিল।

জুলিয়ান পুনরায় যখন দরবারে প্রবেশ করলেন তখন তার সাথে অনিন্দ্য সুন্দর দু'টি মেয়ে ছিল। তারা ছিল অসাধারণ রূপসী, আর মোহনীয় দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারিনী।

জুলিয়ান দরবারে প্রবেশ করেই বললেন, 'এরা আমার মেয়ে। এই হল ফ্লোরিডা, আর এ হল তার বোন মেরী। মুসা! আমি এই দু'জনকে আপনার নিকট পণবন্দী হিসেবে অর্পণ করতে চাই। এরাই হল আমার মান ও সম্মান। ফ্লোরিডা আমার সেই মেয়ে, যার জন্য আমি আমার এক ক্ষমতাধর পুরাতন দোস্তকে দুশমন, আর এক পুরাতন দুশমনকে দোস্ত বানিয়েছি।

আপনি দেখেছেন, আমি আমার আত্মমর্যাদা হারিয়ে কতটা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। বিরাট ক্ষমতাধর এক বাদশাহর রাজত্বে আক্রমণ করে আমি নিজের জন্য কত বড় বিপদ ডেকে এনেছি। তারপরও আমি ক্ষান্ত হয়নি। তোমার বাহিনীর সাথে আমার নিজের বাহিনীকে পাঠিয়ে ছিলাম তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করার জন্য। মুসা বিন নুসাইর! আজ আমি আমার সেই ইজ্জত আপনার হাতে পণ হিসেবে তুলে দিচ্ছি। আমি অথবা মুগীস যদি আপনাদেরকে সামান্য ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে আমার মেয়েদেরকে দাসী বানিয়ে নিবেন অথবা হিংস্র বার্বারদের হাতে ছেড়ে দেবেন।'

কোন ঐতিহাসিকই এই বিষয়টি স্পষ্ট করে লেখেননি যে, মুসা বিন নুসাইর জুলিয়ানের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, নাকি তাদের মাঝে অন্য কোন কথা হয়েছিল? ঐতিহাসিকগণ শুধু এতটুকুই লেখেছেন যে, জুলিয়ান পণ হিসেবে তার দুই মেয়েকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। হয়তো মুসা বিন নুসাইর তার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

জুলিয়ান দ্বিতীয় যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা হল সে তার পূর্ণ বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সাথে আন্দালুসিয়া পাঠাবেন। মুসা বিন নুসাইর তার এই প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি জুলিয়ানের নিকট এতটুকু সহযোগিতার আশা পোষণ করেন যে, মুসলিম বাহিনীর কাছে যুদ্ধ-রসদ প্রেরণ করার ক্ষেত্রে সিউটা 'ট্রানজিট' সুবিধা প্রদান করবে। সেই সাথে মুসলিম

বাহিনী আন্দালুসিয়া যাওয়া-আসার পথে সিউটার দুর্গে থাকা-খাওয়াসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবে।

সবশেষে জুলিয়ানের নিকট এই প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য রণতরীর ব্যবস্থা যেন জুলিয়ান করে দেন।

জুলিয়ান সব ধরনের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি এই আশ্বাসও দেন যে, তার বাহিনী সর্বদা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

মুসা বিন নুসাইর সেই দিনই খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের নামে একটি পয়গাম লেখে একজন কাসেদকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেন। খলীফা পূর্বেই আন্দালুসিয়া আক্রমণের অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু মুসা বিন নুসাইর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। তিনি সার্বিক পরিস্থিতি উল্লেখ করার পর লেখেন :

> 'আন্দালুসিয়া আক্রমণের জন্য পুনরায় অনুমতি নেওয়া আমার নিকট সময়ের অপচয় ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না, কিন্তু আপনি হিন্দুস্তানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রয়োজন হয়তো এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, যার কারণে আপনি আমাকে আন্দালুসিয়ার মিশন মুলতবী করার নির্দেশ দিতে পারেন। অথবা উভয় রণাঙ্গনে সমানতালে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে যে, উভয় রণক্ষেত্রেই মুসলিম বাহিনী দুর্বল হয়ে যেতে পারে অথবা একটিতে দুর্বল হয়ে যেতে পারে...। তাই অধীনের পক্ষ থেকে আরয এই যে, মহামান্য খলীফা বিষয়টির গভীরতা চিন্তা করে দেখবেন।'

খলীফার পক্ষ থেকে অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক উত্তর আসে। তিনি লেখেন :

> 'আল্লাহর নাম নিয়ে সকল প্রস্তুতি পূর্ণ করো এবং যথা সম্ভব দ্রুত রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে সৈন্য পাঠিয়ে দাও। তবে খুব ভেবে-চিন্তে সেনাপতি নির্বাচন করবে।'

***

সেনাপতি নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বেশ কয়েকটি কারণে মুসা বিন নুসাইর সেনাপতি তুরাইফকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করতে চাচ্ছিলেন না। তন্মধ্যে একটি কারণ হল, বাহিনীর প্রায় একশ' ভাগ সৈন্যই হল বার্বার। তাই মুসা বিন নুসাইরও চাচ্ছিলেন, প্রধান সেনাপতিও হবে বার্বার সম্প্রদায়ভুক্ত। আরব সেনাপতি তাঁর অধীনস্থ হবেন।

সে সময় বার্বার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এমন কয়েকজন ব্যক্তির উন্মেষ ঘটেছিল, যারা রণাঙ্গণে নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা রাখতেন। তারা সকলেই নিজ

নিজ যোগ্যতা বলে কমান্ডারের পদবী অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তারিক বিন যিয়াদ।

প্রধান সেনাপতি নিযুক্তির ব্যাপারে মুসা বিন নুসাইর তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন। তাঁর স্মৃতির পর্দায় অতীত দিনের ঘটনাগুলো মূর্ত হয়ে উঠছিল। তিনি যেন সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলেন।

এই তো সে দিনের কথা। তখনও বেশিরভাগ বার্বার ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। এই বার্বারদের সাথেই মুসা বিন নুসাইরকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তিনি তাদের অন্তরে যেমন যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিলেন, তেমনি প্রেম-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুভূতিও সৃষ্টি করে ছিলেন। তিনি এক দিকে তাদের উপর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন, অপর দিকে বন্ধুত্বের সুনিবিড় বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করেছেন।

সে সময় অনেক বার্বারই মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তাদের অনেককেই উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মকর্তাগণ গোলাম বা কর্মচারী হিসেবে নিজেদের কাছে রেখে দেন। মুসা বিন নুসাইরও এক বার্বার নওজোয়ানকে পছন্দ করেন। তিনি সেই নওজোয়ানকে নিজের কাছে রেখে দেন। সেই নওজোয়ান মুসা বিন নুসাইরের নিকট একজন গোলামের মতোই ছিল।

সেই গোলামের কথা শুনে, তার কাজ দেখে, মুসা বিন নুসাইরের মনে হল, এই গোলাম কোন মামুলী বংশের হতে পারে না। তার মাথার চুল ঈষৎ লাল। চেহারায় এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য। এক দিন মুসা বিন নুসাইর তাকে তার বাব-দাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, সে 'ভাণ্ডাল' বংশোদ্ভূত।

ভাণ্ডাল বংশ বার্বারদের মাঝে অন্যান্য বংশের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। বংশগত কারণেই হয়তো এই গোলাম অত্যন্ত বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত ও অনন্য গুণাবলীর অধিকারী ছিল। ফৌজী কলা-কৌশল রপ্ত করার প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ঘোড়সওয়ারিতেও সে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। তীরন্দাজী ও তরবারী চালনায় তার কোন সমকক্ষ ছিল না। বার্বারদের বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে দমন করার জন্য মুসা বিন নুসাইর যখন বের হতেন তখন সেও তাঁর সাথে বের হতো। সিউটা অবরোধের সময়ও সে মুসার সাথে গিয়েছিল।

মুসা বিন নুসাইর লক্ষ্য করতেন, এই গোলাম শুধু তাঁর সেবাই করে না, বরং কখনও কখনও কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ রণকৌশল সম্পর্কেও সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকে। আরবী ভাষা সে আপন মাতৃভাষার মতোই শিখে নিয়েছিল।

রণ-পটুতার কারণে মুসা বিন নুসাইর মুসলিম ফৌজের মাঝে তাকে এক বিশেষ পদ প্রদান করেন। তার মাঝে নেতৃত্ব প্রদানের মতো তেজোদ্দীপ্ত কিছু গুণাবলী ছিল। মুসা বিন নুসাইর তাকে কোন এক রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা

করেন। সে পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে মুসা তার প্রতি খুশী হয়ে তাকে একটি বাহিনীর কমান্ডার বানিয়ে দেন। এর পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে আপন যোগ্যতা বলে সহকারী সেনাপতি পদে পদোন্নতি লাভ করে।

এই পর্যায়ে পৌছার অনেক পূর্বেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসা তার নাম রাখেন তারিক, আর তার বাবার নাম যিয়াদ। তারিক বিন যিয়াদ।

তারিক বিন যিয়াদ এখন মুসলিম বাহিনীর এক সম্মানিত সেনাপতি। আন্দালুসিয়া আক্রমণের নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য সেনাপতি নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিলে বারবার মুসার দৃষ্টি এই আযাদকৃত গোলাম তারিক বিন যিয়াদের উপরই নিবদ্ধ হতে লাগল।

তাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করার জন্য মুসা তাঁর মাঝে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা হল তাঁর আপোষহীন নেতৃত্ব। তারিক বিন যিয়াদ রণাঙ্গনে শুধু সামনে এগিয়ে যেতেই অভ্যস্ত ছিলেন। পশ্চাৎপসারণ জাতীয় কোন শব্দের সাথে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না।

***

হঠাৎ এক দিন মুসা তারিক বিন যিয়াদকে ডেকে বললেন, আন্দালুসিয়া আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। মুসা তারিক বিন যিয়াদকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর সামনে আন্দালুসিয়ার ম্যাপ রেখে বললেন, 'এই হল আন্দালুসিয়া, তুমি কীভাবে এই রাজ্য আক্রমণ করবে, আমাকে বুঝিয়ে বল? মনে রেখো, তোমার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেশির চেয়ে বেশি সাত হাজার হবে। কমও হতে পারে, তবে বেশি হবে না।'

তারিক বিন যিয়াদ ম্যাপ ভাঁজ করে এক পার্শ্বে রেখে দিয়ে বললেন, 'সম্মানিত আমীর! আমি এমন এক প্রতিশ্রুতি এবং এমন এক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে সৈন্যবাহিনীকে অবতীর্ন হতে বলব যে, তারা শুধু সামনেই অগ্রসর হবে, পিছে হটার কথা কেউ চিন্তাও করবে না। 'বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ' এই হবে তাদের মূলমন্ত্র।'

তারিক বিন যিয়াদের কথা শুনে মুসার বার্ধক্য পীড়িত অভিজ্ঞ ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল।

মিসর ও আফ্রিকার রাজধানী কায়রোয়ান। সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে রাজধানী কায়রোয়ানের অলিগলিতে তীর-ধনুক-বর্শাসহ নানা ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির হিড়িক পড়ে গেল। সবচেয়ে বেশি বানানো হল, তীর ও হাতে নিক্ষেপযোগ্য বর্শা।

মুসা বিন নুসাইর নির্দেশ দিলেন, 'তীর ও হাতে নিক্ষেপযোগ্য বর্শার এত বিপুল পরিমাণ মওজুদ গড়ে তুলো, যেন আন্দালুসিয়া থেকে এই পয়গাম না আসে—তীর ও বর্শা শেষ হয়ে গেছে। কারণ, আন্দালুসিয়া যেতে হলে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। শত্রুপক্ষ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে রসদ সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম সমুদ্রপথ বন্ধ করে দেবে। তখন কিছুতেই যুদ্ধাস্ত্র সরবাহ্ করা সম্ভব হবে না।'

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদেরকে কঠোর ট্রেনিং-এর মাধ্যমে প্রস্তুত করতে লাগলেন। আন্দালুসিয়ার যে এলাকায় যুদ্ধ হবে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি জুলিয়ানের নিকট জানতে চাইলেন। জুলিয়ান তাঁকে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে অবহিত করলেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে আন্দালুসিয়া উত্তর আফ্রিকার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন রকম। দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা সবুজের সমারোহ, আর সবুজ চাদরে ঢাকা উঁচু-নিচু পাহাড়ের সারি, খরস্রোতা নদী আর পাহাড়ী ঝর্নার নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আন্দালুসিয়া।

জুলিয়ানের তথ্য অনুযায়ী তারিক তাঁর বাহিনীকে আন্দালুসিয়ার ভৌগোলিক অবস্থার অনুপাতে ট্রেনিং দিতে লাগলেন। অবশেষে এক দিন যুদ্ধে যাওয়ার দিনক্ষণ উপস্থিত হল। তারিক বিন যিয়াদকে যে বাহিনী দেওয়া হয়েছিল তার সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র সাত হাজার। তাদের মধ্যে কয়েক'শ অশ্বারোহীও ছিল। সাত হাজারের এই বাহিনীর সকল সদস্যই ছিল বার্বার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

জুলিয়ান মুসলিম বাহিনীকে চারটি বড় বড় রণতরী প্রদান করেছিলেন। রণতরীর নাবিক ও ক্যাপ্টেনও তিনিই দিয়েছিলেন। এই রণতরীগুলো এত বড় ছিল যে, সাত হাজার সৈন্য, কয়েক'শ ঘোড়া ও অন্যান্য যুদ্ধ-সামগ্রী অনায়াসেই তাতে বহন করা সম্ভব হয়েছিল।

রণাঙ্গনে রওনা হওয়ার পূর্বে তারিক বিন যিয়াদ বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য মুসা বিন নুসাইরের নিকট এসে তাঁকে বললেন, 'মুহতারাম আমীর! আপনার নিকট শুধু বিজয়ের সুসংবাদ পৌঁছবে।'

'ইবনে যিয়াদ!' মুসা বললেন। 'ভুলে যেয়োনা শত্রুসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হতে পারে।'

'আমাদের শত্রুসংখ্যা যুদ্ধের ময়দান সর্বদা বেশিই হয়ে থাকে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে চাই, আমি গতরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে এই বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, "হিম্মতহারা হয়ো না, নিজের প্রতি আস্থা রেখো, দায়িত্ব পালনে অবিচল থেকো; বিজয় তোমারদেরই হবে।"

তারিক বিন যিয়াদের এই স্বপ্নের কথা খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণও লেখেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, এটা কোন মুসলিম ঐতিহাসিকের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কাল্পনিক কোন আবিষ্কার নয়।

***

৭১১ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুলাই-এর এক সুন্দর বিকাল। রণতরী রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। সকল সৈনিক রণতরীতে উঠে নিজ নিজ অবস্থান বুঝে নিয়েছে। মুসলিম বাহিনীকে বিদায় জানাতে শত-সহস্র নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর সমুদ্রসৈকতে সমবেত হয়েছে। সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে তারা সকলে হাত উঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয় কামনা করে দু'আ করে। দু'আ শেষে তারা তাকবির ধ্বনীর মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে বিদায়সম্ভাষণ জানায়।

তাদের মুহুর্মুহু তাকবির ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। নিস্তরঙ্গ জলরাশিতেও যেন উচ্ছাসের ঢেউ লাগে। মুজাহিদগণ তাকবির বলতে বলতে ধীরে ধীরে নোঙর তুলে নেন। রণতরীর মাস্তুলে হাওয়া লেগে পাল ফুলে উঠে। ধীরে ধীরে জাহাজগুলো সমুদ্রসৈকত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।

মুসলিম বাহিনীকে বিদায় জানাতে আসা নর-নারীদের চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যে কেউ হলেন সৈন্যদের মা-বাবা, কেউ স্ত্রী-কন্যা, আর কেউ আদরের ছোট ভাই-বোন।

এই সাত হাজার মুজাহিদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো আর কোন দিন আন্দালুসিয়া থেকে ফিরে আসবেন না। আল্লাহর পয়গামকে সমুদ্রের ওপারে পৌছানোর জন্য জানের নাযরানা দিতে আজ তাঁরা রওনা হয়েছেন, হয়তো তাঁরা আজীবনের জন্য দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবেন। তাঁদের সাথে আর কোন দিন হয়তো আপনজনের দেখাও হবে না।

***

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ-জাহাজ 'ক্যাপেল' নামক স্থানে সমুদ্র-তীরবর্তী একটি অঞ্চলে নোঙর করল। মুসলিম বাহিনী সেখানে অবতরণ করার পর সেই স্থানের নাম রাখা হল, জেব্রেলটার বা জাবালুত্তারিক। সেই স্থানের নাম আজও অপরিবর্তীত আছে।

সকল সৈন্য জাহাজ থেকে নেমে আসলে তারিক বিন যিয়াদ তাদেরকে সামরিক শৃঙ্খলার সাথে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি জাহাজের নাবিকদেরকে পৃথকভাবে দাঁড়াতে বলেন। তিনি একটি উঁচু স্থানে ঘোড়ার উপর বসে ছিলেন। ঘোড়ার উপর বসে থেকেই তিনি নাবিকদেরকে বললেন, 'চারটি জাহাজের সব কটিতেই আগুন লাগিয়ে দাও।'

নাবিকরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি পুনরায় চিৎকার করে বললেন, 'যুদ্ধজাহাজ থেকে সকল সৈন্য নেমে এসেছে। যুদ্ধ-রসদও নামিয়ে আনা হয়েছে। এখন আমাদের জাহাজের আর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং তাতে আগুন লাগিয়ে দাও।'

এমন নির্দেশ একমাত্র সেই সেনাপতিই দিতে পারেন, যার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। নাবিকরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

এবার তারিক আরেকটু উঁচু আওয়াজে তাঁর বার্বার সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললেন, 'হে বার্বার ভাইসকল, তোমরা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দাও। আমরা এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে চাই না।'

বার্বার সিপাহীরা তাঁর নির্দেশমতো সবগুলো জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের লেলিহান শিখা অতি দ্রুত সবগুলো জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজের পাল, মাস্তুল, কড়িকাঠ ও পাটাতন আগুনের গ্রাসে পরিণত হল। জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলো সমুদ্রে ছিটকে পড়তে লাগল। ধোঁয়ায় আন্দালুসিয়ার আকাশ-সীমা আচ্ছাদিত হয়ে গেল।

তারিক বিন যিয়াদ জলদগম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার দিলেন। গোটা বাহিনী তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করল। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও জ্বালাময়ী এক বক্তৃতা প্রদান করলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে শব্দগুলো যেন বিদ্যুৎতরঙ্গের ন্যায় মর্মভেদী আওয়াজ তুলে ছিটকে পড়ছিল, আর সৈন্যদের মর্মমূলে আঘাত হেনে চলছিল।

তারিক বিন যিয়াদ নিজে ছিলেন বার্বার বংশীয়, গোটা বাহিনীও ছিল বার্বার বংশোদ্ভূত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মাতৃভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষায় এক ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর সেই ভাষণ ইতিহাসের পাতায় আজও সংরক্ষিত রয়েছে; কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

তারিক বিন যিয়াদ তার ভাষণে বলেন :

> 'প্রিয় নওজোয়ান বন্ধুগণ! এখন পিছে হটার বা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায় নেই। তোমাদের সামনে রয়েছে তোমাদের জানের দুশমন, আর তোমাদের পিছনে রয়েছে কূল-কিনারাহীন অথৈ সমুদ্র। সামনের দিকেও তোমাদের পালানোর কোন পথ নেই, পিছনের দিকেও কোন পথ নেই। এখন বাঁচতে হলে তোমাদের করণীয় হল, ধৈর্য, হিম্মত, আর অবিচলতার পরিচয় দেওয়া।
>
> এই রাজ্যে তোমাদের দৃষ্টান্ত হল, 'কৃপণের দুয়ারে অনাথের আগমনের ন্যায়'। এখানে কেউই তোমাদের সাহায্য করবে না। তোমাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর কাপুরুষতা তোমাদের নাম-নিশানা

পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তোমাদের শত্রু সংখ্যা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের যুদ্ধাস্ত্র তোমাদের যুদ্ধাস্ত্রের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি।

শত্রুপক্ষের নিকট যুদ্ধ-রসদ পৌঁছার অনেক উপায় রয়েছে। আর তোমাদের যুদ্ধ-রসদ ফুরিয়ে গেলে নতুন যুদ্ধ-রসদ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই।

যদি তোমরা সাহসিকতার পরিচয় না দাও তাহলে তোমাদের মান-সম্মান মাটির সাথে মিশে যাবে। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ভূলুণ্ঠিত হবে। তোমাদের মান-সম্মান তোমাদেরকেই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তোমাদের শৌর্য-বীর্য তোমাদেরকেই বজায় রাখতে হবে। শত্রুপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হবে। তাদের শক্তির ভিত্তিমূল ধসিয়ে দিতে হবে। প্রথম আঘাতেই তাদেরকে বিপর্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড করে দিতে হবে।

আমি তোমাদেরকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছি না, স্বয়ং আমি যার সম্মুখীন হবো না। তোমাদেরকে এমন কোন স্থানে লড়াই করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করছি না, স্বয়ং আমি যেখানে লড়াই করব না। আমি সার্বক্ষণিক তোমাদের সাথেই থাকব। যদি তোমরা অটল-অবিচল থাকো তাহলে এই রাজ্যের ধন-দৌলত, মান-সম্মান তোমাদের পদচুম্বন করবে। যদি তোমরা সাময়িক কষ্টকে বরদাস্ত করো তাহলে এই রাজ্যের প্রতিটি বস্তু তোমাদের হবে।

আমিরুল মুমিনীন ওলিদ বিন আবদুল মালেক তোমাদের মতো নওজোয়ান বীরপুরুষদেরকে এক মহান কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন। যদি তোমরা এই কাজে সফল হতে পার তাহলে তোমরা এখানের রাজ-রাজাদের জামাতা হতে পারবে। এখানকার অপরূপ রূপসী নারীদের স্বামী হতে পারবে। যদি তোমরা এই রাজ্যের শাহসওয়ারদেরকে পরাজিত করতে পার তাহলে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের আদর্শ এখানেও সমাদৃত হবে।

মনে রেখো, আমার কথা ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করো, আমি তোমাদেরকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছি, সেদিকে গমনকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি আমি নিজেই। যুদ্ধের ময়দানে সর্বপ্রথম আমার তরবারিই কোষমুক্ত হবে।

এই যুদ্ধে আমি যদি শাহাদাত বরণ করি তাহলে তোমরা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাউকে সিপাহসালার বানিয়ে নিবে। তবে কোন পরিস্থিতিতেই আল্লাহর রাস্তায় জীবন কুরবান করা থেকে বিমুখ হবে না। যত দিন পর্যন্ত এই রাজ্য বিজিত না হবে তত দিন পর্যন্ত তোমরা হিম্মত হারা হয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বসে থেকো না।'

[তিন]

তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশে চারটি জাহাজের সবকটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। প্রতিটি জাহাজই ছিল বিশাল আকৃতির। এ সকল জাহাজের মাধ্যমে সাত হাজার সৈন্য, বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ-রসদ ও কয়েকশ' ঘোড়া বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এই বিশাল আকৃতির জাহাজগুলোতে আগুন লাগানোর সাথে সাথে আগুনের শিখা দাউ দাউ করে উপরে উঠতে লাগল। ধোঁয়ায় গোটা সীমান্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

যে স্থানটিতে যুদ্ধ-জাহাজগুলো জ্বলছিল তার অনতিদূরেই জেলেদের একটি গ্রাম ছিল। সমুদ্রসৈকতে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠতে দেখে জেলেদের বসতিতে হৈচৈ পড়ে গেল, তারা একজন আরেকজনকে চিৎকার করে বলতে লাগল, ঐ দেখো, কোন বিদেশী বণিকের জাহাজে হয়তো আগুন লেগেছে। জলদি চলো, সবকিছু জ্বলে যাওয়ার পূর্বেই আমরা নিজেদের জন্য কিছু নিয়ে আসি।

বসতির নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর সকলে মিলে আগুন লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। যে স্থানটিতে আগুন লেগে জাহাজগুলো জ্বলছিল, উৎসুক নারী-পুরুষ যখন সেখানে এসে পৌঁছলো তখন তারা স্বশস্ত্র সৈন্যদেরকে দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারিক বিন যিয়াদ তখন সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

আগুন দেখতে আসা উৎসুক লোকেরা যে জায়গায় ভিড় করছিল সেখানে মুগীস আর-রুমী তাঁর বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুগীস আর-রুমী তাঁর অশ্বারোহীদেরকে নির্দেশ দিলেন,

'কৌতূহলী ও উৎসুক এই লোকদেরকে ঘিরে ফেলো। একটি শিশুও যেন পালিয়ে যেতে না পারে।'

অশ্বারোহী সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কৌতূহলী লোকদের মধ্যে উঠতি বয়সের কিশোরী ও যুবতী মেয়েও ছিল। তারা হৈচৈ করে পালানোর চেষ্টা করল। শিশুরাও ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। পুরুষরা নারী ও শিশুদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করল। অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের সকলকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এক পার্শ্বে নিয়ে একত্রিত করলো।

তারিক বিন যিয়াদের ভাষণ শেষ হলে মুগীস আর-রুমী ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর নিকট এসে দাঁড়াল।

'আমি জানি, তুমি তাদেরকে কেন আটকে রেখেছ।' তারিক বিন যিয়াদ মুগীসকে বললেন। 'তাদেরকে ফিরে যেতে দিলে আন্দালুসিয়ার অধিবাসীরা আমাদের আগমন সম্পর্কে জেনে যাবে, কিন্তু আমরা তাদেরকে অজ্ঞতার মাঝে রাখতে চাই। তারা যেন আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে। তাদেরকে এখানেই আটকে রাখো। আমরা এই স্থান ছেড়ে অনেক দূর চলে

যাওয়ার পর তাদেরকে ছাড়বে। শুন মুগীস, ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে, কোন নারীর সাথে যেন অসদাচরণ করা না হয়।'

'ঠিক আছে, ইবনে যিয়াদ! মুগীস বললেন। 'তবে আমাদের সম্পর্কে এই গরীব-অসহায় লোকদের অন্তরে যে ভীতি জন্মেছে তা এখনই বিদূরিত করতে হবে। আপনি হয়তো জানেন না, এরা আন্দালুসিয়ায় কত বড় জুলুমের শিকার। আমি তাদের সাথে এমন আচরণ করব যে, তারা আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যাবে। আমি তাদের থেকে জেনে নিতে পারব, এখানে আন্দালুসিয়ার বাহিনী কোথায় অবস্থান করছে।'

মুগীস আর-রুমী একজন নওমুসলিম ছিলেন। তাঁর বাবা-মা ছিল ইহুদি। কয়েক বছর পূর্বে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার স্বভাব-প্রকৃতি ইহুদিদের মতো ছিল না। ফেৎনা সৃষ্টি করা, ষড়যন্ত্র পাকানো, ইবলিসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাই হল ইহুদি স্বভাব-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মুগীস আর-রুমী হয়তো এজন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁর বিবেক ইহুদিবাদকে মেনে নিতে পারছিল না। তিনি মুসা বিন নুসাইরের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার মাঝে নেতৃত্ব প্রদানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায়, মুগীস আন্দালুসিয়ার অধিবাসী ছিলেন। সে সূত্রে জুলিয়ানের সাথে তার পরিচয় ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সিউটা এসে বসবাস করতে থাকেন।

আগুন দেখতে আসা কৌতূহলী লোকদেরকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল, মুগীস সেখানে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে জেলেপাড়ার এক বৃদ্ধ সামনে অগ্রসর হল। বার্ধক্যজনিত রোগে বৃদ্ধের মাথা ও হাত কাঁপছিল।

বৃদ্ধ মুগীসের ঘোড়ার নিকটে এসে বলল, 'হে ফৌজীদের সরদার, তোমরা যেই হওনা কেন, আর যেখান থেকেই আসনা কেন, আমাকে বলো, তোমরাও কি গরীবদের মান-সম্মানকে এতটাই তুচ্ছ মনে করো যেমন এদেশের ধনীরা তুচ্ছ মনে করে? আমি জানি, এখন তুমি নির্দেশ দেবে, পুরুষদেরকে বন্দী করতে, আর মেয়েদেরকে তাদের থেকে পৃথক করতে। তোমরা কি আমাদের উপর অনুগ্রহ করবে না? আমরা তো এজন্য দৌড়ে এসেছিলাম যে, তোমাদের জাহাজে আগুন লেগেছে, তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।'

'ভয় পেয়ো না, হে বৃদ্ধ!' মুগীস বললেন। 'আমাদের জাহাজে আগুন লাগেনি, আমরা নিজেরাই আমাদের জাহাজে আগুন লাগিয়েছি।'

'তাহলে তো তোমাদেরকে আরো বেশি ভয় করা উচিত।' বৃদ্ধ বলল। 'তোমরা নিশ্চয় ডাকাত বা লুটেরা, অন্যের জাহাজ ডাকাতি করে এনে তাতে আগুন দিয়েছ। নিজেদের জাহাজে কি কখনও কেউ আগুন দেয়?'

'আমাদেরকে ডাকাত-লুটেরা, যা ইচ্ছা তাই বলতে পার।' মুগীস বললেন। 'কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমাদের কেউ তোমাদের মেয়েদের শরীরে হাত লাগাবে না।'

'তোমাদের কথা আমরা বিশ্বাস করলাম।' বৃদ্ধ বলল। 'কিন্তু আমরা এতটাই ভাগ্যহত যে, আমাদের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা শুনলে হয়তো তোমরা আমাদের প্রতি অনুকম্পা দেখাবে। তাই বলছি, আমাদের মান-ইজ্জতের হেফাতকারী ফৌজই হল, আমাদের মান-ইজ্জত লুণ্ঠনকারী। আমাদের নিজ দেশের ফৌজ যখন এদিকে আসে তখন আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে জোর-জবরদস্তী উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরের দিন তাদেরকে ফিরত পাঠায়।'

মুগীস আর-রুমী তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন। 'এখন থেকে তোমাদের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরু রক্ষা করা হবে।'

'তাহলে অশ্বারোহীরা আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে কেন?' বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা যেন তোমাদের ফৌজকে এই সংবাদ দিতে না পার যে, অন্য দেশের ফৌজ তোমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। তাই তোমাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে।' মুগীস বললেন। 'আমরা বেশ কিছু দূর অগ্রসর হলে তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরে চলে যেও। নিকটে কোথাও তোমাদের ফৌজ আছে কি?'

বৃদ্ধের নিকট আরো কয়েকজন জেলে ও মাঝি এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্য থেকে আরেক বৃদ্ধ সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, 'তোমাকে এই নৌসেনাদের সরদার মনে হচ্ছে, তোমরা আমাদের ইজ্জত রক্ষা করার ওয়াদা করেছ, তাই আমরাও তোমাদেরকে স্থানীয় সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করছি। তোমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা আমাদের ফৌজ এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

বৃদ্ধ মুগীস আর-রুমীকে বলল, 'এই এলাকায় কয়েক জায়গায়ই ফৌজী চৌকী রয়েছে। সবচেয়ে নিকটতম চৌকী এখান থেকে ছয় মাইল দূরে। এটাই এখানকার জেনারেলের হেডকোয়াটার। এই এলাকার সকল চৌকী মিলে সৈন্যসংখ্যা আট-দশ হাজার হবে। এখানকার জেনারেলের নাম হল, থিয়োডুমির।'

ঐতিহাসিকদের মতে এই জেনারেল ছিল অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।

***

তারিক বিন যিয়াদ মনে করেছিলেন, আন্দালুসিয়ার বাহিনী তাদের আগমন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তিনি আচমকা তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেবেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর একটা ভুল ধারণা। মুগীস যখন জেলে ও মাঝিদেরকে এই বলে সান্ত্বনা-বাক্য শুনাচ্ছিলেন যে, তাদের নারীদের ইজ্জতের উপর হামলা করা হবে না, সেই সময় আন্দলুসিয়ার এক ফৌজী গুপ্তচর হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের জেনারেল থিয়োডুমিরের নিকট এসে পৌছল। সে তাকে অত্যন্ত হতভম্ব কণ্ঠে সংবাদ দিল :

'এইমাত্র আমি দেখে এসেছি, আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে চারটি বিশাল রণতরী থেকে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেছে।'

মুসলিম বাহিনীর জাহাজগুলো যখন সমুদ্রসৈকতে নোঙর করে তখন এক গুপ্তচর ক্যাপেলো নামক স্থানে এক পাহাড়ী চূড়ায় পাহারারত ছিল। এই গুপ্তচর থিয়োডুমিরের নিকট বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করল।

সে তাকে বলল, 'আমি দেখলাম, সিউটার দিক থেকে চারটি বিশাল রণতরী আমাদের সমুদ্রসৈকতে এসে নোঙর ফেলল। তারপর সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ-রসদ ও ঘোড়া নামানো হলে তারা নিজেরাই নিজেদের রণতরীগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলো।

'আগুন লাগিয়ে দিয়েছে?' থিয়োডুমির হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আমি নিজ চোখে জাহাজগুলো জ্বলতে দেখেছি।' গুপ্তচর বলল। 'তারা সকলেই সৈনিক। তাদের সংখ্যা দশ হাজারের চেয়ে কিছু কম হবে।'

'তাহলে তো তারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সৈনিক।' থিয়োডুমির হতভম্ব হয়ে বলল। 'মনে হয়, এই সৈনিকদের সকলেই উন্মাদ। একমাত্র উন্মাদরাই নিজেদের জাহাজে আগুন দিতে পারে।'

থিয়োডুমির তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে এই নির্দেশ দিয়ে চৌকীগুলোর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলো, যেন পদাতিক ও অশ্বারোহীসহ সকল বাহিনী তাদের যুদ্ধ-সামগ্রী ও রসদপত্র নিয়ে অতিসত্বর হেডকোয়ার্টারে একত্রিত হয়।'

***

অল্প সময়ের মধ্যেই সকল বাহিনী হেডকোয়ার্টারে এসে একত্রিত হল। এদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় পনের হাজার। যুদ্ধ-রসদ ও অস্ত্রসস্ত্রের বিবেচনায় এই বাহিনী তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

আন্দালুসিয়ার বাহিনীর সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, তারা আপন দেশে অবস্থান করছে। সব সময় তাদের নিকট যুদ্ধ-রসদ ও সাহায্য পৌছা সম্ভব। তাছাড়া তাদের সকলের উর্ধাঙ্গ কঠিন লৌহবর্মে আবৃত ছিল।

তারিক বিন যিয়াদের সৈন্যসংখ্যা হল মাত্র সাত হাজার। অশ্বারোহী মাত্র তিনশ'। তাদের কেউই লৌহবর্ম পরিহিত নয়। তারিক বাহিনীর অস্ত্রসস্ত্রও হল পুরনো ও অনুন্নত। তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, তারা শত্রুভূমিতে অবস্থান করছে, যেখানের প্রতিটি ধূলিকণা, আকাশ-বাতাস, এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও তাদের শত্রু। কোথাও থেকে যুদ্ধ-রসদ পাওয়ার কোন সম্ভাবনাও তাদের নেই। সেনাসাহায্য পৌঁছাও অনেকটা অসম্ভব। কারণ, তাদের পিছনে বার মাইল বিস্তৃত সুবিশাল উত্তাল সমুদ্র।

তারিক বিন যিয়াদের সাথে অর্টিজার ভাই আউপাস এবং জুলিয়ানও এসেছিলেন। তারা উভয়েই গাইডের কাজ করছিলেন। আন্দালুসিয়ার প্রতিটি অলিগলি ছিল তাদের নখদর্পণে।

তারিক বিন যিয়াদ তাদেরকে নিকটে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছিলেন আন্দালুসিয়ার কোথায় কী আছে? কোথায় কোথায় দুর্গ আছে? এখান থেকে শহর কত দূর? এক শহর থেকে আরেক শহরের দূরত্ব কেমন? ইত্যাদি। আউপাস ও জুলিয়ান তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের পুঙ্খানুপুঙ্খ উত্তর দিচ্ছিলেন।

'আমাদের প্রথম সংঘর্ষ হবে সমুদ্রসৈকতের নৌসেনাদের সাথে।' জুলিয়ান বললেন। 'আমাদের আক্রমণের পূর্বেই এই সৈনিকরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি; তাদের অস্ত্রসস্ত্রও উন্নত। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা আমাদের আগমনের সংবাদ পায়নি। আশা করি, আমরা প্রতিটি প্রতিরক্ষা চৌকী পৃথক পৃথকভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হব।'

মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে অবতরণ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম গোছগাছ করে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদ তাদেরকে বললেন, 'এখানে অল্প সময়ের জন্য আমরা অবস্থান করব। তাঁবু টনানো হবে না।'

এমন সময় একজন অশ্বারোহী ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তারিক বিন যিয়াদের সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। আগন্তুক দ্রুতপদে ঘোড়া থেকে নেমে তারিককে লক্ষ্য করে বলল,

'এখনই প্রস্তুত হয়ে নিন।' আগন্তুক হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চস্বরে বলল। 'আন্দালুসিয়ার বাহিনী আমাদের আগমন সম্পর্কে জেনে গেছে। প্রতিরক্ষা চৌকীগুলোর সৈন্যরা একত্রিত হচ্ছে, তারা আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়, এখনই এখানে পৌঁছে যাবে।'

'কে এই ব্যক্তি?' তারিক বিন যিয়াদ জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন। 'কোন বার্বার সৈনিক তো মনে হচ্ছে না।'

'এ আমার লোক।' জুলিয়ান বললেন। 'তার নাম হেনরি।'

জুলিয়ান হেনরিকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি এখানে কীভাবে এলে?'

'আমি আপনাদের সাথে আসতে চাচ্ছিলাম, তাই মুসলমানদের পোশাক পরিধান করে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।' হেনরি বলল। 'পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহীরা যখন জাহাজে আরোহণ করছিল তখন আমি সুযোগ বুঝে অশ্বারোহীদের জাহাজে উঠে পড়ি।

এখানে পৌঁছে দেখি, সৈনিকরা যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে। এখানকার ফৌজ যে আমাদের পথ আগলে বসে আছে, সেদিকে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এই এলাকা আমার পরিচিত। আমি এক পাহাড়ী ঝোপের আড়ালে আমার ঘোড়া রেখে সামনে অগ্রসর হই। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরই এখানকার ফৌজ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। আমি এটা দেখতে চাচ্ছিলাম যে, এখানকার বাহিনী আমাদের আগমন সম্পর্কে অবগত আছে কি না?'

***

এ বিষয়টি তারিক বিন যিয়াদের মতো জাদরেল সেনাপতির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনিও এখানকার বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি এই এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্ব সংগ্রহ করছিলেন। কিছুক্ষণ পূর্বেই মুগীস আর-রুমী জেলে ও মাঝিদের থেকে এই অঞ্চলের নৌবাহিনী সম্পর্কে যে তত্ত্ব পেয়েছিল, তা তারিক বিন যিয়াদকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি হেনরির তত্ত্ব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে মোবারকবাদ জানান।

এই সেই হেনরি যাকে ফ্লোরিডা মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। সেও ফ্লোরিডাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। ফ্লোরিডার বিরহ-বেদনা সইতে না পেরে সে টলেডো চলে গিয়েছিল। আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানী করলে হেনরি শাহী আস্তাবলের ঘোড়া চুরি করে টুলেডো থেকে পালিয়ে যায়। তারপর সিউটা পৌঁছে ফ্লোরিডার বাবা জুলিয়ানকে সবকিছু খুলে বলে।

এই ঘটনার পর জুলিয়ানের আহ্বানে যৌথবাহিনী যখন আন্দালুসিয়ার মাটিতে পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালায় তখন ফ্লোরিডাও সেই বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে নিজ হাতে আপন শ্লীলতাহানীর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু জুলিয়ান তাকে অনুমতি দেয়নি। এরপর যখন তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে আন্দালুসিয়া আক্রমণের জন্য মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করা হয় তখন জুলিয়ান ও আউপাস মুসলিম বাহিনীর সাথে রওনা হন।

ফ্লোরিডা ভালো করেই জানত যে, জুলিয়ান কিছুতেই তাকে সাথে নিবেন না। উপায়ন্তর না দেখে সে হেনরিকে বলল, 'আমি মুসলিম বাহিনীর সাথে যেতে চাই।'

হেনরিকেও মুসলিম বাহিনীর সাথে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই যুদ্ধে জুলিয়ানের বাহিনীর অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকলে হেনরিকে অনুমতি দেওয়া হতো। কারণ, তার বাবা ছিল শাহী আস্তাবলের বড় অফিসার।

'তুমি আমাকে মুসলিম বাহিনীর পোশাক এনে দাও।' ফ্লোরিডা হেনরিকে বলল। 'আমি সেই পোশাক পরে জাহাজে আরোহণ করব। আমি নিজ হাতে রডারিক থেকে প্রতিশোধ নেব।'

হেনরি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল। হেনরি প্রমাদ গণলো। তার ধারণা হল, এই মেয়ে যা বলছে, তা করেই ছাড়বে।

'ফ্লোরা!' হেনরি তাকে বলল। 'উত্তেজিত হয়ো না। আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি একরোখা চিন্তা করছ। অন্য দিকটি এখনও ভেবে দেখনি। তুমি কীভাবে মনে করলে যে, তুমি রডারিক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে এবং নিজ হাতে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে?'

'আমি মুসলিম সেনাদের পোশাক পরে থাকব।' ফ্লোরিডা বলল।

'আবেগ নয়; বিবেক দিয়ে চিন্তা কর, ফ্লোরা!' হেনরি বলল। 'তুমি কি ভেবে দেখেছ, যুদ্ধের ময়দানে তুমি আহত হতে পার, এমন কি নিহতও হতে পার। আর যদি তুমি জীবিত গ্রেফতার হও তাহলে তুমি নিজেই ভেবে দেখ, রডারিকের ফৌজ তোমার সাথে কী আচরণ করবে? তারাও তোমার সাথে রডারিকের মতোই আচরণ করবে। তখন তুমি কয়জন থেকে তোমার শ্লীলতাহানীর প্রতিশোধ নিবে?'

ফ্লোরিডা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল। মনে হল, সে বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

'তা হলে এক কাজ কর হেনরি, তুমি নিজ হাতে রডারিককে হত্যা কর। আমি তোমার আমানত ছিলাম। সে তোমার আমানতের খেয়ানত করেছে। আমার সতীত্ব, আমার দেহ-মনের একমাত্র অধিকারী তুমি। চরিত্রহীন রডারিক আমার এই দেহকে অপবিত্র করেছে। আমার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। বল হেনরি! তুমি আমার অশান্ত আত্মাকে শান্ত করবে?'

'হ্যাঁ করব, আমি তোমার মনের শান্তি ফিরিয়ে আনব ফ্লোরা, আমি অবশ্যই তোমার ইজ্জতের বদলা নেব।'

হেনরি ফ্লোরিডার হাত দু'টি নিজের হাতে নিয়ে গভীরভাবে চুমো খেল। তারপর নিজের বুকের উপর ফ্লোরিডার হাত দু'টি রেখে বলল। 'তোমার ভালোবাসার কসম, রডারিকের মৃত্যু আমার হাতেই হবে।'

'কথা দাও, আমার জন্য আরেকটা কাজ করবে?' ফ্লোরিডা মিনতিভরা কণ্ঠে বলল। 'তুমি রডারিকের মাথা কেটে এখানে নিয়ে আসবে। আমি তার মাথা পাগলা কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করব।'

'কথা দিলাম, রডারিকের মাথা নিয়েই আমি ফিরে আসব।' হেনরি বলল।

***

হায়রে প্রেম! হায়রে ভালোবাসা! রূপের রানী ফ্লোরিডা নির্দ্বিধায় এক শক্তিধর বাদশাহর প্রেম-প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। অপর দিকে তারই আস্তাবলের এক সাধারণ কর্মচারীকে তার হৃদয়মন্দিরে সাদরে গ্রহণ করল।

একেই বলে ভালোবাসা! একেই বলে প্রেম! সেই প্রেমের দাবি পূরণ করার জন্য হেনরি জীবনবাজি রাখতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই প্রেমের বলে বলিয়ান হয়ে সে তার প্রেমিকাকে কথা দিল, তার শ্লীলতা হরণকারী এক প্রতাপশালী বাদশাহর মাথা কেটে এনে তার পদতলে রাখবে।

হেনরি তার প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এক মুসলিম সৈনিকের বেশে জাহাজে চড়ে আন্দালুসিয়া এসে পৌঁছল। মুসলিম বাহিনী আন্দালুসিয়া পৌঁছার পর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বাঁধাছাঁদার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে সে সুযোগ বুঝে সেখান থেকে সরে পড়ে। তারপর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য সামনে অগ্রসর হয়।

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী রওনা হওয়ার পর থেকে ফ্লোরিডা প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনালয়ে যেত, আর উপাসনা শেষে শুধু এই প্রার্থনাই করত, 'হে ঈশ্বর! মুসলমানরা যেন বিজয়ী হয়, আর হেনরি যেন রডারিকের কর্তিত মস্তক নিয়ে জীবিত ফিরে আসে।

***

আন্দালুসিয়ার বাহিনী একত্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্রই তারিক বিন যিয়াদ তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে জাবালুত্‌তারিকের একটি উঁচু টিলার উপর উঠে গভীর দৃষ্টিতে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করেন। সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি তড়িৎগতিতে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছিল।

তাঁর সাথে মুগীস আর-রুমী এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি আবু যারু'আ তুরাইফ বিন মালেকও উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেদের পছন্দনীয় যুদ্ধ ক্ষেত্র নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ এমন একটি স্থানের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে স্থানটি উঁচু উঁচু টিলা এবং সবুজ গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত ছিল।

'সকল অশ্বারোহীকে টিলা ও গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত ঐস্থানটিতে পাঠিয়ে দাও।' তারিক তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিদেরকে বললেন। 'অশ্বারোহীদের কমান্ডারকে বলে দাও, সে যেন অশ্বারোহীদেরকে নিয়ে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকে।'

তারিক তাঁর সেনাপতিদেরকে নিজ নিজ বাহিনী বিন্যস্ত করার নির্দেশনা দিয়ে নিচে চলে এলেন। যে সকল জেলে ও মাঝিদেরকে আটকে রাখা হয়েছিল তাদেরকে এই বলে ছেড়ে দেওয়া হল যে, 'তোমরা নিজ নিজ গৃহে চলে যাও, সেখান থেকে বের হয়ো না।'

তীরন্দাজ বাহিনীর কমান্ডারকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হল। ইতিমধ্যেই সংবাদ এলো, আন্দালুসিয়ার বাহিনী এসে গেছে। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সাথে কয়েক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর থিয়োডুমিরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। নিরাপত্তারক্ষীরা থিয়োডুমিরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখে ছিল। তারা উন্নতমানের রণপটু ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল।

'তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো?' থিয়োডুমির বুলন্দ আওয়াজে জানতে চাইল। 'এখানে কি জন্য এসেছ?'

'এই লোক কি বলছে?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'থামুন, ইবনে যিয়াদ!' জুলিয়ান তারিক বিন যিয়াদকে বললেন। 'আমিই তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।'

জুলিয়ান তার ঘোড়া সামনে অগ্রসর করে বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'জানতে চাচ্ছ, আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, আর কেন এসেছি? শুনে রাখ, আমরা আন্দালুসিয়া দখল করার জন্য এসেছি।'

'নিমক হারাম!' থিয়োডুমির হুঙ্কার ছেড়ে বলল। 'তুই আমাদের করদ-রাজা হয়ে আমাদের রাজ্যে হামলা করতে এসেছিস। তুই কাদেরকে তোর সাথে করে এনেছিস। এরা তোর বাহিনী নয়। তুই ইতিপূর্বে এখানে এসে লুটতরাজ করেছিস। তাই তোর সাহস বেড়ে গেছে। ভেবেছিস, এবারও জান নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবি। এখনও সুযোগ আছে, তোর এই নির্বোধ সৈন্যদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমার বাহিনীর দিকে তাকিয়ে দেখ, তোর কাছে তো দেখছি, কোন অশ্বারোহীও নেই। আমার বাহিনী তোর বাহিনীর চেয়েও সংখ্যায় দ্বিগুণ।'

তারিক বিন যিয়াদকে দোভাষীর মাধ্যমে জুলিয়ান ও থিয়োডুমিরের কথোপকথন তরজমা করে শুনানো হচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদ যুদ্ধের ডঙ্কা বাজাতে বললেন। যুদ্ধের ডঙ্কা বাজার সাথে সাথে তারিক তাঁর বাহিনীকে হামলার নির্দেশ দিলেন।

থিয়োডুমির এই আত্মপ্রশান্তিতে নিমগ্ন ছিল যে, তার নিকট মুসলিম বাহিনীর তুলনায় দ্বিগুণ সৈন্য ও এক হাজার অশ্বারোহী আছে। মুসলিম পদাতিক বাহিনী নারায়ে তাকবীর বলে সামনে অগ্রসর হল।

থিয়োডুমির তার রক্ষী বাহিনীর সাথে পিছে হটে এলো। তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল, বিজয় তার বাহিনীরই হবে। অপর দিকে তারিক বিন যিয়াদ আক্রমণকারী বাহিনীর সর্বাগ্রে ছিলেন। থিয়োডুমির তার এক হাজার অশ্বারোহীকে পদাতিক বাহিনীর পিছনে রেখে দিল।

উভয় বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। মুসলিম বাহিনীর জানা ছিল, এই যুদ্ধে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ই তাদের নেই। তারা নিজ হাতে তাদের রণতরীগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের জ্বালাময়ী ভাষণ তাদের প্রাণে নতুন এক আশার সঞ্চার করেছিল। সৈন্যদের সকলেই ছিল উদ্দীপ্ত ও উৎসর্গিতপ্রাণ।

তারিক বিন যিয়াদ অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি পিছু হটতে বাধ্য হলেন। তার অধীনস্থ কমান্ডারগণও পিছু হটতে লাগলেন।

'এদেরকে জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে দিওনা।' ঢাল-তলোয়ারের বিকট আওয়াজ আর আহত সৈনিকদের মর্মবেদী আর্তনাদ ছাপিয়ে থিয়োডুমির হুঙ্কার ছেড়ে বলতে লাগল। 'এরা পালিয়ে যাচ্ছে, এরা যেন কিছুতেই পালাতে না পারে। এদের পিছু ধাওয়া কর। প্রত্যেককে টুকরো টুকরো করে ফেল।'

তারিক বিন যিয়াদ আরো ক্ষিপ্রগতিতে তাঁর বাহিনী পিছে সরিয়ে আনলেন। শত্রুবাহিনীও ততোধিক ক্ষিপ্রগতিতে পিছু ধাওয়া করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল।

তারিক তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে ছিলেন। মধ্যভাগের কমান্ড ছিল তাঁর নিজের হাতে। এই অংশের সৈন্যদের দিয়েই তিনি আক্রমণ রচনা করে ছিলেন। এদেরকে নিয়েই তিনি পিছু হটে আসছিলেন। সৈন্যরা দ্রুত পিছু হটে আসছিল। তাদের মুখের 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে হটতে এমন এক স্থানে এসে পৌছল, যেখানে গাছগাছালির আধিক্য ছিল। আর অপর দিকে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়ী টিলার সারি।

আন্দালুসিয়ার বাহিনী যখন মুসলিম বাহিনীকে পিছু ধাওয়া করতে করতে সেই গাছগাছালিতে আচ্ছাদিত স্থানে এসে পৌছল তখন গাছের আড়াল থেকে তাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু হল। টিলার পিছনেও মুসলিম তীরন্দাজরা আত্মগোপন করেছিল। তারাও শত্রুবাহিনীর উপরে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল।

আন্দালুসিয়ার এই বাহিনীতে পদাতিক সৈন্যদের সাথে অশ্বারোহীও ছিল। তীরন্দাজ বাহিনী একেবারে নিকট থেকে তীর নিক্ষেপ করছিল। তাই তাদের কোন তীরই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হচ্ছিল না। প্রতিটি তীরই উদ্দিষ্ট শত্রুর বুকে সমূলে বিদ্ধ হচ্ছিল।

আন্দালুসিয়ার বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে তারিক বিন যিয়াদ তীরন্দাজ বাহিনীকে যে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছিলেন—এটাই হল তার নিগুঢ় রহস্য। তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশমতো তীরন্দাজ বাহিনীর সদস্যগণ পূর্ব থেকে গাছের আড়ালে, টিলার পিছনে ওঁতপেতে ছিল।

তারিক বিন যিয়াদের পিছু হটার উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুবাহিনীকে তীরন্দাজদের তীরের নিশানার মধ্যে নিয়ে আসা। তাঁর এই কৌশল সফল হল। পিছু ধাওয়া করে আসা সৈনিকদের সকলেই বেঘোরে মারা পড়ল।

'ঘোষণা করে দাও, ঘোড়াগুলোকে যেন নিশানা বানানো না হয়।' তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন। 'আমাদের ঘোড়ার প্রয়োজন আছে। তবে একজন সওয়ারীও যেন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে না পারে।'

সুউচ্চ আওয়াজে তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশ ঘোষিত হল। থিয়োডুমির তার পদাতিক ও অশ্বারোহীদের করুণ পরিণতি নিজ চোখে অবলোকন করল। তার নিকট তখনও অনেক সৈন্য ছিল।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর অন্য দুই অংশের একটি ডাইনে ও অপরটি বায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। থিয়োডুমির একই সাথে তিন বাহিনীর উপর আক্রমণের নির্দেশ দিল। তারিক বিন যিয়াদের পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী ডান পার্শ্ব ও বাম পার্শ্বের বাহিনী আরো পিছু হটে এলো। উদ্দেশ্য হল, রণাঙ্গন যেন প্রশস্ত হয় এবং শত্রুপক্ষ যেন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বার্বার জাতি ছিল রক্তপিপাসু যোদ্ধা। প্রতিপক্ষের রক্ত ঝড়ানোই ছিল তাদের নেশা। ইসলাম তাদেরকে লড়াই করার জন্য নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। তাদের সামনে তুলে ধরে ছিল জীবনের এক নতুন উদ্দেশ্য। ফলে তাদের লড়াই করার ভঙ্গিই পাল্টে গিয়েছিল। খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন :

'আন্দালুসিয়ার বাহিনীর মাঝে লড়াই করার সেই উদ্যম আর উদ্দিপনা ছিল না, যে উদ্যম আর উদ্দিপনা মুসলিম বাহিনীর মাঝে ছিল। আন্দালুসিয়ার সৈনিকরা বাদশাহর অধীনস্থ চাকর ছিল। তারা বেতন পেয়ে লড়ত, আর বেতন পাওয়ার জন্য বেঁচে থাকতে চাইতো। তাদের বড় বড় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও পাদ্রিরা রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাদের মতো বিলাসবহুল জীবন যাপন করত।

আন্দালুসিয়ায় ইহুদি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক বসবাস করত। কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। ইহুদি নারীদের মান-ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা ছিল না। কোন রূপসী ইহুদি মেয়ের প্রতি পাদ্রির কুদৃষ্টি পড়লে তাকে গির্জার সম্পত্তি গণ্য করা হতো। বলা হতো, এই মেয়েকে গির্জার 'নান' বানানো হবে, কিন্তু বাস্তবে তাকে পাদ্রির রক্ষিতা করে রাখা হতো।

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও ধর্মগুরুদের স্বভাব-আচরণ সাধারণ সৈনিকদের মাঝেও মন্দ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জেলে ও মাঝিরা একারণেই মুগীস আর-রুমীকে বলেছিল, তাদের রাজ্যের সৈন্যরা কোন সুশ্রী যুবতী মেয়েকে দেখলে জবরদস্তি তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতো।'

মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর মোকাবেলা করছিল। তারা সংখ্যায় ছিল অল্প, কিন্তু সুশৃঙ্খল রণকৌশল, আর অসম সাহসিকতার কারণে তারা শত্রুপক্ষের নিকট মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

থিয়োডুমিরের ধারণা ছিল, তার বিশাল বাহিনী অল্প সংখ্যক মুসলিম সৈন্যদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে; কিন্তু পিছন দিকের অতর্কিত হামলা থিয়োডুমির বাহিনীর মাঝে কেয়ামতের বিভীষিকা ছড়িয়ে দিল।

তারিক বিন যিয়াদ পূর্বেই এর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে শত্রুপক্ষের পিছনে অবস্থিত টিলাসমূহের মাঝে আত্মগোপন করে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে যে সকল সৈনিক রণাঙ্গন থেকে পিছু হটে এসেছিল, তিনি তাদেরকে ঘুরপথে টিলার আড়ালে অপেক্ষারত অশ্বারোহী বাহিনীর নিকট নিয়ে এলেন। অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য ছিল মাত্র তিনশ'। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন অতি ক্ষিপ্রগতিতে টিলার আড়াল থেকে বের হয়ে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর পিছনের অংশে আক্রমণ চালায়।

তারিক বিন যিয়াদের এই যুদ্ধ-কৌশল থিয়োডুমিরের ধারণার অতীত ছিল। তার ধারণা ছিল, তার পিছন দিক নিরাপদ। এই হামলার নেতৃত্ব তারিক বিন যিয়াদ নিজেই দিচ্ছিলেন। তাঁর অন্য দুই সেনাপতি মুগীস আর-রুমী, আর আবু যারু'আ তুরাইফ সম্মুখভাগে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর মোকাবেলা করছিলেন। তারা পিছন দিক থেকে তারিকের আক্রমণের অপেক্ষা করছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ তিনশ' অশ্বারোহী আর প্রায় দুই হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে পিছন দিক থেকে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই আচানক বিপদ সম্পর্কে থিয়োডুমির অবগত হওয়ার পূর্বেই তার বাহিনীর প্রায় দুই হাজার যোদ্ধা মৃত্যুর শিকারে পরিণত হল। আর যারা আহত হল, তাদের ভয়ঙ্কর চিৎকার, আর মর্মভেদী আর্তনাদ অন্যান্য সৈনিকদেরকে হতবিহ্বল করে তুলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আন্দালুসিয়ার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করতে শুরু করল। তারিক বিন যিয়াদের প্লান অনুযায়ী মুগীস আর-রুমী, আর আবু যারু'আ তুরাইফ তাদের বাহিনীকে পূর্বের চেয়ে অধিক বিক্রমে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

আক্রমণের তীব্রতায় দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে আন্দালুসিয়ার বাহিনী রণাঙ্গন ছেড়ে ভাগতে লাগল। অশ্বারোহীরা আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে আরোহীবিহীন ঘোড়াগুলো এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করে এক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করল।

এ সময় তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন, 'শত্রুপক্ষের ঘোড়াগুলোর যেন কোন ক্ষতি না হয়। ঘোড়াগুলোকে অক্ষত অবস্থায় ধরতে হবে। এগুলো পরবর্তীতে আমাদের কাজে লাগবে।'

মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার আর ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনানিতে ভীতসন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আঘাতে অনেক পদাতিক সৈন্য নিহত হল।

তারিক বিন যিয়াদের তীরন্দাজ বাহিনী আন্দালুসিয়ার সৈন্যদের জন্য মৃত্যুদূত হয়ে আবির্ভূত হল। তারা এক গাছ থেকে নেমে অন্য গাছে আরোহণ করত, আর একেবারে কাছ থেকে তীর নিক্ষেপ করত।

থিয়োডুমির বাহিনীর শৃঙ্খলা একেবারেই তছনছ হয়ে গেল। সৈনিকরা একজন একজন করে রণাঙ্গন ছেড়ে ভাগতে শুরু করল। কোন সৈনিকই থিয়োডুমিরের নির্দেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না। তার বাহিনীর প্রায় অর্ধেক সৈন্য মারা পড়ল। কোন সৈনিক যদি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যেতো তাহলে সেও পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করত।

***

'মুগীস!' জুলিয়ান ও আউপাস হন্তদন্ত হয়ে মুগীস আর-রুমীর নিকট এসে বললেন। 'কয়েকজন জানবাজ যোদ্ধাকে নির্দেশ দাও, তারা যেন থিয়োডুমিরকে জীবিত গ্রেফতার করে।'

'রণাঙ্গনের পরিস্থিতি দেখছেন?' মুগীস বলল। 'এই পরিস্থিতিতে তার নিকট পৌঁছা সম্ভব নয়।'

'পাঁচ-ছয়জন বার্বার যোদ্ধা আমাকে দাও।' আউপাস বলল।

'আমি আপনাকে আমার বাহিনীর চারজন অশ্বারোহী দিচ্ছি।' মুগীস আউপাসকে বললেন।

আউপাস চারজন অশ্বারোহী যোদ্ধাকে সাথে নিয়ে চলে গেল।

আন্দালুসিয়ার সেনাবাহিনীর এক সহকারী সেনাপতি থিয়োডুমিরকে লক্ষ্য করে বলল, 'থিয়োডুমির, আপনি কি শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন? আমাদের আর কী করার আছে?'

'তুমি কি আমাকে রণাঙ্গন থেকে পলায়নের পরামর্শ দিচ্ছ?' থিয়োডুমির তার সহকারীকে বলল।

'এখনই পতাকা গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়ুন।' সহকারী সালার বলল। 'আমাদের অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে। অন্যরা রণাঙ্গন ছেড়ে পলায়ন করছে।'

থিয়োডুমির সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিল। মুসলমানদের প্রবল বিক্রম আর শৌর্য-বীর্যও সে স্বচক্ষে অবলোকন করছিল। সে খোলা চোখেই দেখতে পাচ্ছিল, কীভাবে মুসলমানরা তাদের তুলনায় দ্বিগুণ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর উপর আতঙ্ক ছড়িয়ে তাদেরকে অবলিলায় হত্যা করে চলছে।

থিয়োডুমির নিজেও ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। তার বাঁচার একটি মাত্র উপায়ই অবশিষ্ট ছিল, আর তা হল রণাঙ্গন ছেড়ে পলায়ন করা। সে পরিস্থিতির নাযুকতা মেনে নিয়ে পতাকা বাহককে নির্দেশ দিল, পতাকা গুটিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ, উত্তোলিত পতাকা শত্রুপক্ষের নিকট তার অবস্থান চিহ্নিত করছিল।

পতাকা গুটিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে থিয়োডুমিরের অবশিষ্ট সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলল। তারা তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল। দেখতে দেখতে গোটা রণাঙ্গন লাশের স্তূপে পরিণত হল। যারা আহত হয়ে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তারা কোন রকমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। আবার পরক্ষণেই মাটিতে আছড়ে পড়ছিল। যারা উঠে দাঁড়াতে পারছিল না, তারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। আন্দালুসীয়দের আরোহীবিহীন ঘোড়াগুলো সেই ভয়ানক দৃশ্য থেকে উদাসী হয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছিল, আর খড়কুটা কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

'ঘোড়াগুলো ধরে নিয়ে এসো।' তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন। 'আর গনিমতের সম্পদ একত্রিত কর।'

আন্দালুসিয়ার অভিজ্ঞ জেনারেল থিয়োডুমির রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হল।

***

কয়েকদিন পরের কথা। আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক জেনারেল থিয়োডুমিরের পলায়নের সংবাদ শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। রডারিক সে সময় রাজধানী টলেডোতে ছিল না। সে তখন পাম্পালুনা শহরে অবস্থান করছিল। পাম্পালুনা রাজধানী টলেডো থেকে কয়েক দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর। সেখানে জার্মান বংশোদ্ভূত কিছু লোক বসবাস করত। তারা স্থানীয় লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, ফলে সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিল।

রডারিক বিলাসপ্রবণ ও চরিত্রহীন হলেও যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের জন্য ছিল এক মূর্তিমান আতঙ্ক। শক্তিধর শত্রুর উপরও সে বজ্রের ন্যায় হুঙ্কার ছেড়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার শাহী গাম্ভির্য বিনষ্ট হয় এমন কোন আচরণ সে বরদাশ্ত করতে পারত না। বিদ্রোহীদের জন্য সে ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত। পাম্পালুনায় বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কোন জেনারেলকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ না দিয়ে সে নিজেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু রডারিকের বিক্রম আর প্রতাপের সামনে তারা একেবারে অসহায় হয়ে পড়ল। যুদ্ধে পরাজিত একজন বিদ্রোহীকেও রডারিক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে দিল না।

বিদ্রোহীদের লিডারকে গ্রেফতার করা হল। সে আন্দালুসিয়ার অধিবাসী ছিল না। তার কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকেও গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতারের পর তাদের উপর যে গজব নেমে এসেছিল, তা থেকে তাদের ঘরের নারীরাও বাঁচতে পারেনি। বন্দী বিদ্রোহীদের উপর এমন নির্মম নির্যাতন চালানো হতো যে, তাদের বেঁচে থাকার কোন আশা করা যেতো না। কিন্তু তাদেরকে মরতেও দেওয়া হতো না।

রডারিক তাদেরকে নির্যাতন করে আধমরা করে রাখত। বিদ্রোহীরা যখন রডারিকের অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বেহুঁশ হয়ে পড়ত তখন তাদেরকে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হতো। তার পর শহরের অধিবাসীদের সেখানে একত্রিত করে একজন ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করা হতো,

'এরা রাষ্ট্রদ্রোহী, এরা গাদ্দার, আন্দালুসিয়ার মহামান্য বাদশাহর শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে এরা অবগত ছিল না। প্রতিদিন এসে এদের করুণ পরিণতি দেখে যেয়ো। এদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। এরা রাষ্ট্রদ্রোহী এরা গাদ্দার ...।'

এসকল বিদ্রোহীদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথে অত্যন্ত লজ্জাজনক আচরণ করা হতো। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে এ সকল নারীদেরকে উলঙ্গ করে রডারিকের সাধারণ মজলিসে নাচতে বাধ্য করা হতো। সামান্য অবাধ্য হলে তাদেরকে চাবুকের আঘাত সহ্য করতে হতো।

রডারিক স্বয়ং সেই মজলিসে উপস্থিত থাকত। সেখানে সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও সেনা অফিসাররাও উপস্থিত থাকত। এ সকল লোকেরা নির্যাতিতা মহিলাদের সাথে অশোভন আচরণ করত, আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। অবশেষে মদ খেয়ে উন্মাদ হয়ে সকল অফিসারই একজন করে মহিলাকে ধরে নিয়ে যেতো।

ঐতিহাসিক ওয়েলম্যাকার 'উসতোরিয়া' নামক এক অল্প বয়স্কা বালিকার ঘটনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লেখেছেন,

'উসতোরিয়ার বয়স তখন চৌদ্দ কি পনের হবে। সে ছিল বিদ্রোহীদের সরদারের কন্যা। এই অল্প বয়স্কা বালিকাকে রডারিক নিজের জন্য রেখে দিয়েছিল। সে তার সাথে এমন পাশবিক আচরণ করত যে, বনের পশুরাও

লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিত। পাম্পালুনার যে স্থানটিতে সে ছাউনি গেড়ে ছিল সেখান থেকে প্রায়ই সেই অল্প বয়স্কা বালিকার মরণচিৎকার শুনা যেতো।

***

কিছুক্ষণ হয় সূর্য অস্ত গেছে। রাতের অন্ধকার অতিদ্রুত যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাম্পালুনাকে গ্রাস করে নিচ্ছে। রোজকার মতো আজও সাধারণ মজলিসের আয়োজন জমকালোরূপ ধারণ করছিল। বিদ্রোহীদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় নাচতে বাধ্য করা হচ্ছিল। অল্প বয়স্কা উসতোরিয়াকে রডারিক তার কোলে বসিয়ে রেখেছিল। উপস্থিত সকলের হাতেই ছিল পানপাত্র। দাস-দাসীরা সূরাহী হাতে শরাব পরিবেশন করছিল। এমন সময় রডারিককে সংবাদ দেওয়া হল, টলেডো থেকে থিয়োডুমিরের বার্তাবাহক এসেছে। সে এখনই রডারিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রডারিকের ইঙ্গিতে বার্তাবাহককে তার সামনে এনে দাঁড় করানো হল। বার্তাবাহক লিখিত ফরমান তার নিকট সোপর্দ করল। সে তার এক সভাসদকে বলল, বার্তাটি পড়ে শুনানোর জন্য। আর অন্যদের লক্ষ্য করে সে তালি বাজাল। সাথে সাথে সেখানে এমন পিনপতন নীরবতা ছেয়ে গেল যে, মনে হল সেখানে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই।

সভাসদ বার্তাটি পড়তে লাগল, 'আন্দালুসিয়ার মহামান্য শাহানশাহের দরবারে শত সহস্র ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, মহানুভবের এই অধম গোলাম আজীবন শাহীখান্দানের মান-মর্যাদা ও রাজত্বের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। এই অধম সকল যুদ্ধেই বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।' সভাসদ কিছুটা উচ্চ আওয়াজে বার্তাটি পড়ে শুনাচ্ছিল।

'যেখানেই বিদ্রোহীরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, শাহীখান্দানের এই আজ্ঞাবাহী গোলাম সেখানেই মৃত্যুদূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সে বিদ্রোহীদেরকে জীবনের পরপারে পৌঁছে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে। অতিবড় নিন্দুকও বলতে পারবে না যে, থিয়োডুমির কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তারা হয়তো কোন জিন-ভূত হবে। তারা আমার অর্ধেক সৈন্যকে হত্যা করেছে, আর বাকি অর্ধেক তাদের ভয়ে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেছে।'

'তুমি ঠিক পড়ছ তো?' রডারিক তার কোলে বসিয়ে রাখা মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো। 'অর্ধেক সৈন্য নিহত হয়েছে, আর অন্যরা পালিয়ে গেছে, কী আবোল-তাবোল পড়ছ? তারা জিন-ভূত ছিল! ভালো করে পড়।'

সভাসদ পুনরায় পড়তে শুরু করল,

'তারা চারটি বিশাল আকৃতির রণতরীতে করে এসেছিল। সমুদ্রসৈকতে অবতরণ করামাত্রই তারা সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়। আমি আমার সকল সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। শত্রুবাহিনীর সংখ্যা আমার বাহিনীর অর্ধেক ছিল। সংখ্যাধিক্যের কথা বিবেচনা করলে আমার সৈন্যদের উচিত ছিল, তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা। কিন্তু তারা এমন সুশৃঙ্খলভাবে লড়াই করছিল যে, আমার সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

তারা গাছের আড়াল থেকে, পাথরের আড়াল থেকে অনরবত তীর নিক্ষেপ করে চলছিল। তাদের একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল না। তাদের একজন অশ্বারোহীও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না; কিন্তু হঠাৎ পিছন দিক থেকে তাদের অশ্বারোহীরা আমার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। তারা আমাদের উপর এমন চূড়ান্ত আঘাত হানে যে, আমরা তাদের আঘাত প্রতিহত করে পিছু হটে আসার মতো কোন অবকাশই পাইনি।'

থিয়োডুমির তার এই পত্রে পরাজয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার পর এমন একটি তথ্য উল্লেখ করে, যা আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে আছে। সে লেখেছে :

'এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, এরা কারা? আর কোথা থেকেই বা এসেছে? তারা যেই হোক, আর যেখান থেকেই আসুক, বাস্তব সত্য হল, তারা অত্যন্ত রক্তপিপাসু ও ভয়ঙ্কর এক জাতি। হতে পারে তারা দস্যুবাহিনী, লুটতরাজ করাই তাদের কাজ। লুটতরাজ শেষে হয়তো তারা তাদের রাজ্যে ফিরে যাবে; কিন্তু এখানেই তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া উচিত। আমার সৈন্যসংখ্যা তাদের দ্বিগুণ ছিল। এখন আমার আরো বেশি সৈন্যের প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আমাদের করদ-রাজা সিউটার জুলিয়ান, আর অর্টিজার ভাই আউপাসও এই অদ্ভূত বাহিনীর সাথে আছে।'

'জুলিয়ান!' রডারিক অবাক হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলল। 'আউপাস! মৃত্যু তাদেরকে এখানে টেনে এনেছে। আমি বুঝতে পেরেছি।'

রডারিক রাগে-গোসায় লম্বা লম্বা পা ফেলে কামরার এক কোণ থেকে আরেক কোণে পায়চারী শুরু করল।

'থিয়োডুমির কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে।' রডারিক দাঁত কিড়মিড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। আক্রমণকারী কারা—এটা দেখার মতো হুঁশও তার ছিল না। জুলিয়ান আর আউপাস আমার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছে। তাদের নিজস্ব বাহিনীর সাথে তারা বার্বারদেরকেও হয়তো নিয়ে এসেছে। থিয়োডুমিরের সাহায্যে সেখানে আমি

আর কোন সৈন্য পাঠাব না। আমি নিজেই ওখানে যাব। জুলিয়ানের মেয়ে ফ্লোরিডারকে আমার মহলে নিয়ে আসব। এসব বদনসিবদের জানা নেই, আমি গাদ্দারীর কী শাস্তি দিয়ে থাকি?'

রডারিক হঠাৎ নীরব হয়ে বিদ্রোহীদের উলঙ্গ স্ত্রী-কন্যাদের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর কঠিনস্বরে নির্দেশ দিল, ভোর হওয়ার সাথে সাথে এ সকল বিদ্রোহীদেরকে ময়দানে জড়ো করে তাদের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে এদেরকে মেরে ফেল। আর মেয়েদেরকে এখানকার গির্জার পাদ্রির নিকট সোপর্দ কর।'

রডারিকের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকল মেয়েরা আহাজারী শুরু করে দিল। দুই-তিনজন রডারিকের পা' জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল। 'আপনি আমাদেরকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন। এবারের জন্য আমাদেরকে মাফ করেদিন।'

'বাদশাহ সালামত। আমার বাবার অপরাধের শাস্তি আমাকে কেন দিচ্ছেন?' একটি যুবতী মেয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বলল। 'আমার বাবার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানতাম না। আমাকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে মেরে ফেলুন, তবুও আমাকে পাদ্রিদের হাতে সোপর্দ করবেন না।'

আরেকটি মেয়ে বলল, 'আমার ভাইকে ছেড়ে দাও, তার পরিবর্তে আমাকে মেরে ফেলো।'

রডারিক সকলকে লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দিল।

'আন্দালুসিয়ার বাদশাহ! আমাদের উপর আরও বেশি করে জুলুম কর।' অল্প বয়স্কা উসতোরিয়া চিৎকার করে বলল। 'তোমার পাপের বোঝা আরো ভারি করে নাও। আমাদের লোকদের উপর ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করে নাও। তবে এক অসহায় মেয়ের আর্তনাদ শুনে রাখো, তোমার এই বাদশাহীর উপরও একদিন ঘোড়া দৌড়ানো হবে। তোমার নাম-নিশানাও সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। তোমার আর তোমার বাদশাহীর দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

'সাব্বাস!' রডারিক অট্টহাসি দিয়ে বলে উঠল। 'আমি তোমার সাহসিকতার প্রশংসা করছি। তুমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের বাদশাহকেও ভয় পাওনি। কাছে এসো মেয়ে! আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব।'

মেয়েটি রডারিকের সামনে এসে দাঁড়ালো।

'লোকদের দিকে মুখ ফিরাও।' রডারিক বলল। 'সকলেই দেখুক, এই মেয়ে কতটা সাহসী?'

মেয়েটি রডারিকের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। রডারিকের সভাসদবর্গ তাকে দেখতে পাচ্ছিল। রডারিকের তরবারী তার শাহীকুরসির পাশেই রাখা ছিল। সে

হঠাৎ তরবারী কোষমুক্ত করে পিছন দিক থেকে এক আঘাতে মেয়েটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

মুণ্ডহীন দেহটি কিছুক্ষণ ছটফট করতে থাকল। তার পর চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পরদিন সকালে বিদ্রোহীদেরকে ময়দানে এনে একত্রিত করা হল। তাদের বিপরীত দিকে পঞ্চাশ-ষাটজন ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে ছিল। ইঙ্গিত পাওয়ার সাথে সাথে অশ্বারোহীরা বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। বিদ্রোহীরা আত্মরক্ষার জন্য এদিক-সেদিক দৌড়াতে লাগল। অশ্বারোহীরাও তাদের পিছু নিয়ে ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাদেরকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করে ফেলল।

***

উত্তর আফ্রিকার রাজধানী কায়রোয়ান। মিসরের আমির মুসা বিন নুসাইর তাঁর পরিষদবর্গকে নিয়ে কায়রোয়ানে এক জরুরি মিটিংয়ে বসেছেন। তিনি তারিক বিন যিয়াদের পয়গাম পাঠ করে তাদেরকে শুনাচ্ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ প্রথম যুদ্ধ জয়ের কথা উল্লেখ করে লেখেছেন :

> 'আল-হামদুলিল্লাহ্! আমরা আমাদের চেয়েও দ্বিগুণ সৈন্যবাহিনীর উপর প্রথম যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। আমাদের তিনশ' অশ্বারোহীর মোকাবেলায় তাদের এক হাজার অশ্বারোহী ছিল। আন্দালুসিয়ার প্রতিটি সৈন্যের মাথায় লৌহনির্মিত শিরস্ত্রান ছিল। তাদের অস্ত্রসস্ত্র আমাদের হাতিয়ারের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ মদদে আমরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।
>
> আমি তীরন্দাজ বাহিনীকে গাছগাছালি ও পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকার নির্দেশ দেই। আর অশ্বারোহীদেরকে পাহাড়ী টিলার পিছনে পালিয়ে থাকতে বলি। অতঃপর পশ্চাৎপসারণের ছলে শত্রু বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিয়ে তাদেরকে মরণফাঁদের দিকে টেনে নিয়ে আসি। তারা আমাদের ফাঁদে পা' দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু করে দেয়। তীরন্দাজ বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।
>
> এমন সময় 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো আমাদের আত্মগোপন করে থাকা অশ্বারোহী বাহিনী পিছন দিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনি সুপরিকল্পিত আক্রমণের ফলে সাত হাজার মর্দেমুজাহিদ পনের হাজার কাফেরের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়।

রণাঙ্গনের যে বিজয়-দৃশ্য আমি দেখেছি, সম্মানিত আমীর সে দৃশ্য দেখলে আপনি আনন্দিত হতেন। খলীফাতুল মুসলিমীন ওলিদ বিন আবদুল মালেক সে দৃশ্য দেখলে অভিভূত হতেন। শত্রু পক্ষের এতো অধিক সংখ্যক যোদ্ধা মারা পড়েছে যে, তাদের লাশ গনে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধবন্দীরা সেসব লাশ উঠিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে। খানা-খন্দকগুলো লাশে পরিপূর্ণ করে তার উপর মাটি ফেলে সমতল করা হয়েছে। তারপরও লাশের সংখ্যা কমছে না। চতুর্দিকে শুধু লাশ আর লাশ। যুদ্ধলব্ধ ছয়শত ঘোড়া আমাদের হস্তগত হয়েছে। নিহত শত্রু সেনাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসস্ত্রও আমরা জমা করেছি।

এখন সামরিক সাহায্যই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আন্দালুসিয়ার সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। সামনের প্রতিটি শহরই দুর্গসদৃশ। আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি, তবে সেনা-সাহায্যের অপেক্ষায়ও আছি। আমাদের সফলতার জন্য দু'আ করবেন। আমরা যদি পরাজিত হই তাহলে আর ফিরে আসব না। কেননা, ফিরে আসার কোন উপায়ই আমাদের নিকট অবশিষ্ট নেই। যে চারটি রণতরীতে আরোহণ করে আমরা এসেছিলাম, সেগুলো আমি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

'সাব্বাস!' মুসা বিন নুসাইর অবচেতন মনে বলে উঠলেন। 'এই ব্যক্তিকে কোন শক্তিই পরাস্ত করতে পারবে না।'

মুসা বিন নুসাইর তৎক্ষণাৎ খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের উদ্দেশ্যে একটি পয়গাম লেখান, তাতে তিনি তারিক বিন যিয়াদের প্রথম সফলতার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন এবং সেনাসাহায্য পাঠানোর অনুরোধ করেন।

***

পাম্পালুনায় রডারিকের নির্দেশে ঘোষণা করা হল যে, আন্দালুসিয়ায় একটি ভিনজাতি অনুপ্রবেশ করেছে। তারা এতটাই হিংস্র ও রক্তপিপাসু যে, তারা তাদের থেকে দ্বিগুণ সৈন্যবাহিনীকে কেটে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে।

রডারিক স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে বহিঃশত্রু সম্পর্কে ভীতি ছড়ানোর নির্দেশ দেয়। সে জনসাধারণকে এই বলে সতর্ক করে দিতে বলে যে, 'এই লুটেরা বাহিনী তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে নিয়ে যাবে। আর তোমাদেরকে হত্যা করে তোমাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।'

নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে সরকারি বার্তাবাহকরা গ্রাম-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে সর্বত্র এই সংবাদ পৌঁছে দিতে লাগল। রাজধানী টলেডোতেও এই সংবাদ এসে পৌঁছল। প্রত্যেক গির্জায়, প্রতিটি জনসমাগম স্থলে এবং সকল চায়ের আসরে এই একই বার্তা ঘোষিত হতে লাগল।

'হে লোক সকল! অজানা এক রাজ্য থেকে লুণ্ঠনকারী ও হত্যাকারীদের বিশাল এক বাহিনী আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা আমাদের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছে। প্রলয়ঙ্করি ঝড়ের ন্যায় তারা সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে চলছে। তারা জবরদস্তি ঘরে প্রবেশ করে স্বর্ণ-অলঙ্কার-টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিচ্ছে। যুবতী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হত্যা ও লুণ্ঠনের পর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। উপাসনালয় ধ্বংস করে ফেলছে। তারা এতটাই নিষ্ঠুর যে, নিষ্পাপ শিশুদেরকে বর্ষাবিদ্ধ করে উদ্দাম নৃত্য করে, আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।'

আন্দালুসিয়ার মহামান্য বাদশাহ এই ভয়ঙ্কর বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধে রওনা হয়েছেন। বাদশাহ রডারিক বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর ও বর্ষা নিক্ষেপ করতে পারে এবং তরবারী চালাতে পারে, সে যেন সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ করে। যে সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ করবে তাকে বেতন-ভাতা দেওয়া হবে। তাকে লুটেরাদের থেকে উদ্ধারকৃত সম্পদের অংশীদার করা হবে। সবচেয়ে বড় পাওনা হল, আমাদের জান-মাল ও ঘর-বাড়ি নিরাপদ থাকবে এবং আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের সতীত্ব সংরক্ষিত হবে।

হে লোক সকল! তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও, অস্ত্র ধর, তোমাদের ধন-সম্পদ লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা কর। আর যদি তোমরা এজন্য প্রস্তুত না হও তাহলে আজই বাল-বাচ্চা নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যাও। দুর্বল পশুর ন্যায় পালিয়ে পালিয়ে দিন অতিবাহিত কর। পরে যখন ফিরে আসবে তখন তোমাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'

যুবক শ্রেণী ও মধ্যবয়স্ক পুরুষরা ভিনদেশী শত্রুদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তাদেরকে বলা হল, বাদশাহ রডারিক পাম্পালুনা থেকে অমুক রাস্তা দিয়ে টলেডো যাচ্ছেন। সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক লোকেরা যেন সেই রাস্তায় বাদশাহর আগমনের অপেক্ষা করে।

***

কোন কোন উপাসনালয় থেকে এ জাতীয় কোন ঘোষণাই প্রচার করা হল না। এগুলো ছিল ইহুদিদের উপাসনালয়। এ সকল উপাসনালয়ের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। আন্দালুসিয়ায় ইহুদিরা ছিল সবচেয়ে নির্যাতিত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি বিদ্যায় ইহুদিদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। কিন্তু কোন অর্থ-সম্পদ

তাদের ছিল না। তাদের থেকে এত বেশি টেক্স ও রাজস্য আদায় করা হতো যে, পেট ভরে খাওয়ার জন্য তাদের নিকট খুব সামান্য উপার্জনই অবশিষ্ট থাকত। আন্দালুসিয়ায় ইহুদিদেরকে অস্পৃস্য মনে করা হতো।

অর্টিজা যখন আন্দালুসিয়ার বাদশাহ ছিলেন তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল। তিনি ইহুদিদের টেক্স কমিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এক আদেশের মাধ্যমে এই কালো আইনও নিষিদ্ধ করে দেন যে, 'জবরদস্তি ইহুদি সুন্দরী মেয়েদেরকে গির্জায় সোপর্দ করা যাবে'। শুধু ইহুদিদের জন্যই নয়, বরং জনসাধারণের জন্যও অর্টিজা জীবন যাপনের মান অনেক উন্নত করেছিলেন।

অর্টিজার এই সংস্কারনীতি ও জনসাধারণের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতিই তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও পাদ্রিদের সহায়তায় রডারিক অর্টিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সে আন্দালুসিয়ার সিংহাসন দখল করে বাদশাহ বনে বসে। রডারিক বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথে অর্টিজাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

ভিনদেশী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে যখন প্রতিটি পাড়া ও মহল্লায় ঘোষণা করা হচ্ছিল, 'ভিনদেশী হানাদার বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য সেনাবাহিনীতে যোগদান করুন' তখন ইহুদি উপাসনালয়গুলোতে ভিন্ন ধরনের চিন্তা-ভাবনা চলছিল। একদিন ইহুদিদের পাঁচ-ছয়জন ধর্মগুরু এক উপাসনালয়ে একত্রিত হয়ে ভাবতে লাগল, কীভাবে ইহুদিদেরকে সৈন্যবাহিনীতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যায়। তারা যে কোন মূল্যে রডারিককে সহায়তা করা থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছিল।

'রডারিকের বাহিনীতে শামিল হওয়াই প্রধান সমস্যা নয়।' ইহুদিদের এক ধর্মগুরু বললেন। 'বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, কীভাবে আমরা রডারিকের ক্ষতিসাধন করতে পারি।'

'সেনাবাহিনীতে তো পূর্ব থেকেই ইহুদি সৈন্য রয়েছে।' অন্য জন বললেন। 'তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে কীভাবে বের করা যায়—এ ব্যাপারে চিন্তা করা হোক।'

'আমি ভিন্ন কিছু চিন্তা করছি।' আরেকজন বলল। 'ইহুদি সৈনিকদেরকে সেনাবাহিনীতেই থাকতে দেওয়া হোক এবং তাদেরকে রডারিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হোক।'

'এটা কি জানা গিয়েছে যে, আক্রমণকারী কারা?' ধর্মগুরুদের মধ্যে অন্য আরেকজন জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা এখনও কেউ বলতে পারছে না।' তাদের একজন উত্তর দিলেন।

প্রশ্নকারী পুনরায় বললেন, 'আক্রমণকারীদের পরিচয় জানা গেলে আমি তাদের সাথে মিলে বড় সুন্দর একটা নীলনকশা তৈরি করতে পারতাম।'

ইহুদি মস্তিষ্ক ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্য অতি উর্বর ক্ষেত্র। পর্দার অন্তরালে থেকে আঘাত হানতে তারা এতটাই পারঙ্গম যে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে সেই পারঙ্গমতা প্রদর্শন করা একেবারেই অসম্ভব।

সমবেত এই ধর্মগুরুগণ—যাদেরকে রব্বানী বলা হতো—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রত্যেক ইহুদির ঘরে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হবে, যেন কোন ইহুদি রডারিকের বাহিনীতে যোগদান না করে।

এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেদিনের মতো ধর্মগুরুদের পরামর্শসভা মুলতবি ঘোষণা করা হল।

***

মেরিনা এক মধ্যবয়সী নারী। তার যৌবনে ভাটার টান ধরেছে, কিন্তু তার লম্বা শারীরিক গঠন আর অতুলনীয় দেহ-সৌষ্ঠব অনেক নারীর জন্য ঈর্ষার কারণ ছিল। তার চেহারার আকর্ষণীয় রূপ-লাবন্যের মাঝে তখনও এমন জাদুকরী প্রভাব ছিল যে, তার চোখের রহস্যময় চাহনি যে কোন পুরুষের মন কেড়ে নিতো।

মেরিনা কোন সাধারণ মেয়ে মানুষ নয়। সে শাহীমহলের একজন বেগম হিসেবে পরিগণিত হতো। সে রডারিকের স্ত্রী ছিল না, ছিল রক্ষিতা। সেই ছিল একমাত্র রক্ষিতা, যে মধ্যবয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও শাহীমহলেই অবস্থান করত।

শাহীমহলের যে সকল রক্ষিতার বয়স ত্রিশ বছরের নিকটবর্তী হতো তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হতো অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হতো।

মেরিনা ছিল ইহুদি। অন্যান্য ইহুদিদের মতো তার মস্তিষ্কও ছিল ষড়যন্ত্রের উর্বর ক্ষেত্র। সে ছিল অতুলনীয় রূপের অধিকারিনী, আর তীক্ষ্ণ মেধা ও সূক্ষ্ম বিবেক-বুদ্ধির মালিক। এ কারণে শাহীমহলে সে এক বিশেষ সম্মানের অধিকারিনী ছিল। রানী না হয়েও সে রাজরানীর মতো সম্মানের পাত্রী ছিল। সে তার চোখের চাহনি, আর ঠোঁটের দুষ্টু হাসিতে রডারিককে তার অনুরাগী করে রেখেছিল।

টলেডোর শাহীমহল থেকে এক-দেড় মাইল দূরে একটি ঝিল ছিল। সেই ঝিলের চতুর্দিকে ছিল ঘন বৃক্ষরাজি। ঝিলের এক পার্শ্বে সবুজ পত্র-গুল্মে আচ্ছাদিত একটি টিলাও আছে। কোন পুরুষের এই ঝিলের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি ছিল না। এটি শাহীমহলের প্রমোদবালাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। সাঁঝের বেলায় তারা সেখানে জলকেলি খেলতো ও নৃত্য-গীত করতো।

একদিন সাঁঝের বেলা। তখনও সূর্য্য অস্ত যায়নি। পঁচিশ-ত্রিশজন অপরূপ রূপসী রমণী ঝিলের মধ্যে জলকেলি খেলছিল, আর হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল। তাদের মধ্যে যুবতী মেয়েও আছে, মধ্যবয়স্কা নারীও আছে।

এটাই হল এখানকার সাধারণ চিত্র। এ সকল রমণীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল মেরিনার উপর। সেই সন্ধ্যায় মেরিনাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

ঝিল থেকে সামান্য দূরে ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে রমণীদের ঘোড়াগাড়ি রাখা আছে। কোচোয়ানদের সকলেই পুরুষ। একজন কোচোয়ান দেখতে পেল বাগানবাড়ির সীমানায় একজন অপরিচিত লোক প্রবেশ করেছে। কোচোয়ান তাকে ইঙ্গিতে সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করল। কিন্তু লোকটি বাধা উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। কোচোয়ান তাকে বাধা দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সে রাস্তা পরিবর্তন করে ঝিলের দিকে তার গতি বাড়িয়ে দিল। কোচোয়ান তার নিকট পৌঁছার আগেই সে ঝিলের নিকট পৌঁছে গেল। কোচোয়ান দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেলল।

আগন্তুক তার মুখমণ্ডল চাদর দ্বারা ঢেকে রেখেছিল। শুধু চোখ দেখা যাচ্ছিল। সে চটের দ্বারা তৈরি লম্বা জুব্বা পরে ছিল। কোচোয়ান তাকে ধরার সাথে সাথে সে চিৎকার করতে শুরু করল। অদূরে জলকেলিরত রমণীদের কানে চিৎকারের আওয়াজ পৌঁছলেও তারা সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করল না। তারা আনন্দ-ফুর্তি আর উচ্ছলতায় বিভোর হয়ে রইল।

মেরিনার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। সে কাপড় পাল্টিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে অগ্রসর হল। অগ্রসর হয়ে সে দেখতে পেল, কয়েকজন কোচোয়ান পাগল মতো দেখতে এক ব্যক্তিকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে ব্যক্তি অদ্ভুতভাবে চিৎকার করছে।

মেরিনাকে দেখতে পেয়ে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তারপর 'ঐ তো রানী এসে গেছে' বলে সজোরে কোচোয়ানদেরকে ধাক্কা মেরে মেরিনার দিকে দৌড়ে গেল। কোচোয়ানরা তার পিছনে দৌড় লাগাল। সে অতি দ্রুতগতিতে মেরিনার নিকট পৌঁছে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মেরিনা দু-এক পা পিছে সরে এলো।

'মেরিনা!' আগন্তুক মাথা উঠিয়ে বলল। 'আমি আউপাস, তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।'

ইতিমধ্যে কোচোয়ানরা সেখানে পৌঁছে গেল। তারা তাকে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

'থামো,' মেরিনা কোচোয়ানদেরকে লক্ষ্য করে বলল। 'বেচারা পাগল মানুষ, কারো কোন ক্ষতি করবে না; তোমরা চলে যাও।'

'আমি পাগল নই, রানী!' আউপাস করুণ কণ্ঠে বলল। 'আমি মাজলুম, ফরিয়াদি হয়ে আপনার নিকট এসেছি।'

***

রডারিক যখন বিদ্রোহের মাধ্যমে বাদশাহ অর্টিজাকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করে তখন অর্টিজার ভাই আউপাসের বয়স ছিল সতের বা আঠার। আর মেরিনার বয়স ছিল ষোল।

মেরিনা এক ইহুদি ব্যবসায়ীর মেয়ে। আউপাস তাকে এক পলকের জন্য দেখেই তার হৃদয়-মন্দিরে ঠাঁই দিয়েছিল। কিন্তু মেরিনা নিজেকে আউপাসের যোগ্য মনে করত না। সে তার ভালোবাসা গ্রহণ করতে ভয় পেতো। তাই সে একদিন আউপাসকে বলেছিল,

'ক্ষণিকের এই মোহকে ভালোবাসা বলছ কেন? আমি এক ইহুদি কন্যা, তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত শাহীখান্দানের লুলোপ দৃষ্টি থেকে কীভাবে বেঁচে আছি—তা আমি নিজেও জানি না। তুমি তোমার গোলামদেরকে হুকুম করলেই তো পার। তারা আমাকে জবরদস্তি তোমার স্বপ্নপুরিতে পৌঁছে দেবে। তুমি রাজপুত্র, তুমি বর্তমান বাদশাহর ভাই; ভবিষ্যৎ বাদশাহ। তোমাকে বাঁধা দেয়—এমন ক্ষমতা কার আছে?'

'কেন, তুমি কি জান না? শাহীখান্দানের লুলোপ দৃষ্টি থেকে তুমি কেন এখনও বেঁচে আছ?' আউপাস বলল। 'তোমার কি জানা নেই, আমার ভাই সিংহাসনে আরোহণ করার পরই এ নির্দেশ জারি করেছেন যে, ইহুদি কোন কন্যাকে জবরদস্তি কোন গির্জায় বা শাহীখান্দানের কোন সদস্যের গৃহে অর্পণ করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এ নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

আমি তোমাকে এ জন্য শাহীমহলে নিয়ে যাব না যে, আমি বাদশাহর ভাই, আর তুমি একজন সাধারণ ইহুদির কন্যা। আমি সেদিনই তোমাকে শাহীমহলে নিয়ে যাব যেদিন আমি তোমাকে পবিত্র গির্জায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করতে পারব। মেরিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। যত দিন আমার এ স্বপ্ন পূরণ না হবে তত দিন শাহীমহলের বাহিরে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব।'

মেরিনার হৃদয়েও আউপাসের জন্য ভালোবাসা জন্মেছিল। এর পর থেকে তারা দু'জন শাহীমহলের বাহিরে দেখা-সাক্ষাৎ করতো। একদিন আউপাসের ভাই বাদশাহ অর্টিজা তাদের এ দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানতে পারলেন। তিনি আউপাসকে ডেকে বললেন,

'তোমার কি এতটুকু অনুভূতিও নেই যে, তুমি শাহীখান্দানের একজন সদস্য?' কে সেই মেয়ে, যার সাথে তুমি প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ কর।'

'সে এক ইহুদির মেয়ে।' আউপাস বিনীত স্বরে বলল। 'আমাদের এ সম্পর্ক দৈহিক নয়। আমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমি নিজেকে বাদশাহর ভাই মনে করি না।'

'না, তুমি কেবল সেই মেয়ের সাথেই মেলামেশা করবে, যার সাথে আমরা তোমাকে বিবাহ দেব বলে স্থির করেছি।' অর্টিজা বললেন। 'আর তুমি ভালোভাবেই জান, আমরা কার সাথে তোমার বিবাহ ঠিক করেছি।'

'যে মেয়ের সাথে আপনারা আমার বিবাহ ঠিক করেছেন, আমি সেই মেয়ের সাথে মেলামেশা করব না।' আউপাস বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল। 'আমি সেই ইহুদি মেয়েকেই বিবাহ করব।'

'তা হলে তুমি এই শাহীমুকুট, আর এই শাহীসিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবে।' অর্টিজা ক্রুদ্ধস্বরে বললেন। 'তুমি হয়তো ভুলে গেছ, আমার পর তুমিই হবে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তোমার রানী হবে গোথ বংশীয়া। সে কোন ইহুদি-কন্যা হতে পারবে না।'

'আমি রাজমুকুট ও রাজসিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করব।' আউপাস অবিচল কণ্ঠে বলল। 'তবুও আমি মেরিনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'

অর্টিজা হলেন বড় ভাই। তিনি বাদশাহও ছিলেন। তাই বংশীয় মান-মর্যাদা ও শাহীদরবারের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বিবেচনা করে তিনি আউপাসকে নির্দেশ দিলেন, আউপাস যেন মেরিনার সাথে মেলামেশা না করে। তার নির্দেশ অমান্য করে সে যদি মেরিনার সাথে মেলামেশা করে তাহলে তাকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা হবে। কিন্তু আউপাস বড় ভাইয়ের হুমকির কোন পরোয়া না করে সে তার শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল। সে বলল, 'আমি মেরিনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।'

এ ঘটনার কয়েকদিন পর আউপাসের সাথে মেরিনার সাক্ষাৎ হলে মেরিনা আউপাসকে বলল, 'শহীদরবারের এক লোক বাবাকে বলেছে, বাবা যেন আমাকে শাহীখান্দানের কোন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে না দেয়। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে যেন বিয়ে দেওয়া হয়।'

অর্টিজা ছিলেন বাদশাহ। সামান্য এক ইহুদি-কন্যা তাঁর শাহী সম্ভ্রমবোধে আঘাত হানবে—এমন মেয়েকে শেষ করে দেওয়া তার জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু অর্টিজা ছিলেন এক মহানুভব বাদশাহ। সকল মানুষই তাঁর নিকট সমান মর্যাদার অধিকারী। তিনি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ কোন পদক্ষেপ নেওয়া পছন্দ করতেন না।

বাদশাহর নির্দেশমতো মেরিনার বাবা তাকে গৃহবন্দী করে রাখল। কিন্তু আউপাসকে বাঁধা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আউপাস রাতের অন্ধকারে মেরিনার সাথে দেখা করার জন্য চলে আসতো। মেরিনার বাবা তাড়াহুড়া করে এক জায়গায় মেরিনার বিবাহ ঠিক করে। কিন্তু মেরিনা অন্য কোথাও বিয়ে বসতে অস্বীকার করে।

বাদশাহ অর্টিজা তাঁর ভাই ও মেরিনার সব খবরই রাখতেন। তিনি তাঁর স্বভাবসূলভ উদারতার কারণে মেরিনার ব্যাপারে কোন কঠোর সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি মেরিনার বাবার ব্যাপারেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি তাঁর ভাই আউপাসকে অনেক কঠিন শাস্তি দেন। তারপরও আউপাস মেরিনাকে ভুলে যেতে অস্বীকার করে।

একবার আউপাস ও মেরিনা রাজ্য ছেড়ে পালাতে চেয়েও পালাতে পারেনি। পথিমধ্যেই ধরা পড়ে যায়। সেদিন থেকে অর্টিজা ছোট ভাই আউপাসের উপর নজরদারী আরোপ করেন, যেন সে শাহীমহল থেকে বের হতে না পারে।

আউপাস তার ভাই অর্টিজার জন্য, আর মেরিনা তার বাবার জন্য এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রেমকাহিনী গোটা টলেডোতে মশহুর হয়ে পড়ে। এমনিভাবে দুই বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। হটাৎ একদিন শাহীমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সংবাদ পৌছে, সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে সেনাবাহিনীর কমান্ডার রডারিক।

অর্টিজা তাঁর রক্ষীবাহিনী ও টলেডোর রিজার্ভ বাহিনীকে নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বের হয়ে পড়েন। তাঁর ধারণা ছিল, তিনি বিদ্রোহীদেরকে দমন করতে পারবেন। তাদেরকে সমূলে বিনাশ করতে সক্ষম হবেন; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাঁর ধারণার চেয়ে ভিন্ন ছিল। তাঁর জানাই ছিল না যে, তাঁর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও গির্জাসমূহে এ প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে, তিনি দেশ ও জাতির দুশমন। তিনি অন্য রাজার কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন।

অর্টিজা ছিলেন জনদরদি বাদশাহ। তিনি ইহুদিদেরকে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার প্রদান করেছিলেন। এ কারণে রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, উযির-নাযির, জাগিরদার ও ধনী শ্রেণীর লোকেরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পাদ্রিরা তাঁর প্রতি একটু বেশিই অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ, তারা গির্জায় বসে সুন্দর সুন্দর ইহুদি মেয়েদেরকে ভোগ করতে পারত। অর্টিজা তাদের এই ভোগ-বিলাসের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিত্তশালী ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়, ফলে তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্টিজার বাদশাহী এমনই এক পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে যে, অর্টিজা যে বাহিনী নিয়ে টলেডো থেকে বের হয়েছিলেন, সে বাহিনীকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত মনে করতেন; কিন্তু বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর এই বিশ্বস্ত বাহিনীই তাঁর সাথে প্রতারণা করে বসে। তারা বিদ্রোহীদের সাথে হাত মিলায়। যার ফলে তিনি রডারিকের হাতে বন্দী হয়ে নিহত হন।

অর্টিজার খান্দানের কিছু লোক জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়। তারা সমুদ্র পার হয়ে সিউটা গিয়ে পৌঁছে। জুলিয়ান তাদেরকে সেখানে আশ্রয় দেন। জুলিয়ান হলেন অর্টিজার মেয়ের জামাই। অন্যথায় তারা এখানেও কোন আশ্রয় পেতো না। কারণ, জুলিয়ান হলেন আন্দালুসিয়ার একজন সাধারণ করদ-রাজা।

***

প্রায় বিশ বছর পর মেরিনা ও আউপাস একজন আরেকজনকে সামনে থেকে দেখছে। মেরিনার নির্দেশে কোচোয়ানরা যার যার গাড়ির নিকট চলে গেল। মেরিনা আউপাসকে নিয়ে টিলার পিছনে এক নির্জন স্থানে চলে এলো। তাদের কারো পক্ষেই হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাদের চোখে ছলকে উঠা তপ্ত আঁসূ অনেক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়াবেগের ধারাভাষ্য দিচ্ছিল। আবেগের আতিশয্যে তারা পারস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেরিনাই প্রথমে নীরবতা ভাঙ্গল। সে আউপাসকে জিজ্ঞেস করল,

'তুমি কীভাবে জানলে যে, আমি টলেডোতে আছি?'

'আমি তোমার সম্পর্কে সব খবরই রাখি।' আউপাস বলল। 'জুলিয়ানের লোকজন তোমাদের এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। তাদের একজন আমাকে বলেছে, যে মেরিনার জন্য তুমি আপন বড় ভাইকে অসন্তুষ্ট করেছিলে, যার জন্য তুমি রাজমুকুট আর রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে চেয়েছিলে, সেই মেরিনা এখন রডারিকের বাগানবাড়ির শুভা বর্ধন করছে। তোমার ব্যাপারে সব খবরই আমার নিকট পৌঁছত।

মেরিনা, এখানে বোধহয় আমাদের বেশিক্ষণ কথা বলা ঠিক হবে না। এতে করে আমাদের উভয়েরই বিপদ হতে পারে।'

'হ্যাঁ, আউপাস!' মেরিনা বলল। 'দ্রুত আমাদের পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। তুমি তো জানই এ সময় আমি ঝিলে অবস্থান করি।'

'না, মেরিনা, আমি ঠিক গুপ্তচর নই'। আউপাস বলল। 'আমি এ অঞ্চলের একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচরের সন্ধান পেয়েছি। সে গোথ সম্প্রদায়ের লোক। সেই আমাকে বলেছে, তুমি শাহীমহলেই অবস্থান কর। দুই-তিন দিন পর পর চিত্তবিনোদনের জন্য ঝিলে এসে থাক। তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গত পরশু থেকে এই বেশে আমি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘোরাফেরা করছি। আজই আমার গুপ্তচর আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, তুমি মেয়েদের নিয়ে ঝিলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছ।

মেরিনা, প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসেছে। আমি কিসের প্রতিশোধ নিতে চাই—তুমি তা জান। সেই নরাধম, চরিত্রহীন রডারিক থেকে তোমারও তো

প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। যৌবনের প্রারম্ভে সে তোমাকে যৌনদাসী বানিয়ে তোমার জিন্দেগী বরবাদ করে দিয়েছে। আমি তো বিয়ে-শাদী করে সংসারী হয়েছি। আমার ছেলেমেয়েও আছে। আর তুমি..., তোমার সকল স্বপ্ন-সাধ সে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।'

'ঠিকই বলেছ, আউপাস!' মেরিনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল। 'আমাকেও প্রতিশোধ নিতে হবে। আমি তো তোমার জীবন-সঙ্গিনী হতেই পরিনি, অন্য কারো স্ত্রীও হতে পারিনি। ছেলে-সন্তান নিয়ে সুখের ঘরও বাঁধতে পারিনি; বরং আমি সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত হয়েছি। নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্র আমার মাঝে জন্ম নিয়েছে। নারীলিপ্সু পুরুষদেরকে আমি চোখের ইশারায় নাচিয়ে বেড়াই। শাহীমহলের কর্মচারী-কর্মকর্তা ও রাজ্যের আমীর-উমারাগণ আমাকে মুকুটহীন রানী মনে করে।'

'মেরিনা! কথা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।' আউপাস বলল। 'তোমার ভাবাবেগ আমাকেও স্পর্শ করছে। মেরিনা, মন চায় বিশ বছর পূর্বের সেই না বলা কথাগুলো এখনই বলে নেই। হায়! বিশ বছর পূর্বে ফিরে যাওয়া যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি তোমাকে সেই দুঃস্বপ্নের কথা শুনাতাম যে দুঃস্বপ্ন তোমার বিচ্ছেদের দিন থেকে আমার নিত্যসঙ্গী।'

মেরিনা বলল, 'সত্যি কথা কি জান? এতদিন পর তোমাকে দেখে আমি আত্মসংবরণ করতে পারছি না।'

'এ মুহূর্তে আত্মহারা হলে চলবে না মেরিনা!' আউপাস বলল। 'এখন আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার সময়। ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে হবে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আক্রমণকারীদের সাথে এসেছ।' মেরিনা বলল। 'তারা কারা?'

'তারা বার্বার সম্প্রদায়।' আউপাস বলল। 'তারা আফ্রিকান মুসলিম।'

আউপাস মেরিনার নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। জুলিয়ান কীভাবে মুসলমানদেরকে এই হামলার জন্য প্রস্তুত করেছে, সে কথাও বলল। সবশেষে আউপাস মেরিনাকে বলল,

'আন্দালুসিয়ার সেনাবাহিনীতে গোথ সৈন্যও আছে, ইহুদি সৈন্যও আছে। মেরিনা, তুমি কি এক কাজ করতে পারবে, যখন রডারিকের বাহিনী আর মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হবে তখন গোথ ও ইহুদি সৈন্যরা মুসলিম বাহিনীর সাথে মিশে যাবে—পারবে এমনটা করতে?'

'তুমি যা চাইছো, তাই হবে।' মেরিনা বলল। 'এ ব্যাপারে আর কোন কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।'

'এ মুহূর্তে তুমি আমাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে পারবে?' আউপাস বলল।

'হ্যাঁ,' মেরিনা বলল। 'রডারিক এখন পাম্পালুনায় আছে। সে সৈন্য সংগ্রহ করছে। লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলা হচ্ছে। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা কত?'

'সাত হাজার।' আউপাস বলল। 'এখন কিছু কম হবে। প্রথম লড়াইয়ে কয়েকজন সৈন্য নিহত হয়েছে।'

'উহ্! এতো কম সংখ্যক সৈন্য!' মেরিনা বিস্মিত হয়ে বলল। 'নির্ঘাত মুসলমানরা মার খেয়ে পিঠটান দেবে।'

'জেনারেল থিয়োডুমিরকে জিজ্ঞেস করে দেখো।' আউপাস মুচকি হেসে বলল। 'তুমি এই মুসলিম সৈনিকদের লড়াই করতে দেখলে হতভম্ব হয়ে যাবে। এরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে 'জিহাদ' বলে, যার অর্থ হল, পবিত্র যুদ্ধ। মুসলমানগণ জিহাদকে ইবাদত মনে করে। তারা তাদের এই ইবাদতে আপন জীবনকে নাযরানা হিসেবে পেশ করতে পারাকে পরম সৌভাগ্য মনে করে। কিন্তু তারা অবিবেচকের মতো জীবন বিসর্জনও দেয় না।

প্রথম আক্রমণেই তারা শত্রুপক্ষের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতে পরিণত হয়। তাদের অন্তরে যেহেতু মৃত্যুর কোন ভয়ই থাকে না, তাই তারা নির্ভয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। তাদের জেনারেল এমন সব রণকৌশল প্রয়োগ করেন, যা শত্রুপক্ষ তখনই বুঝতে সক্ষম হয় যখন তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। আমার চোখের সামনে মাত্র সাত হাজার মুসলিম সৈন্য থিয়োডুমিরের লৌহবর্ম পরিহিত পনের হাজার সৈন্যের যে করুন অবস্থা করেছে, তা আর বলে লাভ নেই। সম্ভবত তুমি ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে জানতে পেরেছ।'

'ভালো করে ভেবে দেখ, আউপাস!' মেরিনা বলল। 'রডারিক যে বাহিনী প্রস্তুত করছে তার সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি হবে।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, মেরিনা!' আউপাস বলল। 'এখনও যদি তোমার অন্তরে আমার জন্য সামান্য ভালোবাসা থেকে থাকে তাহলে আমি তোমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি, তা পূর্ণ করে দাও।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।' মেরিনা বলল। 'এখন তুমি পাগলের মতো আচরণ করতে করতে এখান থেকে বের হয়ে যাও।'

'আমি তোমার সাথে আবারও সাক্ষাৎ করব।' এ কথা বলে আউপাস সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ল।

***

জেনারেল থিয়োডুমিরকে পরাজিত করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। সেনাসাহায্য পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তারিক বিন যিয়াদ মুসলিম বাহিনীকে বর্তমান রণাঙ্গনের আশেপাশেই অবস্থানের নির্দেশ দেন।

শত্রুপক্ষের নিহত সৈনিকদের লাশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু রক্ত এতো বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হয়েছে যে, মাটির উপরে জমাটবাঁধা রক্ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। দিন-রাত বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তু সেখানে ঘোরাফেরা করছে, আর রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে। সাপ ও অন্যান্য বিষাক্ত সরিসৃপের আনাগোনা বেড়ে গেছে।

তারিক বিন যিয়াদ পরবর্তী আক্রমণের জন্য যে অঞ্চল নির্ধারণ করেছিলেন, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঘোড়ায় চড়ে একদিন সেদিকে রওনা হলেন। গাইড হিসেবে তার সাথে জুলিয়ানও ছিলেন। তার সাথে আরো ছিলেন, মুগীস আর-রুমি ও আবু যারু'আ তুরাইফ

'আউপাস কবে নাগাদ ফিরে আসবে বলে মনে করছেন?' তারিক বিন যিয়াদ জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন। 'ধরা পরে যাবে না তো?'

'সে এতোটা আনাড়ি নয়।' জুলিয়ান উত্তর দিলেন। 'কিছু একটা করে তবেই ফিরে আসবে। সে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে যে, কেউ তাকে চিনতেই পারবে না। তার ধরা পরার সম্ভাবনাও খুবই কম। যুদ্ধবন্দীদের থেকে আপনি শুনেছেন, রডারিক এখন টলেডোতে নেই। যথাসম্ভব উযির-নাযিররাও তার সাথেই আছে। এই অবস্থায় আউপাসের জন্য কাজ করা অনেক সহজ হবে।'

তারিক বিন যিয়াদরা কথা বলতে বলতে জেলে পাড়া অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তারিক বিন যিয়াদকে বলা হয়েছিল যে, এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত কোন শহর বা উপশহর নেই। এ জন্য কোন সেনাক্যাম্পও আশেপাশে কোথাও নেই। তারা আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে একটি ছোট বসতি দেখতে পেলেন।

চারদিকে সবুজের সমারোহ। বসতিটিকে ঘিরে প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়েছে। দূর থেকে লোকদের প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সাথীদের নিয়ে সেই বসতির নিকট পৌছলেন। তাদেরকে দেখে লোকজন যার যার ঘরে দৌড়ে পালাল।

'জুলিয়ান!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এরা হয়তো জানতে পেরেছে, আমরা তাদের বাহিনীকে পরাজিত করেছি। তাদেরকে কে বুঝাবে যে, আমরা সেইসব বিজয়ী সম্প্রদায়ের মতো নই, যারা কোন শহর বিজয় করার পর জোরপূর্বক সেখানকার বাসিন্দাদের গৃহে প্রবেশ করে লুটতরাজ করে, রক্তের হোলি খেলে, আর যুবতী মেয়েদেরকে বেআবরু করে।'

'ইবনে যিয়াদ!' জুলিয়ান বললেন। 'তাদেরকে বুঝানোর কী দরকার? তারা যখন আমাদের থেকে এমন কোন আচরণ না পাবে তখন তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে।'

এমন সময় একজন অতসীপর বৃদ্ধা বসতির কোন এক ঘর থেকে বের হয়ে তারিক বিন যিয়াদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারিক তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন, অন্যরাও ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন।

'তোমাদের মধ্যে তোমাদের কমান্ডারও কি আছেন, যিনি আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন?' বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন।[৪]

'হ্যাঁ, বুড়ি মা!' এনিই হলেন সেই কমান্ডার, যিনি আন্দালুসিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।' জুলিয়ান তারিক বিন যিয়াদের দিকে ইঙ্গিত করে বৃদ্ধার ভাষায় উত্তর দিলেন।

'বৎস, ঘোড়া থেকে নেমে এসো, তারপর তোমার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেল।' বৃদ্ধা কোন রকম প্রভাবান্বিত না হয়ে তারিক বিন যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

মুগীস আর-রুমি আন্দালুসিয়ার ভাষা বুঝতেন। তিনি তারিক বিন যিয়াদকে বৃদ্ধার কথা তরজমা করে শুনালে তারিক বিন যিয়াদ ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর পাগড়ী খুলে ফেললেন।

'ওহো, তুমি এসে গেছ!' বৃদ্ধা তারিক বিন যিয়াদের মাথায় হাত রেখে আনন্দিত হয়ে বললেন। 'আমার স্বামী একজন গণক ছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অনেক দূর-দূরান্তের মানুষও স্বীকার করত। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি আমাকে কয়েকবারই বলেছেন, এক ভিন জাতি আন্দালুসিয়া বিজিত করে তাদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে। তাদের কমান্ডারের পরিচয়-চিহ্ন হল, তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল হবে লালচে রঙ্গের। ললাট হবে প্রশস্ত।

আমার বিশ্বাস তুমিই সেই ব্যক্তি। তোমার চুল লালচে রঙ্গের, আর তোমার ললাট প্রশস্ত। আরেকটি চিহ্ন আছে, তোমার বাম কাঁধের কাপড় সরাও। সেখানে একটি মোটা তিল থাকার কথা। তিলের চতুরপার্শ্বে পশম থাকবে।'

মুগীস আর-রুমী তারিক বিন যিয়াদকে বৃদ্ধার কথা তরজমা করে বললেন, 'বৃদ্ধ আপনাকে বাম কাঁধের কাপড় সরাতে বলছেন।'

৪। আন্দালুসিয়ার ইতিহাস রচনাকারী ঐতিহাসিকগণ এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা বাহ্যত অবিশ্বাস্য মনে হলেও ইউরোপিয়ান খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ তৎকালীন নথিপত্র ঘেটে সেই ঘটনাগুলোকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যারপরনাই সেগুলোকে অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। যুক্তির দিক থেকেও ঘটনাগুলো সত্য বলেই মনে হয়। কেননা, খ্রিস্টান ইতিহাসবিদগণ স্বভাবতই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। কারণ, আন্দালুসিয়ার পরাজয় কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন খ্রিস্টানের পরাজয়ই ছিল না; বরং গোটা খ্রিস্টান জাতির পরাজয় ছিল। তিনজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তারিক বিন যিয়াদ এবং রডারিক সম্পর্কিত প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন। তাদের সেই বিশ্লেষণের সারনির্যাস এখানে তুলে ধরা হলো।

'বৃদ্ধা ঠিকই বলেছেন।' তারিক তাঁর বাম কাঁধ উন্মুক্ত করতে করতে বললেন। 'আমার এ কাঁধে একটি মোটা তিল আছে। তিলের চতুরপার্শ্বে পশমও আছে।'

'তুমিই আন্দালুসিয়া জয় করতে পারবে।' বৃদ্ধা তারিকের বাম কাঁধের তিল ও তার চতুরপাশের পশম দেখে বললেন, 'তুমিই সেই ব্যক্তি, যে এই রাজ্যের হতভাগা লোকদেরকে বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে পারবে।'

'প্রিয় বন্ধুগণ!' তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সাথী-সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন। 'আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে এবং গোটা বাহিনীকে আমার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছি। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, বিজয় আমাদেরই হবে। এখন এই বৃদ্ধা ভবিষ্যৎবাণী শুনাচ্ছেন যে, আমিই হবো আন্দালুসিয়ার বিজেতা। তবে সকলকে মনে রাখতে হবে, এখানে আমাদেরকে জীবনবাজি রেখে লড়তে হবে।'

***

ঐদিন রাতেই আউপাস ফিরে এলো। পথের দূরত্ব আর সফরের ক্লান্তি সত্ত্বেও সে জুলিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করল। জুলিয়ান তাকে তারিক বিন যিয়াদের নিকট নিয়ে এলেন। সেখানে অন্যান্য সেনাপতিগণও উপস্থিত ছিলেন। সে তার সফরের পূর্ণ বিবরণ তাদেরকে শুনাল। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়া মেরিনার সাথে তার যেসব কথা হয়েছে, তাও তাদেরকে শুনাল।

'তোমার কি বিশ্বাস হয়, সেই নারী এতো বড়, আর এতো স্পর্শকাতর একটি কাজ করতে সক্ষম হবে?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'তার উপর আমার ভরসা আছে।' আউপাস বলল। 'তারপরও মেরিনা যদি সেই কাজ না করে বা ব্যর্থ হয় তাহলে অন্যরা সেই কাজ করবে। গোথ সম্প্রদায়ের কয়েকজন সরদার সেখানে উপস্থিত আছে, আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি।

তবে ইবনে যিয়াদ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, রডারিক এক লক্ষেরও বেশি সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবে। পাম্পালুনা থেকে টলেডো পর্যন্ত সামর্থবান সকল লোকজন তার বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে।'

'এটা আমার জন্য অত্যন্ত ভালো সংবাদ।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'বেসামরিক লোকজন যারা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে, তারা এলোপাথারিভাবে লড়াই করবে। তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সৈন্যদের মতো লড়াই করতে পারবে না। তারা সামরিক ডিসিপ্লেন ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকবে।'

'তথাপি আমাদেরকে আত্মপ্রশান্তিতে ডুবে থাকা ঠিক হবে না।' সেনাপতি আবু যারু'আ তুরাইফ বললেন। 'আমাদের নিকট এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য কখনই হবে না। ইতিমধ্যে যদি সেনাসাহায্য এসে পৌঁছেও যায় তাহলে তা সাত হাজারের বেশি হবে না।'

'আমি আপনাদের সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য বলতে চাই।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আল্লাহ আমাদের বিজয়ের উপায়-উপকরণ তৈরি করছেন মাত্র। আউপাস টলেডোতে যা কিছু করে এসেছে, তা আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহই বলতে হবে।'

***

মিসর ও আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইর খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেককে তারিকের প্রথম বিজয় সম্পর্কে অবগত করার জন্য পত্র লেখেন, সে পত্রে তিনি অতিরিক্ত সেনাসাহায্যের কথাও উল্লেখ করেন। প্রতিউত্তরে খলীফা পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি দল প্রেরণ করেন।

কোন ঐতিহাসিক সূত্রে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়নি যে, পাঁচ হাজার সৈনিকের সেই বাহিনীতে অশ্বারোহী কতজন ছিল, আর পদাতিক কতজন ছিল। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই সেনাসাহায্য এত নগণ্য ছিল যে, বাস্তবতার নিরিখে তা ছিল এক ধরনের প্রকাশ্য বিদ্রূপ।

তারিক বিন যিয়াদের সাথে ছিল সাত হাজার সৈনিক। প্রথম যুদ্ধে কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। সেনাসাহায্য পৌঁছার পর সে সংখ্যা দাঁড়াবে বার হাজারের কিছু কম। অপরপক্ষে রডারিকের ঘোষণা অনুযায়ী দলে দলে লোকজন সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছিল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রডারিকের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশ হাজার। এ সংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

উপদেষ্টাবৃন্দ রডারিককে বলল, 'আক্রমণকারী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা মাত্র সাত হাজার। এত অল্প সংখ্যক দুশমনের মোকাবেলায় এতো বিশাল বাহিনী গঠন করার কি প্রয়োজন আছে? এতে করে একদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে ব্যয়ভারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

'থিয়োডুমির আক্রমণকারীদেরকে জিন-ভূত বলেছে।' রডারিক গর্জে উঠে বলল। 'আমি এক লক্ষেরও বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করব, যেন দুনিয়াবাসী অবগত হতে পারে, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ কত বিশাল শক্তির অধিকারী। এরপর কখনও কেউ আন্দালুসিয়া আক্রমণের দুঃসাহস করবে না।

আমি বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মাধ্যমে সেই সাত হাজার সৈন্যকে পদদলিত করে মারব। তাদের মৃত লাশের উপর বিশ-পঁচিশ হাজার ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের

শরীরের গোস্তগুলো হাড্ডি থেকে পৃথক করে ফেলব। আমি জিন-ভূতকে ভয় পাওয়ার মতো ব্যক্তি নই।'

রডারিক ছিল অকুতোভয় ও ভয়ঙ্কর এক যোদ্ধা। সে জিন-ভূতকে ভয় পাওয়ার পাত্র ছিল না। তার ডর-ভয়হীন মনোভাব, আর অসম সাহসিকতা এমন এক ঘটনার জন্ম দেয়, যা আজও ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে।[৫]

***

তারিক বিন যিয়াদের আন্দালুসিয়া আক্রমণ করারও অনেক দিন আগের কথা। একদিন রডারিক টলেডোর শাহীদরবারে রাজ-সিংহাসনের উপর বসেছিল। এমন সময় সম্ভ্রান্ত দু'জন বৃদ্ধ লোক দরবারে প্রবেশ করলেন। তারা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী আলখেল্লা পরিহিত ছিলেন। তাঁদের দীর্ঘ সফেদ দাড়ি, আর মার্জিত ও গাম্ভির্যপূর্ণ চাল-চলন দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী কোন গণক বা ধর্মযাজক হবেন। তাঁদের কমরে কাপড়ের চওড়া ফিতা বাঁধা ছিল। সে ফিতায় অনেকগুলো চাবির ছড়া ঝুলছিল।

রডারিকের মতো আত্মগর্বিত, অহংবোধসর্বস্ব বাদশাহও তাদের সম্মানে উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধদের একজন হাতের ইশারায় রডারিককে বসতে বললেন। রডারিক বসে পড়ল।

'হে আন্দালুসিয়ার বাদশাহ!' বৃদ্ধদের একজন বললেন। 'আমরা তোমাকে একটি গোপন কথা বলতে এসেছি, প্রত্যেক নতুন বাদশাহকেই এই গোপন কথা শুনতে হয়। অনেক দিন হয়ে গেছে তুমি সিংহাসনে আরোহণ করেছ। তোমার ক্ষমতা সুসংহত হয়েছে।'

'এই গোপন কথা শুনতে আমি অস্থির হয়ে আছি।' রডারিক বলল। 'কোন ভূমিকার প্রয়োজন নেই, যা বলার সরাসরিই বলে ফেলুন।'

'বেশি অস্থির হয়ো না, হে বাদশাহ!' বৃদ্ধ বলল। 'এই গোপন কথা শুনার পরও ধৈর্যহারা হয়ো না, অন্যথায় পস্তাতে হবে। হিরাক্লেল যখন এই মুলুকের বাদশাহ ছিলেন তখন তিনি আন্দালুসিয়ার সমুদ্রপ্রণালীতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। আর টলেডো শহরের বাইরে বিশাল বড় এক দুর্গ তৈরী করেছিলেন। সেই দুর্গে তিনি এক রহস্যময় জাদুর প্রহরা নিযুক্ত করেন। সেই

৫। আমেরিকান ইতিহাসবিদ 'ওয়াশিংটন এ্যারওয়াহ' তার স্বরচিত গ্রন্থ 'স্পেন বিজয়'-এর মধ্যে রডারিকের সাহসিকতা সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ 'লেনপুল' ওয়াশিংটন এ্যারওয়ার উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে পুরনো নথিপত্রের সাহায্যে স্বীয় গ্রন্থ 'মুরস্পেন'–এ সে ঘটনার আদ্যোপান্ত উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী বার্বার সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদেরকে 'মুর' আখ্যা প্রদান করেছিলেন।

দুর্গের একটি মাত্র ফটক। ফটকটি অত্যন্ত মজবুত লৌহ দ্বারা নির্মিত। তিনি নিজ হাতে সেই ফটকে তালা লাগান।

তিনি বলে গেছেন, আন্দালুসিয়ার প্রত্যেক নতুন বাদশাহই যেন সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিনের মধ্যে এই লৌহফটকে তালা লাগিয়ে চাবি আমাদের নিকট দিয়ে দেয়।'

বৃদ্ধ রডারিককে চাবির ছড়াগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো সেসব তালার চাবি, যা হিরাক্লেলের পর থেকে তোমার পূর্ববর্তী বাদশাহগণ দুর্গের লৌহফটকে লাগিয়েছেন। এখন তোমার পালা। লৌহফটকে তোমার তালা লগিয়ে দাও। আমরা অন্য আরেকদিন এসে চাবি নিয়ে যাব।'

'আমি এই দুর্গ দেখেছি।' রডারিক বলল। 'আমি ওটাকে প্রাচীন কোন প্রাসাদ মনে করতাম। আপনারা উভয়ই কি সেই দুর্গে অবস্থান করেন?'

'না, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ!' প্রথম বৃদ্ধ বললেন। 'আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। এই চাবিগুলো আমাদের বাব-দাদা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। এই দুর্গের হেফাযত করা আমাদের খান্দানের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও আদায় করতে থাকবে।'

'আমি আপনাদের এই দায়িত্ব এখানেই খতম করে দিতে চাই।' রডারিক বলল।

'হে বাদশাহ!' দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললেন। 'আমাদের দু'জনকে তোমার প্রজা মনে করো না। তোমার ইচ্ছা যদি এই হয় যে, তুমি দুর্গের ফটক খুলবে তাহলে শুনে রাখো, তোমাকে পস্তাতে হবে। তোমার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। এমন অনেক বাদশাহই অতিবাহিত হয়েছে, যারা এই ফটক খুলতে চেয়েছিল। কোন প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সে সকল বাদশাহর পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হয়েছিল।

জুলিয়াস সিজারের চেয়ে প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ আর কে ছিল? সেও এই ফটক খোলার চেষ্টা করেনি। আমরা এখন যাচ্ছি। খবরদার, হে বাদশাহ! এটা কোন কল্পকাহিনী নয়। আমরা বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করছি, কয়েক দিন পর এসে আমরা সেই তালার চাবি নিয়ে যাব, যা তুমি দুর্গের ফটকে লাগাবে।'

কথা শেষ হতেই বৃদ্ধ দু'জন দরবার থেকে বের হয়ে চলে গেলেন।

***

'রডারিক যদি এই মুলুকের শাহানশা হয়ে থাকে তাহলে এই মুলুকের কোন রহস্যই তার নিকট গোপন থাকতে পারবে না।' বৃদ্ধ দু'জন চলে যাওয়ার পর রডারিক ঘোষণা করল। 'আমি ঐ দুর্গে তালা লাগাব না, বরং সবকটি তালা ভেঙ্গে ফটক খুলে দেখব ভিতরে কি আছে।'

'বাদশাহ নামদার, গোস্তাখি মাফ করবেন।' একজন দরবারী বিনীত স্বরে বলল। 'আমাদের কারোই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বাদশাহ হুজুরের সাহসিকতা ও ভয়হীনতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। বাদশাহ হুজুরকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য। বৃদ্ধ ধর্মযাজক বলে গেছেন, হিরাক্লেল দুর্গের ভিতর জাদুর প্রহরা নিযুক্ত করেছেন। আর কোন মানুষের পক্ষে জাদুর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বাদশাহ হুজুরের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, হুজুর দুর্গের লৌহফটকে তালা লাগিয়ে সে বিষয় বেমালুম ভুলে যাবেন।'

'তা হলে আজ থেকে আমাকে বাদশাহ বলা পরিত্যাগ কর।' রডারিক চিৎকার করে বলল। 'এই মুলুক আমার, এই মুলুকের প্রতিটি গোপন রহস্য আমাকে জানতে হবে। ইতিপূর্বে আমি এই দুর্গের ব্যাপারে মনযোগ দেইনি। এখন আমার উপলব্ধি হচ্ছে, সেই রহস্যময় দুর্গ আমার বুকের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছে।'

'বাদশাহ রডারিক!' রাজ্যের প্রধান পাদ্রি দাঁড়িয়ে বলল। 'আন্দালুসিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানের পর্বতমালা পর্যন্ত রডারিকের নাম শুনে কেঁপে উঠে; কিন্তু এমন কিছু রহস্যময় শক্তি আছে, যার সামনে মানুষ কিংকর্তব্যবিমোঢ় হয়ে পড়ে। বাদশাহ নামদার যদি আমাকে আপন ধর্মের ধর্মীয় গুরু মনে করেন তাহলে তিনি যেন আমাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না করেন যে, আমি তাকে দুর্গে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করব।'

'হিরাক্লেল আমার মতোই একজন বাদশাহ ছিলেন।' রডারিক বলল। 'তিনি যদি কোন রহস্যময় শক্তি দুর্গের মাঝে বন্দী করে রেখে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, ওটা তার আয়ত্তে ছিল। আমিও সেই রহস্যময় শক্তি করায়ত্ত করতে চাই।'

রডারিক সামান্য সময়ের জন্য নীরব হয়ে দরবারে উপবিষ্ট লোকদের উপর তার দৃষ্টি একবার ঘুরিয়ে আনল। তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'কাপুরুষের দল! সেই দুর্গে রোমানরা গুপ্তধন গচ্ছিত রেখেছে। সেখানে অবশ্যই অতি মূল্যবান হীরা-জহরত ও মণি-মাণিক্য রয়েছে। ভয় শুধু একটাই হয়তো সেখানে অনেক বিষাক্ত সাপ আছে। অথবা মাত্র এক জোড়া বিষাক্ত সাপ আছে। তোমাদের মধ্যে এমন বীরপুরুষ কি নেই, যারা আমাকে সেই দুর্গের রহস্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করবে?'

রডারিক তার দরবারে উপস্থিত জেনারেলদের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তারা কেউই বাদশাহর চোখে কাপুরুষ হতে চাচ্ছিল না। তাই সকলেই একে একে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বাদশাহ নামদারের সাথে যাব।'

রডারিকের উপদেষ্টাবর্গ, রাষ্ট্রের বড় বড় পাদ্রি এবং তার পরিবারের সদস্যরাও তাকে তার সংকল্প ত্যাগ করার জন্য অনেক অনুরোধ করল, কিন্তু সে কারো অনুরোধ-উপরোধ শুনার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

তিন-চার দিন পর দেখা গেল, সে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে সেই দুর্গের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে তিন-চারজন নামকরা জেনারেলও ছিল, যারা বিভিন্ন যুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তাদের সাথে নিজ নিজ রক্ষীবাহিনীর সেরা অশ্বারোহীরাও উপস্থিত ছিল।

প্রকাণ্ড চওড়া এক পাথরের উপর দুর্গটি অবস্থিত। দুর্গের চতুর্পাশে স্তম্ভের ন্যায় উঁচু উঁচু পাথর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলো উচ্চতায় দুর্গকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রথম পলকেই মনে হবে, স্তম্ভের ন্যায় উঁচু পাথরগুলোই বুঝি দুর্গটাকে স্থির করে রেখেছে। দুর্গটি মরমর পাথরে নির্মিত। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে ধাতব পদার্থের টুকরা লাগানো হয়েছে। সামান্য আলো পেলেই সেগুলো ঝলমল করে উঠে।

ভিতরে প্রবেশের জন্য পাথর কেটে সুরঙ্গ বানানো হয়েছে। দুর্গের প্রবেশদ্বার এতটাই প্রশস্ত ও উঁচু যে, ঘোড়ার উপর আরোহণ করে দুর্গে প্রবেশ করা যায়। সুরঙ্গের শেষ মাথায় বিশাল আকৃতির লৌহফটক। সেই ফটকে অসংখ্য তালা ঝুলছে। তালার রং বিকৃত হয়ে গেছে। এগুলো হিরাক্লেল থেকে অর্টিজা পর্যন্ত সকল বাদশাহ নিজ হাতে লাগিয়ে ছিলেন।

যে দু'জন বৃদ্ধ ধর্মযাযক রডারিকের দরবারে গিয়েছিলেন তারা সেই দুর্গের সামনে দাঁড়ানো ছিলেন। দু'জন ফটকের দুই পার্শ্বে প্রহরীর মতো অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'আমরা তোমাকে শেষবারের মতো সতর্ক করছি।' দু'জন বৃদ্ধের একজন বললেন।

'এদের থেকে চাবি নিয়ে নাও।' রডারিক নির্দেশ দিল। 'সকল তালা খুলে দাও।'

বৃদ্ধ দু'জন শক্তিশালী সৈন্যদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন না। সৈন্যরা তাদের থেকে চাবি ছিনিয়ে নিল। অসংখ্য জং পড়া তালা। কোন্ তালার চাবি কোনটা সেটা জানাও ছিল অসম্ভব, সারা দিন ধরে তালা খোলার চেষ্টা করা হল। অবশেষে সূর্য ডুবার কিছু পূর্বে সমস্ত তালা খোলা সম্ভব হল। তালা খোলার সাথে সাথে লৌহকপাটও খুলে গেল।

রডারিক ভিতরে প্রবেশ করল। তার সাথে আসা জেনারেল ও রক্ষীসেনারাও ভিতরে প্রবেশ করল। লৌহকপাট পার হয়ে তারা এক বিশাল হলরুমে এসে পৌছল। হলরুমের এক দিকে একটি দরজা। সেই দরজা ভিতর দিক থেকে বন্ধ। দরজার সামনে রাং ও তাম্র মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্মিত এক বিশাল আকৃতির মানব-মূর্তি দাঁড়ানো। তার এক হাতে লৌহ নির্মিত এক বিশাল মুগুর।

আশ্চর্যের বিষয় হল, মূর্তিটি সেই লৌহ-মুগুর মাথার উপর উঠিয়ে মাটির উপর আঘাত করছে। তার বুকের উপর স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। 'আমি আমার কর্তব্য আদায় করছি।'

'আমি মন্দ কোন উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি।' রডারিক মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে বলল। 'কোন কিছুতেই আমি হাত দেব না। কেবল এখানের রহস্য জানার জন্যই এসেছি। তার পর যেভাবে এসেছি, সেভাবেই ফিরে যাব। আমাকে বিশ্বাস কর, আমাকে সামনে যাওয়ার রাস্তা দাও।'

রডারিকের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মূর্তিটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মূর্তির মুগুর ধরা হাত উপরে উঠে রইল। রডারিক তার বাহুর নিচ দিয়ে দ্বিতীয় কামরায় প্রবেশ করল। তার সাথে আগত লোকেরাও তার পিছনে পিছনে ঐ কামরায় প্রবেশ করল।

দ্বিতীয় কামরাটি অত্যন্ত পরিপাটি ও সাজানো-গুছানো। রডারিকের দেহরক্ষীরা মশাল জ্বালিয়ে এনেছিল। মশালের হলুদ আলোতে কামরার দেয়ালগুলো থেকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। আসলে সেগুলো ছিল মহামূল্যবান পাথর ও হীরার টুকরো। সেগুলো দ্বারা দেয়ালের মাঝে নকশা অঙ্কিত করা হয়েছিল।

কামরার মধ্যভাগে একটি টেবিল রাখা আছে। তার উপর একটি বড়সড় বাক্স রাখা। তাতে লেখা আছে, "এই বাক্সে দুর্গের রহস্য সংরক্ষিত আছে। কোন বাদশাহ ব্যতীত এই বাক্স অন্য কেউ খুলতে সক্ষম হবে না। তবে সেই বাদশাহকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তার সামনে আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর পর্দা উন্মোচিত হবে। আর সেসব ঘটনা সেই বাদশাহর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হবে।"

রডারিক নির্ভয়ে সেই বাক্সের ঢাকনা খুলে ফেলল। বাক্সে চামড়া দ্বারা নির্মিত এক ফুট দৈর্ঘ ও এক ফুট প্রস্থ একটি কাগজ রাখা ছিল। তাম্র নির্মিত একটি প্লেট সে কাগজের উপর রাখা আছে, আরেকটি প্লেট তার নিচে রাখা আছে।

রডারিক চামড়ার সেই কাগজটি হাতে নিয়েই যুদ্ধবাজ সৈনিক দলের একটি চলমান চিত্র দেখতে পেল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সৈনিকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তীর-ধনুক ও অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত সেই সৈনিকরা সকলেই অশ্বারোহী। তারা সকলেই বিশাল আকৃতি ও ভয়ঙ্কর দর্শন চেহারার অধিকারী। সেই চলমান চিত্রের উপর লেখা আছে :

'হে অবাধ্য মানুষ! দেখে নাও, এরা সেই অশ্বারোহী, যারা তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। তোমার বাদশাহীর অবসান ঘটাবে।'

রডারিক অবাক হয়ে সেই চলমান চিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সাথে আগত জেনারেলদের দৃষ্টিও সেই কাগজের উপর নিবদ্ধ। তারা অতি নিকট থেকে লড়াইরত দু'টি বাহিনীর শোরগোল শুনতে পাচ্ছে। সৈনিকদের চিৎকার চেঁচামেচি, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি, আর ক্ষুরের আঘাতে ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠছে।

রডারিক এতোটাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তার মনে হচ্ছিল অন্য কোন রাজ্যের বাহিনী তার রাজ্যে আক্রমণ করে বসেছে। তারা হয়তো টলেডো পর্যন্ত

পৌঁছে গেছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিল। সে তার চোখের সামনেই এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল।

যুদ্ধের এই দৃশ্য ছায়াছবির ন্যায় এতটাই জীবন্ত লাগছিল যে, মনে হচ্ছিল দুর্গের মজবুত প্রাচীর অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই প্রাচীরের স্থানে বিশাল বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আকাশে পেঁজা পেঁজা কালো মেঘ জমা হয়ে এক ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করছে।

উভয় পক্ষের বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। একদল খ্রিস্টানদের। আরেক দল উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের। উভয় পক্ষের সৈন্যরাই সমানতালে প্রতিপক্ষের রক্ত প্রবাহিত করে চলছে। ঢাল-তালোয়ারের ঝনঝনানি আর তীর-বর্ষার সাঁ সাঁ শব্দ ভেসে আসছে। মুহুর্মুহু যুদ্ধডঙ্কা বেজে উঠছে। পদাতিক সিপাহী ও অশ্বারোহী সৈন্যরা আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

সওয়ারিহীন ভীত-সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো আহত সৈন্যদেরকে পদদলিত করে এলোপাথারি ছোটাছুটি করছে। সৈনিকদের বজ্রনিনাদে আকাশ ফেটে পড়ছে। ঘোড়ার পদাঘাতে জমিন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর কিছুক্ষণ পর পর বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে :

'হে রাসূলুল্লাহর অনুসারীগণ! কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।

হে মুসলমানগণ, তোমাদের পিছনে অথৈ সমুদ্র। তোমাদের রণতরী পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

আল্লাহর রাসূল তোমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।'

রডারিক ও তার জেনারেলরা খোলা চোখে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখছিল। তারা সৈনিকদের রণহুঙ্কার আর চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিল। রক্তাক্ত এই ভয়ানক ছায়াচিত্রের যুদ্ধকে একেবারেই বাস্তব মনে হচ্ছিল। রডারিকের চেহারায় চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। তার জেনারেল ও রক্ষীদের চেহারাও ভয়ে পাংশু বর্ণ ধারণ করল। রডারিক যদি না থাকত তাহলে তারা এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করত।

যুদ্ধের শুরুতে খ্রিস্টানদের যে সকল যুদ্ধ-নিশান স্বগৌরবে পত পত করে উড়ছিল সেগুলো একে একে ভূপাতিত হতে লাগল। মুসলমানদের ঝাণ্ডা আকাশে মাথা উঁচু করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছিল। অবশেষে খ্রিস্টানদের ক্রুশ অঙ্কিত যুদ্ধ-নিশানও ভূপাতিত হল। সাথে সাথে খ্রিস্টান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আর মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে লাগল।

রডারিক খ্রিস্টান সৈন্যদের মাঝে এক যোদ্ধাকে দেখতে পেল। তার পিঠ রডারিকের দিকে ছিল। তার মাথায় এমন শিরস্ত্রাণ ছিল যেমনটি স্বয়ং রডারিক

ব্যবহার করত। তার লৌহবর্মও ছিল রডারিকের লৌহবর্মের ন্যায়। সে যোদ্ধা যেই সাদা ঘোড়ায় আরোহণ করেছিল, সেটাও দেখতে রডারিকের ঘোড়ার মতোই মনে হচ্ছিল। মোটকথা, সেই অশ্বারোহী যোদ্ধা আর রডারিকের মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল।

ছায়াচিত্রের যোদ্ধাকে রডারিক লক্ষ্য করছিল। তাকে বাদশাহ মনে হচ্ছিল। হঠাৎ সে যোদ্ধা ঘোড়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সাদা ঘোড়া এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

রডারিক ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সে দ্রুত পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। দৌড়ে সে ঐ কামরায় এসে পৌছল, যেখানে কাঁসার মূর্তিটি মুগুর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখা গেল, মূর্তিটি সেখানে নেই।

রডারিক ও তার সঙ্গীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা দৌড়ে সেই কামরা থেকে বের হয়ে দুর্গের লৌহফটক পেরিয়ে দুর্গের বাহিরে এসে পৌছল। দুর্গের বাহিরে এসে দেখল, সেই বৃদ্ধ ধর্মযাযক দু'জন মরে পড়ে আছেন।

রডারিক দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, ধোঁয়ার ন্যায় কালো মেঘ দুর্গটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মুহূর্তের মধ্যে মেঘের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ চমকাল, সেই সাথে গোটা দুর্গ এক লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হল। দুর্গের মর্মর পাথরগুলোও জ্বলতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গের বাহিরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরগুলোতেও আগুন জ্বলে উঠল। বাতাস দ্রুত বেগে বইতে শুরু করল। দুর্গের ভস্মাবশেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাথে ছিটকে এসে জমিনের যে স্থানটিতে পড়ত, সেখানে ফুটা ফুটা রক্তের ছাপ লেগে থাকত। রডারিক অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেনারেল ও রক্ষীদেরসহ সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ল।

এই ঘটনার পর রডারিক ধর্মগুরুদের, রাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদের ও জাদুকরদের নিকট জিজ্ঞেস করল, এই রহস্যময় দুর্গের অর্থ কি? দুর্গে দেখা সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্যই বা কি? তারা সকলেই যার যার মতো উত্তর দিল; কিন্তু রডারিক কারো উত্তরেই আশ্বস্ত হতে পারল না। প্রত্যেকেই তার অসম সাহসিকতার প্রশংসা করল, আর শত্রুপক্ষের উপর তার বিজয়ের সুসংবাদ শুনালো। একজনমাত্র জাদুকর তাকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলল,

'শাহানশাকে সতর্ক থাকতে হবে। কারো পক্ষেই এটা বলা সম্ভব নয় যে, হিরাক্লেল কেন সেই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তবে আমি এতটুকু বলতে পারি, সেই দুর্গের মাঝে অভিশপ্ত ও অশুভ কিছু শক্তিকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই দুর্গে প্রবেশ করাই আপনার ঠিক হয়নি। যুদ্ধের যে ইঙ্গিত আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন শুভ লক্ষণ নয়।'

'আমি কি সেই অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে বাঁচতে পারব?' রডারিক জিজ্ঞেস করল।

'হে আন্দালুসিয়ায় বাদশাহ, একটি মাত্র উপায় আছে।' জাদুকর বলল। 'আপনি যখন কোন শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হবেন তখন আপনার সৈন্যসংখ্যা এত বেশি হতে হবে, যেন শত্রুপক্ষ আপনাকে দেখেই পালিয়ে যায়। অথবা যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করে।'

এই ঘটনার পর 'পাম্পালুনা' এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দিলে রডারিক অনেক বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। পাম্পালুনার বিদ্রোহীদেরকে সে নির্মমভাবে দমন করে। সেখানেই সে জানতে পারে যে, আফ্রিকার দিক থেকে আন্দালুসিয়ার উপর আক্রমণ করা হয়েছে।

থিয়োডুমির তাকে সংবাদ দিয়েছে, আক্রমণকারীদের সংখ্যা সাত-আট হাজার হবে। রডারিক এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিপুল পরিমাণ সৈন্য জমায়েত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে টলেডোর দিকে রওনা হয়ে যায়।

রডারিক টলেডো আসার পথে স্থানে স্থানে যাত্রা বিরতি করে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে। অবশেষে সে যখন টলেডো এসে পৌছে তখন তার সৈন্যসংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। তাদের মধ্যে ছিল কয়েক সহস্র অশ্বারোহী। রডারিক টলেডোতে যাত্রা বিরতি না করে উত্তরের সেই রণাঙ্গনের দিকে রওনা হয়ে যায়, যেখানে মুসলমান সৈন্যরা জেনারেল থিয়োডুমিরকে পরাস্ত করেছে।

ওদিকে তারিক বিন যিয়াদের নিকট মাত্র পাঁচ হাজার সেনাসাহায্য এসে পৌছেছে। এখন তাঁর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র বার হাজার।

রডারিকের এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বার হাজার সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনীকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর ন্যায় সুতীব্র বেগে ধেয়ে আসতে লাগল।

[চার]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মুসলিম বাহিনীর সাহায্যে পাঁচ হাজার সদস্যের একটি বাহিনী এসে পৌঁছল। তারিক বিন যিয়াদ অধীর আগ্রহে সেনা-সাহয্য পৌঁছার অপেক্ষা করছিলেন। সেনা-সাহায্য পৌঁছতেই আল্লাহর দরবারে তিনি শোকরিয়া আদায়ের জন্য সেজদায় লুঠিয়ে পড়লেন। সেনা-সাহায্য পৌঁছার আগ পর্যন্ত তিনি এতটাই অস্থির আর বেকারার ছিলেন যে, গভীর রাতে কখনও ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে সোজা রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করে তাকে ডেকে তুলতেন, আর বলতেন,

'এখনই দু'জন ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের দিকে পাঠিয়ে দাও। সেনা-সাহায্য আসার সাথে সাথে যেন তারা আমাকে সংবাদ দেয়। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেবে।'

প্রতিদিন একবারের জন্য হলেও তিনি সমুদ্রসৈকতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আর জাবালুত্‌তারিকের উঁচু কোন টিবির উপর দাঁড়িয়ে জাহাজের প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকতেন। কখনও পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে দৃষ্টির শেষ সীমানায় জাহাজের চিহ্ন খুঁজে বেড়াতেন। অবশেষে যখন নিশ্চিত হতেন যে, আজ আর জাহাজ আসবে না তখন তার প্রতিটি কথায় ও কাজে গোসা ঝড়ে পড়ত। তাঁর সহকারী সালারগণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন,

'এতো দূর থেকে সেনা-সাহায্য এসে পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব তো হবেই। এতো বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই।'

'আমি বুঝতে পেরেছি, সেনা-সাহায্য আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন?' তারিক বিন যিয়াদ প্রতিদিন এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। 'আফ্রিকার সম্মানিত আমীর হয়তো খলীফার নিকট সেনা-সাহায্য চেয়ে দামেস্কের উদ্দেশ্যে কাসেদ পাঠিয়েছেন। দামেস্ক থেকে সেনা-সাহায্য পৌঁছতে তো তিনটি নতুন চাঁদ উদিত হবেই। বুড়ো আর জোওয়ানের মধ্যে পার্থক্য তো এখানেই।'

তারিক বিন যিয়াদ একবার অধৈর্য হয়ে বলে বসেন :

'মুসা বিন নুসাইর অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি এখন সব কাজই ধীরে সুস্থে করতে পছন্দ করেন। এটা তাঁর মনে রাখা উচিৎ, আমি নওজোওয়ান। আমার ধৈর্যশক্তি কম। সিরিয়া ও আরব থেকে সেনা-সাহায্য তলব করার মাঝে কী এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে? বার্বীর সম্প্রদায় তো এখনও মরে যায়নি, তাদের মাঝে শুধু এই এলান করলেই চলত যে, সমুদ্রের ওপারে বিন যিয়াদের সেনা-সাহায্য প্রয়োজন, তা হলে এক দিনেই মুসা বিন নুসাইরের নিকট শত-সহস্র যোদ্ধা জানের নাযরানা পেশ করার জন্য জমা হয়ে যেত।'

সেনা-সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ার কারণে তারিক বিন যিয়াদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল। আত্মসংবরণ করতে তাঁর অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও তিনি বড় ধরনের যুদ্ধের জন্য তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। তিনি অশ্বচালনার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। থিয়োডুমিরের পরাজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ ঘোড়াগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ নির্দেশ জারি করেছিলেন।

জাবালুত্তারিকের যুদ্ধে যে ঘোড়াগুলো মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, তারিক বিন যিয়াদ কয়েকশ' পদাতিক সৈন্য বাছাই করে ঘোড়াগুলো তাদেরকে দিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে ঘোড়ায় চড়ে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষ প্রশীক্ষণও প্রদান করেন।

তারিক বিন যিয়াদ অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার লোক ছিলেন না। পরাজিত জেনারেল থিয়োডুমিরের কথা চিন্তা করেও তিনি অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলেন, থিয়োডুমির পরাজয় মেনে নিয়ে পরবর্তী আক্রমণের আশায় নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না। সে অবশ্যই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করার চেষ্টা করবে। নিশ্চয় সে জবাবী হামলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

তারিক বিন যিয়াদ পূর্বেই এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক এখন রাজধানী টলেডোতে নেই। সে বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাম্পালুনা নামক এক সীমান্ত এলাকায় গেছে। তারিক ভাবছিলেন, রডারিকের এই অনুপস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে আন্দালুসিয়ার আরও কিছু এলাকা দখল করে নেওয়া যায় কি না? কিংবা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয় কি না?

অবশেষে সেনা-সাহায্য এসে পৌঁছলে তারিক তাদেরকে মাত্র একটি রাতের জন্য বিশ্রাম দিলেন। পরদিন ভোর হওয়ার সাথে সাথে গোটা বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করে সামনের এলাকা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তাঁর গুপ্তচর ইউনিটের প্রধান অস্ত্র ছিল হেনরি।

এই সেই হেনরি, যে ফ্লোরিডার সাথে ওয়াদা করে এসেছিল, রডারিকের মাথা কেটে নিয়ে যাবে। তারিক বিন যিয়াদ তার সাথে আরও দু'জন চৌকস সৈনিককে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিযুক্ত করলেন। তারা সামনের এলাকাগুলো পর্যবেক্ষণ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করে আনত। তাদের দায়িত্ব হল, কোন এলাকায় কতজন সৈন্য আছে, কোন্ দুর্গ কতটা মজবুত, ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করা।

তারিক বিন যিয়াদ সামনে যে এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই এলাকার নাম ছিল কার্টিজা। কার্টিজার দুর্গ ছিল অত্যন্ত মজবুত। থিয়োডুমিরের বেশ কিছু সৈন্য যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই দুর্গে আশ্রয় নেয়, ফলে কার্টিজা দুর্গের

সৈন্যসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এতে দুর্গপ্রধানও অত্যন্ত খুশী হয়। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সে ভাবতে শুরু করে যে, তার দুর্গ এখন অপরাজেয়। অথচ পালিয়ে আসা সৈন্যদের মাঝে লড়াই করার মতো কোন মনোবলই অবশিষ্ট ছিল না। বার্বার সৈন্যরা তাদের মনোবল ভেঙ্গে ঘুড়িয়ে দিয়েছিল।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা পরাজিত কোন সৈনিক কখনও নিজেকে ভীরু আর কাপুরুষ মনে করে না। সে নিজের পরাজিত মনোবৃত্তিকে গোপন করার জন্য শত্রুপক্ষকে অতিশক্তিশালী ও ভয়ঙ্কররূপে চিত্রিত করে। থিয়োডুমিরের পরাজিত সৈন্যরা কার্টিজার দুর্গে প্রবেশ করে আক্রমণকারী বাহিনী সম্পর্কে ভীতি আর ত্রাস ছড়াতে লাগল।

তাদের একজন বলল, 'এরা তো মানুষ নয়, মানুষরূপী জিন-ভূত। আপন জীবনের কোন পরোয়াই তারা করে না।'

আরেকজন বলল, 'আমরা দেখলাম, তাদের নিকট একটি ঘোড়াও নেই। হঠাৎ দেখি, অসংখ্য ঘোড়সওয়ার আমাদের পিছন দিক থেকে এসে আমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল।'

অন্যজন বলল, 'আসমান থেকে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করা হতো। একেকটি তীর আমাদের একেকজন সৈন্যকে হত্যা করে ফেলত।'

আরেকজন বলল, 'সংখ্যায় তারা আমাদের অর্ধেকও ছিল না।'

অন্যজন বলল, 'তারা মেঘের গর্জনের ন্যায় মর্মভেদী হুঙ্কার ছেড়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, আমরা তাদেরকে প্রতিহত করতে পারতাম না।'

পরাজিত সৈন্যদের এসব কথাবার্তা দুর্গের ফৌজদের মনে যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শহরের বাসিন্দাদের মাঝেও পরিলক্ষিত হল। তারা এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তারা ঘরে ঘরে প্রার্থনার আয়োজন করল। তাদের একমাত্র প্রার্থনা ছিল, এই ভয়ঙ্কর শত্রুবাহিনী যেন এদিকে না আসে। গোটা শহরে শত্রুবাহিনীর নির্মমতা ও হিংস্রতা সম্পর্কে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, শহরবাসী ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

এ সময় কার্টিজা শহরের যে অবস্থা হয়েছিল তার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেনপুল লেখেন, মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কম হলেও তারা সকলেই ছিল অসাধারণ সাহসী, অসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণু, আর আত্মোৎসর্গের বলে বলিয়ান। তাদের নেতৃত্ব ছিল এমন এক সিপাহসালারের হাতে, ইতিহাস যাঁকে হিরো আখ্যায়িত করেছে। সামরিক শক্তি, উন্নত অস্ত্র-সস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যার দিক থেকে আন্দালুসিয়ার বাহিনীকে অপরাজেয় মনে হলেও মানসিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। অপর দিকে মুসলিম বাহিনী সামরিক শক্তিতে দুর্বল হলেও তাদের মানসিক শক্তি ছিল পর্বতসম। প্রত্যেকটি সৈনিক যুদ্ধজয়ের

নেশায় টগবগ করছিল। যুদ্ধজয়ের তামান্না আর আত্মোৎসর্গের স্পৃহাই বলে দিচ্ছিল, কোন শক্তিই তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

মুসলিম বাহিনী লড়াই করছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য, আর আন্দালুসিয়ার বাহিনী লড়াই করছিল বাদশাহর ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। মুসলিম বাহিনী 'আল্লাহু আকবার' বলে হুঙ্কার ছেড়ে প্রবল বিক্রমে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের এই রণহুঙ্কার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বের হয়ে আসত। এই রণহুঙ্কারের মাঝে ভীতি সঞ্চারণকারী যে প্রভাব ছিল, তা হল আল্লাহর নাম। আন্দালুসিয় বাহিনীর এমন কোন রণহুঙ্কার ছিল না। তারা শুধু বলত, 'আন্দালুসিয়ার বাদশাহ দীর্ঘ জীবি হোক'। এটা ছিল এক নিস্প্রাণ রণহুঙ্কার। আপন সৈনিকদের মাঝে যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই রণহুঙ্কারের কোন ভূমিকাই ছিল না।

***

সবুজে ঘেরা অনিন্দ্য সুন্দর এক নগরী কার্টিজা। প্রকৃতি যেন তার চতুর্দিকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। তখনও পূর্ণরূপে ভোরের আলো ফোটেনি। দুর্গ প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে এক সৈনিক চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'ঐ তো ওরা এসে গেছে।'

মানুষের মুখে মুখে মুহূর্তের মধ্যে এই ঘোষণা গোটা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করে ছোটাছুটি করতে শুরু করল।

দুর্গপতি দৌড়ে দুর্গ-প্রাচীরের উপর এসে দাঁড়াল। সে দেখতে পেল, মুসলিম বাহিনী সুতীব্র বেগে দুর্গ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। দুর্গপতি ভাবতে লাগল, এই সেই বাহিনী, যারা থিয়োডুমিরের মতো অভিজ্ঞ জেনারেলকে পরাজিত করেছে। থিয়োডুমির কিছুক্ষণের জন্য এই দুর্গেও আশ্রয় নিয়েছিল। সে এমনভাবে যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছিল যে, দুর্গপতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সে দেখতে পেল, সেই জিন-ভূতের বাহিনী এখন তার দুর্গ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

'দুর্গের সকল ফটক ভালোভাবে বন্ধ করে দাও।' দুর্গপতি প্রাচীরের উপর থেকে চিৎকার করে নির্দেশ দিল। 'ফটকের পিছনে সকলেই প্রস্তুত থাক।'

নির্দেশ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে তীরন্দাজ বাহিনী ও বর্শা নিক্ষেপকারী দল দুর্গপ্রাচীরের উপর আবস্থান গ্রহণ করল। দুর্গের ফটক ভিতর থেকে মজবুতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক ফটকের পিছনে বিপুল সংখ্যক সৈন্য পজিশন নিয়ে দাঁড়াল।

মুসলিম বাহিনী দ্রুতগতিতে দুর্গের নিকট পৌঁছে দুর্গের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসিয়ার ভাষায় ঘোষণা করালেন, 'দুর্গের ফটক খোলে দাও। অস্ত্র সমর্পণ কর। তোমাদের কারো তীরের আঘাতে আমাদের কোন সৈনিক যদি আহত বা নিহত হয়, কিংবা দুর্গের ফটক ভেঙ্গে যদি আমাদেরকে দুর্গে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে তোমাদের প্রত্যেক সৈন্যের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তোমরা নিজেরাই যদি ফটক খোলে দাও তাহলে তোমাদের সাথে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করা হবে।

মনে রেখো, আমরা দীর্ঘ দিন দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকব না। আজকের সূর্য তখনই অস্ত যাবে যখন দুর্গ আমাদের করতলগত হবে।'

'তোমাদের সূর্য তো সেদিনই অস্ত গেছে, যেদিন তোমরা আন্দালুসিয়া আক্রমণ করেছ।' দুর্গপ্রচীরের উপর থেকে দুর্গপতির গলধগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো। 'সাহস থাকলে নিজেরাই দুর্গের ফটক খোলে নাও।'

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন মনে করলেন না। সাথে সাথে তিনি নির্দেশ দিলেন,

'দুর্গ আক্রমণ কর, দুর্গের রক্ষাপ্রাচীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দাও।'

মুসলিম বাহিনী দুর্গ আক্রমণ করার অর্থ ভালোভাবেই বুঝতেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্রই এক দল সৈনিক কুঠার ও হাতুরী নিয়ে দুর্গের প্রধান ফটক লক্ষ্য করে ছোটে গেল। প্রাচীরের উপর থেকে তাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু হল। চতুর্দিক থেকে বর্শা ছুটে আসতে লাগল।

বার্বার যোদ্ধারা তীরবৃষ্টির কোন পরোয়াই করত না। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা, আর তীরবৃষ্টি উপেক্ষা করে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

দুর্গের ফটক আক্রমণকারী বাহিনীর পিছনে তীরন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত ছিল। তাদের ধনুক অত্যন্ত মজবুত ছিল। এ সকল ধনুক দ্বারা বহুদূরের লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব ছিল। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে ঢুকে যেত। এ জাতীয় ধনুক পরিচালনার জন্য বিশেষ দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হত।

মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থানরত তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপকারীদের লক্ষ্য করে সজোরে তীর ছুড়তে লাগল। তাদের নিক্ষিপ্ত তীরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকজন সৈনিক দুর্গপ্রাচীর থেকে নিচে পড়ে গেল। আর অন্যরা মাথা নিচু করে আত্মরক্ষা করল।

দুর্গের ফটক ছিল চারটি। সকল ফটকের উপর বার্বার যোদ্ধারা এক যোগে আক্রমণ রচনা করল। তুমুল তীরবৃষ্টি আর ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শার আক্রমণ—কোন কিছুই তাদের নিবৃত রাখতে পারছিল না। তারা বিপুল বিক্রমে দুর্গের সকল ফটকের উপর কুঠার আর হাতুরীর সাহায্যে অনবরত আঘাত হেনে চলল।

এটা ছিল অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ। সাধারণত এভাবে দুর্গ আক্রমণ করা হয় না। কারণ, কোন সেনাপতিই তার অধীনস্থ যোদ্ধাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চান না। কিন্তু তারিক বিন যিয়াদের ধরনই ছিল ভিন্ন। তাঁর নীতি হল, তুমি নিজেই যদি শত্রুর জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে যাও তাহলে সকল বিপদাশঙ্কাই বিদূরীত হয়ে যাবে।

তারিক বিন যিয়াদের শক্তির উৎস ছিল তাঁর অন্তর। যে অন্তরে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম নিয়ে কাফেরদের মোকাবেলায় জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পবিত্র নাম তাঁর হৃদয়ের গভীরে স্বমহিমায় প্রথিত ছিল। স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ ছিল তাঁর শক্তির আরেক উৎস।

মূলত স্বপ্নের এই সুসংবাদ আল্লাহ তাআলার নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি ছিল। তিনি পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন, "যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ থাকে তাহলে তারা দুইশ কাফেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে দুইশ জন দৃঢ়পদ থাকে তাহলে তারা এক হাজার কাফেরকে পরাজিত করতে পারবে।" (সূরা আনফাল : ৬৫, ৬৬)

তারিক বিন যিয়াদ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর অন্তরে পবিত্র কুরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে কেবল রাসূলুল্লাহর সুসংবাদবাণীই তাঁর শক্তির উৎস ছিল না; বরং পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত অমোঘ বাণীও তাঁর প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণের সামনে কার্টিজার সৈন্যরা টিকতে পারল না। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই কার্টিজার দুর্গ মুসলিম বাহিনীর করতলগত হল। অল্প সময়ের মধ্যে তারা একটি ফটক ভেঙ্গে ফেলল। তারপর বাঁধাপ্রাপ্ত পানির ঢলের ন্যায় মুসলিম বাহিনী ভাঙ্গা ফটক দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল। দুর্গের সিপাহীরা সামান্য সময়ের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলল, কিন্তু তাদের প্রতিরোধযুদ্ধে বিজয়ের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তারা শুধু দুর্গপতির নির্দেশক্রমে যুদ্ধ করছিল। দুর্গপতি নিজ সৈনিকদের মনোভাব বুঝতে পারল। বিপুল পরিমাণ সৈনিকের জীবন ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই সে অস্ত্র সমর্পণ করল।

আন্দালুসিয়ার বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর সর্বপ্রথম এই ঘোষণা প্রচার করা হল যে, 'কোন লোক যেন পালিয়ে না যায়। তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর পূর্ণ হেফাযত করা হবে।'

লোকজনের মাঝে ভাগ-দৌড় শুরু হয়ে গেল। মা-বাবারা যুবতী মেয়েদের লুকিয়ে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাদের ঘরে ধন-দৌলত ছিল তারা সেই

ধন-দৌলত একত্রিত করে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সন্ধান করতে লাগল। তারিকের নির্দেশে পলায়নের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হল।

তারিক বিন যিয়াদের দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল, 'সকল সৈন্য যেন অস্ত্র সমর্পণ করে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।' তিনি এই নির্দেশও জারি করেন যে, 'নগরবাসীদেরকে এই মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে, তারা যেন কোন সিপাহীকে তাদের ঘরে আত্মগোপন করার সুযোগ না দেয়। কেউ যদি এই ভুল করে তাহলে তার ঘরের সকল সদস্যকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রেফতার করা হবে, আর যাবতীয় সহায়-সম্পদকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিবেচনা করা হবে।'

এমনিভাবে কার্টিজার মজবুত দুর্গ খুব অনায়াসে মুসলিম বাহিনীর করতলগত হল। সকল যুদ্ধবন্দীকে কার্টিজার দুর্গেই বন্দী করে রাখা হল।

***

কার্টিজার দুর্গ মুসলিম বাহিনীর করতলগত হওয়ার কারণে আশপাশের বিশাল-বিস্তৃত উপত্যকা তারিক বিন যিয়াদের দখলে এসে গেল। এই উপত্যকার নাম রাখা হল, 'লাকা'। সবুজ-শ্যামল দৃষ্টিনন্দন এই উপত্যকার সীমানা কয়েক মাইল দূরবর্তী এক নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে। নদীর নাম গোয়াডিলেট।

তারিক বিন যিয়াদ দুর্গে আবস্থান না করে নদীর তীরে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে মুসলিম বাহিনীকে সদা সতর্ক ও চৌকস থাকতেও বললেন।

বিজিত দুর্গ থেকে এতো বিপুল পরিমাণ ঢাল-তলোয়ার, আর তীর-বর্শা হস্তগত হল যে, সেগুলো অনেক বড় ও দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট ছিল। সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিল দুই হাজার ঘোড়া। তারিক বিন যিয়াদ এ সকল ঘোড়া এমন সব বাহাদুর সিপাহীদের মাঝে বণ্টন করে দেন, যারা প্রকৃত শাহসওয়ার ও যুদ্ধবাজ ছিল। তাদের প্রত্যেককে তারিক বিন যিয়াদ কমান্ডো যুদ্ধের বিশেষ প্রশীক্ষণও প্রদান করেন।

তারিক বিন যিয়াদ প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাচ্ছিলেন। তিনি চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য নিজ বাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতেন। তাঁর হাতে ছিল মাত্র বার হাজার সদস্যের এক সাধারণ বাহিনী। এই বাহিনীর মাধ্যমেই তাঁকে এক লাখ সদস্যের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে হবে। ইতিপূর্বের দু'টি যুদ্ধে তিনি ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, আন্দালুসিয়ার বাহিনীর নিকট যে অস্ত্র-সস্ত্র আছে, তা অত্যন্ত উন্নত। তাদের প্রত্যেকের দেহে আছে লৌহবর্ম, আর মাথায় শিরস্ত্রাণ। এক লাখ সৈন্যের সংখ্যাটা এতো বেশি যে, মাত্র বার হাজার সৈন্যের মুসলিম বাহিনীকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলা তাদের জন্য একেবারেই সহজ। এই বিশাল বাহিনীকে একমাত্র রণকৌশলের

মাধ্যমেই পরাজিত করা সম্ভব। তারিক বিন যিয়াদের একমাত্র চিন্তা ছিল, তিনি কী এই বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হবেন?

'ইবনে যিয়াদ!' তারিক বিন যিয়াদের চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখে জুলিয়ান একদিন তাঁকে বললেন। 'আপনার রাসূল তো আপনাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েই দিয়েছেন। তারপরও আন্দালুসিয়ার অধিবাসীদের থেকে যে দুআ আপনি পাচ্ছেন, তাও আল্লাহর আরশ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। আশা করি, এ কথা আপনি বলবেন না যে, যারা মুসলমান নয়; আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা কবুল করেন না। আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নির্যাতিত বান্দার আহাজারি শুনেন; তাদের দুআ কবুল করেন।

আপনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধবন্দীদের চেয়েও শহরবাসীদের সাথে আরও বেশি উত্তম আচররণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি বলেছেন, মুসলিম বাহিনীকে এই আস্থা অর্জন করতে হবে যে, তারা শহরবাসীদের ইজ্জত-আবরুর রক্ষক; ভক্ষক নয়। মানুষ হিসেবে সব ধরনের অধিকার তারা প্রাপ্ত হবে। তারা যা উপার্জন করবে, তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। তবে সামর্থ অনুযায়ী সকলকে নিরাপত্তাকর আদায় করতে হবে।

আপনি তো জানেন, রডারিকের রাজত্বে সাধারণ মানুষকে কীট-পতঙ্গের মতো মনে করা হয়। এখানে সেই ব্যক্তিই কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, যার কোন সরকারী পদ বা পদবী আছে। কিংবা আছে বিশাল ভিত্ত-বৈভব। যার রূপসী কন্যা-সন্তান আছে সে তার কন্যা-সন্তানকে এই ভয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয় যে, বাদশাহ বা কোন সরকারী পদস্থ্ কর্মকর্তা যদি তার কন্যার রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তার কন্যার সতীত্ব রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সামিরিক বাহিনীর লোকেরা সাধারণ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটতে বাধ্য করে।

ইবনে যিয়াদ! এই কার্টিজা ও তার আশ-পাশের যে সকল এলাকা আপনার করতলগত হয়েছে, সে সকল এলাকার লোকজন হানাদার বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেসব এলাকা মানবশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, হানাদার বাহিনীর প্রধান হয়তো কোন রাজ্যের বাদশাহ হবে এবং রডারিকের মতোই জালিম হবে। তার বাহিনী বিজিত এলাকায় লুটতরাজ ও হত্যাযজ্ঞ চালাবে। যুবতী মেয়েদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তাদেরকে দাসী-বান্দি বানাবে। জবরদস্তী গৃহপালিত পশু নিয়ে যাবে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছেলে-মেয়ে ও গৃহপালিত পশু নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। পরে যখন জানতে পারল যে, হানাদার বাহিনী তাদের ঘরবাড়ির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না তখন তারা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এলো।

ইবনে যিয়াদ! এ সকল নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষও আপনার সাথে আছে। তারা সকলেই আপনার বিজয়ের জন্য আপন প্রভুর নিকট প্রার্থনা করছে। তারা সুবিশাল আকাশের দিকে হাত প্রসারিত করে ফরিয়াদ করছে, রডারিকের বাদশাহী যেন ধ্বংস হয়ে যায়, তার সালতানাত যেন বরবাদ হয়ে যায়।'

'বিজিত এলাকার লোকদের সাথে মানবোচিত আচরণ করার নির্দেশ, আমার মনগড়া কোন নির্দেশ নয়।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এই নির্দেশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ।

***

আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক একলাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতীতে এগিয়ে আসছিল। রডারিক রাজধানী টলেডোতে অবস্থান না করে সামনে এগিয়ে চলছিল। সে পূর্বেই পয়গাম পাঠিয়ে ছিল যে, সে টলেডোর শাহীমহলে অবস্থান করবে না। শহরের বাহিরে সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করবে। সে টলেডোর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছার পূর্বেই সেখানে সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা, পারিষদবর্গ ও খোশামদীদের এক বিরাট অংশ তার আগমনের অপেক্ষা করছিল। তাদের মাঝে পরাজিত জেনারেল থিয়োডুমিরও উপস্থিত ছিল। এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে রডারিক সেখানে এসে উপস্থিত হল। থিয়োডুমির আগত লোকদের সম্মুখভাগে দাঁড়ানো ছিল। তার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই র .রিক বলে উঠল,

'তুমি কি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে কর যে, আমি তোমার চেহারা দেখব? নিজ বাহিনীর চেয়েও অর্ধেক সংখ্যক বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে আমাকে এখন স্বাগত জানাতে এসেছ? ধিক তোমাকে

'সম্মানিত শাহানশা, যুদ্ধের ময়দানে াপতি একা লড়াই করে না।' থিয়োডুমির রডারিকের গোসা বরদাশত করে ম ্র বলল। 'আমি আমার বাহিনীর পূর্বে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে আসিনি। আ কসুর শুধু এতটুকুই যে, আমি সেখানে বেঘোরে মরার জন্য বা যুদ্ধবন্দী হওয় ি জন্য দাঁড়িয়ে থাকিনি।'

রডারিক আরও বেশি রাগান্বিত হয়ে তাকে খুব তিরস্কার করল। থিয়োডুমিরও কোন সাধারণ জেনারেল ছিল না। রডারিক নিজেও তার শক্তি-সাহস, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করত। থিয়োডুমিরও রডারিকের দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত ছিল। সে আহত সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে বলল,

'আন্দালুসিয়ার মহামান্য শাহানশা! আপনি শাহীমহলে গিয়ে আরাম করুন, আর এই এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর দায়িত্বভার আমার হাতে ন্যস্ত

করুন। আমি এই হানাদার বাহিনীকে একদিনে পদপিষ্ট করে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পৌছে যাব, তারপর হানাদার বাহিনী যে রাজ্য থেকে এসেছে সেই রাজ্যে আপনার বিজয়ঝাণ্ডা উড্ডীন করে তবে ক্ষান্ত হব। আমাকে তিরস্কার করার পূর্বে মহামান্য শাহানশা সে সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যান, যে সংখ্যক সৈন্য আমার সাথে ছিল। আমার সাথে ছিল মাত্র পনের হাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী। এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে তো যে কোন অযোগ্য ও কাপুরুষ জেনারেলও বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে।'

কোন এক গোপন রহস্যের কারণে রডারিক থিয়োডুমিরের প্রতি কিছুটা দুর্বল ছিল। অন্যথায় রডারিকের মতো জালিম ও নিষ্ঠুর বাদশাহ থিয়োডুমিরকে এই গোস্তাখির জন্য অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করত। কিন্তু সে থিয়োডুমিরের কথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রডারিকের দৃষ্টি মেরিনার উপর এসে স্থির হল। মেরিনা শাহীমহলের ভিতর রডারিকের মনোরঞ্জনের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। রডারিক মেরিনার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সাথে সাথে মেরিনা সসম্মানে তাকে কুর্নিশ করে নিবেদন করল, 'আমার প্রতি জাঁহাপনার কি কোন নির্দেশ আছে?'

'তোমার জন্য কি নির্দেশ—তুমি কি তা জান না? তোমার পুষ্পকাননে নতুন কোন ফুলের আগমন ঘটেছে কি?'

'জী, জাঁহাপনা,' মেরিনা বলল। 'অর্ধপ্রস্ফুটিত অপরূপ রূপসী এক গোলাপের আগমন ঘটেছে। জাঁহাপনা আমিও কি আপনার সাথে আসব?'

'ঐ গোলাপকে সাথে নিয়ে তুমিও চলে এসো।' রডারিক বলল। 'সে ছাড়া আরও কোন গোলাপ থাকলে তাদেরকেও নিয়ে এসো। মেয়েদের ঘোড়াগাড়ি পিছনে রয়েছে।'

মেরিনা রডারিকের প্রতি গভীরভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর সম্মান প্রদর্শন করে সেখান থেকে চলে গেল।

রডারিকের আগমনের পূর্বেই সেখানে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। তাঁবুর উপর মহামূল্যবান শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তাঁবুর ভিতর মখমলের গালিচা বিছিয়ে তার উপর ময়ূর সিংহাসনের ন্যায় শাহীকুরসী রাখা হয়েছে। এই তাঁবুকেই রডারিকের দরবার কক্ষ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। রডারিক ঘোড়া থেকে নেমে জাঁকজমকপূর্ণ সেই দরবারকক্ষে উপস্থিত হল। দরবারকক্ষে প্রবেশ করার সময় রডারিক তার সাথে আগত এক ব্যক্তির কানে কানে কি যেন বলল।

'সে এখানেই উপস্থিত আছে, জাঁহাপনা!'

ঐ ব্যক্তি রডারিকের কথার উত্তর দিয়ে পিছনে আগত লোকদের মধ্য থেকে এক লোকের নিকট চলে এসে তাকে বলল, 'বাদশাহ নামদার আপনাকে ডাকছেন।'

রডারিক এই ব্যক্তি সম্পর্কেই জানতে চাচ্ছিল। এই ব্যক্তি হল, একজন নামকরা জাদুকর। তার বিশেষ ধরনের পোশাক, আর বার্ধক্যপীড়িত গৌরবর্ণের চেহারার মাঝে এক ধরনের সম্মোহনী শক্তি ছিল। তার বয়স সত্তরের উপরে হবে বলেই মনে হচ্ছে। মুখভরা দীর্ঘ সফেদ দাড়ি, আর কাঁধ থেকে টাখনু পর্যন্ত ঝুলানো লম্বা জুব্বার মাঝে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

তার মাথায় আছে গোল টুপি, আর গলায় সবুজ রঙের মোটা মোতির মালা। ডান হাতে ছোট ছোট মোতি দিয়ে বানানো তছবিহ, আর বাম হাতে গাড় বাদামী রঙের আঁকাবাঁকা লাঠি। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সেই লাঠির উপরের অংশে সাপের ফনাতুলা মাথার আকৃতি। তার কমর লাল রঙের কাপড়ের বেল্ট দিয়ে বাঁধা। কিন্তু রডারিক তাকে দেখে কোন রকম প্রভাবিত হল না এবং তাকে কুরসীতেও বসতে বলল না; বরং দাঁড় করিয়ে রেখেই জিজ্ঞেস করল,

'বোসজান, তুমি কি দেখতে পেয়েছ, ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে?'

'বাদশাহ নামদার!' জাদুকর বোসজান বলল। 'ভবিষ্যতের অবস্থা আমার কাছে অস্পষ্ট ও মেঘাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। যা দেখতে পাই তা কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, আবার কখনও সামান্য স্পষ্ট হয়।'

'তুমি কী দেখতে পাও।' রডারিক বলল।

'দুর্গের মাঝে আপনি যে দৃশ্য দেখেছিলেন, আমি অনেকটা সে রকমই দেখতে পাই।' জাদুকর বোসজান বলল।

'দুর্গের যে ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, তা কি তোমার পূর্ণরূপে মনে আছে?' রডারিক বলল।

'মহামান্য শাহানশা, আপনি যা বলেছেন, তা আমার পূর্ণরূপে মনে আছে।' জাদুকর বলল। 'আপনার এই গোলামের স্মৃতিশক্তি অতল সমুদ্রের ন্যায়।'

'তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছি শুধু তার উত্তর দাও।' রডারিক শাহী গাম্ভির্যের সাথে বলল। 'ফালতু কথা শুনার সময় আমার নেই। দুর্গের যে ঘটনা আমি তোমাকে শুনিয়ে ছিলাম তা যদি তোমার স্মরণ থেকে থাকে তাহলে বল, তা বাস্তব রূপ নিবে না তো?'

'এক লাখ ফৌজের সামনে কোন বাস্তবতাই টিকতে পারে না।' জাদুকর বলল। 'এই বিশাল বাহিনীর তুলনা শুধু সামুদ্রিক ঝড়ের সাথেই হতে পারে, বালির বাঁধ যাকে আটকে রাখতে পারে না।'

'আরেকটি কথা, অল্পবয়স্কা একটি মেয়েকে আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।' রডারিক বলল।

'শাহানশা! তাকে কি অবস্থায় দেখতে পান?' জাদুকর বলল।

'মস্তকহীন অবস্থায় সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।' রডারিক বলল। 'ক্ষাণিক পরেই দেখা যায়, তার শরীরে মাথা আছে। সে মিট মিট করে হাসছে, আর আমাকে দেখছে। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণপর মেয়েটির মুখের কথা শুনতে পায়, সে ঘৃণাভরে আমাকে বলে, "তোর রাজত্বের উপরও ঘোড়া দৌড়ানো হবে। তোর নাম-নিশানাও থাকবে না।" কথা বলার সময় মেয়েটির ঠোঁট নড়ে না, কিন্তু আওয়াজ শুনা যায়।'

'শাহানশা কি ঐ মেয়েটিকে চিনেন? এমন কোন মেয়ে কি আপনার সান্নিধ্যে এসেছে?' জাদুকর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, পাম্পালুনায় এমন একটি মেয়ে আমার সান্নিধ্যে এসেছিল।' রডারিক বলল। 'সে বিদ্রোহী সরদারের মেয়ে। তার বয়স ছিল খুবই কম। আমি তাকে আমার কাছে রেখেছিলাম। তারপর এক গোস্তাখির কারণে তলোয়ারের এক আঘাতে ধড় থেকে তার মাথাটা আলদা করে ফেলি।'

রডারিক পাম্পালুনার বিদ্রোহী সরদারের মেয়ে উস্তোরিয়া সম্পর্কে পূর্ণ ঘটনা বলার পর বলল,

'এটা কি কোন খারাপ লক্ষণ? তাছাড়া আমার মতো অকুতোভয় ব্যক্তিও ঐ এতটুকুন মেয়েকে স্বপ্নে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি।'

'শাহানশা! লক্ষণ ভাল নয়।' জাদুকর বলল। 'ছোট বাচ্চাদের বদ্‌দুআ তাড়াতাড়ি কবুল হয়ে থাকে। যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবার সাথে ইনসাফ করেন।'

'আমি জানি, তোমার হাতে এমন ক্ষমতা আছে, যার মাধ্যমে তুমি কুলক্ষণের প্রভাব নষ্ট করতে পার।' রডারিক বলল। 'এটা সেই জাদুর প্রভাব, যার উদ্ভাবক হল ইহুদি সম্প্রদায়। আর তুমি সাধারণ কোন ইহুদি নও, বরং তুমি ইহুদিদের ধর্মগুরু এবং একজন বিখ্যাত জাদুকরও বটে। আমি তোমাকে শাহীমহলে যে মর্যাদা দান করেছি, তার উপযুক্ত কোন ইহুদিকে আমি মনে করি না। কেবল তুমিই হলে একমাত্র ইহুদি, যাকে আমি এত সম্মান দান করেছি।'

'মহামান্যের এই অধম গোলাম কি এ সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়? এতটুকু ইজ্জত কি তার প্রাপ্য নয়?' জাদুকর বলল।

'নিশ্চয়!' রডারিক বলল। 'আমি তোমাকে এর চেয়েও বড় পুরস্কার দেব। তুমি এখনই এমন কোন তদবির কর, যেন ঐ মেয়ে স্বপ্নে আমার কাছে না আসে, আর আমার অন্তর হতে যেন তার ভয় বিদূরিত হয়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, আমি হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায় গেলে আমার অন্তরে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।'

এক পোর্তগিজ ঐতিহাসিক ডিলোমেগো লেখেন,[৬] রডারিক অত্যন্ত সাহসী বাদশাহ্ ছিল। যুদ্ধের ময়দানে সে ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। কিন্তু ঐ কিশোরীকে হত্যা করার পর থেকে তার মাঝে ভয় বাসা বাঁধে।

বোসজান জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। সে গণনা করে ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারত। আর এ কারণেই রডারিক তাকে শাহীমহলে জায়গা দিয়েছিল।

রডারিক বোসজানকে বলল, 'স্বপ্নে দেখা ঐ মেয়েটির ব্যাপারে আমাকে নির্ভয় করে দাও এবং তোমার জাদুর প্রভাবে ঐ অশুভ লক্ষণকে শুভ করে দাও।'

জাদুকর বোসজান রডারিকের মাথা থেকে মুকুট নামিয়ে নিজের কোলে রাখল। তারপর রডারিকের মাথা নিজের হাতের মাধ্যে নিয়ে তার চেহারাটা সামান্য উঁচু করে ধরলো। বোসজান রডারিকের চোখে চোখ রেখে তার দুই হাতের মধ্যমা আঙ্গুলে পরিহিত এক বিশেষ ধরনের আংটি দিয়ে রডারিকের কপালে ঘষতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণ এমনটি করে সে তার হাত সরিয়ে নিল। রডারিক তার মাথা ডানে-বায়ে ঘুরিয়ে বলল,

'আমার কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে!'

'আমি জানি, শাহানশা!' বোসজান বলল। 'এখন ঐ মেয়ে আর শাহানশাকে স্বপ্নে বিরক্ত করবে না। ঐ মেয়ের কোন চিন্তাই শাহানশাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে না।'

'আর সেই অশুভ লক্ষণের কি হবে?' রডারিক বলল। 'তুমি না বললে, লক্ষণ শুভ নয়—এর কি বিহিত করবে?'

'শাহানশা কি আমাকে একটি আনকোরা কুমারী মেয়ে দিতে পারবেন?' বোসজান বলল।

'একটি কেন? একশ'টির কথা বল।' রডারিক বলল। 'কোন বয়সের মেয়ে চাই তোমার?'

'একুশ বছরের চেয়ে কম হতে হবে।' বোসজান বলল। 'আমার নিজের কোন প্রয়োজনে আমি এই মেয়েকে চাচ্ছি না। এই মেয়েকে জীবিত রাখা হবে না। আজকের রাতই হবে তার জিন্দেগির শেষ রাত। আমি তার বুক ফেড়ে হৃদপিণ্ড ও আরো কিছু জিনিস বের করব। তার পর সারা রাত তার উপর জাদু প্রয়োগ করব।'

রডারিক তৎক্ষণাৎ মেরিনাকে ডেকে পাঠাল। মেরিনা আসতেই রডারিক তাকে জিজ্ঞেস করল,

---

৬। ডিলোমেগো তার রচিত 'আন্দালুসিয়ার কিছু ঘটনা' নামক গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রডারিকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর যে সকল ইতিহাস রচনা করা হয়েছিল, ডিলোমেগো সেসব ঐতিহাসিক সূত্রের সাহায্যে তার এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

'তুমি না একটি মেয়ের কথা বলেছিলে? তুমি বলেছিলে, তার বয়স খুবই কম। সে অর্ধপ্রস্ফুটিত এক কলি। তার বয়স কত হবে?'

'ষোল-সতের বছর হবে, শাহানশা!' মেরিনা বলল।

'ঐ মেয়েকে আজ রাতে এই জাদুকরের নিকট পৌঁছে দেবে।' রডারিক বলল।

'আমার প্রতি শাহানশার নির্দেশ ছিল, আমি যেন শাহানশার সফরসঙ্গী হই।' মেরিনা বলল।

'আমার সাথে আসার কোন প্রয়োজন নেই।' রডারিক বলল। 'বোসজান যেখানে বলবে, আজ রাতেই তুমি সেই মেয়েকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাবে।'

রডারিক বোসজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই হল মেরিনা। একে তুমি সাথে করে নিয়ে যাও এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে বল, তাকে কী করতে হবে।'

রডারিকের কথা শেষ হতেই জাদুকর চলতে শুরু করল। মেরিনাও তার অনুসরণ করল।

***

রাতের প্রথম অংশ অতিবাহিত হয়েছে অনেকক্ষণ হয়। মেরিনা অত্যন্ত রূপসী একটি মেয়েকে সাথে নিয়ে বৃদ্ধ ইহুদি জাদুকর বোসজানের কামরায় প্রবেশ করল। রডারিকের নির্দেশে মেরিনা যখন বৃদ্ধ জাদুকরের সাথে মহলে ফিরে এলো তখন সে জাদুকরকে বলল, শাহানশা আপনাকে অনেক বড় ও সুন্দর একটি উপহার দিয়েছেন। এই মেয়েকে আমি শাহানশার জন্য উপঢৌকনরূপে এনেছিলাম। কথাছিল সে শাহানশার সাথে যাবে।'

'তুমি কি কখনও আমার কামরায় কোন মেয়েকে আসতে দেখেছ?' বৃদ্ধ জাদুকর বলল। 'এই বয়সে যুবতী মেয়েদেরকে দিয়ে আমি কি করব? এই মেয়েকে অন্য একটি উদ্দেশ্যে এখানে আনা হয়েছে। রাতে এ ব্যাপারে তোমাকে সবকিছু বলব। তুমি এ কাউকে কিছু বলতে পারবে না। যদি কাউকে কিছু বল তাহলে মৃত্যুই হবে তোমার শেষ পরিণতি। আশা করি, বেঘোরে মারা পড়াটা তুমি কিছুতেই পছন্দ করবে না।'

কিছুক্ষণ পর মেরিনা ঐ মেয়েকে সাথে নিয়ে বৃদ্ধ জাদুকরের ঘরে প্রবেশ করল। মেয়েটি বৃদ্ধের ঘরে প্রবেশ করতেই ভয়ে সড়জড় হয়ে গেল। সে মেরিনার আঁচল আকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধের ঘরে একটি টেবিলের উপর তিনজন মৃত মানুষের মাথার খুলি রাখা আছে। ঘরের এক দিকের দেওয়ালে মানুষের একটি কঙ্কাল ঝুলছে।

বৃদ্ধ জাদুকর একটি লাকড়ীর বাক্সের ঢাকনা খুললে সেখান থেকে দুটি কালো সাপ মাথা উঁচিয়ে ফনা তুলে ফুসফুস করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মেয়েটি

চিৎকার করে উঠল। বোসজান সাপের বাক্সে কি যেন নিক্ষেপ করে সাথে সাথে ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

কামরা এমন দুর্গন্ধময় যে, মনে হচ্ছে এখানে কোন পচা-গলা লাশ আছে। কিন্তু এখানে কোন লাশ নেই; বরং পঁচা গলা লতাগুল্ম, আর রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে এমন একটা দুর্গন্ধ পুরো কামরার মাঝে ছড়িয়ে আছে যে, নাড়িভূঁড়ি বের হয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে।

বোসজান সেই কামরায় বিভিন্ন পদার্থ জ্বালিয়ে রেখেছিল। কামরার মাঝে এমন একটা পরিবেশ বিরাজ করছে ছিল যে, ভয়ে গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে। ছোট-বড় অসংখ্য পুঁটলি, আর বিভিন্ন আকৃতির বাক্স বিছানার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

এই সেই বোসজান, যাকে গৌরবর্ণের চেহারা, দীর্ঘ সফেদ দাড়ি, আর পরিচ্ছন্ন লম্বা জুব্বার কারণে অত্যন্ত সম্মানী, বিজ্ঞ, আর আত্মমর্যাদাশীল মনে হত। এই পুঁথিগন্ধময় কামরায় সেই তাকেই অত্যন্ত রহস্যময় ও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

বোসজান পার্শ্ববর্তী আরেকটি কামরার দরজা খুলে মেরিনাকে বলল, 'এই মেয়েকে এখানে বসিয়ে রেখে তুমি আমার কাছে চলে এসো।'

মেরিনা মেয়েটিকে নিয়ে সেই কামরায় প্রবেশ করল। এই কামরাটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কামরার এক দিকে খুব সুন্দর একটি পালঙ্ক রাখা। পালঙ্কের উপর পরিচ্ছন্ন বালিশ, আর সুন্দর পালঙ্কপোশ বিছানো আছে। মেঝেতে মহামূল্যবান গালিচা বিছানো। ছাদের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের আলোয় গোটা কামরা ঝলমল করছে। পূর্বের কামরায় পাওয়া গন্ধের মতো তীব্র একটা গন্ধ এই কামরায়ও অনুভব হচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে এসেছ আমাকে?' মেয়েটি মেরিনাকে জিজ্ঞেস করল। 'বাদশাহ রডারিক কি এই ব্যক্তি? এতো সেনাবাহিনীর সেই জেনারেলও নয়, যার জন্য তুমি আমাকে নিয়ে এসেছিলে। সেই জেনারেল তো তার বাহিনীর সাথে সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে।'

'বাদশাহর নির্দেশে সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।' মেরিনা বলল। 'তোমাকে যে কাজের জন্য আমি এনেছিলাম, তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কথাছিল আমিও বাদশাহর সাথে যাব, কিন্তু আমাকে এখানে থাকতে বলা হয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' মেয়েটি বলল। 'আমি দুর্গন্ধযুক্ত এই কামরায় ঐ বৃদ্ধের সাথে কিছুতেই থাকতে পারব না। তুমি আমার বাবাকে যে টাকা দিয়েছ তা ফিরিয়ে নিয়ো, আমি চললাম।'

'জলদি এসো, মেরিনা!' পাশের কামরা থেকে বোসজান বলল। 'মেয়েটিকে ওখানেই থাকতে দাও।'

'ভয় পেয়ো না।' মেরিনা মেয়েটির কানে কানে বলল। 'আমি তোমাকে এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব।'

এ কথা বলে মেরিনা পাশের কামরায় চলে গেল।

***

'আমি জানি, তুমি একজন ইহুদি।' জাদুকর বোসজন বলল। 'হয়তো তুমিও জান, আমি একজন ইহুদি। আমাকে তোমার সহযোগিতা করতে হবে। বাদশাহ রডারিকের বিজয়ের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটা কাজ করতে হবে। আমার এসব কাজ দেখে তোমার ভয় পেলে চলবে না।'

'কোন ইহুদির উচিৎ নয় রডারিকের বিজয়ের জন্য কিছু করা।' মেরিনা বলল। 'এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মাধ্যমে তিনি অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন।'

'আমার কাজে নাক গলাতে এসো না।' বোসজান মেরিনাকে ধমকের সুরে বলল। 'বাদশাহ রডারিকের জন্য দু'টি লক্ষণ খুবই অশুভ। সেই অশুভ লক্ষণের প্রভাব অবশ্যই বিদূরিত করতে হবে।'

'শুনেছি, হানাদার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা মাত্র বার হাজার।' মেরিনা হাসতে হাসতে বলল। 'বাদশাহ নামদারের এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীতে শুধু অশ্বারোহীর সংখ্যাই তো বার-তের হাজার। বিজয় আমাদের বাদশাহরই হবে। সুতরাং আপনার এই কষ্ট স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। কোন রকম কষ্ট স্বীকার করা ছাড়াই আপনি পুরস্কার পেয়ে যাবেন।'

'আমি যা জানি তুমি তা জান না।' বোসজান বলল। 'আমার কথা শোন, ঐ মেয়েকে আমি বিশেষ পদ্ধতিতে হত্যা করব। সে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে তখন তার বুক চিড়ে হৃদপিণ্ড বের করব। তারপর পেট ফেড়ে আরও দু'টি অঙ্গ বের করব। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমি জাদু প্রয়োগ করব। আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। আমার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমাকে এই লাশ গোম করে ফেলতে হবে। এই মহল থেকে লাশ গোম করা কোন কঠিন কাজ নয়। এখান থেকে প্রায়ই লাশ গোম করা হয়ে থাকে। কীভাবে লাশ গোম করতে হবে, আমি তোমাকে তা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভয়ে-আতঙ্কে মেরিনার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল, অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংবরণ করে রাখল।

'যাও, মেয়েটিকে নিয়ে এসো।' বোসজান বলল। 'ছলে-বলে-কৌশলে তাকে এখানে নিয়ে আসবে, সে যেন কিছুই বুঝতে না পারে।'

মেরিনা দ্বিতীয় কামরায় প্রবেশ করে দ্রুত এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। একটি শক্ত মজবুত লাঠি তার দৃষ্টিগোচর হল। সে লাঠিটি উঠিয়ে তার আস্তিনের ভিতর লুকিয়ে রাখল।

'এখন কি হবে?' মেরিনাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। 'আমাকে এই নোংরা বুড়োর কাছে রেখে চলে যাচ্ছ বুঝি?'

'ভয় পেয়ো না।' মেরিনা বলল। 'অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ আমাদের করতে হবে। আমাকে সাহায্য কর। চল, এখন বুড়োর কামরায় যাই।'

মেরিনা মেয়েটিকে নিয়ে বোসজানের কামরায় প্রবেশ করল।

'এসো মা এসো।' বোসজান মেয়েটির মাথায় হাত রেখে আদর করে বলল। 'এই টেবিলের উপর বস। ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো তোমার বাবার মতো।'

মেয়েটি ভয়ে মেরিনার দিকে ফিরে তাকাল। মেরিনা চোখের ইশারায় তাকে টেবিলের উপর বসতে বলল। জাদুকর বোসজান একেবারে মেয়েটির শরীরের সাথে ঘেসে দাঁড়াল। সে কোন কিছু শুকিয়ে বা সম্মোহনী শক্তির মাধ্যমে মেয়েটিকে হত্যা করতে উদ্যত হল। মেরিনা বোসজানের ঠিক পিছনে দাঁড়ানো ছিল। সে দ্রুত হাতে লাঠি বের করে সজোরে বৃদ্ধ বোসজানের মাথায় আঘাত করল। সে অনবরত আঘাত করেই চলল। বোসজান কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুঠিয়ে পড়ল।

মেরিনা বোসজানকে চিৎকরে শুইয়ে দিয়ে সজোরে তার বুকের উপর চেপে বসল। তারপর দু'হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরল। বোসজান কিছুক্ষণ ছটফট করে অসার হয়ে গেল।

মেরিনা দ্বিতীয় কামরায় একটা বড়সড় কাঠের বাক্স দেখেছিল। মেরিনা আর ঐ মেয়েটি ধরাধরি করে বোসজানের লাশ ঐ কামরায় নিয়ে গেল। মেরিনা সেই বাক্স খোলে বোসজানের লাশ বাক্সে রেখে ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

'এখন দেখব, ওর বাদশাহ বিজয় লাভ করে কীভাবে ফিরে আসে?' মেরিনা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'চল, মেয়ে! জলদি এখান থেকে বের হয়ে পড়।'

'আমার ভয় করছে।' মেয়েটি বলল। 'এসব কি হচ্ছিল?'

'এই বুড়ো না মরলে এতক্ষণে এখানে তোমার লাশ পড়ে থাকত।' মেরিনা বলল। 'ভয় পেয়ো না, সকালে তোমাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। ভুলেও কারো সাথে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করো না।'

ভোর হওয়ার সাথে সাথে উভয়ে জাদুকর বোসজানের বাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। মেরিনা অতি সংগোপনে মেয়েটিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিল। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পর তার মনে হল, সে নিজের জন্য অনেক বড় বিপদ ডেকে এনেছে। তার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। সে চিন্তা করতে লাগল, রডারিক যদি বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে তাহলে নিশ্চয় সে ভাববে, বোসজান অশুভ লক্ষণ দূর করার পর হয়তো কারো হাতে নিহত হয়েছে। আর যদি পরাজিত হয়ে ফিরে আসে তাহলে

নিশ্চয় আগুন লাগিয়ে দেবে। সে আলবত ধরে নিবে, জাদুকর বোসজানের মৃত্যুর পিছনে আমার হাত রয়েছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে মেরিনা সিদ্ধান্ত নিল যে, যত দ্রুত সম্ভব তাকে এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। এই এলাকার এক আমীর ব্যক্তির সাথে মেরিনার সম্পর্ক ছিল। সে ব্যক্তি ছিল গোথ বংশীয়। মেরিনা তার নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর বলল,

'আমি জাদুকর বোসজানকে হত্যা করে এসেছি।'

'তুমি অতি উত্তম কাজ করেছ।' গোথ বংশীয় সেই ব্যক্তি বলল। 'তুমি একটি নিষ্পাপ মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছ। এখন কী হয়—আমরা তা দেখব।'

'এমন আশা করা কি ঠিক হবে যে, রডারিক জীবন নিয়ে আর ফিরে আসবে না।' মেরিনা বলল। 'মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা তো খুবই কম।'

'ধরে নাও, রডারিক জীবিতই ফিরে আসবে।' লোকটি বলল। 'চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। সে এক দিক দিয়ে ফিরে আসবে, আর তুমি অন্য দিক দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। তোমাকে নিরাপদে সিউটা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। দুআ কর, আউপাস যেন বেঁচে থাকে। সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাকে তার নিকট পৌঁছে দেব।'

***

আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের মানসিক অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। বাহ্যিকভাবে সে নিজেকে যতই সাহসী আর দৃঢ় মনোবলের অধিকারী বলে প্রকাশ করুক না কেন, ভিতরে-ভিতরে সে একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। তাই এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর উপরও তার কোন ভরসা হচ্ছিল না। সে জাদু-মন্ত্রের আশ্রয় নেওয়াকেই অধিক নিরাপদ মনে করছিল। অপর দিকে মুসলিম বাহিনীর একমাত্র ভরসা, আর আশ্রয়স্থল ছিলেন আল্লাহ তাআলা।

তারিক বিন যিয়াদ মুসলিম বাহিনীকে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আটগুনের চেয়েও বেশি সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে। প্রত্যেক মুজাহিদকে অন্তত আটজনের সাথে লড়াই করতে হবে। প্রতি দিন ফজরের পর তারিক তাঁর বাহিনীকে সেই স্বপ্নের কথা শুনাতেন, যে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াত পাঠ করে শুনাতেন, যেসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তারিক বিন যিয়াদ কখনও তাঁর বাহিনীকে এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন :

'আল্লাহ্‌র নির্দেশে অনেক ছোট দল বড় দলকে পরাজিত করে থাকে।'

(সূরা বাকারা : ২৪৯)

এই আয়াত তেলাওয়াত করে তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীর সৈন্যদেরকে এ কথা বুঝাতেন যে, একটি ছোট বাহিনীর সদস্য ও তাদের আমীরের মাঝে কী ধরনের গুণাবলী, এবং কী পরিমাণ ঈমানী শক্তি থাকলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বড় দলের বিপক্ষে বিজয় দান করবেন।

তারিক বিন যিয়াদ এই আয়াতটিও বারবার তেলাওয়াত করে তাঁর বাহিনীকে শুনাতেন :

'স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন আমি সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করলাম এবং তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম, আর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারলাম।'

(সূরা বাকারা : ৫০)

তিনি তাঁর বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলতেন, 'এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করেছেন। হযরত মুসা আ. ফেরাউনের জাদুকরদের চ্যালেঞ্জের মুকাবেলায় এমন মুজেযা প্রদর্শন করেছিলেন যে, জাদুকরদের সকল ভেলকিবাজি মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ফেরাউন হতভম্ব হয়ে পড়ে। এর পর বনী ইসরাঈল যখন মিসর হতে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের সামনে নীলনদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সামনে বিশাল-বিস্তৃত গভীর নদী, আর পিছনে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী। এমন পরিস্থিতিতে মুসা আলাইহিস্‌সালাম তাঁর লাঠি দ্বারা নদীতে আঘাত হানলেন। সাথে সাথে নদীর পানি সরে গিয়ে রাস্তা বের হয়ে এলো। মুসা আ. তাঁর বাহিনী নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে নিশ্চিন্তে নদী পাড় হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেই একই রাস্তায় ফেরাউন যখন তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হল, তখন নদীর উভয় তীরের পানি প্রচণ্ড বেগে এক সাথে মিলিত হয়ে গেল। ফলে ফেরাউন ও তার বাহিনীর সলীল-সমাধি ঘটল।

মুহাজিদ ভায়েরা! আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা আ. কে চল্লিশ দিনের জন্য আহ্বান করেছিলেন তখন বনী ইসরাঈল তাঁর অনুপস্থিতিতে একটি গো-বাছুরকে তাদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। পরিণতিতে তাদের উপর নেমে এসেছিল ভয়াবহ বিপর্যয়।

সুতরাং হে মুজাহিদ ভায়েরা! আজ আমরা যারা ইসলামের জন্য নিজের মাথাকে নাযরানাস্বরূপ পেশ করতে চাই, আমাদের উচিত—পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলারই ইবাদত করব।'

এমনি আরও কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি মুজাহিদদেরকে ঈমানের বলে বলিয়ান করে তুলছিলেন এবং তাদের মাঝে জিহাদের স্পৃহা, আর উদ্দীপনা বৃদ্ধি করছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ দিনের বেলা মুজাহিদদেরকে এমন স্থানে নিয়ে যেতেন যে স্থানটি তিনি যুদ্ধের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তিনি এমন এক রণাঙ্গনের ছক এঁকে নিয়েছিলেন, যেখানে শত্রু-বাহিনীকে পূর্ণরূপে লণ্ডভণ্ড ও বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মতো রণকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল। তিনি পাহাড় ও ছোট ছোট টিলার মধ্যবর্তী এমন কিছু জায়গা নির্বাচন করে রাখলেন, যেখানে শত্রুবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে বোকা বানিয়ে শেষ করে দেওয়া একেবারেই সহজ। মোটকথা, তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীকে একটি বিশেষ ধরনের রণকৌশল শিখাতে লাগলেন।

তারিক বিন যিয়াদের জন্য কোন অশুভ লক্ষণ ছিল না। কোন শুভ লক্ষণও ছিল না; বরং শুভ-অশুভ কোন ধরনের লক্ষণের সাথেই তাঁর কোন পরিচয় ছিল না।

***

মেরিনা যে প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে ইতিপূর্বেও সে কয়েকবার এসেছিল। প্রতিবারই সে এমন বেশভূশা ধারণ করে এখানে আসত যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে। টলেডো শহরে এ ধরনের বেশকয়েকটি প্রাসাদ ছিল। এ সমস্ত প্রাসাদে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরাই বসবাস করত। তাই এসব প্রাসাদের অভ্যন্তরে কী হতো—সে ব্যাপারে কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না।

মেরিনা যে প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল, সে প্রাসাদে এমন এক গোপন আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, যা পরবর্তীতে ইউরোপের ইতিহাসই পাল্টে দিয়েছিল। আউপাস যেদিন ঝিলের পাড়ে মেরিনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল সেদিন থেকেই এ আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। আউপাস সেদিন মেরিনাকে বলেছিল,

'রডারিকের বাদশাহী ধ্বংস করার এখনই সময়। ইহুদি ও গোথ সম্প্রদায়ের উচিত এ সুযোগকে কাজে লাগান। আর তার একমাত্র উপায় হল, ইহুদি ও গোথ সম্প্রদায়ের যেসকল সৈন্য রডারিকের বাহিনীতে রয়েছে, চূড়ান্ত লড়ায়ের সময় তারা মুসলমানদের সাথে মিলে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

মেরিনা ছিল ইহুদি। এ কারণেই তার মস্তিষ্ক ছিল ষড়যন্ত্রের উর্বর ক্ষেত্র। অধিকন্তু তার অন্তরে রডারিকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সে আউপাসকে ভালোবাসত। আউপাসকে নিয়ে ঘর বাঁধার সুন্দর একটা স্বপ্ন ছিল তার। রডারিক তার সেই ভালোবাসাকে অপবিত্র করেছে, তার সেই স্বপ্নকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। সেদিন বিশ বছর পর আউপাস যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তার সেই পুরনো ক্ষত বের হয়ে আসে। সময়ের আবরণে চাঁপা পড়া প্রতিশোধের সেই আগুন লেলিহান অগ্নিশীখার রূপ ধারণ করে। সেদিন বিকেলে আউপাসের কথা শুনে সে শপথ করে বলেছিল, 'রডারিকের বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করার আগে আমার অশান্ত আত্মা কখনও শান্তি পাবে না।'

রডারিক সবেমাত্র পাম্পালুনা থেকে রওনা হয়েছে। রাস্তায় তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। মেরিনা সেদিন রাত থেকেই রডারিক থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা শুরু করেছিল। তার কাছে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে ছিল। রূপ-লাবণ্যে কেউ কারো চেয়ে কম ছিল না। বাদশাহর খাছ মহল পর্যন্ত মেরিনার অবাধ যাতায়াত ছিল। শাহীমহলের রহস্যময় জগতে তার বিরাট প্রভাব ছিল।

শাহীমহলে দুই-চারজন গোথ সম্প্রদায়ের লোক বিশেষ সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। দুই-একজন ইহুদিও এমন মর্যাদার অধিকারী ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আন্দালুসিয়ায় সবচেয়ে মজলুম সম্প্রদায় ছিল ইহুদি। তাদের অধিকাংশই ছিল গরীব। যে দুই-একজন ইহুদি শাহীমহলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল, তারা অত্যন্ত ধূর্ত আর চালাক ছিল। এসমস্ত লোকদের সাথে মেরিনার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

মেরিনা নিজেও ছিল ইহুদি। এজন্য তার অন্তরে ইহুদিদের জন্য সহমর্মিতা ছিল। কিন্তু সে ভাবল, এখনই তাদের সাথে রডারিকের বিপক্ষে কথা বলা ঠিক হবে না। তাই মেরিনা সবকিছু বিবেচনা করে গোথ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী এক ব্যক্তির প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিল। শাহীমহলে ও সেনাবাহিনীতে এই ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এই ব্যক্তি অর্টিজাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। সে এজন্য অত্যন্ত মর্মাহত ছিল যে, রডারিক অর্টিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করেছে এবং নিজে বাদশাহ হয়ে গেছে। যার ফলে গোথ সম্প্রদায়ের বাদশাহী খতম হয়ে গেছে।

মেরিনা যে প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে জিউস নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল আউপাসের বাল্যবন্ধু। মেরিনা তার সাথে সাক্ষাৎ করে আউপাসের সাথে তার যে কথা হয়েছিল তা স্ববিস্তারে বর্ণনা করল। জিউস কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মেরিনার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। সে মেরিনাকে তার বাবা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করাল এবং আউপাসের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদেরকে বলল।

জিউসের বাবা বলল, 'উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু এই প্রস্তাব যতটা উত্তম তার চেয়ে বেশি বিপদজনক। কারণ, কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এত স্বল্প সংখ্যক হামলাকারী আন্দালুসিয়ার একলাখ ফৌজকে পরাজিত করতে পারবে। এটা অসম্ভব। ইহুদি ও গোথরা যদি গাদ্দারী করেও তাহলে তাদের সংখ্যা কতইবা হবে। বেশির চেয়ে বেশি পনের-বিশ হাজারই হবে। এরা হামলাকারীদের সাথে মিলে কিইবা করতে পারবে? বিজয় রডারিকেরই হবে। তারপর জানই তো পরিণাম কি হবে? রডারিক একজন গাদ্দারকেও জীবিত রাখবে না। আর গোথ ও ইহুদিদের উপর যে নিপীড়ন চালান হবে, তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।'

'আউপাসের ধারণা কিছুটা ভিন্ন।' মেরিনা বলল। 'সে বলেছিল মুসলিম বাহিনী খুবই সাহসী ও বীরপুরুষ। তারা এতটাই যুদ্ধপটু যে, তাদের চেয়ে দ্বিগুণ সৈন্য ছিল থিয়োডুমিরের। কিন্তু খুবই কম সময়ের মধ্যে তারা থিয়োডুমিরের সেই বাহিনীকে পরাজিত করে। থিয়োডুমিরের প্রায় অর্ধেক সৈন্য রণাঙ্গনেই মারা পড়ে, আর অল্প কয়েকজন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অন্যরা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এখন আপনারা নিজেদের মাঝে সলা-পরামর্শ করে ঠিক করুন, আপনারা কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন এবং আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? আউপাস আবারও আসবে। আমি তাকে আপনাদের নিকট পৌঁছে দেব।'

'তুমি ইহুদি নেতাদের সাথেও আলোচনা করে নাও।' জিউসের বাবা বললেন।

***

মেরিনা দিন-রাত ইহুদি ধর্মগুরু ও নেতাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করে কাটাতে লাগল। তার অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এক রাতে তিন-চারজন ইহুদি নেতা আলোচনার জন্য জিউসের প্রাসাদে এলো। সেখানে তিন-চারজন গোথ বংশীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও ছিলেন। তারা সকলেই এ ব্যাপারে মতবিনিময় করছিলেন। মেরিনা চুপ করে তাদের কথাবার্তা শুনছিল।

এক বৃদ্ধ ইহুদি বললেন, 'আমরা শুধু একটা বিষয়েই চিন্তা-ভাবনা করছি। আর তা হল, আজ আমরা রডারিকের নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করছি। এখন আমরা রডারিকের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় হামলাকারীদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছি। কিন্তু তারা যখন বিজয়ী হবে তখন তারা রডারিকের মতোই আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করবে। আমরা ইহুদিরা রডারিকের পরিবর্তে মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হব। আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, আমরা মুসলমানদেরকে এমনভাবে সাহায্য করব, যেন তারা রডারিককে পরাজিত করতে পারে। তার পর আমরা মুসলমানদের উপর এমন অতর্কিত আক্রমণ করব, যেন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর ইহুদি ও গোথরা যৌথভাবে আন্দালুসিয়া শাসন করবে।'

মেরিনা দেখতে পেল, আউপাসের সকল পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ল, সে ঝিলের পাড়ে আউপাসকে নিজের ব্যাপারে বলেছিল,

'আমি কারো স্ত্রী হতে পারিনি, হতে পারিনি কারো মা। আমি সাক্ষাৎ শয়তান হয়ে গেছি। আমার মাঝে শয়তানী স্বভাব-চরিত্র দানা বেঁধে উঠেছে।'

এখন সে ভাবল, সেদিন সে ঠিকই বলেছিল। বৃদ্ধ ইহুদির কথা শুনার সাথে সাথে সে বুদ্ধি খাটিয়ে বলল,

'মুসলিম বাহিনী এখানে বাদশাহী করবার জন্য আসেনি। আউপাস আমাকে বলেছে, তারা লুটতরাজ করার জন্য এসেছে। তাদের ঝুলি ভরে গেলে তারা ফিরে যাবে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, আট-দশ হাজার সৈন্যের এক মামুলি বাহিনী এত বিশাল একটি রাজ্য জয় করার জন্য আসবে? আউপাস আমাকে বলেছে, সে এবং জুলিয়ান রডারিকের সিংহাসন ভূলণ্ঠিত করার জন্য তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। তারা মুসলমানদেরকে বলেছে, আন্দালুসিয়ার শাহী খাজানায় এত বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত, সোনা-দানা রয়েছে, যা বহন করার জন্য হাজারো উটের প্রয়োজন। আপনারা তাদের ব্যাপারে ভয় পাবেন না, তারা কোন মুলুকের সেনাবাহিনী নয়; বরং তারা দস্যুদল।'

'তাহলে আমি বলব, তুমি মুসলমানদের ব্যাপারে অবহিত নও।' বৃদ্ধ ইহুদি বলল। 'তারা যেখানেই যায়, সেখানেই স্বল্প সংখ্যক গিয়ে বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের অধীনত করে ফেলে। তারা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও পারস্য ও রোমের মতো বিশাল সাম্রাজ্যকে খতম করে দিয়েছে। লক্ষ্য করে দেখ, ইসলামী সালতানাত কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই মুসলিম বাহিনী লুণ্ঠনকারী নয়; তারা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে।

বৃদ্ধ ইহুদি মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহসিকতার ইতিহাস বর্ণনা করে শুনাচ্ছিল, মেরিনা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল,

'শ্রদ্ধেয় মেহমান! আমি নিশ্চিত, আপনি আরবের মুসলমানদের কথা বলছেন। আন্দালুসিয়ায় যারা এসেছে তারা বার্বার। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আর লুটতরাজ করাই তাদের পেশা। তাদের সিপাহসালারও বার্বার। এরা যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়। ছোট-বড় গোত্র, আর বিভিন্ন উপগোত্রে তারা বিভক্ত। তারা নিজেদের মুলুকে কোন্ ধরনের বাদশাহী কায়েম করে রেখেছে যে, আমাদের মুলুকে বাদশাহী কায়েম করবে?'

মেরিনা বাকচাতুর্যের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য প্রমাণিত করে বৃদ্ধ ইহুদিদেরকে স্বমতাবলম্বী বানিয়ে ফেলল।

***

দুই-তিন দিন পরের কথা। টলেডো এসে পৌছতে রডারিকের আরও তিন-চার দিন সময় লেগে যাবে। এই সুযোগে আউপাস এক সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করে টলেডো এসে মেরিনার সাথে সাক্ষাতের মওকা তৈরী করে নিল। মেরিনা তাকে গোথ বংশীয় সেই ব্যক্তির প্রাসাদে নিয়ে গেল। এখানকার নেতৃস্থানীয় গোথ ও ইহুদিদের সাথে কি ধরনের কথা-বার্তা হয়েছিল সে ব্যাপারেও মেরিনা আউপাসকে সবকিছু বলল। এ সময় একজন ইহুদি পণ্ডিত কি ধরনের যুক্তি পেশ করেছিল এবং মেরিনা তার যুক্তি খণ্ডন করে কীভাবে তাকে স্বমতাবলম্বী বানিয়ে ফেলেছিল, সে কথাও সে আউপাসের কাছে বর্ণনা করল।

আউপাস যেদিন সেই প্রাসাদে এসে পৌঁছল সেদিন রাতেই গোথ ও ইহুদি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সেখানে একত্রিত হল। মেরিনাও সেখানে ছিল। আউপাস যেহেতু গোথ বংশীয় ছিল, আর রডারিক গোথদের থেকে বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাই আউপাস সহজেই গোথ নেতাদেরকে নিজ মতের অনুসারী করে ফেলল। কিন্তু ইহুদি নেতৃবর্গ কেবল নিজ সম্প্রদায়ের ফায়দার কথাই বারবার বলতে লাগল।

আউপাস ইহুদি নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলল, 'এটা তো খুব বেশি দিন আগের কথা নয় যে, আপনারা তা ভুলে যাবেন। গোথরা তাদের রাজত্বকালে ইহুদিদেরকে যে সম্মান দান করেছিল এবং তাদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা আপনারা কীভাবে ভুলে গেলেন? এটা তো ভুলার কথা নয়। ইহুদিদেরকে গোথদের সমমর্যাদা দান করার কারণেই তো আমার ভাই অর্টিজাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, কথা দিচ্ছি, ইহুদিরা আবার তাদের সেই মান-মর্যাদা ফিরে পাবে। বার্বাররা তো লুটতরাজ করে ধন-সম্পদ গুছিয়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।'

অবশেষে সেই রাতেই সকল পরিকল্পনা সম্পন্ন করা হল এবং পরদিন সকাল থেকেই পূর্ণ উদ্দমে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। একজন গোথ জেনারেল রাজী হচ্ছিল না। সে রডারিকের অপেক্ষা করছিল। জেনারেল মূলত রডারিকের চাটুকার ছিল। মেরিনা তার উপর বিশেষ জাদু প্রয়োগ করল, সে তাকে উদ্ভিন্ন যৌবনের অধিকারিনী খুবসুরত এক মেয়ের প্রলোভন দেখাল। জেনারেল সাথে সাথে কাবু হয়ে গেল। সে মেয়েটিকে তার সাথে যুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইল।

'বাদশাহ আপনার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।' মেরিনা বলল। 'এত সুন্দর একটি মেয়েকে সে আপনার কাছে রাখতে দেবে না, বরং আমি এই মেয়েকে বাদশাহর কাছে পৌঁছে দেব। সে বাদশাহর সাথেই যাবে; কিন্তু আমি তাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলব, যেন সে আপনার সাথে সম্পর্ক রাখে। তবে আমি আপনাকে যা বললাম, আপনি যদি তা করেন তাহলে আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, রডারিক যদি নিহত হয় তাহলে নতুন বাদশাহকে বলে আপনার জন্য বিশাল জায়গীরের ব্যবস্থা করে দেব।'

মেরিনা সেই তরুণীকে ডেকে এনে বলল, 'এই জেনারেলের উপর কোন ভরসা করা যায় না। সে প্রতারণাও করতে পারে।'

মেরিনা ঐ তরুণীর হাতে সামান্য 'সুফুফ' দিয়ে বলল, 'রাত্রে এই জেনারেলের তাঁবুতে গিয়ে তাকে শরাব পান করাবে এবং শরাবের সাথে এই সুফুফ মিশিয়ে দেবে।'

সুফুফ এক জাতীয় চূর্ণ ঔষধ। এর মাঝে কোন বিষক্রিয়া নেই। তবে তা সেবনের ফলে মেধা লোপ পায় এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। সুফুফ সেবন করানো দ্বারা মেরিনার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সময় এই জেনারেলকে অকেজো করে রাখা।

এই সুফুফ যদি রডারিককে পান করান যেত তাহলে ইহুদি ও গোথদের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কেননা রডারিক কোন কিছু পানাহার করার পূর্বে দু'জন ব্যক্তিকে খাইয়ে তা পরীক্ষা করে নিত। এমন কি খানা পাক করার সময়ও তার একান্ত আস্থাভাজন দুই-তিনজন লোক সেখানে উপস্থিত থাকত। মোটকথা, রডারিককে সুফুফ জাতীয় কোন কিছু পান করানো একেবারেই অসম্ভব ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, বাদশাহরা সাধারণত এধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেই থাকে। কিন্তু রডারিক জানত যে, সে কত বড় জালিম। তাই সে সর্বদা মাজলুমদের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকত।

***

গোথ ও ইহুদি নেতৃবর্গ আউপাসের সাথে পরামর্শ করে যে প্লান বানিয়েছিল, সে অনুযায়ী প্রায় দেড়শ নওজোয়ান তৈরী করা হল। রডারিক টলেডোতে পৌঁছার পর নওজোয়ানদেরকে তার সামনে উপস্থিত করা হল এবং বলা হল যে, এরা স্বেচ্ছায় ফৌজে শামিল হতে চায়। এরা সাধারণ কোন সিপাহী নয়, বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও জানবাজ।

রডারিককে আরও বলা হল, এরা নৈশ অভিযানে পারদর্শী। রাতের আঁধারে হামলাকারীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে এরা তাদের সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারবে।

রডারিক যেদিন টলেডো এসে পৌঁছে তার আগের দিন আউপাস টলেডো ছেড়ে চলে যায়। সেদিন রাতেই গোথ সম্প্রদায়ের কমান্ডাররা এক গোপনে বৈঠকে মিলিত হয়। এই বৈঠকে দু'জন ইহুদি নেতাও ছিল। তারা অনেক গোপন বিষয়ে মতবিনিময় করার পর সবাই যার যার মতো চলে গেল।

পরদিন রডারিক একলাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে টলেডো এসে পৌঁছলে দেখা গেল, তার বাহিনীর ঘোড়সওয়ারই হবে কয়েক হাজার। তারা হানাদার বাহিনীকে আন্দালুসিয়া থেকে বিতাড়িত করার জন্য ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু তারা নিজেদের মাঝে হানাদার বাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভট ও ভীতিকর গল্প-গুজব করছিল।

কেউ বলল,

'থিয়োডুমিরের মতো বাহাদুর জেনারেলও তাদেরকে দেখেই পালিয়ে এসেছে।'

অন্য একজন বলল,

'তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েক হাজার, কিন্তু এক লাখ সৈন্যের জন্যও ভয়ঙ্কর।'

আরেকজন বলল,

'তাদের কোন তীরই ব্যর্থ হয় না। তারা বাতাসে তীর ছুড়ে মারে, আর তীর নিজেই কারো বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়।'

অন্যজন বলল,

'তাদের একজন পদাতিক সৈন্য পাঁচ-ছয়জন অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করে হত্যা করে ফেলে।'

অন্য আরেকজন বলল,

'আরে ভাই, কী আর বলব, স্বয়ং থিয়োডুমিরও বাদশাহকে বলেছে, তারা মানুষ নয়; জিন-ভূত।'

অপরজন বলল,

'শুনা যায় তারা কিস্তিতে চড়ে আসেনি; বরং সাঁতার কেটে এত বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসেছে।'

অন্যজন বলল,

'আমি তো এমন শুনেছি যে, তারা সাঁতার কাটে না, বরং পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলে; কিন্তু ডুবে না।'

এমন অনেক কথাই রডারিকের বাহিনীর মাঝে গুজব আকারে ছড়িয়ে পড়ল। একজন একটি কথা শুনে তার সাথে আরও দুই-তিনটি কথা যোগ করে অন্যের কাছে বর্ণনা করত। ফলে গোটা বাহিনীর মাঝে হানাদার বাহিনী সম্পর্কে ভয়-ভীতি বেড়েই চলছিল। তবে একটি কথা তাদের সকলের মনেই আশার আলো হয়ে জ্বলছিল। তাই তারা সকলেই বলাবলি করছিল, 'হানাদার বাহিনী যতটাই নির্মম ও ভয়ঙ্কর, ততটাই দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। তবে শুধু সেই ব্যক্তির জন্য যে তাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে তাদের বন্দীত্ব স্বীকার করে নেয়।'

ইহুদি ও গোথদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফৌজের মাঝে এ ধরনের ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আউপাসই এধরনের প্রপাগাণ্ডা চালানোর ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। যে দেড়শত সিপাহীকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও নৈশযুদ্ধে পারদর্শী বলে ফৌজে শামিল করা হয়েছিল, তারা অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে সৈন্যদের মাঝে এসব ভয়-ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্থ গ্রেম্যান স্বীয় গ্রন্থ 'মুসলমানদের ইতিবৃত্তি'তে লেখেন :

'আন্দালুসিয়ার ফৌজের উপর এটা এক মানসিক আক্রমণ ছিল। তারিক বিন যিয়াদ এই আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আউপাসকে বলেছিলেন, সে যেন আন্দালুসিয়ার ফৌজের মাঝে এমন কিছু লোক শামিল করে দেয়, যারা হবে অত্যন্ত চালাক-চতুর ও বাকপটু। তারা মুসলমানদের ব্যাপারে অন্দালুসিয়ার বাহিনীর মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করবে। আউপাস ইহুদি ও গোথ সরদারদের কাছে এ প্রস্তাব পেশ করলে তারা সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেয় এবং দেড়শত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর রডারিকের ফৌজে শামিল হয়ে যায়।

আর্থ গ্রেম্যান আরও লেখেন :

'তারিক বিন যিয়াদের এই আক্রমণ ছিল অত্যন্ত কার্যকরী ও সফল।'

***

মুসলমানদের তাঁবুতে সর্বদা বিজয়ের জন্য দুআ করা হচ্ছিল। অপরদিকে ইহুদি ও গোথদের উপাসনালয়ে রডারিকের পরাজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছিল। ইহুদি ও গোথ সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর এ ধরনের আলোচনা করত যে, 'রডারিক যদি নিহত হয় বা পরাজিত হয় তাহলে রাজত্ব তো আমাদেরই থাকবে। হানাদার বাহিনী তো লুটতরাজ করে চলেই যাবে।'

রডারিকের বাহিনী গোয়াডিলেট নদীর তীরে এসে পৌছল। তারিক বিন যিয়াদ খবর পেয়ে ঘোড়ায় করে একটি নিকটবর্তী পাহাড়ের উপর চড়লেন। গোয়াডিলেট নদীর তীরে বহুদূর পর্যন্ত তিনি অসংখ্য মানুষ আর ঘোড়ার মিছিল দেখতে পেলেন। এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনী ইতিপূর্বে তিনি কখনও দেখেননি। তাঁকে পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, রডারিকের সৈন্যসংখ্যা এক লাখের মতো হবে।

'আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ!' তারিক বিন যিয়াদ আসমানের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'তোমার নামের সম্মান রক্ষা করো, আমরা তো তোমার নামেই কুফুরীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি। আমরা একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীকে নদী থেকে প্রায় এক মাইল পিছনে রেখেছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, রডারিকের বাহিনীকে গোয়াডিলেট নদীর তীরে নিয়ে আসতে, যাতে তাদের পশ্চাদে থাকে অথৈ পানি, আর খরস্রোতা নদী।

তারিক বিন যিয়াদ অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হন, আর বেশির ভাগ সৈন্যকে তিনি পাহাড়ের ভিতর আত্মগোপন করে থাকতে বলেন। তারিক সামনে অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, রডারিকের বাহিনী অতিদ্রুত নৌকা দিয়ে পুল তৈরী করছে।

'এদেরকে তো অত্যন্ত ক্ষিপ্র মনে হচ্ছে।' তারিক বিন যিয়াদের পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল।

তারিক বিন যিয়াদ কথা শুনে পিছন ফিরে দেখেন, মুগিস আর-রূমী ও আবু জুরা'আ তুরাইফ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আমরা খুব দ্রুতই এই বাহিনীকে তাড়িয়ে দিতে পারব।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

'তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্রেও এমন ক্ষিপ্র হয় ...।' আবু জারু'আর মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই তারিক বিন যিয়াদ বলে উঠলেন,

'আপনারা কি দেখতে পারছেন না, তাদের এই ক্ষিপ্রতার কারণ কি?' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'লক্ষ্য করে দেখুন, তাদেরকে কীভাবে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে। তারা স্বেচ্ছায় এই কাজ করছে না; বরং তাদের সালারের অনবরত বেত্রাঘাত তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করছে। যুদ্ধের ময়দানেও কি তাদের সালার তাদেরকে এভাবে পিঠিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে?'

তারিক বিন যিয়াদের দুই সালার গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, গোয়াডিলেট নদীর তীরে ফেরাউনের সময়কার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। কিছু মানুষ কর্মরত মানুষের মাথার উপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। কেউ একটু অলসতা করলে সাথে সাথে তার পিঠে সপাং সপাং বেতের বাড়ি পড়ছে।

'লাঠির ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ করানো যায় না।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'দৃঢ়চেতা মন, আর পাহাড়সম মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। যে সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের অধীনস্থদেরকে গোলাম মনে করে, আর বাদশাহ তার প্রজাদের জন্য ফেরাউন হয়ে যায়, সে সম্প্রদায়ের ধ্বংস অনিবার্য। উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ একটি সুসংঘঠিত জাতিকেও ধ্বংস করে ছাড়ে। আমাদের সিপাহীদের মনোবল অটুট। জেনারেল হোক বা সিপাহী, অশ্বারোহী হোক বা পদাতিক—সকলের অন্তরেই এক আল্লাহ ও এক রাসূল। এ কারণেই আমাদের মাঝে পূর্ণ সমতা বিদ্যমান। কারো আল্লাহ বড়, আর কারো আল্লাহ ছোট—এমন নয়। প্রাসাদ কিংবা পর্ণকুটির—সর্বত্রই আল্লাহ্ সমানভাবে বিরাজমান। বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহরই।'

'কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য!' আবু জারু'আ তুরাইফ অনেকটা হতাশার স্বরে বললেন।

'সকলেই নিজ নিজ জায়গায় চলে যান।' তারিক বিন্ যিয়াদ বললেন। 'আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বিজয় দান করার জন্য এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যা আমি মোটেও আশা করিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ মিথ্যে হতে পারে না; কিন্তু আমি কেবল স্বপ্ন দেখার

মানুষ নই। আমি বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তালাশ করে সে অবশ্যই আল্লাহকে পায়। আর আল্লাহ্ কেবল তাকেই সাহায্য করেন, যে চেষ্টা-সাধনা করে। এখন তোমাদের কাজ হল, মাথা ঠিক রেখে অটল-অবিচল থাকা।'

নদী পার হতেই রডারিকের সৈন্যদের সারা রাত লেগে গেল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল নদীর তীরের বিস্তৃত প্রান্তর জোড়ে রডারিকের একলাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনী লড়ায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লেনপোল লেখেছেন :

তারিক বিন যিয়াদ ঘোড়ায় আরোহণ করে তার ফৌজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন :

> 'আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমাদের সামনে আছে তোমাদের রক্তপিপাসু দুশমন, আর পিছনে আছে কূলকিনারাহীন অথৈ সমুদ্র। পলায়নের কোন রাস্তাই তোমাদের জন্য খোলা নেই। তোমাদের সম্মুখে একটাই রাস্তা খোলা আছে, তা হল বীরত্বের সাথে লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনা। দুশমনের সংখ্যাধিক্যে ভয় পেয়ো না; বরং সেই পরাজয়কে ভয় কর, যা তোমাদের জন্য বয়ে আনবে সীমাহীন লাঞ্ছনা।'

তারিক বিন যিয়াদের এই সংক্ষিপ্ত জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে মুসলিম মুজাহিদগণ আকাশ-বাতাস মুখরিত করে গর্জন করে বলে উঠল,

'তারিক বিন যিয়াদ! তোমার কোন ভয় নেই, আমরা তোমার সাথে আছি; তোমার সাথেই থাকব।'

আন্দালুসিয়ার বাহিনীর পক্ষ হতে ঘোষণা করা হল, 'তোমরা যেই হও না কেন, এখান থেকে চলে যাও। আন্দালুসিয়ার শাহানশার বাদশাহী এক সমুদ্র হতে আরেক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তার তলোয়ারের ভয়ে গোটা ইউরোপ প্রকম্পিত। তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ এটাই যে, তোমরা এখান থেকেই ফিরে যাবে, তা হলে তার তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। অন্যথায় তোমাদের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।'

তারিক বিন যিয়াদকে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর ঘোষণা তরজমা করে বুঝানো হলে তিনি তার জবাব দিয়ে বললেন, আন্দালুসিয় ভাষায় এটা ঘোষণা করে শুনাও। ঘোষণা শুনানোর জন্য আউপাস ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চ আওয়াজে বলল :

'তারিক বিন যিয়াদের পক্ষ থেকে আন্দালুসিয়ার শাহানশাকে সালাম। মুহতারাম শাহানশা! আমরা বিনয়ের সাথেই জানাচ্ছি যে, আমরা ফিরে যেতে পারব না। করণ, আমরা আমাদের সকল রণতরী জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমরা এ জন্য শাহানশার শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকার

পুল তৈরী করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর নির্দেশে এসেছি, সুতরাং আন্দালুসিয়ার বাদশাহর হুকুমে ফিরে যেতে পারি না।'

অপর প্রান্ত হতে আন্দালুসিয় এক জেনারেল বার্বার ভাষায় ঘোষণা করল,

'শাহানশা রডারিকের মুকাবেলা করতে এলে আল্লাহও তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা হলে ডাকাতের দল, আমরা তোমাদেরকে শেষবারের মতো ... ।'

জেনারেলের মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই মুসলিম বাহিনীর দিক থেকে তিনটি তীর এসে সমূলে তার বুকে বিদ্ধ হল। সে ঘোড়া হতে নিচে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আন্দালুসিয়ার দুইজন অশ্বারোহী ঘোড়া দৌড়িয়ে এসে তার লাশ ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়ে গেল।

***

রডারিক সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ দিকে ছিল না। তার পতাকা ছিল পিছনে। সে তার সফেদ ঘোড়া 'উরলিয়া'র উপর বসাছিল। সে যখন জানতে পারল যে, মুসলিম বাহিনী তার এক জেনারেলকে হত্যা করে ফেলেছে তখন সে আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। রডারিক সমরশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে তার বেশ সুনামও ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের যে প্লান সে বানিয়েছিল তার জেনারেলরা তা পরিপূর্ণরূপে রপ্ত করে নিয়েছিল।

রডারিক তার জেনারেলদেরকে বলল, 'ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করতে হবে। দুই-তিনটি দল মিলে এক সাথে আক্রমণ করবে। এর চেয়ে বেশি সৈন্য এক সাথে ভীড় করলে তোমাদের নিজেদের তীরেই তোমরা জখম হবে এবং তোমাদের নিজেদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ হয়ে মারা যাবে। তাছাড়া ভীড়ের মাঝে সিপাহীরা ঠিকমত তীর চালাতে এবং স্থান পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই প্রতিটি আক্রমণই হবে ছোট ছোট দলের মাধ্যমে এবং প্রতিটি আক্রমণের সময়ই নতুন ও উদ্যমী সৈন্য অংশ গ্রহণ করবে। দুশমনের সংখ্যা খুবই অল্প, তাদেরকে অনবরত যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে হবে, যেন তারা বিশ্রামের সুযোগ না পায়। এক দিনেই যুদ্ধ শেষ করা ঠিক হবে না। যুদ্ধ যতই প্রলম্বিত হবে দুশমন ততই আমাদের তলোয়ারের শিকারে পরিণত হবে। এক সময় তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য হবে।'

এদিকে তারিক বিন যিয়াদ তার কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বলছিলেন, 'কোথাও এক জায়গায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করবে না। আঘাত করেই সরে পড়বে। সরে পড়ার সময় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে, যেন তোমাদের পিছু নিয়ে দুশমনরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যে কোন ছলনাই হোক শত্রুবাহিনীকে পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে আসতে হবে। তখন তীরন্দাজ বাহিনীই তাদেরকে সামলাতে পারবে।'

তারিক বিন যিয়াদের প্লান ছিল গেরিলা যুদ্ধের। কারণ, এত বিপুল সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর সাথে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে এক জায়গায় স্থির থেকে সামনা-সামনি যুদ্ধ করে যাওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। কিন্তু গেরিলা যুদ্ধও কোন সহজ যুদ্ধ নয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞ কোন জেনারেলের পক্ষেই গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব।

রডারিক তার বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলে আন্দালুসিয়ার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারিক বিন যিয়াদ তিন-চারটি ছোট দলকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা এমনভাবে লড়াই করতে লাগল, যেন তারা পলায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ করতে করতে তারা সন্তর্পণে পিছু হটে এলো, যেন আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা কিছুই বুঝতে না পারে। মুসলিম বাহিনী একটা পাহাড়ের আড়ালে এসে ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে পাহাড়ের চূড়া হতে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর উপর বর্শা ও তীর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

এ সকল তীর-বর্শা থিয়োডুমিরের বাহিনী থেকে হাসিল হয়েছিল। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীকে বর্শা নিক্ষেপ করার বিশেষ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন।

যেসকল মুসলিম সৈন্য ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা কিছু দূর অগ্রসর হয়ে একত্রিত হয়ে গেল। আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা হঠাৎ তীর বৃষ্টির মুখে পড়ে দিশেহারা হয়ে যখন পলায়ন করতে লাগল তখন মুসলিম বাহিনী অতর্কিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আন্দালুসিয়ার বাহিনীর যে দলটি আক্রমণ করতে এসেছিল তারা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছুটোছুটি করতে লাগল। তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ল। ফলে তারা অসহায়ভাবে মুসলিম বাহিনীর হাতে মার খেতে লাগল।

সমরবিশারদ ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, মুসলিম সেনাপতির রণকৌশল নিঃসন্দেহে তাঁর যুদ্ধ-পারঙ্গমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই আন্দালুসিয়ার প্রতিটি সৈনিকের অন্তরে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল, তা-ই তাদের যুদ্ধের মনোবল একেবারে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সেদিন রডারিক আরও কয়েকটি দলের মাধ্যমে আক্রমণ পরিচালনা করাল। প্রত্যেক বাহিনীকে ভালোভাবে বলে দিল যে, মুসলিম বাহিনী যদি পিছু হটে তাহলে তোমরা তাদের পিছু নিবে না। কিন্তু তখন আর মুসলিম বাহিনীর পিছু হটার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের উপর আক্রমণ হওয়ার সাথে সাথে তারা দূর-দূরান্তের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। ফলে আন্দালুসিয়ার বাহিনী বাধ্য হয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এই সুযোগে মুসলিম বাহিনী আন্দালুসিয়ার বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে তাদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করল।

মুসলিম বাহিনী পিছু হটার কৌশলে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর উপর আক্রমণ করত। তারপর আচানক একত্রিত হয়ে তিন দিক থেকে ব্যূহ রচনা করে

আন্দালুসিয়ার বাহিনীকে ঘিরে ফেলত। মুসলিম বাহিনী ধীরে ধীরে তাদের ব্যূহ সংকুচিত করে আনত। ফলে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর জন্য তলোয়ার উঁচিয়ে আঘাত করারও সুযোগ থাকত না। এই সুযোগে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলত।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর দেখা গেল, গোটা রণাঙ্গণজোড়ে শুধু রডারিকের সৈন্যদের লাশ আর লাশ। নিয়ম অনুযায়ী সেদিনের মতো সকল সৈন্য নিজ নিজ ছাউনিতে চলে গেল। মাত্র একদিনের যুদ্ধে এত বিপুল পরিমাণ সৈন্যের প্রাণহানী দেখে রডারিক বাহিনীর অপরাপর সৈন্যদের অন্তরআত্মা কেঁপে উঠল। তারা সকলেই ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

***

রাতের অর্ধ প্রহর অতিবাহিত হয়েছে। রডারিকের বাহিনী গভীর ঘুমে অচেতন। কয়েকজন প্রহরী এদিক-সেদিক ঘুরা-ফেরা করছে। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে এক প্রহরীর মুখ চেপে ধরে সমূলে তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিল। আরও কয়েকজন প্রহরীর অবস্থাও এমনই হল। অল্প সময়ের মধ্যে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর এই দিকটা একেবারে প্রহরী মুক্ত হয়ে গেল। সাধারণ সৈন্যদের জন্য তাঁবুর কোন ব্যবস্থ ছিল না। খোলা আকাশের নিচে বিস্তৃত প্রান্তরজোড়ে যে যার মতো ঘুমিয়ে ছিল। প্রত্যেক সিপাহীর ঘোড়া তার নিকটেই বাঁধা ছিল।

প্রহরী নিহত হওয়ার পর ছয়টি ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে পৌছল। তারপর দ্রুত হাতে ঘোড়ার রশি কেটে দিয়ে খঞ্জর মেরে ঘোড়াগুলো জখম করে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রায় দেড়শ ঘোড়া তারা জখম করে ফেলল। আঘাত এত গভীর ছিল যে, ঘোড়াগুলো ভয়ঙ্কররূপে হ্রেষা ধ্বনি করতে করতে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল।

ছায়ামূর্তিগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে একেকটি ঘোড়াকে আঘাত করছিল, আর ঘোড়াগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চিৎকার করতে করতে এলোপাথারি ছুটতে লাগল। আহত ঘোড়ার চিৎকার শুনে সিপাহীরা জেগে উঠল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। সৈন্যরা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতে লাগল। এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যে, ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকা ও পলায়নরত অসংখ্য সৈন্য বেঘোরে মারা পড়ল।

বিস্তৃত প্রান্তরজোড়ে রডারিকের সৈন্যরা সারাদিনের যুদ্ধক্লান্ত দেহ নিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল। আঘাতপ্রাপ্ত ও লাগামহীন ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে কত সিপাহী যে মারা পড়ল, তার কোন হিসাব রইল না। ঘোড়াগুলোকে ধরাও সম্ভব ছিল না। যেই ছুটন্ত ঘোড়ার সামনে এসে পড়ত, তারই পরিণতি হত

অত্যন্ত করুণ। ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, আর অন্য ঘোড়ার পা তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে সামনে অগ্রসর হয়ে যেত।

এই চোরাগোপ্তা হামলায় যারা অংশ নিয়েছিল তারা ছিল জানবাজ কয়েকজন মুজাহিদ। তারা মিশন শেষ করে নিরাপদে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এলো। তারা যখন তাদের ক্যাম্পে এসে পৌঁছল তখনও রডারিকের সৈন্যদের শোরগোল শুনা যাচ্ছিল। তখনও আঘাতপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর এলোপাথারি ছুটোছুটি করার আওয়াজ পাওয়া যচ্ছিল। আঘাতপ্রাপ্ত এই ঘোড়াগুলো কোন সাধারণ ঘোড়া ছিল না। যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অসাধারণ ঘোড়া ছিল এগুলো। তাই ঘোড়াগুলোকে আয়ত্বে আনা সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। ঘোড়ার ছুটোছুটি আর আহত সৈন্যদের চিৎকারে রডারিকসহ বাহিনীর সকল সৈন্যই জেগে উঠল।

মশাল জালানো হল। একটা ঘোড়াকে খুব কষ্ট করে ধরা হল। ঘোড়ার পিঠ থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। রডারিক হতভম্ব হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে ভাবছিল, এতগুলো ঘোড়া জখম হল কি করে? আরও কয়েকটি ঘোড়া ধরে আনা হল। সবগুলোর শরীর থেকেই প্রবল বেগে রক্ত ঝরছিল।

'নিশ্চয় শত্রুবাহিনী রাতের অন্ধকারে এ কাজ করেছে।' রডারিক বলল। 'যারা পাহারায় ছিল তাদের সকলকে ঘোড়ার পিছে বেঁধে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। তারপর তাদের চামড়া ছিলে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।'

সাথে সাথে প্রহরীদেরকে খোঁজা শুরু হল। অনেকক্ষণ পর তাদের তিন জনের লাশ পাওয়া গেল।

***

রাত শেষ হয়ে যখন পূর্ব আকাশে দিনের আলো ফুটে উঠল তখন চোখে পড়ল, মাত্র এক রাতে আন্দালুসিয়ার বাহিনীর কী ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে। রাত্রি যাপনের জন্য আন্দালুসিয়ার বাহিনী ময়দানের যে স্থানটিতে অবস্থান করছিল সে স্থানটির চতুর্দিকে কেবল লাশ আর লাশ।

অন্যান্য সৈন্যরা দেখার আগেই লাশগুলো সরিয়ে না ফেলে রডারিক বড় ধরনের একটি ভুল করল। আগে থেকেই আন্দালুসিয়ার বাহিনীর মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছিল। সকাল হতেই বিপুল সংখ্যক সহযোদ্ধার মৃত দেহ দেখে অন্যান্য সৈন্যরা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। রডারিকের উচিৎ ছিল রাতের অন্ধকারেই লাশগুলো উঠিয়ে সমুদ্রে ফেলার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সে হয়তো এ কথা ভেবে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনী এক রাতে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য খতম করল কীভাবে? তার ধারণা ছিল, মাত্র কয়েকটি দল আক্রমণ করলেই এই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান পলায়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু প্রথম দিনের যুদ্ধেই তার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

রডারিক তার জেনারেলদেরকে ডেকে বলল, 'ময়দানে তোমাদের সৈন্যদের যে পরিমাণ লাশ দেখেছ এই পরিমাণ মুসলমানদের লাশ আজ আমি দেখতে চাই। তোমাদেরকে আজ অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে।'

'আজ আমরা বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করব।' একজন জেনারেল বলল।

'পাহাড়ের অভ্যন্তরে গিয়ে আমরা তাদেরকে খতম করব।' থিয়োডুমির বলল।

'তোমার মাথায় যদি সামান্য বুদ্ধি থাকত তাহলে তুমি তাদের হাতে মার খেয়ে পলায়ন করতে না।' রডারিক বলল। 'তুমি যদি সৈন্য নিয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি তো মারা পরবেই, তোমার একজন সিপাহীও জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না।'

তারপর সে অন্য জেনারেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি বলছ, বিপুল পরিমাণ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবে। তুমি কি কালকের যুদ্ধ দেখনি? তারা প্রথমে তোমাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। তারপর তোমাদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে ব্যূহ রচনা করে সবাইকে খতম করেছে। তুমি কি জান না, যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সামনে জটলা সৃষ্টি করা ক্ষতিকর?' আজ বরং স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবে। একজন মুকাবেলা করবে একজনের। নিজেদের মাঝে এতটুকু দূরত্ব রাখবে, যেন অনায়েসে তলোয়ার চালান যায়। আজকের হামলায় অর্ধেক অশ্বারোহী, আর অর্ধেক পদাতিক থাকবে।'

এদিকে তারিক বিন যিয়াদ কয়েকজন পদাতিক সৈন্য নিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রথমে আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন না, বরং দুশমনের যুদ্ধ-কৌশল বুঝার জন্য প্রথমে তাদেরকে আক্রমণের সুযোগ দিতে চাচ্ছিলেন।

রডারিকের পরিকল্পনা মুতাবেক তার ফৌজ গতকালের মতো দ্রুত বেগে সম্মুখে অগ্রসর হল না, বরং তারা স্বাভাবিক গতিতে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তারা তিনটি সারিতে সারিবদ্ধ ছিল। প্রথম সারিতে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। তারা মুসলিম বাহিনীকে দেখামাত্র দ্রুত বেগে ধেয়ে আসল। মুসলিম সৈন্যগণ পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। তারা সকলেই ছিল পদাতিক। তাদের মাঝে একজন অশ্বারোহীও দেখা যাচ্ছিল না।

মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হতে যুদ্ধের নাকারা বেজে উঠল। আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহীরা পূর্ব হতেই বর্শা প্রস্তুত করে রেখেছিল। তারা সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীর-বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী পাল্টা আক্রমণ না করে আন্দালুসিয়ার বাহিনীকে অবাক করে দিয়ে মাটির উপর বসে পড়ল। ক্ষিপ্রবেগে ছুটে আসা ঘোড়া মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনীকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেল। তারা সাথে সাথে ঘোড়া থামাতে ব্যর্থ হল। পরে যখন তারা ঘোড়া

থামিয়ে পিছনে ফিরে আসছিল ততক্ষণে মুসলিম বাহিনী আন্দালুসিয়ার পদাতিক বাহিনীর নিকট পৌঁছে পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

এ অবস্থায় আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহী বাহিনী একেবারে কিংকর্তব্যবিমোঢ় হয়ে পড়ল। কারণ, তারা যদি মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাহলে তাদের পদাতিক সৈন্যও আক্রমণের শিকার হয়ে পড়বে। আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহী বাহিনী যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ভাবছিল, কী করা যায়—এমন সময় পিছন দিক হতে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। এই আক্রমণ আন্দালুসিয়ার বাহিনীর কাছে অকল্পনীয় ছিল। তারা কোন কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

আন্দালুসিয়ার বাহিনী যখন তাদের অশ্বারোহীদের করুন অবস্থা দেখল তখন তাদের সাহায্যার্থে আরেক দল অশ্বারোহী মুসলিম অশ্বারোহীদেরকে প্রতিহত করার জন্য সামনে অগ্রসর হল। কিন্তু তারা পৌঁছার পূর্বেই মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যে পাহাড়, আর টিলা হতে বের হয়ে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

আন্দালুসিয়ার যে অশ্বারোহী বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়েছিল—পিছন থেকে তাদেরকে বারবার এই বলে সতর্ক করা হল, 'খবরদার, পাহাড়ের ভিতর যেও না। ফিরে এসো।'

অগত্যা আন্দালুসিয়ার দ্বিতীয় অশ্বারোহী দলটিও যখন ফিরে আসতে লাগল তখন মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর আরেকটি দল পিছন হতে আক্রমণ করে তাদেরকে খতম করতে লাগল। মুসলিম বাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করেই দ্রুত পালিয়ে যেত।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, উভয় পক্ষের সৈন্যরাই সমানতালে বীরত্ব প্রদর্শন করছিল, কিন্তু মুসলমানদের মাঝে যে স্পৃহা ছিল আন্দালুসিয়দের মাঝে তা ছিল না। মুসলিম বাহিনী ছিল বার্বার সম্প্রদায়ের লোক। বার্বার জাতি-গোষ্ঠির জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হল একটি সাধারণ বিষয়। অধিকন্তু তারা ছিল যুদ্ধপারদর্শী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি বাহিনী। রণাঙ্গনে তাদের নিষ্ঠুর হত্যা-যজ্ঞের কথা ছিল খুবই মশহুর। ইসলাম গ্রহণের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, ফলে তাদের যুদ্ধ-স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

যাহোক, আন্দালুসিয়ার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সামনে টিকতে পারল না। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহী বাহিনীকে অতর্কিত হামলা করে নাজেহাল করে তুলল। আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' পূর্ণরূপে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। একেকজন

মুসলিম যোদ্ধা কয়েকজন আন্দালুসিয় সৈন্যকে হত্যা করে অকুতোভয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আন্দালুসিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যদেরকেও তারা সমানতালে হত্যা করছিল। অনেক সৈন্যকে তারা ঘোড়াসহ জীবন্ত পাকড়াও করল।

মুসলিম বাহিনীর মুহুর্মুহু তাকবীর-ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর পরই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছিল। যুদ্ধের ময়দানে বার্বার সৈন্যরা এক ধরনের বিশেষ দামামা বাজাতে অভ্যস্ত ছিল। সেই দামামার বিকট আওয়াজ শত্রুবাহিনীর অন্তরে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে দিত।

রডারিকের সৈন্যদের মাঝে পূর্ব হতেই আতঙ্ক বিরাজ করছিল। ফলে যুদ্ধের ময়দানে এসে শত্রুপক্ষের দুর্দমনীয় আক্রমণ দেখে তাদের যুদ্ধ-স্পৃহা একেবারেই খতম হয়ে গেল। তাদের অনেকেই হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে লাগল।

***

রডারিকের নির্দেশে রাতের বেলা ক্যাম্পের চতুর্দিকে পাহারা জোরদার করা হল। তারপরও জানবাজ কয়েকজন মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌঁছে কমান্ডো আক্রমণের মাধ্যমে বেশ কিছু সৈন্যকে হত্যা করে এবং অসংখ্য ঘোড়া জখম করে নিমিষেই অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

সকালে রডারিক অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, 'আজ আমি এই দস্যুবাহিনীর উপর শেষ আঘাত হানব। আজকের লড়াই হবে শেষ লড়াই। আজ আমি নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেব।'

রডারিক এক গোথ জেনারেলকে লক্ষ্য করে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোন গোথ সিপাহীকে আমি সম্মুখ যুদ্ধে পাঠাইনি। তুমি তোমার গোথ সিপাহীদেরকে প্রস্তুত হতে বলে দাও। গোথ সিপাহীরাই এখন আমার একমাত্র ভরসা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র তোমরাই বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে। আমার সম্প্রদায়ের সিপাহীরা আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছে।'

এই সেই জেনারেল, যাকে মেরিনা নিজের পক্ষে আনতে চেষ্টা করেছিল। মেরিনা তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল যে, যখন পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হবে তখন সে যেন গোথ বাহিনীকে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিশে যায়। কিন্তু এই জেনারেল মেরিনার কথায় রাজি হয়নি। অবশেষে মেরিনা একটি সুন্দরী মেয়ের লোভ দেখিয়ে তাকে বাগে আনতে চেষ্টা করেছিল। মেরিনা তাকে বলেছিল,

'এই মেয়েকে আমি রডারিকের জন্য এনেছি। যুদ্ধের দিনগুলোতে সে রডারিকের মনোরঞ্জনের জন্য রডারিকের সাথে থাকবে। তুমি যদি আমার কথায়

রাজি হও তাহলে এই মেয়ে সুযোগ করে তোমারও মনোরঞ্জন করবে। চিন্তা করে দেখ, এমন সুযোগ বারবার আসবে না।'

মেরিনা চাচ্ছিল, জেনারেল যদি রাজি হয় তাহলে যুদ্ধ চলাকালীন সময় অন্তরঙ্গ কোন এক মুহূর্তে মেয়েটি জেনারেলকে এক ধরনের নেশাকর পানীয় পান করাবে। সেই নেশার প্রভাবে মেয়েটি তাকে যা বলবে, সে তাই করতে বাধ্য হবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রডারিকের নির্দেশে মেয়েটিকে জাদুকর বোসজনের হাতে তুলে দিতে হল। ফলে মেরিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হল না। ইহুদি জাদুকর বোসজন সেই মেয়েটিকে জবাই করার জন্য নিয়ে গেল।

আজ যুদ্ধের তৃতীয় দিন। গোয়াডিলেট নদীর তীরে গোথ সিপাহীরা মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হল। তাদের পিছনে ছিল অন্য সম্প্রদায়ের সৈন্যবাহিনী। রডারিক তাদের মাধ্যখানে অবস্থান করছিল। সে তার সফেদ ঘোড়া উরলিয়ার উপর বসেছিল। তার মাথার উপর ছিল আন্দালুসিয়ার পতাকা, আর চতুরপার্শ্বে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনী।

তারিক বিন যিয়াদ রডারিকের পতাকা দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ দিকে চলে এলেন। তারিক বিন যিয়াদের পিছনে তাঁর রক্ষী বাহিনী এগিয়ে এলে তিনি তাদেরকে পিছনে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মুগীছ আর-রূমীকে কাছে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বললেন।

মুগীছ আর-রূমী আন্দালুসিয়ার ভাষা বুঝতেন। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমরা আন্দালুসিয়ার শাহানশাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমাদের সিপাহ্সালার তারিক বিন যিয়াদ বলছেন, বাদশাহ রডারিক যদি যুদ্ধের জন্য এসে থাকেন তাহলে তিনি যেন আমাদের মতো রক্ষিবাহিনী ছাড়া একাকী সামনে আসেন।'

'আমার মতো কোন বাদশাহ্ যদি তোমাদের মাঝে থাকত তাহলে আমি তোমাদের সামনে যেতাম।' অপর দিক থেকে রডারিক ঘোষণা করাল। 'একজন দস্যুসরদারের সামনে যাওয়া আমার মতো বাদশাহর জন্য শোভা পায় না। তোমাদের উচিৎ ছিল তোমাদের বাদশাহকে সাথে নিয়ে আসা।'

'আমরা তোমাকে অচিরেই আমাদের বাদশাহর নিকট পৌঁছে দেব।' তারিক বিন যিয়াদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল। 'আমাদের বাদশাহ্ হলেন আল্লাহ। আমরা কোন মানুষকে বাদশাহ বানাই না। "আমাদের সকলের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ্" এই পয়গাম পৌঁছানোর জন্য এবং তোমাদের বাদশাহী চিরতরে খতম করার জন্যই আমরা এসেছি।'

'সামনে অগ্রসর হও।' গোথ জেনারেলের নাম নিয়ে রডারিক হুঙ্কার ছেড়ে বলল। 'এই বর্বর জংলিদের মুখ বন্ধ করে দাও।'

'গোথ সিপাহীরা, ঝাঁপিয়ে পড়। শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস করে দাও।' গোথ জেনারেল চিৎকার করে নির্দেশ দিয়ে সে নিজেও প্রবল বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

এমন সময় এক অশ্বারোহী গোথ সৈন্য পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জেনারেলের পিঠ লক্ষ্য করে সজোরে বর্শার আঘাত হানল। তারপর টেনে বর্শা বের করে পুনরায় আঘাত করল। জেনারেল ঘোড়া হতে পড়ে সাথে সাথে মারা গেল।

গোথ সৈন্যরা তলোয়ার কোষাবদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল। তাদের মাঝে পদাতিক ও অশ্বারোহী বিপুল সংখ্যক সৈন্য ছিল। তারা হৈ-হট্টগোল করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদ তো পূর্বে থেকেই জানতেন যে, গোথ ও ইহুদিরা তাদের সাথে মিলে যাবে। কিন্তু তারিকের সৈন্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তারা ভাবছিল, এটা আবার কেমন হামলা! হামলাকারী তলোয়ার কোষাবদ্ধ করে রেখেছে।

'তাদেরকে স্বাগত জানাও।' তারিক বিন যিয়াদ ঘোষণা করালেন। 'এখন থেকে তারা তোমাদের দোস্ত, তোমাদের সহযোদ্ধা।'

'এটা হচ্ছে কি?' রডারিক হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। 'এরা যাচ্ছে কোথায়? এরা তো দেখছি, নিজেদের জেনারেলকে হত্যা করে ফেলল?'

তার এসব প্রশ্নের জওয়াব দেওয়ার কেউ ছিল না। এটা ছিল মেরিনা ও আউপাসের গোপন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন।

কত সংখ্যক গোথ সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, বিশ হাজার। কেউ বলেছেন, পঁচিশ হাজার। আবার কেউ বলেছেন, পনের-বিশ হাজারের মাঝামাঝি হবে।

রডারিকের প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারছিল না। মুসলিম বাহিনীর দিক থেকে এক গোথ সৈন্য সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চস্বরে বলল,

'আমরা আমাদের বাদশাহ অর্টিজার প্রতিশোধ নেব। আন্দালুসিয়ায় বাদশাহী করার অধিকার একমাত্র গোথ সম্প্রদয়েরই আছে। রডারিক! তুমি গোথদের রাজত্ব খতম করে নিজে ক্ষমতার মসনদে বসেছিলে। এবার দেখতে পাবে, আমরা আমাদের অধিকার কীভাবে আদায় করি।'

***

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রণাঙ্গনের চেহারাই পাল্টে গেল। আগের দুই দিন রডারিক তার সৈন্যদের মাধ্যমে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি আক্রমণই চরম ব্যর্থতার রূপ নিয়েছিল। আজ যখন এক সাথে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বিশ হাজার বৃদ্ধি পেল তখন গোটা আন্দালুসিয় বাহিনীর মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেল

বিশ হাজারের মতো যে বিপুলসংখ্যক সৈন্য মুসলিম বাহিনীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তারা কোন মামুলি সিপাহী ছিল না। তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সিপাহী ছিল। তাদের সকলের অন্তরেই প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে যে সকল গোথ ও ইহুদি সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, মুসলিম বাহিনী তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করল। ফলে মুসলিম, গোথ ও ইহুদি সৈন্যদের সম্মিলিত বাহিনী এক অপ্রতিরুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হল।

সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তারিক বিন যিয়াদ যুদ্ধ পলিসি পরিবর্তন করলেন এবং গোথদের মধ্য থেকেই একজনকে তাদের জেনারেল নিযুক্ত করলেন। তাদের পূর্বের জেনারেল গোথ সৈন্যের হাতে নিহিত হয়েছিল।

'কে বলতে পারবে, আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হবে না?' তারিক বিন যিয়াদ তার সালারদেরকে সম্বোধন করে বললেন। 'আল্লাহর সাহায্য যখন আসে তখন তার বান্দার সকল সমস্যাই দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর মাহবুবের সুসংবাদ পূর্ণ করবেন। এখন আমার সামনে সেই সুসংবাদ চিরসত্যের রূপ ধারণ করেছে। তোমরা তোমাদের অধীনস্থ সকল সিপাহীকে বলে দাও, তারা যেন আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়, আর সর্বদা অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।'

রণাঙ্গনের অপর দিকের চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন। গোয়াডিলেট নদীর তীরে এক জাঁকজমকপূর্ণ তাঁবুতে রাগে-দুঃখে বাদশাহ রডারিক ছটফট করছিল। কখনও সে কুরসীর উপর বসছিল, কখনও আবার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁবুর মাঝে পায়চারী করছিল। কখনও রাগে-গোসায় টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করছিল। আবার কখনও এক হাত দ্বারা অন্য হাতে আঘাত করছিল।

সেই তাঁবুর বাইরে দু'জন জেনারেল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে একজন বয়স্ক জেনারেল—রডারিক যাকে অত্যন্ত সম্মান করত—কামরায় প্রবেশ করে বলল :

'বাদশাহ নামদার! আপনি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। গোথ সিপাহীরা ধোঁকা দিয়েছে তাতে কী এমন অসুবিধা হয়েছে? আমরা সেসকল বিশ্বাসঘাতক গোথদের বংশ ধ্বংস করে দেব।'

'আমাদের বংশই তো ধ্বংস হচ্ছে।' রডারিক সজোরে মাটিতে পদাঘাত করে গর্জে উঠে বলল। 'যা বলছ, যদি তোমরা তা করতে পারতে তাহলে প্রথমদিনই এ লড়াই শেষ হয়ে যেত। তোমরা দুশমনের কী ক্ষতি করতে পেরেছ? সংখ্যার বিচারে আমাদের সামনে তাদের দৃষ্টান্ত হলে, মানুষের পায়ের নিচে পিপড়ার ন্যায়। কিন্তু এই পিপড়াই এখন আমাদের অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দুশমন কমজোর হওয়ার পরিবর্তে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। আমার সামনে থেকে চলে যাও।'

জেনারেল চলে না গিয়ে বরং পানপাত্রে শরাব ঢেলে রডারিকের সামনে পেশ করে বলল, 'আমরা শাহানশাকে এ অবস্থায় দেখতে চাই না। এই নিন; পান করে নিজেকে একটু সামলে নিন।

রডারিক জেনারেলের হাত থেকে পানপাত্র নিয়ে সজোরে তা ছুড়ে ফেলে দিল। পানপাত্র শক্ত মেজের সাথে লেগে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

'তোমরা চাও, শরাবের নেশায় যেন আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।' রডারিক বলল। 'তোমরা চাও, আমি যেন এই কঠিন বাস্তবতাকে ভুলে যাই।'

জেনারেল রডারিকের তাঁবু থেকে বের হয়ে মেয়েদের তাঁবুর দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর জেনারেল যখন ফিরে এলো তখন তার সাথে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল। রডারিক মেয়েটিকে খুবই পছন্দ করত। জেনারেল মেয়েটির সাথে কি যেন বলল। তাঁবুর নিকটবর্তী হয়ে সে মেয়েটিকে তাঁবুতে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। রডারিক তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁবু থেকে বের করে দিল। তাল সামলাতে না পেরে মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর উঠে ধীরে ধীরে মেয়েদের কামরার দিকে চলে গেল।

***

রডারিক চিৎকার করে বৃদ্ধ জেনারেলকে ডাকল। জেনারেল হন্তদন্ত হয়ে রডারিকের তাঁবুতে এসে উপস্থিত হল। রডারিককে কিছুটা শান্ত মনে হচ্ছিল।

'মনে হয়, সেই ইহুদি জাদুকর ব্যর্থ হয়ে গেছে।' রডারিক হতাশার সুরে বৃদ্ধ জেনারেলকে লক্ষ্য করে বলল। 'সেই জাদুকর আমাকে বলেছিল, একটি অল্প বয়স্কা কুমারী মেয়েকে বলি দিলে আমি অশুভ শক্তির মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব। আমি তাকে একটি কুমারী মেয়ে দিয়েছিলাম। সে হয়তো তাকে বলি দিয়েছে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেই ইহুদি আমাকে ধোঁকা দেয়নি তো?'

'আমি এখনই একজন দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহী টলেডো পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ নিয়ে ফিয়ে আসবে।' বৃদ্ধ জেনারেল বলল।

'সে কবে পৌছবে, আর কবেইবা ফিরে আসবে?' পরাজিত সৈনিকের মতো হতাশার সুরে রডারিক বলল। 'আসলে হিরাক্লিয়াসের দুর্গ খোলা আমার ঠিক হয়নি। দুর্গের রক্ষক সেই পাদ্রি দু'জন আমাকে বাধা দিয়েছিল। তুমি আমার সাথে ছিলে, তুমিও আমাকে নিষেধ করেছিলে।

'শাহানশা! অন্তর থেকে এই দুশ্চিন্তা এখন বের করে দিন।' বৃদ্ধ জেনারেল বলল।

'কীভাবে আমি আমার অন্তর থেকে এই দুশ্চিন্তা বের করে দেব।' রডারিক ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল। 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, দুর্গে আমরা যুদ্ধের যে দৃশ্য দেখেছিলাম, সে দৃশ্য আমরা এখানে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানদের সেই রণহুঙ্কার শুনতে পাচ্ছি। প্রতিদিন আমার বাহিনী মার খেয়ে পিছু হটে আসছে। দুর্গের সেই ছায়াচিত্রে আমি নিজেকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমি দেখেছিলাম, আমার ঘোড়া আমাকে ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। আর যে মেয়েটিকে আমি পাম্পালুনায় হত্যা করেছিলাম, তাকে আবারও স্বপ্নে দেখতে পাচ্ছি।'

ঐতিহাসিক লেনপোল তৎকালীন আন্দালুসিয়ার তিনজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছেন, 'রহস্যময় দুর্গ, আর সেই কিশোরী মেয়ে' রডারিকের মন-মস্তিষ্কের উপর প্রেতাত্মার ন্যায় ঝেঁকে বসেছিল। যে ইহুদি জাদুকর রডারিককে এই প্রেতাত্মার হাত থেকে মুক্তি দেবে বলে কথা দিয়েছিল, সে জাদুকর মেরিনার হাতে নিহত হয়েছে। তারপর বিশ-পঁচিশ হাজার সিপাহীর বিশাল বাহিনী কেবলমাত্র রডারিকের পক্ষই ত্যাগ করেনি, বরং তার বিরুদ্ধে দস্তুরমতো লড়াই করছে। তারপরও রডারিকের নিকট যে পরিমাণ সৈন্য ছিল, তার সংখ্যাও মুসলিম বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তার বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। রণাঙ্গনের কর্তৃত্ব পুরোদমে তারিক বিন যিয়াদের হাতে চলে এসেছিল। তারিক কোন দুশ্চিন্তা বা প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাবের শিকার ছিলেন না। তাঁর মনে কোন পাপের অনুশোচনা ছিল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মনোবলকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে পাপের অনুশোচনা রডারিককে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে ভাবছিল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

***

গোয়াডিলেট নদীর তীরে যুদ্ধের অষ্টম দিনের সূর্য উদিত হল। রডারিক তার সকল সৈন্যকে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে ময়দানে দাঁড় করাল। সে তার সফেদ ঘোড়া উরলিয়ার উপর বসাছিল। সে ঘোড়ায় চড়ে সারিবদ্ধ সৈন্যদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে ঘোষণা করতে লাগল,

'আজকের যুদ্ধেই চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে। আজ তোমরা যদি দুশমনকে পরাজিত করতে পার তাহলে এত বিপুল পরিমাণ পুরস্কার তোমাদেরকে দেব যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও শাহানশা রডারিককে স্মরণ করবে।'

ওদিকে তারিক বিন যিয়াদ গোথ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন :

'হে গোথ সম্প্রদায়, তোমরা যদি আজ পরাজিত হও তাহলে আন্দালুসিয়া হতে তোমাদের বংশ নির্মূল করা হবে। তোমাদের স্ত্রী-কন্যা ও ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে রডারিক জীবন্ত কবর দেবে।

হে আমার বার্বার সম্প্রদায়! তোমরা কি কখনও কারো কাছে পরাজিত হয়েছ? আজ যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে কোথায় যাবে? তোমরা এই প্রথম অন্য একটি দেশে আক্রমণ করতে এসেছ। আরব মুসলমানরা কয়েকটি রাজ্যকে ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তোমরা কি এটা পছন্দ করবে যে, তোমাদের আরব ভাইরা বলবে, বার্বাররা অন্য দেশে গিয়ে যুদ্ধ করার যোগ্য ছিল না?'

'না, তারিক! কক্ষণও না!' বার্বার মুজাহিদগণ সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল। 'আমরা তোমার সাথে আছি, তোমার সাথেই থাকব।'

'আক্রমণকারীদের রণহুঙ্কারে ভয় পেয়ো না।' রডারিক তার বাহিনীকে বলল। 'এরা কোন বাদশাহর ফৌজ নয়, এরা ডাকাত; এরা লুটেরা।'

'হে আমার মুসলিম ভায়েরা!' তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীর মাঝে বিজয়ের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বললেন। 'বিজয় তোমাদেরই হবে। তোমরা দুশমনের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করতে পেরেছ। আর এটা ভুলে যেয়ো না যে, হাজার হাজার গোথ সৈন্য তাদের জালিম বাদশাহর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হল, কোন জনবসতির উপর যদি জুলুম-নির্যাতন করা হয় এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেউ না থাকে তাহলে তোমরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাও। তোমরা তোমাদের এই গোথ বংশীয় ভাইদেরকে জালিম বাদশাহর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দাও।'

'আমরা জীবনবাজি রেখে তাদের জন্য যুদ্ধ করব, আমরা তাদের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে দেব।' বার্বার সিপাহীরা এক সাথে চিৎকার করে বলে উঠল।

***

রডারিক হামলা করার নির্দেশ দেওয়ামাত্র তার অশ্বারোহী সৈন্যরা উন্মাদের ন্যায় ছুটে এলো। তারিক বিন যিয়াদ তার অশ্বারোহী বাহিনীকে সামনের কাতারে রেখেছিলেন। যখন দুশমনের অশ্বারোহী দল কাছাকাছি চলে এলো তখন হঠাৎ করে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী সামনে চল এলো। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে আন্দালুসিয়দের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগল।

বার্বার সৈন্যদের ধনুক ছিল খুবই মজবুত। এসব ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত তীর খুবই দ্রুত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানত। এসব ধনুকের মাধ্যমে দূরপাল্লার লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানা সম্ভব ছিল।

তীরের আঘাতে বেশ কয়েকজন আন্দালুসিয় অশ্বারোহী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু তাদের ঘোড়া সমান গতিতে সামনের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। ঘোড়ার গতি একটুও কমল না। তারা যখন একেবারে কাছে চলে এলো তখন তীরন্দাজ বাহিনী দ্রুতগতিতে অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে চলে গেল।

মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী পূর্ব হতেই তৈরী ছিল। উভয় বাহিনী প্রচণ্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হল। উভয় বাহিনী যখন পুরোদমে যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক তখনই তারিকের ইশারায় গোথ সৈন্যদল অতর্কিতে আন্দালুসিয়দের উপর হামলা করে বসল।

রডারিক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিল। গোথ সৈন্যদল আক্রমণ করার সাথে সাথে সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। সে পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিল।

তারিক বিন যিয়াদ এবার তাঁর বিশেষ রণ-কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন। তিনি গোথ সৈন্যদেরকে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে বললেন, আর মুসলিম বাহিনীকে ডানে-বামে পাঠিয়ে দিলেন। একদিকে গেলেন মুগীস আর-রুমী, আর অপরদিকে গেলেন আবু জারু'আ তুরাইফ। তারা বহুদূর ঘুরে পূর্ব থেকে নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে পৌছলেন।

রডারিক পূর্ণোদ্যমে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। রডারিক বাহিনীর পিছনে ছিল গোয়াডিলেট নদী। রডারিকের চতুপার্শ্বে যে বাহিনী ছিল মুগীস আর-রুমী ও আবু জারু'আ তুরাইফ সে বাহিনীর উপর বীর বীক্রমে আক্রমণ করে বসলেন। তাঁরা এতটাই আচমকা হামলা করে বসলেন যে, আন্দালুসিয় সৈন্যরা পুরোপুরি ঘাবড়ে গেল। রডারিক নিজেও বুঝে উঠতে পারল না যে, কি হতে যাচ্ছে।

রডারিকের বাহিনী নিজেদেরকে সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করার পরিবর্তে ভীত-সন্ত্রস্ত মেষ পালের ন্যায় একজন আরেকজনের সাথে হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল। যারা অস্ত্র সমর্পণ করল তারাই কেবল মুজাহিদদের হাত থেকে রেহাই পেল।

উভয় সালার ডান ও বাম দিকের বাহিনীকে পরাজিত করে রডারিকের মূল বাহিনীর পিছন দিকে আক্রমণ করে বসল। গোথ সৈন্যরা এই বাহিনীর সাথেই সামনাসামনি লড়ায়ে লিপ্ত ছিল। পিছন দিকের এমন অতর্কিত হামলার জন্য রডারিক বাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। ফলে অসংখ্য আন্দালুসিয় সৈন্য বেঘোরে জীবন হারাল। যারা আত্মসমর্পণ করল তারাই শুধু বাঁচতে পারল।

সমর বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মতে গোয়াডিলেটের যুদ্ধ বিশ্বের বড় বড় যুদ্ধসমূহের মাঝে একটি অন্যতম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যেমন বীরত্ব প্রদর্শিত হয়েছে তেমনিভাবে মুসলমানদের পক্ষ হতে এমনসব রণ-কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে, যা খুব কম যুদ্ধেই পরিলক্ষিত হয়।

ভয়ঙ্কর এই যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে কাউকে যেন তালাশ করে ফিরছিল। গৌরবর্ণের সে যুবক যুদ্ধ করছিল না। কাকে যেন খুঁজতে খুঁজতে সে গোয়াডিলেট নদীর তীরে এসে পৌছল। তারপর প্রমোদবালাদের কামরায়ও গেল, কিন্তু মনে হচ্ছিল, সে যাকে খোঁজ করছিল তাকে পাচ্ছিল না।

এই যুবকই হল হেনরি, যে ফ্লোরিডার কাছে ওয়াদা করে এসেছিল যে, রডারিকের মস্তক কেটে এনে ফ্লোরিডার পদতলে রাখবে। হেনরি হন্তদন্ত হয়ে রডারিককে তালাশ করছিল।

রডারিকের ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছিল না। অনেক্ষণ হয় সেই ঝাণ্ডা ভূপাতিত হয়েছে। আন্দালুসিয় সৈন্যদের হতোদ্যম হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হল, তাদের শাহীঝাণ্ডা ভূপাতিত হয়ে গিয়েছিল। যার অর্থ হল, বাদশাহ হয়তো নিহত হয়েছে, নয়তো গ্রেফতার হয়েছে।

হেনরি নদীর তীরে রডারিকের সাদা ঘোড়া দেখতে পেল, কিন্তু রডারিককে দেখতে পেল না। ঘোড়ার কাছেই একটি তলোয়ার পড়েছিল। তলোয়ারের হাতলে বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত ছিল। এটা যে রডারিকের তলোয়ার তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় হল, রডারিকের জুতাও তলোয়ারের কাছে পড়েছিল।

হেনরি প্রমোদবালাদের তাঁবুতে প্রবেশ করল। সেখানে রডারিকের লালসার শিকার মেয়েরা জড়সড় হয়ে বসেছিল। হেনরি তাদেরকে ধমক দিয়ে রডারিকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তারা সকলেই জবাব দিল, তারা কেউ রডারিকের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

হেনরি দ্রুত তাঁবু থেকে বের হয়ে রডারিকের তলোয়ার ও জুতা উঠিয়ে তার ঘোড়ায় আরোহণ করল। তারপর দ্রুত বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে লাগল, 'রডারিক নিহত হয়েছে, রডারিক নিহত হয়েছে।'

ঘোষণা করতে করতে হেনরি তারিক বিন যিয়াদের নিকট পৌঁছে বর্ণনা করল, কীভাবে রডারিকের ঘোড়া, তলোয়ার ও জুতা তার হস্তগত হয়েছে।

হেনরির ঘোষণার সাথে সাথে আট দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। লেনপোল লেখেন, 'এই আট দিনের যুদ্ধই মুসলমানদেরকে আন্দালুসিয়ার উপর আটশত বছর রাজত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। এরপরও মুসলমানদেরকে আরও কয়েকটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু চূড়ান্ত যুদ্ধ হিসেবে 'গোয়াডিলেটের যুদ্ধ'ই ইতিহাসে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

সকল ঐতিহাসিকই একমত হয়ে লেখেছেন যে, এই ঘটনার পর রডারিকের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তার সফেদ ঘোড়া, মণি-মুক্তা খচিত তলোয়ার, আর জুতা গোয়ডিলেট নদীর তীরে পড়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন, সে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সে পলানোর উদ্দেশ্যে নদী পাড়ি দিচ্ছিল, কিন্তু নদীর উত্তাল তরঙ্গরাশী তাকে অপর পাড়ে পৌঁছতে দেয়নি।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আন্দালুসিয়ার খ্রিস্টানদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় এ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল যে, রডারিক নিহত হয়নি; বরং সে অতিসত্ত্বর ভিন্ন রূপে খ্রিস্টবাদের প্রচারক ও রক্ষক হিসেবে ফিরে আসবে। এ বিশ্বাস দীর্ঘদিন যাবৎ আন্দালুসিয়ার অধিবাসীদের মাঝে বদ্ধমূল ছিল।

সে সময়ে রচিত যেসকল ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জি পাওয়া যায় এবং যার অধিকাংশই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা থেকে আরেকটি নতুন বিষয় প্রতীয়মান হয়। তা হল, রডারিক নদীতে ডুবে মারা যায়নি; বরং সে নদী পার হয়ে একটি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই দ্বীপে বিষাক্ত সাপের আধিক্য ছিল। প্রতিদিন একটি করে বিষাক্ত সাপ রডারিককে দংশন করত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রডারিক মৃত্যুবরণ করত না। আল্লাহ্ তাআলা রডারিককে তার পাপের শাস্তি স্বরূপ সুদীর্ঘ জীবন দিয়েছিলেন। প্রতিদিনই সাপ তাকে দংশন করত। অবশেষে সে যেদিন মারা যায়, সেদিন তার মৃত দেহ সাপের খাদ্যে পরিণত হয়। যেসকল ঐতিহাসিক এই তত্ত্ব লেখেছেন, তাদের সকলেই হলেন খ্রিস্টান।

এই যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার আন্দালুসিয় সৈন্য নিহত হয়। এই বিপুল পরিমাণ সৈন্যের মাঝে নামকরা জেনারেল এবং আন্দালুসিয়ার ধনী ও বনেদি বংশের লোকেরাও ছিল। ত্রিশ হাজার সিপাহী এবং ছোট-বড় অসংখ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণে পাওয়া যায় যে, রডারিকের সৈন্যরা মুসলমানদেরকে বন্দী করে বেঁধে আনার জন্য বড় বড় রশি নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস এই যে, মুসলিম বাহিনী সেই রশি দ্বারাই রডারিকের ত্রিশ হাজার সৈন্যকে বেঁধে তাদেরকে সাথে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়।

[পাঁচ]

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রডারিকের পরাজিত সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছোটাছুটি করছে। আহত সৈন্যদের মর্মভেদি চিৎকার আর চেঁচামেচিতে গোটা রণাঙ্গনে কেয়ামতের বিভীষিকা বিরাজ করছে। 'লাকা' পর্বতের পাদদেশ থেকে গোয়াডিলেট নদীর তীর পর্যন্ত বিশাল-বিস্তৃত জায়গাজোড়ে শুধু লাশ আর লাশ। নিহিত সৈন্যদের শরীর থেকে প্রবাহিত রক্ত আর রণাঙ্গনের মাটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আহত সৈন্যদের অনেকেই উঠতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। অনেকে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করছিল। সবচেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল সে সকল সৈন্য, যাদের শরীরে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। ছুটন্ত ঘোড়া আর পদাতিক বাহিনীর পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধুলা খণ্ড খণ্ড মেঘমালার ন্যায় আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর দিকে উড়ে যাচ্ছিল।

ঐতিহাসিক স্ট্যাফিজ লেখেন : 'বড় আশ্চর্যের বিষয় হল, মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ অবাক হয়ে রডারিকের পরাজয়ের শেষ দৃশ্যাবলী দেখছিলেন। আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময় এই যে, মাত্র বার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে কীভাবে এমন করে ধ্বংস করে দিল?'

রডারিকের অশুভ আত্মা যখন রক্ত ও মাটির মাঝে গড়াগড়ি খাচ্ছিল তখন তারিক বিন যিয়াদ ঘোড়া ছুটিয়ে এক উঁচু পাহাড়ের উপর এসে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে তিনি রণাঙ্গনের পূর্ণ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর জানবাজ মুজাহিদ সাথীরা শহীদ ও আহত মুজাহিদগণকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রণাঙ্গন থেকে উঠিয়ে আনছে। আর কয়েকজন মুজাহিদ আন্দালুসিয় সৈন্যদেরকে গ্রেফতার করছে। আন্দালুসিয় সৈন্যরা ঝোঁপঝাড়ে, গাছের আড়ালে এবং লাশের নিচে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করছে। তারা হয়তো এই আশঙ্কা করছে যে, মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে।

তাদের নিজ হাতে বানানো নৌকার পুলের কোন ক্ষতি হয়নি। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেই পুল পার হয়ে পালাতে চেষ্টা করল। সকলেই ধাক্কাধাক্কি করে সামনে অগ্রসর হল। ধাক্কাধাক্কির কারণে কয়েকজন পুল থেকে পানিতে পড়ে গেল। যারা হাতিয়ার সমর্পণ করে বন্দীত্ব বরণ করে নিয়েছিল তারাই শুধু নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে বসেছিল।

কে যেন নির্দেশ দিল, পুল দিয়ে যেসকল আন্দালুসিয় নদী পার হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে বাধা প্রদান করো। সাথে সাথে কয়েকজন তীরন্দাজ মুজাহিদ নদীর তীরে চলে এলো। তারা কয়েকজন বন্দীকে দিয়ে ঘোষণা করাল যে,

'আন্দালুসিয় সকল সিপাহী যেন ফিরে আসে, অন্যথায় তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করা হবে।' ঘোষণা শুনে পিছনে আসার পরিবর্তে তারা আরও দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। ফলে তাদেরকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা হল এবং বেশ কয়েকজন আন্দালুসিয় সৈন্য তীর বিদ্ধ হয়ে পুলের উপরই পড়ে গেল। তাদেরকে দেখে অন্য সৈন্যরা পিছনে চলে এলো। কিন্তু যারা পুলের শেষ প্রান্তে চলে গিয়েছিল তারা পালিয়ে গেল। পলায়মান এই সৈন্যদের সংখ্যাও খুব কম ছিল না।

তারিক বিন যিয়াদ রণাঙ্গনের অন্য দিকে তাকিয়ে দেখেন, কয়েকজন মুজাহিদ বিশ-পঁচিশজন যুবতী মেয়েকে পিছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। এরা সকলেই রডারিকের অন্দরমহলের মেয়ে ছিল। রডারিকের মনোরঞ্জনের জন্য তার সাথে রণাঙ্গনে এসেছিল।

তারিক বিন যিয়াদ নিচে নেমে এলেন। মেয়েদেরকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হল। তাদের মধ্যে মাত্র একজন ছিল মধ্য বয়সের। তাকেই এসকল মেয়েদের দায়িত্বশীল মনে হচ্ছিল। অন্যসব মেয়েদের সকলেই ছিল অল্প বয়স্ক যুবতী। কারো রূপ-লাবণ্য কারও চেয়ে কম ছিল না।

'এ সকল মেয়েরা কি শাহীখান্দানের সাথে সম্পর্কিত?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'না, ইবনে যিয়াদ!' জুলিয়ান বললেন। 'এরা বিভিন্ন খান্দানের সাধারণ মেয়ে। শাহানশাহে আন্দালুসিয়া এদের মাধ্যমে চিত্তরঞ্জন ও মনোরঞ্জন করত। সে আবার কিসের বাদশাহ, যার অন্দরমহলে বিশ-পঁচিশজন রক্ষিতা না থাকে!'

'এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে বাদশাহর অন্দরমহলে আনন্দে ছিল না?' তারিক জানতে চাইলেন।

যখন তাদেরকে এই প্রশ্ন করা হল তখন তাদের প্রায় সকলেই একযোগে উত্তর দিল, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে বাদশাহর নিকট অর্পণ করা হয়েছে। এই সকল মেয়েদের মধ্যে খ্রিস্টান মেয়েও ছিল, কিন্তু বেশিরভাগই ছিল ইহুদি।

'বাদশাহ কোথায়?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'এই প্রশ্নের উত্তর কোন মেয়েই দিতে পারবে না।' সরদারনী বলল। 'চার রাত হল, বাদশাহ কোন মেয়েকে তার তাঁবুতে ডাকেনি। প্রতি রাতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু সে রাগ করে তাঁবু থেকে আমাকে বের করে দিত। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন থেকেই সে রাগে-গোসায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। রাতের বেলা সে এত বেশি শরাব পান করত যে, এক রাতে আমি তাকে বেহুঁশ অবস্থায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি, তখন আমি একজন দারোয়ান ডেকে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেই। সকাল হওয়ার সাথে সাথে সে পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠত।

রডারিকের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর হাতে চরমভাবে পরাজিত হল। মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের মাথার উপর ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরতি হাত, আর তাঁর অন্তরে ছিল রাসূলুল্লাহর এশক্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম পূর্বেই তাঁকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মূলত এই সুসংবাদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের নির্দেশ ছিল। রাসূলুল্লাহ তারিক বিন যিয়াদকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তারিক! তুমি যদি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক তাহলে পরাজিত হয়ে ফিরে যাবে না। আল্লাহ তোমার সাথে আছেন।'

তারিক বিন যিয়াদ রাসূলুল্লাহর নির্দেশ পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন।

আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের এই নির্মম পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তার পাপ। পাপের কারণেই সে পরাজিত হয়েছে। কে জানে, কত কুমারী মেয়ে তাকে হৃদয়বিদারী আর্তনাদের মাধ্যমে অভিশাপ দিয়েছিল। কিশোরী উস্তোরিয়া মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলেছিল, 'রডারিক তোর বাদশাহীর উপরও ঘোড়া দৌড়ানো হবে।' উস্তোরিয়ার প্রেতাত্মা সব সময় রডারিকের চিন্তা-চেতনায় আতঙ্ক ছড়াত। উস্তোরিয়ার মতো অসংখ্য কুমারী মেয়ের অভিশাপই রডারিককে চরম পরাজয়ের শিকার হতে বাধ্য করেছে।

তারিক বিন যিয়াদ রণাঙ্গনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রডারিকের রক্ষিতা মেয়েদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। আন্দালুসিয়ার যেসকল সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে খোঁজে খোঁজে ধরে আনা হচ্ছিল। অন্দরমহলের মেয়েদের সামনে দিয়ে তিন-চারজন বন্দীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দু'জন মুজাহিদ ছিলেন তাদের সাথে। সেই বন্দীদের মধ্যে এক বন্দীর লেবাস-ছুরত ও চালচলন দেখে তাকে সম্ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদের সামনে বৃত্তাকারে দাঁড়ানো রক্ষিতাদেরকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'সামনে অগ্রসর হও।' একজন মুজাহিদ তাকে ধাক্কা দিয়ে বলল। 'দাঁড়িয়ে থেকো না।'

'এই মেয়েদের মাঝে আমার ছোট বোন আছে।' সেই বন্দী বলল। 'তার সাথে একটু দেখা করতে দাও। হয়তো আর কখনও তাকে দেখতে পাব না।'

সে মুজাহিদ ছিল বার্বার। এমনিতেই বার্বারদের দয়ামায়া কিছুটা কম। তাই সে বন্দীকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে বলল।

'ইনি আমার বড় ভাই।' অপরূপ রূপসী এক মেয়ে তারিক বিন যিয়াদ ও জুলিয়ানের সামনে হাতজোড় করে বলল। 'মেহেরবানী করে সামান্য সময়ের জন্য আমাকে তার সাথে দেখা করতে দিন।'

'তাকে আসতে দাও।' তারিক সেই মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বললেন। 'শেষবারের মতো বোনের সাথে দেখা করে নিক।'

আন্দালুসিয় সিপাহী বৃত্তাকারে দাঁড়ানো মেয়েদের নিকটে চলে এলো। সে ধীরে ধীরে তার বোনের দিকে অগ্রসর হল। তার সাথে একজন মুজাহিদও ছিলেন। যেন সে সিপাহসালারের সামনে কোন ধরনের বেয়াদবী না করতে পারে। মুজাহিদের হাতে ছোট বর্শা ছিল। আন্দালুসিয় সিপাহী আর মুজাহিদ যখন সেই মেয়ের সামনে পৌঁছল তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটি মুজাহিদের হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল। তারপর ততোধিক ক্ষিপ্রগতিতে সেই বর্শা আপন ভায়ের বুকে সমূলে বসিয়ে দিল। মেয়েটি বর্শা টেনে বের করে পুনরায় আঘাত করার জন্য হাত উপরে উঠাল। পাশে দাঁড়ানো একজন মুজাহিদ মেয়েটির হাত ধরে ফেলল এবং তার হাত থেকে বর্শা ছিনিয়ে নিল।

বর্শার একটি আঘাতই যথেষ্ট ছিল। বর্শা সমূলে তার বুকের মাঝে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শক্ত-সামর্থ সুদর্শন সেই যুবকের হাটু প্রথমে মাটি স্পর্শ করল, তারপর সে এক দিকে ঢলে পড়ল।

'তুমি এটা কি করলে?' জুলিয়ান সেই মেয়েকে জিজ্ঞেস করল। 'নিজের ভাইকেই হত্যা করে ফেললে? সে হাতিয়ার সমর্পণ করেছে—এ জন্যই কি তাকে তুমি হত্যা করলে?'

'না, আমি আরও আগেই তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি।' মেয়েটি বলল। 'আপনারা যদি আমাকে এই অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চান তাহলে শাস্তি দিতে পারেন। আপনাদের কাছে তলোয়ার আছে, বর্শা আছে, আপনারা আমার দেহ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।'

মেয়েটির কথা তারিক বিন যিয়াদকে শুনানো হল।

'তাকে বল, তাকে আমরা কোন শাস্তি দেব না।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'তবে তাকে জিজ্ঞেস কর, সে তার ভাইকে কেন হত্যা করেছে?'

'এই ভাই আমাকে বাদশাহ রডারিকের অন্দরমহলে যেতে বাধ্য করেছে।' মেয়েটি বলল। 'আমার ভাই ছিল একজন সাধারণ সৈনিক, কিন্তু সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল তার। তাই সে আমাকে ধোঁকা দিয়ে একদিন রডারিকের অন্দরমহলে নিয়ে যায়। তারপর সে আমাকে এই মহিলার নিকট রেখে চলে আসে। মহিলা আমাকে মহল দেখানোর অযুহাতে মহলের অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। তখন থেকে বৃদ্ধ রডারিক আমাকে তার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে থাকে। আমি ছিলাম তার হাতের খেলনা। দুই বছর যাবৎ আমি অন্দরমহলে আছি। এই মহিলাকে আমি কয়েকবারই বলেছি, আমাকে আমার ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে দাও। প্রতিবারই সে আমাকে উত্তর দিয়েছে, অন্দরমহলের কোন মেয়ের বাইরে যাওয়ার কোন নিয়ম নেই এবং অন্য কোন পুরুষেরও এখানে আসা নিষেধ। এই মহিলাই আমাকে বলেছে, আমার

ভাই সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য আমাকে অন্দরমহলে রেখে গেছে। দুই বছর পর আজ আমার ভায়ের পাওনা মিটানোর সুযোগ এসেছে।'

'যে বাহিনীতে এমন ভাই থাকবে সে বাহিনীর পরিণতি এমনই হবে।' কমান্ডার মুগিস আর-রুমি মন্তব্য করলেন।

'এ সকল মেয়েরা যদি নিজ নিজ ঘরে যেতে চায় তাহলে তাদেরকে যুদ্ধবন্দী বানানোর প্রয়োজন নেই।' সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন। 'এদেরকে আমাদের বাহিনীর সাথেই থাকতে দাও। এদের যেন কোন রকম কষ্ট না হয়। আমরা সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় যখন এদের এলাকা আসবে তখন এদেরকে যার যার ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে।'

***

দ্বিতীয় দিন তারিক বিন যিয়াদ আমীর মুসা বিন নুসাইরের নিকট এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি গোয়াডিলেট যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন। সবশেষে তিনি লেখেন :

> 'এখন পর্যন্ত আমি কোন শহর বিজিত করতে সক্ষম হইনি, তাই বিশেষ কোন তোহফা প্রেরণ করছি না। আমার মনে হয়, আমীরুল মুমিনিন যুদ্ধবন্দীর তোহফাকেই বেশি পছন্দ করবেন। এ সকল যুদ্ধবন্দী সবসময় তাঁর নিকটই থাকবে। কেননা, তাদের বাদশাহ পানিতে ডুবে মারা গেছে। এসকল বন্দীকে মুক্ত করার জন্য, কিংবা তাদের মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য কেউ বেঁচে নেই। আমাদের কোন সিপাহীও তাদের কাছে যুদ্ধবন্দী হিসেবে নেই, যার মুক্তিপণের জন্য হলেও এদের কাউকে মুক্ত করার প্রয়োজন হবে।
>
> সম্মানিত আমীর! আরেকটি মূল্যবান তোহফা আছে, তা হল আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিকের প্রিয় সাদা ঘোড়া। ঘোড়াটির নাম হল, উরলিয়া। বাদশাহর তলোয়ারটিও পাঠানো হল। এখন আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আমার সফলতার জন্য যেন মসজিদসমূহে দুআর আয়োজন করা হয়।'

যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ আহত ঘোড়াগুলোকে মিসর পাঠানোর জন্য যুদ্ধ জাহাজের প্রয়োজন দেখা দিল। জুলিয়ানের চারটি বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ তারিক বিন যিয়াদ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের নিজস্ব কোন যুদ্ধ-জাহাজ ছিল না।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ইতিপূর্বে মুসলিম বাহিনী কখনও নৌযুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। তাদের যুদ্ধ-জাহাজের কোন প্রয়োজনও পড়েনি। পরবর্তীতে মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধ-জাহাজে চড়ে নৌযুদ্ধের জন্য সমুদ্র-অভিযান শুরু করেন তখন

সে সকল বাদশাহর নৌশক্তিকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে ছাড়েন, যারা নিজেদের যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে অপরাজেয় মনে করত।

আন্দালুসিয়ার যুদ্ধবন্দীদেরকে মিসর পাঠানোর জন্য আন্দালুসিয়ার একটি বড় যুদ্ধ-জাহাজ নেওয়া হল। যুদ্ধবন্দী সৈন্য আর আহত ঘোড়ার সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, সেই জাহাজে করে যুদ্ধবন্দী ও ঘোড়াগুলো কায়রোয়ান সমুদ্রসৈকতে রেখে আসতে তিন দিন লেগে গেল।

উত্তর আফ্রিকার বার্বার গোত্রসমূহ চরম উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার মাঝে দিন অতিবাহিত করছিল। তারা কায়রোয়ানের সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকত। রণাঙ্গনের সংবাদ শুনার জন্য অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করছিল। কেউ কেউ তো সিউটার সমুদ্রবন্দরে গিয়েও বসেছিল।

অবশেষে যখন কায়রোয়ানের বন্দরে যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে প্রথম জাহাজটি এসে ভিরল তখন বার্বার জনগোষ্ঠি মাঝি-মাল্লাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বন্দীদের সাথে বার্বার মুজাহিদও ছিল। তারা যুদ্ধ জয়ের সংবাদ শুনালে আগত লোকেরা তাদের গোত্রের নিকট সংবাদ পৌঁছানোর জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

যেখানে যেখানে তারিক বিন যিয়াদের বিজয় আর আন্দালুসিয়ার বিশাল সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কথা পৌঁছল, সর্বত্র আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পাগলের ন্যায় নাচতে শুরু করল।

অলিগলি সর্বত্র ঘোষণা হতে লাগল, 'তারিকের সৈন্য সংখ্যা খুবই কম। সামনে অগ্রসর হলে তাঁর বিপদ হতে পারে। তারিকের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।'

এমন অসংখ্য ঘোষণা শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়ে গেল। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল। কিশোর-যুবক-মধ্যবয়সী পুরুষরা দল বেঁধে সিউটা এবং কায়রোয়ানের সমুদ্রসৈকতে জড়ো হতে লাগল। কয়েক দিন পূর্বেই আন্দালুসিয়ার যুদ্ধ-জাহাজ বন্দীদেরকে রেখে ফিরে গেছে। নিরুপায় হয়ে বার্বার সিপাহীরা নৌকার ব্যবস্থা করে তারিক বিন যিয়াদের সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার জন্য আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল।

যুদ্ধবন্দীদের রেখে যাওয়ার জন্য যেসব জাহাজ সিউটা এসেছিল তার একটিতে হেনরি সিউটা বন্দরে এসে নামল। সে জাহাজ থেকে নেমেই জুলিয়ানের মহলের দিকে ছুটে গেল। হেনরি যখন সিউটার বন্দরে এসে নামল তখন পর্যন্ত আন্দালুসিয়ার রণাঙ্গন সম্পর্কে কোন খবর সিউটা এসে পৌঁছেনি।

হেনরি জাহাজ থেকে নেমে যখন জুলিয়ানের মহল লক্ষ্য করে দৌড়াতে লাগাল। তখন দুই-তিনজন বার্বার সম্প্রদায়ের লোকও তার পিছনে পিছনে দৌড়ে এলো।

'তুমি কি আন্দালুসিয়া থেকে আসছ?' দৌড়াতে দৌড়াতে একজন বার্বার হেনরিকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' হেনরি না থেমেই উত্তর দিল। 'আমি জানি তোমরা কি জানতে চাচ্ছ..., বার্বারদেরই বিজয় হয়েছে।'

'একটু থেমে ভালো করে বল, ভাই!' বার্বার লোকটি দৌড়ে হেনরিকে ধরে ফেলল।

হেনরি না থেমেই সংক্ষেপে আন্দালুসিয়ার বিজয়, রডারিকের মৃত্যু এবং তার বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ দিল।

'কায়রোয়ান চলে যাও।' হেনরি বলল। 'সেখানে আন্দালুসিয়ার হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

বার্বার লোকগুলো বিজয়-ধ্বনী করতে করতে চলে গেল। হেনরিও পুনরায় মহলের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগাল। দুর্গের ভিতর জুলিয়ানের মহল ছিল। দুর্গ বেশি দূরে ছিল না।

ফ্লোরিডা দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। এটা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্যবার সে দুর্গের উপর এসে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকত। কোন জাহাজ দেখা গেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাহাজ দৃষ্টির আড়াল না হত, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ জাহাজের দিকে তাকিয়ে থাকত। জাহাজ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে তার চেহারায় হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠত; অন্তর দমে যেত। এমনিভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে একদিন তার অপেক্ষার পালা শেষ হল। সে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারল যে, হেনরি জাহাজ থেকে নিচে নেমে আসছে। সাথে সাথে সে দৌড়ে নিচে নেমে এলো।

হেনরি দুর্গের ছোট দরজা লক্ষ্য করে ছুটে আসছিল। এটাই মহলে প্রবেশের রাস্তা। দিনের বেলা মহলের দরজা খোলাই থাকত। হেনরি দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। মহলের সকলেই তাকে চিনত। কেউ তাকে বাধা দিল না।

হেনরি মহলের বাগিচায় প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই বাগিচায় বাইরের কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। হেনরি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। সে বিশাল বড় এক সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাই সে কোন কিছুর পরোয়া করল না। বাগিচায় পৌঁছে সে কিছুটা সাভাবিক হতে চেষ্টা করল।

'হেনরি!' হেনরি শুনতে পেল, কে যেন পিছন দিক থেকে তার নাম ধরে ডাকছে এবং তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

সে পিছনে তাকাতেই ফ্লোরিডা তাকে দুই বাহু প্রসারিত করে ঝাপটে ধরল। সেও ফ্লোরিডাকে বাহুবন্দী করে নিল। অনেক দিন পর প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তাদেরকে সবকিছু ভুলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরই ফ্লোরিডা হেনরির বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাকে হালকা ধাক্কা দিয়ে দুই পা পিছনে সরে এলো। তার চেহারায় অসন্তুষ্টির স্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হল।

'তুমি খালি হাতে এসেছ কেন?' ফ্লোরিডা হেনরিকে জিজ্ঞেস করল। 'মনে পড়ে, কি ওয়াদা করেছিলে আমার সাথে? রডারিকের মাথা কোথায়?'

হেনরি চুপ করে শুনছিল, আর মিটি মিটি হাসছিল।

'হেনরি!' ফ্লোরিডা হেনরির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমি বুঝতে পারছি, তুমি বলতে এসেছ, মুসলিম বাহিনী রডারিকের হাতে পরাজিত হয়েছে, আর তুমি রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছ। আমার বাবা কী গ্রেফতার হয়েছেন নাকি মৃত্যুবরণ করেছেন?'

'না, ফ্লোরা!' হেনরি বলল। 'কাউন্ট জীবিত আছেন। রডারিক মারা গেছে।'

'তাহলে তার কর্তিত মাথা কেন আননি?'

'সে পানিতে ডুবে মারা গেছে, তার লাশ পাওয়া যায়নি।' হেনরি রডারিকের জুতা ফ্লোরিডাকে দেখিয়ে বলল। 'তার এই জুতা পাওয়া গেছে। তার সাদা ঘোড়া নদীর তীরে দাঁড়ানো ছিল। ঘোড়ার কাছেই তার তলোয়ার আর জুতা পড়েছিল। এসকল বস্তু আমি এমনি এমনিই পেয়ে যায়নি। আমি তলোয়ার নিয়ে রডারিকের বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি রডারিকের ঝাণ্ডা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি নদী পর্যন্ত পৌঁছে যাই।

রডারিকের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে মার খাচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় আমি রডারিকের সাদা ঘোড়া দেখতে পাই। কিন্তু রডারিককে সেখানে দেখতে পেলাম না। দেখি, ঘোড়ার নিচে রডারিকের তলোয়ার আর জুতা পড়ে আছে। আমি তার তলোয়ার আর জুতা উঠিয়ে তার ঘোড়ায় আরোহণ করে সিপাহসালার তারিক বিন যিয়াদের নিকট এসে পৌঁছি এবং তাঁকে বলি যে, রডারিক নদীতে ডুবে মারা গেছে। ঘোড়া আর বহু মূল্যবান হিরা-মুক্তা খচিত তলোয়ার তারিক বিন যিয়াদ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট আবেদন করি যে, জুতা জোড়া যেন আমার কাছে রাখা হয়। তিনি আমাকে জুতা জোড়া রাখার অনুমতি দেন। প্রমাণস্বরূপ সেই জুতাই আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।'

আনন্দে ফ্লোরিডার চেহারা ঝলমল করে উঠল। এতদিন পর তার প্রতিশোধের আগুন নির্বাপিত হল।

***

প্রফেসর ডোজি এবং গিয়ানগোজ লেখেন, মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদের চিঠি পাওয়ামাত্রই অধীর আগ্রহে তা পড়তে লাগলেন। তার চেহারা আবেগের আতিশয্যে লাল হয়ে গেল। তারিক বিন যিয়াদ আট দিনের যুদ্ধের বিবরণ লেখে ছিলেন, কিন্তু সে বিবরণ পড়ে আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের মন ভরল না।

'তুমি নিজে যুদ্ধের বিবরণ দাও।' মুসা বিন নুসাইর বার্তাবাহককে বললেন। 'আট দিনের যুদ্ধের প্রত্যেক দিনের পূর্ণ বিবরণ দাও। তুমি নিজ চোখে যা কিছু দেখেছ, সবকিছু আমাকে শুনাও।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে মুসা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তন্ময় হয়ে ঝুলে ঝুলে গোয়াডিলেট যুদ্ধের সরেজমিন প্রতিবেদন শুনছিলেন। এরপর তিনি খলীফার নিকট যে চিঠি লেখেছিলেন তার কিছু অংশ ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। খলীফার নিকট যুদ্ধের বিবরণ লেখার পর তিনি এই মন্তব্যও লেখেন :

> 'আমীরুল মুমিনিন! এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ ছিল না। এই যুদ্ধকে রোজ কেয়ামতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আমি যুদ্ধের যে মৌখিক বিবরণ শুনেছি, তাতে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের বিজয় অসম্ভব ছিল। মাত্র বার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র দল এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধ দিবসও ঠিকে থাকার কথা নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর জীবন উৎসর্গকারীদের কারিশমা এটা। আমরা শুধু তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারি। বিনিময় ও প্রতিদান তো কেবল আল্লাহই দেবেন।'

মুসা বিন নুসাইর চিঠির সাথে রডারিকের ঘোড়া ও তলোয়ার খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দীকেও তিনি দামেস্কের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।

ইবনে মানছুর নামে এক আরব কবি বন্দীদের এই দুর্দশা দেখে যে কাব্য রচনা করেন, তার মর্মার্থ হল :

> ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দীর এই বিশাল বহর দেখে মনে হচ্ছে,
> ইসলামের মোকাবেলায় কুফুরী শক্তি কতটা অসহায়, কতটা অক্ষম।
> বন্দীদের জন্য আমার মায়া লাগে,
> প্রথমে তো তারা একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভেরাজালে বন্দী ছিল,
> তার পর তারা বাদশাহর হুকুমের গোলাম ছিল।
> এখন তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে নাঙাপায়ে পথ চলছে,
> এখনও তাদেরকে কেউ এই সুসংবাদ দেয়নি যে,
> তোমরা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছ,
> মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছ।
> তাদেরকে এখনও বলা হয়নি যে,
> ইসলামে বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই,
> কোন জুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কা নেই,
> ইসলামে বাদশাহ ও গোলামের মাঝে কোন ব্যবধান নেই।

লুকহার্ট নামে এক ইউরোপিয়ান কবি রডারিকের পরাজয় কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তার সেই কবিতার নাম দিয়েছেন। 'আন্দালুসিয়ার শোকগাথা'।

রডারিকের বাহিনী যখন পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে যায় তখন রডারিক উঁচু একটি স্থানে গিয়ে সে দৃশ্য দেখতে থাকে। এই দৃশ্যকেই লুকহার্ট তার চমৎকার রচনা শৈলী ও কাব্যরসে পরিপূর্ণ শোকগাথায় এভাবে তুলে ধরেছেন :

রডারিক তার শাহীঝাণ্ডা দেখতে পেল
গতকালও তা মাথা উঁচু করে বাতাসে পতপত করে উড়ছিল
কিন্তু আজ তা এক টুকরো ছিন্ন কাপড়ে পরিণত হয়েছে
রক্তে রঞ্জিত হয়ে ধুলোবালিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।
রডারিক বিজয়-ধ্বনী শুনতে পাচ্ছিল,
কিন্তু এটা ছিল মুসলিম বাহিনীর বিজয়-ধ্বনী।
তার ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত চোখের দৃষ্টি রণাঙ্গনের সর্বত্র ঘুরে ফিরছিল
সে তার জেনারেল ও সেনাপতিদের খোঁজছিল
রণাঙ্গনে যারা মারা গেছে, তারা ব্যতীত সকলেই পালিয়ে গেছে।
রডারিক আফসোস করে নিজেকে বলল,
আমার বাহিনীর নিহত সৈন্যদের লাশ কেউ গুণতে পারবে না
এত লাশ গণনা করা করো পক্ষেই সম্ভব নয়।
বিশাল-বিস্তৃত রণাঙ্গন রক্তে লাল হয়ে আছে
তার দৃষ্টি সেই রক্তের সরোবরে বারবার আটকে যাচ্ছে।
তার চোখ থেকে এমনভাবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে
যেমনভাবে কোন আহত সিপাহীর শাহরগ থেকে
রক্তের শেষ ফুটা গড়িয়ে পড়ে।
রডারিক নিজেকে সম্বোধন করে বলল,
গতকালও আমি আন্দালুসিয়ার বাদশাহ ছিলাম
আজ আমি কিছুই না।
সুউচ্চ প্রাসাদের শাহীদরজা আমার
আগমনের বার্তা শুনামাত্রই খোলে যেত।
কিন্তু আজ আমার জন্য
পৃথিবীর কোথাও এতটুকু জায়গা নেই,
যেখানে আমি নিশ্চিন্তে বসতে পারি।
পৃথিবীর সকল দরজাই আমার মুখের উপর
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
হতভাগা! তুমি তো মনে করতে,

গোটা পৃথিবীর সমস্ত শক্তি তোমার হাতের মুঠোয় ...।
হ্যাঁ, আমি তো হতভাগাই,
আজ আমি শেষবারের মতো সূর্যের অস্ত যাওয়া দেখছি।
হে মৃত্যু! তুমি ধীরে ধীরে কেন আসছ?
আমাকে আলিঙ্গন করতে তোমার কিসের এত ভয়?
এসো মৃত্যু, জলদি এসো।

এই বিজয়ের মাধ্যমে একাত্ববাদের অনুসারী মুজাহিদগণ ইসলামী ইতিহাসের আরেক সোনালী অধ্যায় রচনা করেন। বরং এভাবে বললেও ভুল হবে না যে, আন্দালুসিয়ার মাটিতে খ্রিস্টানরা স্বহস্তে নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামী ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায় রচনা করে।

***

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সহকারী সেনাপতিদের ডাকলেন। জুলিয়ান ও আউপাস তাঁর সাথে ছিলেন।

'আমরা এখানে আর বেশি দিন থাকতে পারি না।' তারিক তাঁর সহকারী সেনাপতিদের বললেন। 'এই রণাঙ্গন থেকে যেসব সিপাহী পালিয়ে গেছে, কোথাও তাদের বিশ্রাম নেওয়ার এবং সংঘটিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। তাদের পিছু ধাওয়া করতে হবে এবং এখনই সামনে অগ্রসর হতে হবে।'

জুলিয়ান ও আউপাসের দিক-নির্দেশনায় মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এমন সময় তারিক বিন যিয়াদের নিকট সংবাদ এলো যে, অসংখ্য বার্বার মুসলমান সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মিসর থেকে আন্দালুসিয়া এসে পৌঁছেছে।

বার্বার জাতিগোষ্ঠির লোকেরা বিজয়ের সংবাদ শুনামাত্রই কায়রোয়ান ও সিউটার সমুদ্রসৈকত থেকে নৌকা ভাড়া করে আন্দালুসিয়া আসতে শুরু করেছিল। তারিক বিন যিয়াদ ঘোষণা করলেন, আগত বার্বারদেরকে সেনাবাহিনীতে শামিল করে নেওয়া হোক। তবে তাদেরকে ভালোভাবে এ কথা বুঝাতে হবে যে, এখানে লড়াই করতে হবে। লুটতরাজ করার কোন ইচ্ছা থাকলে, তা যেন মন থেকে বের করে দেয়।

সামনে ছিল 'শাদুনা' দুর্গ। এটি ছিল ছোট্ট একটি দুর্গ। মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে আসতে দেখে এই দুর্গে যত সৈন্য ছিল সকলেই পালিয়ে গেল। শহরের অধিবাসীরাও পালিয়ে যেতে লাগল। তারিক বিন যিয়াদ তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডারকে বললেন,

'জলদি কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়ে পলায়নরত শহরের অধিবাসীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। তাদেরকে এই অভয় দাও যে, তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।'

অশ্বারোহী বাহিনী পলায়নরত শহরবাসীদেরকে ফিরিয়ে আনল। এর কিছুক্ষণ পরই শহরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল তারিক বিন যিয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো।

'আমরা অসহায়।' প্রতিনিধি দলের সবচেয়ে বৃদ্ধ সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন। 'আমরা দুর্বল। আর দুর্বলের এই অধিকার নেই যে, সে সবলের উপর কোন শর্ত আরোপ করবে। একমাত্র বাদশাহই পারেন, আপন সমর-শক্তির মাধ্যমে দুর্বল রাজ্যের উপর আক্রমণ করে সে রাজ্যকে দখল করে নিতে। তখন তার সৈন্যরা বিজিত রাজ্যের লোকদের ঘর-বাড়ী লুটতরাজ করে এবং তাদের কন্যাদেরকে বেআবরু করে। আপনিও বোধ হয় তাই করবেন! এই শহরে আপনাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। মেহেরবানী করে আমাদেরকে যেতে দিন। খোঁজ করে দেখুন, আমরা আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে ছাড়া আর কিছুই সাথে নেইনি। আপনি শহরে প্রবেশ করুন, আমরা আপনাকে স্বাগত জানাব।'

তারিক বিন যিয়াদকে জানানো হল, বৃদ্ধ কী বলছে।

'তাকে বলো', তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমরা এমন এক ধর্ম সাথে নিয়ে এসেছি, যা দুর্বলকে সবলের হাত থেকে হেফাযত করে এবং কাউকে বাদশাহ হওয়ার অনুমতি দেয় না। আমাদের ধর্মে কাউকে লুণ্ঠন করার কোন অনুমতি নেই। আর কোন নারীকে বেআবরু করার শাস্তি হল, অপরাধীকে লক্ষ্য করে এই পরিমাণ পাথর নিক্ষেপ করা হবে যেন, সে পাথরের আঘাতে মারা যায়।

এদেরকে বলো, আমরা রাজ্য জয় করতে আসিনি; বরং এই রাজ্যের লোকদের অন্তর জয় করতে এসেছি। তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে নয়; প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে। সকলেই নিজ নিজ গৃহে চলে যাও। ধন-সম্পদ গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। যার যা আছে, তা তারই থাকবে।'

প্রতিনিধি দলকে যখন তারিক বিন যিয়াদের কথা শুনানো হল তখন তাদের চেহারায় অনাস্থা ও অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠল। তারা কোন কিছু বলার আগেই তারিক বিন যিয়াদ ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে মুজাহিদ বাহিনীও চলতে শুরু করল। এমনিভাবে শাদুনা দুর্গ রক্তপাতহীনভাবে মুসলিম বাহিনীর করায়ত্ব হয়ে গেল।

তারিক বিন যিয়াদ শহরের প্রশাসনিক কাজের জন্য যাদেরকে নিযুক্ত করেন তাদের সকলেই ছিল গোথ ও খ্রিস্টান। একজন মুসলমানকে শুধু প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। সিপাহীদের মধ্য থেকে কেউ শহরবাসীদের দিকে চোখ

উঠিয়েও দেখল না। একদিন অতিবাহিত হতে না হতেই শহরবাসীদের অন্তর থেকে বিজয়ীদের ব্যাপারে সকল ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

***

সামনে ছিল আরেকটি ছোট শহর 'কারমুনা'। তারিক বিন যিয়াদ আট-দশ দিন শাদুনায় অবস্থান করেন। বার্বার গোত্রসমূহ থেকে যেসব জোয়ানরা এসেছিল, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। আবার কেউ কেউ লেখেছেন, তাদের সংখ্যা হল, পঞ্চাশ হাজার। প্রকৃত সত্য হল, তাদের সংখ্যা বিশ থেকে পঁচিশ হাজার হবে। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সালারদের নির্দেশ দিলেন, এসকল নবাগত যুবকদেরকে যেন ভালোভাবে যুদ্ধের নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয়।

অবশেষে তারিক বিন যিয়াদ সৈন্যবাহিনীসহ কারমুনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে চাইলে শহরের দুইজন সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তারিক বিন যিয়াদের নিকট এসে বললেন,

'প্রথম দিন আমরা আপনার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারিনি। কিন্তু আপনি কার্যত প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আপনার ধর্ম মানবতার ধর্ম। আপনার ধর্ম প্রজা সাধারণের উপর কোন ধরনের অন্যায়ের অনুমতি দেয় না। এই শহরের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমরা আপনার অনুগ্রহের প্রতিদান এভাবে দিতে পারি যে, আমরা আপনাকে সামনের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে দেব।

এই বসতি যতটা সহজে আপনি জয় করেছেন সামনের কোন শহর জয় করা আপনার জন্য এতটা সহজ হবে না। এখান থেকে যেসকল সৈন্য পালিয়ে গেছে তারা আপনার ভয়ে পালিয়ে যায়নি। তাদের কমান্ডার ও দুর্গরক্ষক শহরবাসীদেরকে প্রথমে বলেছিল, তারাও মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করবে এবং দুর্গ অবরোধ সফল হতে দেবে না। আমরা উভয়ে সেই মিটিংএ ছিলাম। আমরা বলেছিলাম, এই শহরের সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। তাছাড়া শহরবাসীদের অবরোধ বানচাল করার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাও নেই।'

তখন অন্য আরেকজন সেনা অফিসার বলল, 'এখানে যুদ্ধ করার মতো রিস্ক নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই শহর হামলাকারীদের জন্য বিনা যুদ্ধেই ছেড়ে দেওয়া হোক। সামনের দুর্গে একত্রিত হয়ে আমরা হামলাকারীদের শক্তি নিঃশেষ করে দেব।'

দুর্গপ্রধান বলল, 'রডারিকের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের পরাজয় হয়েছে। তাছাড়া গোথ সৈন্যদের গাদ্দারীও আমাদের পরাজয়ের আরেকটি বড় কারণ।'

অন্য একজন কমান্ডার বলল, 'আমরা এখন রডারিক থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। এখন আমরা উত্তমরূপে লড়াই করতে পারব।'

'সবশেষে সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে দেখা গেলেই দুর্গের সৈন্যরা দুর্গ থেকে পালিয়ে যাবে এবং পরবর্তী শহরে গিয়ে আশ্রয় নিবে।'

'কী বললে, তোমাদের সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল না?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'যারা গোয়াডিলেটের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তারা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল।' দ্বিতীয় বৃদ্ধ উত্তর দিল। 'কিন্তু দুর্গের সৈন্যরা এবং শহরের লোকেরা তাদেরকে এতটা লজ্জা দিয়েছে যে, তারা এখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। তাদের অন্তরে এখন ভয় নেই, আছে প্রতিশোধের আগুন। এজন্যই আমরা আপনাকে সতর্ক করতে এসেছি, আপনাদের জন্য সামনের লড়াই খুবই কঠিন হবে।'

***

তারিক বিন যিয়াদ কারমুনা পৌঁছে দুর্গ অবরোধ করে বুঝতে পারলেন, সহজে এ দুর্গ দখল করা সম্ভব হবে না। অবরোধ দীর্ঘ হবে। দুর্গপ্রাচীরের উপর তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপকারীরা বীরের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল। তারিক বিন যিয়াদ দেয়ালের চতুর্দিক ঘুরেফিরে দেখলেন, কোথাও দেয়াল ভাঙ্গার ব্যবস্থা আছে কিনা, কিন্তু দুর্গের দেয়াল ছিল অত্যন্ত মজবুত। অগত্যা দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করা হলে উপর থেকে বৃষ্টির ন্যায় তীর-বর্শা নিক্ষেপ হতে লাগল। ফলে বেশ কয়েকজন মুসলিম সৈন্য আহত হলেন এবং কয়েকজন শহীদ হয়ে গেলেন।

কয়েক দিন পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হল, কিন্তু কোন সাফল্য এলো না। উপর থেকে অবিরাম তীর-বর্শা নিক্ষেপ হত, আর অসভ্য ভাষায় খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদেরকে গালাগাল করত।

'জঙ্গলি বার্বার! এটা শাদুনা নয়,! এটা হল কারমুনা।' দুর্গপ্রাচীরের উপর থেকে খ্রিস্টান সৈন্যরা বলতে লাগল। 'এখান থেকে চলে যাও, অসভ্য জঙ্গলি কোথাকার, আমাদের হাতে কেন মরতে এসেছ? বাঁচতে চাইলে ফিরে যাও। ডাকাত, লুঠেরার দল! আমরা স্বর্ণ-রুপার কয়েকটা টুকরা নিক্ষেপ করছি, তা নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। কালো চেহারার বানরের দল! পরাজিত রডারিক মরে গেছে। আমাদেরকে রডারিকের মতো বেকুব মনে করো না।'

অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে লাগল। কোন কোন ঐতিহাসিক লেখেছেন, অবরোধ এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। কেউ লেখেছেন, দুই মাস স্থায়ী হয়েছে। অবশেষে এক রাতে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হল। ফলে দুর্গপ্রাচীরের উপর আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা

নাচতে শুরু করল। তারা চিৎকার করে মুসলিম বাহিনীকে গালাগাল করতে লাগল। শহরের অধিবাসীরাও দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠে এলো। মশালের আলোতে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। গোটা শহর যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল।

অর্ধ রাতের পর লোকজন প্রাচীর থেকে নেমে যার যার ঘরে চলে গেল। দীর্ঘ অবরোধের কারণে ক্লান্ত সিপাহী ও সিপাহসালার সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। দুর্গের প্রধান ফটকের উপর চোরা-কুঠুরিতে ও ফটকের পিছনে কয়েকজন প্রহরী তখনও জেগেছিল। এমন সময় দুই-আড়াই শ' সিপাহী এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তাদের একজন উচ্চ আওয়াজে প্রহরীদেরকে চিৎকার করে ডাকল। তারা আন্দালুসিয় ভাষায় কথা বলছিল।

'তোমরা কারা?' প্রহরীদের কমান্ডার চোরা-কুঠুরি থেকে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল।

'আমি সিউটার গভর্নর কাউন্ট জুলিয়ান।' ফটকের বাহির থেকে আওয়াজ এলো। 'মশাল নিচু করে আমাকে দেখ।'

প্রহরীদের কমান্ডার কাউন্ট জুলিয়ান সম্পর্কে জানত এবং তাকে চিনত।

'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করল।

'ফটক খোলে প্রথমে আমাদেরকে আশ্রয় দাও।' জুলিয়ান বললেন। 'এরা আমার রক্ষিবাহিনীর লোক। আমার আট শ' রক্ষিসেনা মারা গেছে। আমরা গোয়াডিলেটের যুদ্ধ থেকে কোন রকম প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। পাহাড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থেকে অবশেষে আমরা এখানে আসতে পেরেছি। এই দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়েছিল, তাই আমরা দুর্গ থেকে দূরে আত্মগোপন করেছিলাম। আজ অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাই আমরা আশ্রয় নিতে এসেছি। আমি নিজেও আহত, আমার রক্ষিসেনাদের মধ্যে বিশ-পঁচিশজন সৈন্যও আহত। দীর্ঘ ক্লান্তি আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। জলদি ফটক খোল।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেন যে, জুলিয়ানের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক অবস্থা এই সাক্ষী দিচ্ছিল যে, সে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। তার সাথে যে দুই-আড়াই শ' সিপাহী ছিল তাদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রহরীদের কমান্ডার কয়েকটি মশাল জ্বালিয়ে ভালো করে দেখল যে, আশ্রয়প্রার্থী স্বয়ং জুলিয়ানই। রাতের অর্ধ প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেছে অনেক্ষণ হয়। কমান্ডার তাই দুর্গপতিকে জাগানো সমীচীন মনে করল না। দুর্গের ফটক খোলে দেওয়া হল।

জুলিয়ান দুই-আড়াই শ' সিপাহীসহ দুর্গে প্রবেশ করলেন। প্রহরীরা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই জুলিয়ানের সিপাহীরা প্রহরীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সকলকে হত্যা করে ফেলল। জুলিয়ানের সাথে আগত সিপাহীরা দৌড়ে অন্যান্য ফটকের নিকট পৌঁছে গেল। ফটক-প্রহরীরা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই মুর্দা লাশে পরিণত হল। একে একে সকল ফটক খোলে

দেওয়া হল। দুর্গের সিপাহীরা অবরোধ উঠে যাওয়ার আনন্দে শরাব পান করে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী অবরোধ উঠিয়ে দূরে কোথাও যায়নি। আশেপাশেই ছিল। জুলিয়ানের ইশারার অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকার তাদেরকে ঢেকে নিল।

এটা ছিল জুলিয়ানের একটা কুটকৌশল। জুলিয়ান তারিক বিন যিয়াদের সাথে পরামর্শ করে এ কৌশল তৈরী করেছিলেন।

দুইজন ঐতিহাসিক লেখেছেন, জুলিয়ানের সাথে যে দুই-আড়াইশ সিপাহী ছিল তারা সকলে ছিল গ্রিক এবং জুলিয়ানের নিজস্ব ফৌজ। কিন্তু অন্য ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, তারা সকলেই ছিল মুসলমান। তারা নিজেদের লেবাস পরিবর্তন করে নিয়েছিল। এই তথ্যকেই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, জুলিয়ানের সাথে তার নিজস্ব কোন ফৌজ ছিল না।

প্রহরীদেরকে হত্যা করে দরজা খোলে জুলিয়ান স্বয়ং মশাল হাতে নিয়ে প্রাচীরের উপর উঠলে। তিনি মশাল উঁচু করে ধরে ডানে-বামে ঘুরাতে লাগল। তারিক বিন যিয়াদ এই ইঙ্গিতেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সাথে সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তাঁর বাহিনী পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিল। তারিক বিন যিয়াদকে অগ্রসর হতে দেখে বার্বার বাহিনী প্লাবনের ন্যায় দুর্গের দিকে ছুটে চলল। তারা খোলা দরজা দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করল। দুর্গের ভিতর হৈহুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। দুর্গের সিপাহীরা জাগ্রত হয়ে দেখতে পেল, তারা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী।

মুজাহিদ বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করার পর দুর্গের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ও সাধারণ সিপাহী সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল। বিশ-পঁচিশ মাইল সামনে দুর্গের মতো দেখতে একটি শহর ছিল। নাম ইসিজা। এটা ছিল বিরাট এক শহর। শহরের চতুর্পার্শ্বে মজবুত প্রাচীর। গোটা শহরটি দুর্ভেদ্য এক দুর্গ। তাছাড়া ইসিজা হল খ্রিস্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র। এখানে বিশাল বড় এক গির্জা আছে। গির্জার পাশে ধর্মীয় পাঠশালা। এখানে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট গির্জা ও খানকা ছিল।

এটা সে সময়ের কথা যখন পাদ্রিরা খ্রিস্টধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে খানকা কেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা চালু করেছিল। তারা ধর্মের ব্যাপারে চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। ফলে প্রত্যেক পাদ্রিই ধর্মের মনগড়া ব্যাখ্যা দিত। তাদেরকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং বাদশাহরও ছিল না। জনসাধারণ তাদেরকে পূত-পবিত্র মনে করত।

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, পাদ্রিরা গির্জা ও খানকার মতো পবিত্র স্থানকেও ভোগ-বিলাসের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। তারা সেখানে যৌনকামিতা

ও মদমত্ততার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রেখে ছিল। এসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ইসিজাকে অতি পবিত্র স্থান মনে করত।

***

তারিক বিন যিয়াদের পরবর্তী লক্ষ্য হল এই ইসিজা শহর। জুলিয়ান ও আউপাস তাঁকে আগেই জানিয়ে ছিলেন যে, 'ইসিজা খ্রিস্টানদের অত্যন্ত পবিত্র এক নগরী। খুব সহজে তা হস্তগত করা সম্ভব হবে না। শহরের সাধারণ মানুষও জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে। অবলা নারীরা পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বের হয়ে আসবে।'

জুলিয়ান ইসিজার ব্যাপারে তারিক বিন যিয়াদকে যা বলেছিলেন,তা ছিল পূর্ণরূপে বাস্তব। গোয়াডিলেটের যুদ্ধ থেকে যেসব সৈন্য পালিয়ে এসে প্রথমে শাদুনা ও কারমুনায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারপর সেখান থেকে ইসিজা এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা এ সংবাদ প্রচার করছিল যে, মুসলিম বাহিনী একের পর এক শহর দখল করে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

এ সংবাদ শুনে মানুষের মনে আতাঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রতিরোধের স্পৃহাও তৈরী হয়েছিল। পালিয়ে আসা সৈন্যরা বলছিল, তাদের রাজ্যে কোন সেনাবাহিনী হামলা করেনি; বরং এটা এমন এক ধর্মীয় হামলা, যা খ্রিস্টধর্মের মতো সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে যেসকল সৈন্য পালিয়ে ইসিজা এসে পৌছেছিল স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে তিরস্কার করে বলছিল,

'এ সকল কাপুরুষদেরকে শহর থেকে বের করে দেওয়া উচিত।'

'হে বেহায়া ও নির্লজ্জের দল! শাদুনা ও কারমুনার মেয়েদেরকে কি দুশনের হাতে তুলে দিয়ে এসেছ?'

'আমাদের মেয়েদের হেফাযত আমরা নিজেরাই করব।'

'এই কাপুরুষদেরকে জীবিত রেখে কোন লাভ নেই।'

'এদের পোশাক খোলে মেয়েলোকের পোশাক পরিয়ে দাও।'

'ইসিজার নারীরাও লড়াই করবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে আসা নারীরা চিৎকার করে বলছিল। 'এ সকল কাপুরুষদেরকে কেউ এক ঢোক পানিও দেবে না। এরা পানির পিপাসায় ছটফট করে মরুক।'

'ক্ষুধার যন্ত্রণায় এরা ধুকে ধুকে মরুক।'

'এদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হোক।'

এ ধরনের হাজারো অভিসম্পাদ তীরের ন্যায় তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তারা এখানে আশ্রয় নেওয়ার জন্য এসেছিল, কিন্তু তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছিল না।

তারা যেহেতু সিপাহী ছিল এবং যুদ্ধের জন্য তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন ছিল, তাই তাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করা হল। তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে অফিসাররা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আক্রমণকারীদের লড়াই করার পদ্ধতি কি?

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারল না। যারা উত্তর দিল, তারা শুধু এ কথা বলল, 'আক্রমণকারীদের লড়াই করার পদ্ধতি কিছুই বুঝে আসে না। মাত্র কয়েক হাজার সিপাহী এক লাখের চেয়ে বেশি সংখ্যক সিপাহীকে কীভাবে খতম করে ফেলল, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। শাহানশা রডারিকও তাদের যুদ্ধকৌশল বুঝতে না পেরে মারা গেছেন।'

সন্ধ্যার পর বড় পাদ্রি এক সাধারণ সভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় পালিয়ে আসা সিপাহী ও দুর্গের সকল সিপাহীকে আহ্বান করা হল। শহরের সর্বস্তরের জনসাধারণ ও সিপাহীরা সভাস্থলে সমবেত হল। পাদ্রি ওয়াজের ভঙ্গিতে তার বক্তব্য শুরু করল। ফলে মানুষের মাঝে ধর্মীয় ভাবাভেগ সৃষ্টি হল। অবশেষে সে তার আসল বক্তব্য শুরু করল।

'ভায়েরা আমার! এ হামলা শুধু তোমাদের রাজ্যের উপর নয়; বরং এ হামলা তোমাদের ধর্মের উপর। এ আক্রমণ তোমাদের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরুর উপর। এই শহরের গুরুত্ব ও পবিত্রতা সম্পর্কে তোমরা ভালোভাবেই অবগত আছ। যদি তোমরা এ শহর দুশমনের হাতে তুলে দাও তাহলে মনে করবে, কুমারী মরিয়মকে তোমরা দুশমনের কাছে অর্পণ করেছ। পবিত্র ক্রুশকে তোমরা দুশমনের পদতলে সমর্পণ করেছ। ঈসা মসীহের রাজত্বের মুলোৎপাটন করেছ। মনে করবে, তোমরা তোমাদের যুবতী মেয়েদেরকে বিধর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছ।

হামলাকারীরা রক্তপিপাসু ডাকাত। তারা নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী, তারা দাস ব্যবসায়ী। তোমাদের কন্যাদের সাথে তারা তোমাদেরকেও নিয়ে যাবে। গোলামের মতো তোমাদেরকে ধনীদের কাছে বিক্রি করবে। তোমাদের এই পবিত্র গির্জা ও খানকাসমূহকে তারা আস্তাবলে পরিণত করবে। বল, তোমরা কি এমনটি মেনে নিবে?'

'না, ফাদার! না।' সমবেত জনতা এক বাক্যে চিৎকার করে জবাব দিল। 'আমরা এই শহরের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য জীবন বিলিয়ে দেব।'

'এখন আমি আমার সিপাহী ভাইদের লক্ষ্য করে দু-একটি কথা বলব।' পাদ্রি সামান্য সময়ের জন্য থেকে পুনরায় বলতে শুরু করল। 'যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে এসেছে, জনসাধারণ তাদেরকে বহু তিরস্কার করছে। তারাও লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়েছে। লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করা পাপ। তবে এখন যদি তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে দুশমনকে তাড়িয়ে দিতে পারে বা পরাজিত করতে পারে তাহলে তাদের পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে এই পবিত্র শহর রক্ষার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করবে, সে সরাসরি বেহেশতে প্রবেশ করবে।'

পাদ্রি শহরের অধিবাসী এবং সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধের স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্য অত্যন্ত জ্বালাময়ী ও রক্ত গরমকরা বক্তৃতা পেশ করল। শ্রোতারা উত্তেজনাকর শ্লোগান দিল। জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনী সকলেই জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

***

তার পর পাদ্রি ঐ সকল মেয়েদের নিকট গেল, যারা নিজেদের জীবন-যৌবন এবং যৌবনের সকল সাধ-আরমানকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের সৌন্দর্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা সকলেই ছিল চিরকুমারী। তাদেরকে 'নান' বলা হত। শুধু পাদ্রিরাই তাদের সাথে থাকত। এ সকল পাদ্রিরাও ছিল চিরকুমার।

বড় পাদ্রি সকল নানকে হলরুমে একত্রিত করে সাধারণ জলসায় যে বক্তব্য রেখেছিল, সেই একই বক্তব্য নানদেরকে শুনাল। সে মুসলমানদেরকে লুটেরা, ডাকাত, হিংস্র, জঙ্গলি ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করে বলল,

'এ সকল হামলাকারীরা তোমাদের মতো সুন্দরী যুবতীদেরকে মখমল ও রেশমের কাপড়ে জড়িয়ে রাখবে না। তারা তোমাদের সাথে পাষবিক আচরণ করে তোমাদেরকে মেরে ফেলবে, অথবা আধমারা করে সাথে নিয়ে গিয়ে মরুবেদুঈন সরদারদের কাছে বিক্রি করে দেবে। এই শহর শত্রুর হাতে চলে যাবে, কিংবা আমাদের জীবন চলে যাবে—এ ব্যাপারে আমরা কোন চিন্তা করি না, আমাদের চিন্তা শুধু তোমাদের জন্য। তোমরা যদি তাদের হাতে চলে যাও তাহলে তোমাদের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।'

'ফাদার! তাহলে আমরা কর্ডোভা বা টলেডো চলে যাচ্ছি না কেন?' একজন কুমারী নান বলল।

'তোমাদের জন্য কোন জায়গাই নিরাপদ নয়।' পাদ্রি বলল। 'তবে একটা ব্যবস্থা আছে, শুধু তার মাধ্যমেই এই বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। আর এ জন্য পাঁচ-ছয়জন সাহসী মেয়ের প্রয়োজন। সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের ভয় পেলে চলবে না।'

'কি কাজ করতে হবে? ফাদার!' একজন নান জিজ্ঞেস করল।

'আক্রমণকারীদের সবচেয়ে বড় কমান্ডার তারিক বিন যিয়াদকে হত্যা করতে হবে।' পাদ্রি বলল। 'তার সাথে যে তিন-চারজন বড় জেনারেল আছে, তাদেরকেও হত্যা করতে হবে।'

সাথে সাথে গোটা হলরুমে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। মনে হল যেন, এখানে জীবিত কোন মানুষ নেই।

'এটা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়।' পাদ্রি বলল। 'তারা আসছে, এসেই এই শহর দখল করে নিবে। তার পর তারা তোমাদেরকে তাদের রক্ষিতা বানাবে। ভালো করে জেনে রাখো, এমন হবে না যে, তাদের একজন তোমাদের একজনকে তার রক্ষিতা বানাবে। তারা হল সিপাহী; সেনাবাহিনীর লোক। তোমাদের একেকজনের অবস্থা হবে সেই খরগোশের ন্যায়, নেকড়ে বাঘের পাল যার উপর আক্রমণ করেছে। এ পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পূর্বেই তোমাদের উচিত তাদেরকে শেষ করে দেওয়া। তোমাদের মাঝে এমন কেউ কি নেই, যে এই মহান কাজের জন্য রাজি হবে?'

মুসলিম বাহিনী কারমুনা থেকে রওনা হয়ে রাস্তায় এক স্থানে যাত্রা বিরতি করবে। যারা যেতে চাও তাদেরকে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে। তারা সেখানে গিয়ে বলবে, আমরা তারিক বিন যিয়াদের কাছে যেতে চাই। তাদেরকে কেউ বাধা দেবে না। প্রত্যেকের কাপড়ের নিচে একটি করে খঞ্জর লুকানো থাকবে। তারিক বিন যিয়াদ অবশ্যই কোন একজনকে নিজের তাঁবুতে রেখে দেবে, আর অন্য মেয়েদেরকে তার জেনারেলরা নিয়ে যাবে। তারপর তোমরা নিজেরাই বুঝেতে পারছ, তোমাদেরকে কী করতে হবে। এই কাজের জন্য পাঁচ-ছয়জন মেয়ের প্রয়োজন। বল, কে কে তৈরী আছ?'

মেয়েরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে দেখে আরেকজন রাজি হল। তারা উভয়ে এই বিপদজনক মিশনে যাওয়ার জন্য তৈরী বলে নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তাদের উভয়ের পীড়াপিড়ীতে আরেকজন রাজি হল।

'তিনজনই যথেষ্ট।' পাদ্রি বলল। 'তোমরা আমার সাথে এসো।'

পাদ্রি তাদেরকে দুর্গপতির নিকট নিয়ে গেল। দুর্গপতি ছিল একজন অভিজ্ঞ জেনারেল। সে মেয়েদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিল, কীভাবে এই মিশন সফল করতে হবে।

***

তারিক বিন যিয়াদ কারমুনা থেকে ইসিজার দিকে রওনা হলেন। মুসলিম বাহিনী একদিনে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করত। মুসলিম বাহিনীর দ্রুত অগ্রসর হওয়ার কথা সে সময় সকলের নিকট মশহুর ছিল। পৃথিবীর যেখানেই মুসুলিম বাহিনী যুদ্ধ করেছে সেখানেই তারা দ্রুত অগ্রসর হয়ে দুশমনকে বিস্মিত করে দিয়েছে। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী এবং সুলতান মাহমুদ গজনবীর দ্রুত অগ্রসর হওয়াকে ইউরোপিয় ঐতিহাসিকগণ প্রাণ খোলে মোবারকবাদ জানিয়েছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনী নিয়ে একদিনে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতেন। কিন্তু কারমুনা ও ইসিজার মাঝে তিনি এই উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করলেন যে, ইসিজা পৌঁছেই তিনি শহর অবরোধ করবেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে শহর কব্জা করে নিবেন। এ জন্য সৈন্যদেরকে একরাতের জন্য বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি ইসিজা ও কারমুনার মাঝে এক রাতের জন্য যাত্রা বিরতি করেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে তাঁবু স্থাপন করা হল। সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে রাতের গাঢ় অন্ধকার গোটা বাহিনীকে ঢেকে নিল। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল যে, একজন আন্দালুসিয় বৃদ্ধ তারিকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। বৃদ্ধের সাথে তিনটি যুবতী মেয়েও আছে।

তারিক বিন যিয়াদ তাদের সকলকে ভিতরে ঢেকে দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন দোভাষীকে পাঠিয়ে দিতে।

দারোয়ান বেরিয়ে গেলে তারিক মেয়েদের দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারায় এমন ছাপ ফুটে উঠল যে, তিনি ইতিপূর্বে এত সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখেননি। মেয়েরা গভীরভাবে তারিক বিন যিয়াদকে দেখছিল। তিনজনের ঠোঁটেই মুচকি হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

দোভাষী আসলে তারিক বিন যিয়াদ তাকে বললেন, 'এদেরকে জিজ্ঞেস কর, এরা এখানে কেন এসেছে?'

বৃদ্ধ আপন ভাষায় তার আগমনের কারণ বর্ণনা করল। মেয়েরাও বৃদ্ধের কথায় সায় দিল।

'বৃদ্ধ বলছে, তারা নাকি ইসিজা হতে কারমুনা যাচ্ছিল।' দোভাষী তারিক বিন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলল। 'এই মেয়েদের একজন বৃদ্ধের ভাগ্নি আর অন্য দু'জন তার ভাতিজি। তাদেরকে বলা হয়েছে, কারমুনায় শান্তি ফিরে এসেছে। এখন ইসিজার উপর হামলা করা হবে। হামলাকারী সৈন্যরা মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তাদের লাশ পাওয়া যায়। এই ভয়ে সে মেয়ে তিনটিকে কারমুনা নিয়ে যাচ্ছে।'

'সে তাদেরকে আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছে?' তারিক জিজ্ঞেস করলেন।

'ক্ষুধ-পিপাসা তাদেরকে আপনার এখানে নিয়ে এসেছে।' দোভাষী বলল। 'বৃদ্ধ বলছে, তারা সিপাহীদের কাছে খানা-পানি চাইতে পারত, কিন্তু তার আশঙ্কা হয়েছে, সিপাহীরা মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। এ জন্য সে আপনার নিকট আসাই ভালো মনে করেছে। আর এই মেয়েরাও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছে। এই মেয়েটি বলছে, 'জেনারেল তারিক বিন যিয়াদ অত্যন্ত বীরপুরুষ, তিনি রডারিককে হত্যা করে ভালোই করেছেন।'

তারিক বিন যিয়াদ দারোয়ানকে ডেকে বললেন, 'এই চারজনের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা কর, বিশ্রামের জন্য উত্তম বিছানা দাও এবং খানা খাওয়াও।'

দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এদেরকে বলে দাও, মেয়েরা এখানে পূর্ণ হেফাজতে থাকবে। সকালবেলা তারা কারমুনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারবে।'

দারোয়ান ও দোভাষী তাদেরকে তারিক বিন যিয়াদের তাঁবু থেকে বাইরে নিয়ে গেল। কিন্তু একটি মেয়ে পুনরায় তারিকের তাঁবুতে ফিরে এসে একেবারে তাঁর কাছে বসে পড়ল। সে ইশারায় তাঁকে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, সে আজ রাত এই তাঁবুতে কাটাতে চায়। তারিক দোভাষীকে পুনরায় ডেকে এনে বললেন, 'মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করো, সে কি বলতে চায়?'

দোভাষী তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'সে তারিক বিন যিয়াদের সাথে কিছুক্ষণ একান্তে অতিবাহিত করতে চায়।'

'তাকে বুঝিয়ে বল, আমরা এমন ধর্মের অনুসারী, যা কোন বেগানা নারীকে একাকী কোন পরপুরুষের সাথে থাকার অনুমতি প্রদান করে না।' তারিক বিন যিয়াদ দোভাষীকে বললেন। 'তাকে বুঝাতে চেষ্টা কর যে, আমি কেবল এ বাহিনীর সিপাহসালার নই; বরং তাদের ইমামও। তাই আমি এমন কোন কাজ করতে পারি না, যার কারণে অন্যরা ভুল পথে পা বাড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায়।'

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে তারিক বিন যিয়াদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে তারিকের সাথে অনেক কথা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে তারিকের ভাষা বুঝে না, আর তারিকও তার ভাষা বুঝে না। তবে সে এটা ভালো করেই বুঝত যে, পাপাচারিতার জন্য কোন ভাষার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই ব্যক্তি কেন মাঝখানে আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, যে উভয়ের মনের ভাব ও ভাবনাকে তরজমা করে বুঝাবে?

দোভাষী মেয়েটিকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করল যে, সিপাহসালার এখানে তার উপস্থিতি একেবারে পছন্দ করছেন না। তিনি চান, তুমি এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু মেয়েটি এখানেই থাকবে বলে গোঁ ধরে রইল।

'তাকে বল, সে যেন এখান থেকে বের হয়ে যায়।' তারিক রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন। 'সে যদি আমার কথা না শুনে, তা হলে আমি তাদের সকলকে এখান থেকে বের করে দেব।'

দোভাষী মেয়েটিকে বলল, 'সিপাহ্সালার তোমার আচরণে অত্যন্ত রেগে গেছেন। তুমি এখান থেকে চলে যাও, অন্যথায় তোমাদের সকলকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

মেয়েটি আরও বেশি আশ্চর্য হয়ে তারিক বিন যিয়াদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে ধীরে ধীরে তারিক বিন যিয়াদের দিকে অগ্রসর হল। সে তার

কাপড় সামান্য উঠিয়ে ডান হাত কমরে রাখল। অতঃপর যখন সে তার হাত বের করে আনল তখন দেখা গেল, তার হাতে একটি খঞ্জর। মেয়েটি তারিক বিন যিয়াদের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে খঞ্জর তাঁর পদতলে রেখে দিল।

তারিক বিন যিয়াদ হতভম্ব হয়ে দোভাষীর দিকে তাকালেন। দোভাষী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা আবার কি?'

'আমি যা শুনেছিলাম তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।' মেয়েটি বলল। 'আজ আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে আমার মতো সুন্দরী যুবতী একটি মেয়েকে উপেক্ষা করল। আমি এই সিপাহসালারকে হত্যা করতে এসেছিলাম। আমার সাথে যে দু'জন মেয়ে এসেছে তারাও একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যে আমাদের সাথে এসেছে, সে আমাদের কোন আত্মীয় নয়। তাকে আমাদের বড় পাদ্রি ও ইসিজার দুর্গপতি পাঠিয়েছে। তারা আমাদেরকে বলেছিল, তোমরা এভাবে মুসলমানদের প্রধান সেনাপতির কাছে পৌঁছবে। তারপর সে তোমাদের সৌন্দর্য ও রূপ-যৌবন দেখে তোমাদেরকে তার খাছ কামরায় স্থান দেবে। তখন তোমরা সুযোগ বুঝে, তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দেবে এবং তার মুখ চেপে ধরে শাহরগ কেটে ফেলবে। তারপর স্বভাবিকভাবে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসবে। অন্য যে দু'জন মেয়ে আমার সাথে এসেছে তাদেরও দায়িত্ব হল, দু'জন সালারকে তাদের রূপ-যৌবনের ফাঁদে ফেলে হত্যা করা। তুমি তোমার সিপাহ্সালারকে বল, তিনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি তা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।'

'আমি এদেরকে কোন শাস্তিই দেব না।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এই মেয়েরা স্বেচ্ছায় আসেনি তাদেরকে পাঠান হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি এদেরকে নিয়ে এসেছে তাকে কাল সকালে ফজর নামাজের পর হত্যা করা হবে।'

মেয়েটি যখন তারিক বিন যিয়াদের ফায়সালা শুনল তখন সে বলল, 'আমি আরও কিছু কথা বলতে চাই, সম্মানিত সিপাহসালার! আপনি হয়তো এ কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে, এই মেয়ে কত বড় সাহসী। সে একটি বিজয়ী দলের সিপাহ্সালারকে হত্যা করতে এসেছে। আমি কখনই এত বড় সাহসী ছিলাম না। আমি তো এই জীবন সম্পর্কে একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছি। এমন জীবন গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের ধর্মের লোক আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কারণ, আমরা ধর্মযাজিকা। আমাদের দিন-রাত অতিবাহিত হয় উপাসনালয়ে। আমাদেরকে চিরকুমারী মনে করা হয়। এটাই নিয়ম যে, ধর্মযাজিকা ও ধর্মযাজক আজীবন অবিবাহিত থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, কোন ধর্মযাজক বা কোন ধর্মযাজিকাই কুমার বা কুমারী নয়। আমাদের উপাসনালয়ের পাশেই আমাদের বিশ্রামাগার। সেখানে দিন-রাত অপকর্ম, আর পাপাচার হয়। সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসাররা সেখানে আসে। শরাব পান

করে উন্মাদ হয়ে আমাদের সাথে রাত্রি যাপন করে। দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে গির্জা ও উপাসনালয়সমূহে হিতোপদেশ আর উপাসনার মাধ্যমে মানুষদেরকে খোদার ভয় দেখানো হয়। তাদেরকে এ ধারণা দেওয়া হয় যে, পাদ্রি ও ধর্মযাজিকা নারীগণ আসমান থেকে অবতীর্ণ নিষ্পাপ ফেরেশতা। এ সকল ধর্মগুরুরা টলেডোর শাহীমহলকেও নিজেদের করতলগত করে রেখেছে। রডারিকের মতো জালিম বাদশাহও তাদেরকে ভয় পেত।'

'রডারিক তাদেরকে ভয় পেত না।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'বরং সে ধর্মগুরুদের সামনে এ জন্য মাথা নত করে রাখত, যেন তারা তোমার মতো আকর্ষণীয় ও সুন্দরী, যুবতী ধর্মযাজিকাদেরকে তার দরবারে পেশ করে।'

তারিক বিন যিয়াদ দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ মেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে। তাকে বল, সে যেন আরও কিছু কথা আমাদেরকে শুনায়।'

'ইসিজা খ্রিস্টানদের একটি পবিত্র শহর।' মেয়েটি বলল। 'কিন্তু প্রার্থনালয়ে যেসব ধর্মযাজিকা আছে, তাদের অধিকাংশ ইহুদিদের মেয়ে। আমিও ইহুদি। আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। আমার বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর তখন আমাকে জোরপূর্বক এক গির্জায় নিয়ে গিয়ে যাজিকা বানানো হয়। বাবা, মা, ভাই, বোন ঘর-বাড়ী সবই তারা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তার পর গির্জার ঐ পাদ্রিরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—আমার সতীত্ব ও কুমারীত্ব ছিনিয়ে নেয়। অথচ সাধারণ মানুষ আমাকে কুমারী ও ধর্মযাজিকা মনে করে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।

আমি আমার নিজের যে ঘটনা বর্ণনা করলাম—এটা প্রতিটি ধর্মযাজিকার জীবন বৃত্তান্ত। আমি সিপাহ্সালারের নিকট আবেদন করছি, তিনি যেন এই শহরে—যাকে খ্রিস্টানরা অত্যন্ত পবিত্র শহর মনে করে—আগুন লাগিয়ে দেন। অথৈ পাপে নিমজ্জিত এই শহরের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেন।'

আমার এই শরীর ছাড়া মুসলিম সেনাপতিকে দেওয়ার মতো আর কিছুই আমার কাছে নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি সেনাপতির ধর্ম গ্রহণ করে নেব, অতঃপর তিনি আমাকে শাদী করবেন। কিন্তু আমি আমার এ বাসনা পূর্ণ হতে দেব না। কারণ, আমি একটি অপবিত্র মেয়ে, আর সিপাহসালার আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র এবং অনেক সম্মানী ব্যক্তি। আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলছি, বিজয় আপনাদেরই হবে। পরাজয় ঐ সকল পাপীদেরই হয়, যারা ধর্মের লেবাস পরিধান করে লোকচক্ষুর অন্তরালে আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত থাকে।'

'এই মেয়েকে অন্য মেয়ে দু'টির কামরায় নিয়ে যাও।' তারিক বিন যিয়াদ দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আর এদের সাথে যে বৃদ্ধ এসেছে, তাকে এখানে নিয়ে এসো।'

মেয়েটি চলে গেলে সেই বৃদ্ধ তারিক বিন যিয়াদের তাঁবুতে প্রবেশ করল। তারিক বিন যিয়াদের হাতে সেই খঞ্জরটি ছিল, যেটি ঐ মেয়ে তাঁর পদতলে রেখে গেছে।

'তুমি কি এ খঞ্জর দ্বারা আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছিলে?' তারিক বিন যিয়াদ বৃদ্ধকে খঞ্জরটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বৃদ্ধ ভয়ে ও বিস্ময়ে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন, তার চোখ দু'টি কুঠরি ছেড়ে বের হয়ে আসবে। সে থর থর করে কাঁপছিল।

'যে জাতী তার নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে ময়দানে নিয়ে আসে তাদের অবস্থা এমনই হয়, যেমনটি তোমাদের হচ্ছে।' তারিক বিন যিয়াদ বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমরা মিথ্যা ও অকল্যাণের মূলোৎপাটন করতে এসেছি। আমরা আল্লাহ্ তাআলার এই জমিনকে পাপমুক্ত করতে এসেছি। আর তোমাদের ধর্মগুরু ও সিপাহ্সালাররা সেই পাপের আশ্রয় নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ রুদ্ধ করতে চাচ্ছে।

আমি যুদ্ধের ময়দানে তীর অথবা তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুবরণ করব। আমি যে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এই রাজ্যে এসেছি, সে আল্লাহ আমাকে ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় কোন নারীর হাতে মারতে পারেন না। তুমি আমাকে বল, ইসিজার সৈন্য সংখ্যা কত? দুর্গের প্রাচীর কেমন? এমন কোন রাস্তা আছে কি, যেখান দিয়ে আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করতে পারব?'

'দুর্গ বহুত মজবুত।' বৃদ্ধ বলল। শহর রক্ষাপ্রাচীর এতটাই শক্ত যে, আপনি কিছুতেই তা ভাঙতে পারবেন না। আপনার সিপাহী প্রাচীরের কাছেই যেতে পারবে না। কারণ, শহরের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত তীর, বর্শা, পাথর ও জ্বলন্ত লাকড়ি নিয়ে প্রাচীরের উপর প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। এই শহর রক্ষার জন্য নারীরা পর্যন্ত লড়াই করবে। বড় পাদ্রি শহরবাসী ও সিপাহীদেরকে পূর্ণরূপে উত্তেজিত করে রেখেছে। যে সকল সিপাহী পরাজিত হয়ে পালিয়ে ইসিজায় আশ্রয় নিয়েছে, তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করবে।'

'তুমি কে?' তারিক বিন যিয়াদ বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি একজন পাদ্রি।' বৃদ্ধ বলল।

'তুমি কি আমাকে এবং আমার দুইজন সালারকে ঐ মেয়েদের মাধ্যমে হত্যা করার জন্য এখানে এসেছ?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, সিপাহ্সালার!' বৃদ্ধ বলল। 'আমি এই ইচ্ছা নিয়েই এসেছিলাম, তবে এখন সে ইচ্ছা ত্যাগ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

তারিক বিন যিয়াদের হাতে খঞ্জর ছিল। তিনি আস্তে আস্তে বৃদ্ধের কাছে এসে পূর্ণ শক্তি দিয়ে বৃদ্ধের বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিলেন।

'সাপ কখনও দংশনের ইচ্ছে ত্যাগ করতে পারে না।' তারিক বৃদ্ধের বুক থেকে খঞ্জর বের করতে করতে বললেন।

বৃদ্ধ তার হাত দু'টি বুকের উপর রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তারিক বিন যিয়াদ দারোয়ানকে ডেকে বললেন, 'সেনা ছাউনি থেকে বহুদূরে এ লাশ ফেলে আসবে। আর মেয়ে তিনটির ব্যাপারে নির্দেশ হল, তাদেরকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখবে এবং তাদের জন্য কঠিন হেফাজতের ব্যবস্থা করবে।'

তারিক বিন যিয়াদ জুলিয়ান, আউপাস ও অন্যান্য সালারদেরকে ডেকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেশ করলেন।

***

ফজরের পর পরই মুসলিম বাহিনী ইসিজার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। নিয়ম অনুযায়ী তারিক বিন যিয়াদ নামাজের ইমামতি করলেন। নামায শেষে তিনি গোটা বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'সামনের শহর জয় করা সহজ হবে না; বরং আমাদেরকে খুব বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।'

তিনি সৈন্যদের লক্ষ্য করে অত্যন্ত তেজদ্দীপ্ত ও জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন।

ইসিজার বড় পাদ্রি এবং অভিজ্ঞ দুর্গপতি এ খবরের অপেক্ষায় ছিল যে, মুসলমানদের সিপাহসালার এবং আরও দু'জন সহকারী সালার নিহত হয়েছে, তাই মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে সেনা-অভিযান মূলতবী করে দেওয়া হয়েছে।

এসব কথা ভেবেই তারা সাত সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠে কারমুনার দিকে তাকিয়ে রইল। তারা আশা করছিল, তাদের লোক মেয়ে তিনটিকে সাথে নিয়ে ঘোড়াগাড়িতে চেপে খুব ভোরেই ইসিজার দিকে রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু তারা কোন ঘোড়াগাড়ি দেখতে পাচ্ছিল না। ধীরে ধীরে সূর্য উপরের দিকে উঠছিল, আর তাদের মনেও সন্দেহ দানা বাঁধছিল।

সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে এলো। সূর্য তার পূর্ণ শক্তি দিয়ে পৃথিবীর বুকে আগুন ছড়াতে লাগল। হঠাৎ দূর আকাশে ধূলিঝড় দেখা গেল। তারা প্রমাদ গণল, এটা তো কোন কাফেলার আগমন মনে হচ্ছে না। ছোট কোন কাফেলা আসলে এত ধূলিকণা উড়ত না। তারা সেই ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটন্ত ঘোড়ার ধূসর আকৃতি তাদের নজরে পড়ল।

'দুশমন আসছে।' দুর্গপতি প্রাচীরের উপর হতে সুউচ্চস্বরে আওয়াজ দিল।

দুর্গের সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল। কমান্ডাররা গত রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, দুর্গের মাঝে অবরোদ্ধ হয়ে লড়ার চেয়ে খোলা ময়দানে আক্রমণকারীদের মুকাবেলা করা হবে। তাদের ধারণা ছিল, মুসলমানদের সিপাহ্সালার এবং আরও দু'জন সহকারী সালার নিহত হয়েছেন। তাই মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা ব্যহত হবে।

নিজেদের উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। কারণ, তারা পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নিয়েছিল। তারা এ কথা ভেবে মনে মনে খুশী হচ্ছিল যে, মুসলিম বাহিনী যদি তাদের সিপাহ্সালার ছাড়া হামলা করে তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়ি মারা পড়বে। তারা এটা ভাবতেই পারছিল না যে, মুসলিম বাহিনীর সিপাহ্সালার এত সুন্দর মেয়েদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং তাদের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

দুর্গপতির ঘোষণার সাথে সাথে দুর্গের তামাম দরজা খুলে গেল এবং ইসিজার সৈন্যবাহিনী দ্রুতবেগে দুর্গ ছেড়ে বাইরে চলে এলো। ইসিজার বাহিনীতে নওজোয়ান ও মধ্যবয়সি জনসাধারণও ছিল। লড়াইয়ের সামান্য অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না। সুতীব্র আওয়াজে যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠল। নিয়মিত সিপাহী এবং সাধারণ মানুষের মাঝে সুস্পষ্টরূপে যুদ্ধের উন্মাদনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

***

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী সুতীব্র বেগে এগিয়ে আসছিল। অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডার দেখতে পেল, দুর্গ হতে সৈন্যরা বের হয়ে ময়দানে সারিবদ্ধ হচ্ছে। কমান্ডার সাথে সাথে অগ্রগামী বাহিনীর প্রতিটি ইউনিটকে সেখানেই থামিয়ে দিল। তারপর তিনি তাঁর ঘোড়া হাঁকিয়ে তারিক বিন যিয়াদের নিকট পৌঁছে ঘটনা বর্ণনা করল।

তারিক তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগের দায়িত্ব দিলেন মুগীস আর-রুমীকে, আরেক ভাগের দায়িত্ব দিলেন যায়েদ বিন কুসাদাকে, আর তৃতীয় ভাগের দায়িত্ব নিজ হাতে রাখলেন। দায়িত্বশীলদেরকে অতিদ্রুত দিকনির্দেশনা দিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। মুগীস আর-রুমীকে তিনি শহরের শেষ প্রান্তে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হল, তারা শহরের পিছন দিকে অবস্থান নিবে।

যায়েদ বিন কুসাদাকে সেখান থেকেই ডান দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, দুশমনের দৃষ্টি এড়িয়ে যথাসম্ভব দূরে চলে যাবে। তার পর পথ ঘুরে শত্রুবাহিনীর বাম পার্শ্বে অবস্থান নিবে। আক্রমণের নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারিক নিজে শত্রুবাহিনীকে লক্ষ্য করে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি শত্রুবাহিনীর নিকট পৌছামাত্রই শত্রুবাহিনীর মধ্য ভাগ মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে বসল।

ঐতিহাসিক লেনপোল লেখেন, ইসিজা বাহিনীর এই হামলা ছিল মরণপণ হামলা। ইসিজা বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছিল, শহর রক্ষার জন্য তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও লেখেছেন, এই প্রথম আন্দালুসিয়ার সৈন্যদের মাঝে লড়াইয়ের প্রচণ্ড উন্মাদনা দেখা যাচ্ছিল।

প্রফেসর ডোজি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, খ্রিস্টান বাহিনী এত প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করছিল যে, তা প্রতিহত করা তারিকের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। তারিকের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, কয়েক হাজার নতুন বার্বার সিপাহী এসে তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ফলে তাঁর বাহিনীর সংখ্যা কয়েক হাজার বেড়ে গিয়েছিল। অন্যথায় ইসিজার সৈন্যবাহিনী তাঁকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করত। বার্বার সম্প্রদায় এমনিতেই যুদ্ধবাজ ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, আর খুন-খারাবি ছিল তাদের সহজাত বিষয়। তারা কোন অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করে নিতে পারত না। তারা জীবনবাজি রেখে লড়ে যাচ্ছিল। আর শরীরের তাজা খুন ও জানের নাযরানা পেশ করছিল।

ইসিজা বাহিনীর জেনারেল মুসলিম বাহিনীকে পিছন দিক হতে আক্রমণ করার জন্য তার সৈন্যদলের বামবাহুকে আরও বামদিকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়ে বলল, ঘুরপথে মুসলিম বাহিনীর পিছনে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করবে। জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী সৈন্যদলের বামবাহু বাম দিকে সরে যেতে লাগল; কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, সেদিকে মুসলিম বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

মুসলিম বাহিনীর কমান্ডার যায়েদ বিন কুসাদা খ্রিস্টান সৈন্যদেরকে বাম দিকে সরে আসতে দেখে তিনি তাঁর বাহিনীকে আরও পিছনে নিয়ে গেলেন, যেন শত্রুবাহিনী তাদেরকে দেখতে না পায়।

খ্রিস্টান বাহিনী যখন সামনে অগ্রসর হয়ে ডানদিকে মোড় নিল এবং বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে গেল তখন যায়েদ বিন কুসাদা তাঁর বাহিনী নিয়ে পিছন দিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। খ্রিস্টান বাহিনী আক্রমণের আকস্মিকতায় একেবারে ভড়কে গেল। তারা এই হঠাৎ আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারল না। ফলে তারিক বিন যিয়াদের পিছন দিক একেবারে নিরাপদ হয়ে গেল।

রণাঙ্গনের পরিধি বেড়ে গেল। শহর-রক্ষা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ এ ভয়াবহ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল। তারা মুগীস আর-রুমীর বাহিনীকে দেখে ফেলল। মুগীস আর-রুমী শহরের বাম দিকে সামান্য দূরে তারিক বিন যিয়াদের হুকুমের অপেক্ষা করছিল। একজন বেসামরিক লোক তাদের জেনারেলের নিকট ছুটে গিয়ে মুগীস আর-রুমীর বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ দিল। জেনারেল তার বাহিনীর ডান বাহুকে মুগীস আর-রুমীর বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য পাঠিয়ে দিল।

মুগীস আর-রুমী ছিলেন অত্যন্ত চৌকস ও সচেতন। তিনি তার কয়েকজন সৈন্যকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সামনে পাঠিয়ে ছিলেন। তাদের একজন দৌড়ে এসে তাকে সংবাদ দিল, শত্রুবাহিনীর কয়েকটা দল এদিকে আসছে। মুগীস

তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশের অপেক্ষা না করে তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন। তার নিকট যথেষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী ছিল।

মুগীস আর-রুমী ধেয়ে আসা খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে সামনা-সামনি লড়াই করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর বাহিনীকে আরও সামনে নিয়ে গিয়ে শত্রুবাহিনীর ডান পার্শ্বে আক্রমণ করলেন। তাঁর আক্রমণ এতটাই কঠিন ও তীব্র ছিল যে, শত্রুপক্ষ পিছু হঠতে বাধ্য হল। তাদের পিছনেই ছিল শহর-রক্ষা প্রাচীর। তারা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করছিল, কিন্তু মুগীস আর-রুমী তাদের উপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিলেন যে, তারা পিছু হটতে গিয়ে শহর-রক্ষা প্রাচীরের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হল। তারা সামনে অগ্রসর হয়ে পাল্টা আঘাত হানার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।

বার্বার যোদ্ধারা এখানে সাহসিকতা ও রণনৈপুন্যতার এমন পারঙ্গমতা প্রদর্শন করল, যা বহুকাল সমর-ইতিহাসের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ইসিজার বাহিনীও জীবনবাজি রেখে লড়াই করছিল।

যুদ্ধ এখন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তারিক বিন যিয়াদ সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় ছিলেন। তাঁর উভয় পাশের সৈন্যরা পৃথক পৃথকভাবে যুদ্ধ করছিল। তারিক কোন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারছিলেন না। তাঁর প্রতিটি সৈন্যই মরণপণ লড়াই করছিল। তাঁর কোন রিজার্ভ বাহিনীও ছিল না। তিনি নিজেও একজন সাধারণ সৈনিকের মতো লড়াই করছিলেন। তাঁর বাহিনীর সৈন্যদেরই বেশি ক্ষতি হচ্ছিল।

যায়েদ বিন কুসাদা যেহেতু পিছন দিক হতে আক্রমণ করেছিলেন, তাই তিনি শত্রুবাহিনীর বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যায়েদ বিন কুসাদা ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সালার। তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন, তারিক বিন যিয়াদ বেশ বিপদের মধ্যে আছেন। তিনি তার বাহিনীর এক চতুর্থাংশকে তারিকের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে তারিকের বিপদ কিছুটা হালকা হল। কিন্তু খ্রিস্টান সৈন্যরা তাদের পবিত্র নগরী রক্ষার্থে জীবনবাজি রেখে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করছিল। 'লাকা'সহ অন্যান্য রণাঙ্গন ও দুর্গ থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা আহত সিংহের ন্যায় লড়াই করছিল। তারা বীরবিক্রমে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলছিল।

মুগীস আর-রুমী খ্রিস্টান বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে তাদের বেশ ক্ষতিসাধন করছিলেন। তাদের পদাতিক বাহিনী দুর্গপ্রাচীর আর অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে বন্দী হয়ে পড়েছিল। তাদের অনেকেই ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা পড়ল। ঘোড়াগুলো পরস্পরে এমনভাবে জড়সড় হয়েছিল যে, অশ্বারোহীদের

জন্য তীর-তলোয়ার ও বর্শা চালানো একেবারে অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে তারা নিজেদের হাতিয়ার দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল।

রণাঙ্গনে তারিক বিন যিয়াদের একটি স্থায়ী নির্দেশ ছিল, ঘোড়ার যেন কোন ক্ষতি করা না হয়। কারণ, ঘোড়াগুলো মুসলিম বাহিনীর কাজে লাগবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মুগীস আর-রুমী ঘোড়ার পরোয়া না করে নির্দেশ দিলেন, তীর ছুড়ে দুশমনের ঘোড়াগুলো জখম করে ফেল। নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী ঘোড়াগুলো লক্ষ্য করেও তীর-বর্শা ছুড়তে লাগল। তীরের আঘাতে আহত ঘোড়া আরোহীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগল। নিয়ন্ত্রণহীন ঘোড়া তার আরোহীকে ফেলে দিলে অন্য ঘোড়া এসে তাকে পদপিষ্ট করে চলে যেত।

মুগীস আর-রুমীর ফাঁদ থেকে খ্রিস্টান বাহিনী পালানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু খুব কম সংখ্যকই পালাতে পারল। মুগীস তাঁর কিছু সৈন্যকে তারিক বিন যিয়াদের সাহার্যে পাঠিয়ে দিলেন। এতে তারিকের বিপদ আরও হালকা হয়ে গেল এবং যুদ্ধের যে হাওয়া খ্রিস্টানদের অনুকূলে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা এখন তাদের প্রতিকূলে বইতে শুরু করল।

ইতিহাসে ইসিজার খ্রিস্টান সৈন্যবাহিনীর ভূয়ষী প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তারা সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে মুসলিম বাহিনীর যে ক্ষতি সাধন করেছিল, মুসলিম বাহিনী ইতিপূর্বের যুদ্ধগুলোতে এই পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি।

মুসলিম বাহিনী এত বিপুল পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ের কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়ের আনন্দে তারা বিভোর ছিল। ইসিজার খ্রিস্টানরা তাদের সেই মুগ্ধতা দূর করে দিল।

একজন পোর্তগিজ ঐতিহাসিক লেখেন, এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী এমন ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সন্ধ্যা নাগাদ খ্রিস্টান বাহিনী পরাজিত হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু মুসলমানদের দেমাগ থেকে এই আনন্দ-অনুভূতি বের হয়ে গেল যে, 'তারা যেদিকেই যাবে বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।'

***

শেষ বিকেলের সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে ডুবে গেল। সেই সাথে আন্দালুসিয়ায় খ্রিস্টানদের বীরত্বের সূর্যও অস্তমিত হয়ে গেল। তাদের দুর্গপতিসহ জেনারেলদের সকলেই নিহত হল। সাধারণ সিপাহীদের মাঝে খুব স্বল্প সংখ্যকই জীবিত রইল। তারিক বিন যিয়াদকে যখন তাঁর বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে জানানো হল তখন তিনি একেবারে বাকহীন হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হল না। তাঁর শারীরিক অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়। মনে হচ্ছিল, তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গার হাড়-গুড় ভেঙ্গে গেছে। সারাদিন তিনি একজন সাধারণ সিপাহীর মতো লড়াই করেছেন।

খ্রিস্টান সিপাহীদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তারা ক্লান্তির কারণে চলা-ফেরা করতে পারছিল না। যে যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। এখন তারা যুদ্ধবন্দী। সিপাহীদের মাধ্যে যারা পলানোর চেষ্টা করছিল তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হচ্ছিল। শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হল, কেউ যদি কোন সিপাহীকে আশ্রয় দেয় তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন, আহতদেরকে মুসলিম বাহিনী ময়দান থেকে নিয়ে আসবে, আর শহরবাসী তাদেরকে সাহায্য করবে। আহত ব্যক্তি মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান– সকলের সাথে এক রকম ব্যবহার করা হবে। কেউ এই হুকুম অমান্য করলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

তারিক বিন যিয়াদ ঐ মেয়ে তিনটিকে তলব করলেন, যারা তাঁকে হত্যা করার জন্য এসেছিল। তিনি বড় পাদ্রিকেও ডেকে পাঠালেন। বড় পাদ্রি এলে তারিক বিন যিয়াদ মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ব্যক্তিই কি তোমাদেরকে পাঠিয়েছিল আমাকে হত্যা করতে?'

'হ্যাঁ, সিপাহসালার!' একটি মেয়ে বলল। 'সেই আমাদেরকে পাঠিয়েছিল এবং হত্যা করার পন্থাও বলে দিয়েছিল।'

'আমার বাহিনীর কোন সিপাহী তোমাদের কোন উপাসনালয়ের বারান্দায়ও পাও রাখবে না।' তারিক বিন যিয়াদ পাদ্রিকে লক্ষ্য করে বললেন। 'উপাসনালয় যে ধর্মেরই হোক না কেন, আমাদের কর্তব্য হল, তার সম্মান রক্ষা করা। আমরা কারও ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না। প্রত্যেক ধর্মের লোক নিজস্ব ইবাদত ও ধর্ম-কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু তোমরা তোমাদের ধর্মীয় বিধানকে কলঙ্কিত করেছ, আমি তোমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করব না। কুমারী মেয়েদেরকে রক্ষিতা বানিয়ে রাখার শিক্ষা কি হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম তোমাদেরকে দিয়েছেন? কক্ষণও না। তিনি তোমাদেরকে এমন বিধান কখনও শিক্ষা দেননি। তোমাদেরকে হত্যা করা উচিৎ।'

পাদ্রি অনেক কাকুতি-মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। নিজেকে রক্ষার জন্য সে অনেক অযুহাত পেশ করল। কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন এবং ভোরেই তাকে হত্যা করার হুকুম জারি করলেন।

অন্যান্য ধর্মীয় পণ্ডিতদেরকে ডেকে তারিক বিন যিয়াদ নির্দেশ দিলেন, 'সকল ধর্ম-যাজিকাদেরকে তাদের মা-বাবার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যে যেই এলাকার তাকে সেই এলাকায় পৌঁছে দিতে হবে।'

তারিক বিন যিয়াদ ইসিজা বাসীদের উপর মোটা অংকের জরিমানা আরোপ করলেন। কারণ তারা তাদের বাহিনীর সাথে সমান তালে যুদ্ধ করছিল। ফলে

মুসলিম বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি তাদের উপর নিরাপত্তা-কর আরোপ করেন।[৭]

ইসিজার প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব তারিক বিন যিয়াদ খ্রিস্টানদের উপরই ন্যস্ত করেন। তবে প্রধান প্রশাসক হিসেবে একজন মুসলিমকে নিয়োগ দেন।

***

পর দিন সকালে এক হৃদয়বিদারক ও বেদনাবিধুর দৃশ্যের অবতারণা হয়। শহীদগণের লাশ পাঁচটি কাতারে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। তারিক বিন যিয়াদ জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। শহীদগণের কাফনের ব্যবস্থা শহরবাসীরা করেছিল। শহরবাসীরা শহীদগণের জানাযা ও দাফনের দৃশ্য প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিল।

এক বিশাল-বিস্তৃত এলাকা জোড়ে গণকবরের ব্যবস্থা করা হল। সর্বপ্রথম যেসকল মুজাহিদীন ইউরোপে আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাত পৌঁছে দিয়েছিলেন—এটা ছিল তাদের সর্বশেষ আরামগাহ।

তারিক বিন যিয়াদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন বইছিল। মুজাহিদগণ থেমে থেমে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিচ্ছিলেন। শহীদগণকে দাফন করে তারিক বিন যিয়াদ অশ্রুসজল চোখে কবরস্থান থেকে বের হয়ে এলেন। এমন সময় তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল, কায়রো থেকে মিসর ও আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের কাসেদ এসেছে।

তারিক বিন যিয়াদ কাসেদ থেকে পয়গাম নিয়ে পড়তে লাগলেন। পয়গাম পড়তে পড়তে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁর কাছেই জুলিয়ান ও অন্যান্য সালারগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭। এস.পি.স্কাট নামে একজন সাম্প্রদায়িক খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ইসিজা যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেছেন, 'তারিক বিন যিয়াদ যখন ইসিজা জয় করেন তখন পাদ্রিরা গির্জার রক্ষিতাদেরকে বলেছিল যে, মুসলিম বাহিনী হলো, হিংস্র পশুর ন্যায়। তারা তোমাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করবে। যুবতী রক্ষিতা মেয়েরা তাদের কথা শুনে ভয়ে নিজেদের চেহারা বিকৃত করে ফেলল। কিন্তু তারপরও মুসলিম বাহিনী তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া করল না। তারা যাজিকাদেরকে পাশবিক নির্যাতন করে হত্যা করে ফেলল।'

এস.পি.স্কাটের এ বক্তব্যকে তার স্বজাতির আরেক ঐতিহাসিক গোয়ানগোজ প্রত্যাখ্যান করে লেখেছেন, ধর্ম যাজিকার নামে যেসকল মেয়েরা গির্জায় পাদ্রিদের রক্ষিতা ছিল, তারা মুসলিম বাহিনীর আচার-ব্যবহারে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যায় যে, তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর সিপাহীদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়।

অন্যান্য ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, মুসলিম বাহিনীর হাতে অমুসলিমদের কোন উপাসনালয় ধ্বংস হয়েছে, কিংবা কোন মেয়ের উপর নির্যাতন করা হয়েছে।

'তোমাদের কেউ কি আমাকে বলতে পার, এই নির্দেশের মাঝে কি এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে?' তারিক বিন যিয়াদ বিরক্তির সাথে তাঁর সালারদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তিনি মুসা বিন নুসাইরের পয়গাম পড়ে তাদেরকে শুনাতে লাগলেন।

মুসা বিন নুসাইর তারিককে লেখেছিলেন :

> 'বুদ্ধিমত্তার দাবি হল, তুমি যেখানে আছো সেখানেই অবস্থান করবে। এমন যেন না হয় যে, জয়ের নেশায় সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে গোটা বাহিনীই চরম পরাজয়ের শিকার হয়। পরবর্তী নির্দেশ না আসার আগ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হবে না। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে আমি দিক-নির্দেশনা পাঠাচ্ছি, কিংবা আমি নিজেই ফৌজ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি।'

অধিকাংশ ঐতিহাসিকই মুসা বিন নুসাইরের পয়গামের হুবহু বিবরণ না দিয়ে শুধু মন্তব্য পেশ করেছেন। তারা লেখেছেন, মুসা বিন নুসাইর তারিককে শুধু হুকুমই দেননি; বরং তাকে বাধ্য করেছিলেন, যেন তিনি সামনে অগ্রসর না হতে পারেন।

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা লেখেছেন, 'মুসা বিন নুসাইর যখন দেখলেন যে, তাঁর গোলাম তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসিয়ার মতো এক বিশাল রাজ্যের বিজেতা হয়ে যাচ্ছে, সে মাত্র বার হাজার সৈন্যের মাধ্যমে রডারিকের এক লাখের চেয়েও বেশি সৈন্যকে শুধু পরাজিতই করেনি; বরং তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছে। ফলে ইসলামী সালতানাতের খলীফার কাছেও সে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে যাচ্ছে, তখন মুসার অন্তরে তারিক বিন যিয়াদের ব্যাপারে পরশ্রিকাতরতা জন্ম নিল। মুসা বিন নুসাইর হিংসার বশবর্তী হয়ে তারিককে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দিয়ে নিজে আন্দালুসিয়ার বিজেতা হওয়ার গৌরব অর্জন করতে চাচ্ছিলেন।'

অসম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করে মুসলিম ইতিহাসবিদগণ লেখেছেন যে, মুসা বিন নুসাইরের এই নির্দেশ সঠিক ছিল। কারণ, তিনি চিন্তা করেছিলেন, তারিক বিন যিয়াদ বয়সে তরুণ। আবেগের বশবর্তী হয়ে সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয়ের শিকার হতে পারেন। তখন যে সকল এলাকা বিজয় হয়েছে সেগুলোও হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

কোন রকম পক্ষপাতিত্বের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং কোন রকম মন্তব্য থেকে বিরত থেকে, মুসা বিন নুসাইর তারিককে সামনে অগ্রসর না হওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সমরশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল—সে ব্যাপারে তৎকালিন পরিস্থিতিতে তারিক বিন যিয়াদ ও তাঁর সালারগণ কী মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণের বরাত দিয়ে তা-ই এখানে আমরা উল্লেখ করছি।

তারিক বিন যিয়াদ কবরস্থান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সালারদেরকে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই আলোচনায় সালারদের সাথে তিনি জুলিয়ানকেও উপস্থিত হতে বললেন। এর প্রথম কারণ হল, জুলিয়ান আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তারিক বিন যিয়াদের সাহায্য-সহযোগিতা করছিলেন। এমনকি তিনি একজন খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও তার স্বজাতিকে ধোঁকা দিয়ে কারমুনা দুর্গ তারিক বিন যিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হল, জুলিয়ান ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বিশেষ করে সমরশাস্ত্রে তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল অতুলনীয়।

'হে আমার বন্ধুগণ!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমীরের এই হুকুমের পিছনে কি এমন হেকমত লুকিয়ে আছে? একদিকে ইসলামের বিধান হল, আমীরের আনুগত্য করো; তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করো না। অপর দিকে আমরা যদি সামনে অগ্রসর না হয়ে এখানে বসে থাকি তাহলে আন্দালুসিয় সৈন্যরা মনে করবে, ইসিজার যুদ্ধে আমরা যে বিপুলসংখ্যক সৈন্য হারিয়েছি, তা আমরা বরদাশ্‌ত করতে পারছি না। তাই সামনে অগ্রসর হতে ভয় পাচ্ছি।'

'বিন যিয়াদ!' মুগীস আর-রুমী বললেন। 'আন্দালুসিয়রা যা মনে করার তা করুক। আমদের চিন্তা করার বিষয় হল, আমরা আন্দালুসিয়দের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছি। এখন আমরা যদি সেখান থেকে নেমে যাই তাহলে আন্দালুসিয়রা তাদের বিক্ষিপ্ত সামরিক-শক্তিকে একত্রিত করে ফেলবে। তখন তারাই আমাদের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমরা শত্রুপক্ষের উপর আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। এখন শত্রুপক্ষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া ছাড়া, আমীরের এই নির্দেশের মাঝে আমি আর কোন হেকমত খুঁজে পাচ্ছি না।'

'বিন যিয়াদ! আপনি চিন্তা কর দেখুন।' জুলিয়ান বললেন। 'আমীরের হুকুম মান্য করার ব্যাপারে আপনাদের ধর্মের যে নির্দেশ রয়েছে, সে ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করব না। আমাদের ধর্মের নির্দেশও এমনিই। তবে আমীর যদি এমন কোন নির্দেশ দেন, যার কারণে ধর্মের ও ধর্মের অনুসারীদের ক্ষতি হয় তাহলে আমি মনে করি—এমন হুকুম পালন করা পাপ।

বিন যিয়াদ! আপনি চিন্তা করে দেখুন, আপনি লাকা উপত্যকা জয় করেছেন। গোয়াডিলেটের যুদ্ধে আপনি রডারিকের সাথে তার প্রধান প্রধান প্রশাসক এবং অভিজ্ঞ জেনারেলদেরকে হত্যা করেছেন। আন্দালুসিয়ার প্রকৃত বাহিনীকে আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেসকল সৈন্য পালিয়ে গেছে তারা আপনাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে ভীতি ছড়াচ্ছে। তারা সামান্য সময়ের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে হাল ছেড়ে দেয়। এমতাবস্থায় আপনি কি তাদেরকে এই সুযোগ করে দেবেন,

যাতে তারা একত্রিত হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, নাকি তাদের পিছু ধাওয়া করবেন, যেন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে না পারে?'

'আমি কোথাও তাদেরকে নিশ্চিন্তে বসার সুযোগ দেব না।' তারিক বিন যিয়াদ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

'আমীর মুসা বিন নুসাই এখান থেকে অনেক দূরে।' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন। এখানকার বাস্তবতা ও আন্দালুসিয় বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সঠিক কোন ধারণা নেই।'

'তাছাড়া এই ইসিজা শহরের ব্যাপারটিই লক্ষ্য করুন।' জুলিয়ান বললেন। 'এটা আন্দালুসিয়ার চৌরাস্তা। এখান থেকে একটি রাস্তা গেছে কর্ডোভার দিকে। আরেকটি গ্রানাডার দিকে। তৃতীয়টি মালাগার দিকে। আর চতুর্থটি গেছে আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর দিকে। আপনি যদি এ চারটি শহর দখল করে নিতে পারেন তাহলে মনে করবেন, গোটা আন্দালুসিয়াই আপনি দখল করে নিয়েছেন। আপনি সামনে এগিয়ে চলুন, আমীর যদি নারাজ হন তাহলে আমি তাঁর সাথে কথা বলব।'

'আমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলতে পারব।' তারিক বললেন। 'তবে তাঁর সাথে কথা পরে হবে, এখন আমরা সামনে অগ্রসর হব।'

***

আমীরের হুকুমের পরোয়া না করে তারিক বিন যিয়াদ অন্য শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর বাহিনীকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন যায়েদ বিন কুসাদাকে। ঐতিহাসিকদের অনেকে তাঁর নাম লেখেছেন, যায়েদ বিন কায়সারী। তারিক বিন যিয়াদ তাকে মালাগার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। অপরভাগের নেতৃত্ব তারিক বিন যিয়াদ নিজ হাতে রেখে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হলেন।

কোন ঐতিহাসিকই উল্লেখ করেননি, ইসিজায় কত সংখ্যক মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। মুসলিম বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ থেকে বুঝা যায়, শহীদগণের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। যদিও ইতিপূর্বের বিজয়-সংবাদ শুনে কয়েক হাজার নতুন বার্বার যোদ্ধা মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

যাহোক, তারিক বিন যিয়াদ কর্ডোভা পৌঁছে কর্ডোভার দুর্গ অবরোধ করলেন। কিন্তু প্রথম দিনই তিনি বুঝতে পারলেন যে, শহরে প্রবেশ করা বড় কঠিন হবে। দুর্গের প্রাচীর ও ফটকের কাছে যাওয়াও ছিল আত্মহত্যার শামিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, দুর্গের চতুরপার্শ্বে ছিল পরিখা। তারিক বিন যিয়াদ সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্গে প্রবেশের কোন উপায়ই তিনি বের করতে

পারলেন না। কেবল একটি উপায়ই অবশিষ্ট ছিল, আর তা হল, দীর্ঘ দিন দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকা। ইতিমধ্যেই নয় দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে।

'মুগীস!' তারিক বিন যিয়াদ সালার মুগীসকে ডেকে বললেন। 'তুমি এখানেই থাক, আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা তো এ কারণই আমীরের হুকুম উপেক্ষা করেছিলাম, যেন আন্দালুসিয় বাহিনী শান্তিতে কোথাও বসতে না পারে এবং সংঘবদ্ধ না হতে পারে। সুতরাং আমি এখানে দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকতে পারি না। দুর্গের যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে, কয়েক মাস লেগে যাবে। আমি রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের এই বাহিনীকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নেব। এক ভাগ তোমার সাথে থাকবে, আরেক ভাগ আমার সাথে টলেডো যাবে।'

'বেশির ভাগ সিপাহী আপনার সাথে রাখুন, বিন যিয়াদ!' মুগীস আর-রুমী বললেন। 'আমার কাছে মাত্র সাতশ সিপাহী রেখে যান।'

'কেবল সাতশ সিপাহী!' তারিক বিন যিয়াদ অবাক হয়ে বললেন। 'মাত্র সাতশ সিপাহীর সহযোগিতায় তুমি এ দুর্গ জয় করতে পারবে?'

'মুগীস মাত্র সাতশ সিপাহীর মাধ্যমে এ দুর্গ দখল করতে পারবে কি না—সে ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।' জুলিয়ান বললেন। 'তবে ইবনে যিয়াদ! এটা আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, আপনি স্বল্পসংখ্যক সিপাহী নিয়ে টলেডো জয় করতে পারবেন না। টলেডো হল রাজধানী, আন্দালুসিয়ার প্রাণকেন্দ্র। টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুবই মজবুত। এটাই উত্তম হবে যে, আপনি অধিকাংশ সিপাহী আপনার সাথে নিয়ে যাবেন।'

'আমার জন্য চিন্তা করবেন না।' মুগীস বললেন। 'আল্লাহর সাহায্যই আমার জন্য যথেষ্ট। এ দুর্গ আমি দখল করবই, ইনশাআল্লাহ্।'

'আকাশ-কুসুম চিন্তার কথা রাখ, মুগীস!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আল্লাহ্ তাআলা শুধু তাদেরকেই মদদ করেন, যারা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে।'

'আমি বলছি, বাছাইকৃত সাতশ সিপাহী আমার কাছে রেখে আপনি সামনে রওনা হয়ে যান।' মুগীস বললেন। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বিজয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা শুধু শুধু পরিখার এপাশে এভাবে বসে থাকব না।'

অগত্যা তারিক বিন যিয়াদ মুগীস আর-রুমীর পছন্দমতো সাতশ সিপাহী রেখে অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে নিয়ে টলেডোর দিকে রওনা হয়ে গেলেন। জুলিয়ান ও আউপাস তাঁর সাথে গেলেন।

***

কর্ডোভার দুর্গপ্রাচীরের উপর তীর-ধনুক ও বর্শা হাতে নিয়ে যে মানব-প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছিল তা বিস্ফোরণ উন্মুখ আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিকট শব্দে ফেটে পড়ল। সেই বিস্ফারিত আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পরিবর্তে আকাশ বিদির্ণকারী জয়-ধ্বনি বের হতে লাগল। সেই সাথে তারা মুসলিম বাহিনীকে দুয়ো-ধ্বনি দিতে লাগল।

'চলে গেছে..., ওরা চলে গেছে...।'

'এত তাড়াতাড়ি কেন চলে যাচ্ছ..., হে লুটেরার দল...!?'

'দেখ..., দেখ..., আমাদের মেহমানরা চলে যাচ্ছে...।'

'থামো..., থামো..., একটু দাঁড়াও..., আমরা দরজা খুলে দিচ্ছি...।'

তীর, ধনুক আর বর্শা হাতে নেচে-কুদে খ্রিস্টান বাহিনী বিজয়-উল্লাস পালন করছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে তিরস্কার করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। মুগীস আর-রুমী তার সাতশ সিপাহীকে খন্দক হতে দূরে পিছন দিকে নিয়ে গেলেন। কর্ডোভার খ্রিস্টানরা আত্মতুষ্টিতে ভোগতে লাগল যে, মুসলিম বাহিনী নিরাশ হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছে।

রাতে শহরে আনন্দ-উৎসব হচ্ছিল। গির্জাসমূহে যাজক-যাজিকারা খুশীতে মেতে উঠেছিল। ইসিজা থেকে পালিয়ে আসা বেশকিছু সিপাহী ও শহরবাসী কর্ডোভায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ইসিজা যুদ্ধের অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র শহরবাসীর সামনে তুলে ধরছিল। সাধারণ মানুষ এভেবে খুশী ছিল যে, তাদের উপর থেকে বিপদ দূর হয়ে গেছে। সবমিলিয়ে তাদের কাছে এই রাত ছিল আনন্দের রাত; উৎসবের রাত।

কর্ডোভা শহরের অদূরে সবুজ লতা-গুল্মে ঘেরা ছোট-বড় অসংখ্য টিলা ছিল। মুগীস আর-রুমী তার বাহিনীকে সেই টিলাসমূহের মাঝে আত্মগোপন করে থাকতে বলে নিজে তাদের থেকে পৃথক হয়ে এক স্থানে একাকী নিবিষ্ট চিত্তে নফল নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লেন,

'হে আল্লাহ! তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। হে পরওয়ারদিগার! তুমি যাকে ইচ্ছে তাকে ইজ্জত দান কর, যাকে ইচ্ছে তাকে বেইজ্জতি কর। তুমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার উপর ভরসা করেই মাত্র সাতশ সৈন্য নিয়ে এ শহর জয় করার ওয়াদা করেছি। আমি এ শহরের বাদশাহ হতে চাই না; বরং তোমার বাদশাহী এ শহরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

হে আমার আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহস ও হিম্মতদান কর, যেন আমি তোমার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের বাণী নিয়ে এ দুর্গে প্রবেশ করতে পারি এবং বাতিলের ঘোর অমানিশার মাঝে চিরসত্যের প্রদীপ জ্বালাতে পারি। হে দয়াময়! আমাকে তোমার দরবারে এবং আমার সাথীদের সামনে লজ্জিত করো না।'

মুগীস আর-রুমী দুআ শেষ করে আল্লাহর দরবারে প্রসারিত হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর বাহিনীর কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। সকল সিপাহী তাঁর পাশে এসে একত্রিত হল।

'প্রিয় সংগ্রামী সাথীগণ!' মুগীস আর-রুমী উচ্চস্বরে তাঁর বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন। 'আমি সিপাহ্সালারকে বলেছিলাম, আমাকে কেবল সাতশ অশ্বারোহী দিন আমি আপনাকে এ শহর উপহার দেব। আমি আমার দাবি ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য তোমাদেরকে নির্বাচন করেছি। এ প্রতিশ্রুতি আমি সিপাহসালারের নিকট করিনি, বরং স্বয়ং আল্লাহর নিকট করেছি। আমি এ ওয়াদা তোমাদের বীরত্বের উপর ভরসা করে করেছি। আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার কর, আমরা এই শহরের প্রাচীর ভেদ করে তাতে প্রবেশ করব। অন্যথায় আমরা এখানেই জীবন দিয়ে দেব। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা আল্লাহর সঙ্গ ছেড়ে দিও না।'

'আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা অঙ্গীকার করছি, জীবন দিয়ে হলেও আমরা এই শহর দখল করব।' সাতশ সিপাহী এক যোগে চিৎকার করে বলে উঠল।

***

সকাল হওয়ার সাথে সাথে মুগীস আর-রুমী একা একা বের হয়ে পড়লেন। তিনি দুর্গ ও শহর-রক্ষা প্রাচীর ভালোভাবে দেখতে চাচ্ছিলেন। হয়তো প্রাচীরের উপর উঠার বা তা ভাঙ্গার উপযুক্ত কোন জায়গা পেয়েও যেতে পারেন। ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, এমন সময় একজন রাখাল কিছু ভেড়া-বকরী নিয়ে এদিকে আসল। সে মুগীসকে দেখে সালাম করে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের বাদশাহকে যারা পরাজিত করেছে, আপনি কি সে বাহিনীর লোক?'

মুগীস আন্দালুসিয়ার ভাষা বুঝতেন এবং কথা বলতেও পারতেন। তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, দোস্ত! তুমি কি আমাকে তোমার দুশমন মনে কর?'

'না, আমরা খুবই গরীব মানুষ।' রাখাল বলল। 'আমরা কাউকে দুশমন বানানোর সাহস করতে পারি না।'

মুগীস আর-রুমী রাখালের সাথে বন্ধুর মতো আলাপ করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন।

'দাঁড়ান।' রাখাল মুগীসকে বলল। 'আপনারা যদি শহরের ভিতর প্রবেশ করতে চান তাহলে পিছন দিকে চলে যান। ওদিকে নদী ও খন্দক আছে। ওদিকের এক জায়গায় দুর্গের প্রাচীর সামান্য ভাঙ্গা, কিন্তু জায়গাটা খুবই উঁচু। সেই জায়গার আলামত হল, সেখানে বিশাল একটি বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের ডাল প্রাচীরের উপর গিয়ে পড়েছে। সেখান দিয়ে আপনারা প্রাচীর ভাঙ্গতে পারবেন। নিজে গিয়ে দেখে আসুন, এ কাজ করতে পারবেন কি না?'

মুগীস আর-রুমী ছদ্মবেশ নিয়ে অনেক দূর ঘুরে সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছলেন। তিনি সমুদ্র পাড় থেকেই দুর্গপ্রাচীরের সেই ভাঙ্গা স্থানটি দেখতে পেলেন। কিন্তু এই সামান্য ভাঙ্গা দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। আরও কিছু জায়গা ভাঙ্গার প্রয়োজন হবে।

প্রাচীরের উপর পাহারাদার টহল দিচ্ছিল। মুগীস চুপি চুপি ফিরে এসে তাঁর সালারদেরকে সবকিছু বললেন। তারা চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দেয়ালের সেই ভাঙ্গা জায়গাটি দেখে এসে বলল,

'প্রাচীরে ঐ ভাঙ্গা জায়গার চেয়ে দুর্গের নিকটবর্তী গাছই বেশি উপকারে আসবে।' আবু আতিক নামের একজন জেনারেল বললেন। 'রাতের অন্ধকারে গাছের ডাল বেয়ে প্রাচীরের উপর উঠা সম্ভব হবে, কিন্তু পাহারাদারদের উপস্থিতিই সবচেয়ে ভয়ের কারণ।'

মুগীস আর-রুমীও এই গাছের কথা চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়েছে, এই পথে বিপদ বেশি; সাফল্য কম।

ঐতিহাসিক লেনপোল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, 'মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ-পারঙ্গমতা ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিল। তাদের বিজয়ের মূল কারণও এটাই ছিল। তাদের মানসিক শক্তি ছিল প্রচুর। তাছাড়া ঐশী সমর্থনও ছিল তাদের পক্ষে। রণাঙ্গনে কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, যা তারিক বিন যিয়াদের জন্য সাফল্য বয়ে আনত।'

মুগীস আর-রুমী প্রাচীরের ভাঙ্গা স্থান এবং নিকটবর্তী গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই ভাঙ্গা প্রাচীর আর গাছকে কাজে লাগান অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল।

প্লান-পরিকল্পনা করতে করতেই সেদিনের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। রাতের আঁধারে ঢেকে গেল কর্ডোভা নগরী। কিছুক্ষণ পর শুরু হল প্রবল ঝড়ো হাওয়া। সেই সাথে বজ্রসহ বৃষ্টি। নিকষ কালো অন্ধকার রাত, তার উপর বিকট বজ্রপাতের শব্দে গোটা নগরী থরথর করে কাঁপছিল। তুফানের তোড়ে শিকড়সহ গাছ-পালা উপড়ে পড়ছিল।

মুগীস ও তার মুজাহিদ সাথীদের জন্য এ ভয়াবহ তুফানের হাত থেকে বাঁচার মতো কোন আশ্রয় ছিল না। তাদের কাছে কোন তাঁবুও ছিল না। আর যদি থাকতও তাহলে ঝড়ো বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যেত। ঘোড়াগুলো চিৎকার করে ছটফট করছিল। টিলার আড়ালে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে কোন রকম বেঁধে রাখা হল।

মুগীস আর-রুমী উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, 'এখনই দুর্গ আক্রমণ করার উপযুক্ত সময়। এ তুফান আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। জলদি ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে নদীর দিকে চল। এই তুফানের সময় প্রাচীরের উপর কোন পাহারাদার থাকবে না। সাথে কোদাল নিয়ে নাও।'

প্রবল ঝড়-তুফান আর ঝঞ্ঝাবায়ু উপেক্ষা করে মুগীস আর-রুমী সাতশ অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে, বা কোথাও বজ্রপাত হলে ঘোড়াগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক ছুটতে চেষ্টা করত। কিন্তু অশ্বারোহী মুজাহিদগণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঘোড়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখছিলেন। তুফানের সাথে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি অশ্বারোহীদের চেহারা ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল।

কর্ডোভা নগরীর অবস্থান 'এ্যাশবেলিয়া' নদীর অববাহিকায়। মুসলমানগণ এই নদীর নাম রেখেছিলেন কর্ডোভা নদী। এখনও এই নদীর অস্তিত্ব আছে। অশ্বারোহীদেরকে প্রাচীর থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন ছিল, তাই নদীর যেখানে হাঁটু পানি ছিল সেখানে ঘোড়াগুলোকে রাখা হল। নদী উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার জন্য কোন সমম্যা ছিল না। আসল সমস্য ছিল, মুষলধার তুফান আর শিলাবৃষ্টি।

পাহারাদাররা প্রাচীরের চোরা কুঠুরিতে আশ্রয় নিয়েছিল। মুগীস আর-রুমী তাঁর চারজন সহযোগীসহ প্রাচীরের সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে প্রাচীর সামান্য ভাঙ্গা ছিল এবং গাছের ডাল সেই প্রাচীরের উপর পড়ে ছিল।

'সালার!' আবু আতীক চাঁপা আওয়াজে বললেন। 'প্রাচীর ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই। আমি রশী সাথে এনিছি, আমাকে গাছে উঠতে দিন।'

আবু আতীক রশি নিয়ে গাছে উঠে পড়লেন এবং ডাল বেয়ে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুষলধার বৃষ্টির কারণে গাছের ডাল ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সেই সাথে প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা ডালটাকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না।

আবু আতীক গাছের মগডালে চেপে বসলেন। প্রচণ্ড তুফানী বাতাসে ডাল একদিকে কাত হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তে ডাল আবার নিজ স্থানে ফিরে এলে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেয়ালের উপর লাফিয়ে পড়লেন। দেয়ালও বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। টাল সামলাতে না পেরে তিনি দেয়াল থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন। দেয়ালের শেষ প্রান্তে এসে অলৌকিকভাবে তার দেহ আটকে গেল। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

আবু আতীক দ্রুত হাতে তার শরীরে পেচানো রশি খোলে রশির এক মাথা প্রাচীরের খুঁটির সাথে বেঁধে বাকী অংশ নিচে নামিয়ে দিলেন। সাথে সাথে সাত-আটজন সিপাহী রশি ধরে ঝুলে প্রাচীরের উপর উঠে এলো। তাদের প্লান ছিল নদীর দিকে দুর্গের যে দরজা আছে, তা তারা উন্মুক্ত করে দেবে। তারা তলোয়ার বের করে প্রহরীদের একটি কুঠুরিতে ঢুকে পড়ল। কুঠুরিতে মশাল জ্বলছিল। চারজন প্রহরী আরামে বসে গল্পগুজব করছিল। মুজাহিদরা তাদেরকে সামান্য সুযোগ না দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

এমনিভাবে আরও চারটি কুঠুরিতে তারা হানা দিয়ে প্রত্যেকটির প্রহরীকে হত্যা করে ফেলল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ফটকের কাছে চলে এলো। ফটকে কয়েকজন প্রহরী ছিল। তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলল। মুজাহিদগণ তাদরেকে হত্যা করে ফটক খোলে দিল। তার পর আবু আতিক বাইরে গিয়ে মশাল জ্বালিয়ে সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে মুসলিম অশ্বারোহীগণ নদী থেকে বের হয়ে তুফানের গতিতে দুর্গে প্রবেশ করল।

দুই-তিনজন আন্দালুসিয় সিপাহীকে ধরে গাইড বানানো হল। সকল সিপাহীই ঘুমিয়ে ছিল। ছাউনিগুলোতে আগুন লাগিয়ে প্রতিটি সিপাহীকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। যারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করল তারাই শুধু বাঁচতে পারল। শহরের অধিবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলার কোন সুযোগই পেল না।

ঐতিহাসিক এস.পি.স্কাট লেখেন, সকাল বেলা পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে ঝড়-বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। শহরের অধিবাসীরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখল, দুর্গ মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে গেছে। কিন্তু দুর্গের ভিতর আরেকটা দুর্গ ছিল। সেটা এখনও মুসলিম বাহিনীর দখলে আসেনি। এটা ছিল খ্রিস্টান ধর্ম যাজকদের কেন্দ্র। এর ভিতরে বহুত বড় একটি গির্জা ছিল। পাশেই ছিল পাদ্রিদের ও যাজিকাদের আবাসস্থল এবং ধর্মীয় পাঠশালা। এই বিশাল-বিস্তৃত দুর্গের চতুর্পাশের প্রাচীর ছিল অনেক উঁচু, আর ফটক ছিল লৌহ নির্মিত। প্রাচীরের চতুর্পাশে তীরন্দাজরা মোর্চা বানিয়ে ওঁৎ পেতে ছিল।

স্কাট লেখেন, কর্ডোভার গভর্নর চল্লিশজন রক্ষিসেনা নিয়ে এই দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। তার সাথে চারশ সিপাহীও ছিল। মুগীস গভর্নরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন, 'বাইরে এসে আত্মসমর্পণ কর তাহলে নিরাপত্তা পাবে, আর মুকাবেলা করলে কঠিন শাস্তি পাবে।'

'দুর্গপ্রাচীর ও ফটকের কাছে এসে দেখ, কে শাস্তি পায়।' গভর্নর প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে জবাব দিল। 'বাঁচতে চাইলে এই শহর থেকে বের হয়ে যাও।'

দুর্গে প্রবেশ করার জন্য মুগীস বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। তাকে বলা হল, এই দুর্গের ভিতর ফল-মুল ও খাদ্য-দ্রব্য এত বিপুল পরিমাণে মওজুদ আছে যে, কয়েক মাসেও তা খতম হবে না।

প্রায় এক মাস পর মুগীস জানতে পারলেন যে, শহরের ভিতরে যে ঝর্ণা আছে তার পানি ঐ দুর্গের ভিতরে যায়। দুর্গের লোকেরা এই পানিই পান করে।

মাটির নিচে প্রথিত পরনালার মাধ্যমে এই পানি দুর্গে যায়। মুগীস নালার মুখ বন্ধ করে দিলেন। এর তিন-চারদিন পরই দুর্গের ফটক খোলে দেওয়া হল।

মুগীস আর-রুমি প্রথমেই গভর্নরের গর্দান উড়িয়ে দিলেন। তারপর দুর্গের ভিতর যেসকল ফৌজি অফিসার ছিল তাদের সকলকে হত্যা করলেন। যেসকল তীরন্দাজ দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়েছিল তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করা হল। শহরের অধিবাসীদেরকে কোন কিছুই বলা হল না। ধর্ম যাজিকাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হল।

ওদিকে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী কায়রোয়ানে আমীর মুসা বিন নুসাইর আঠার হাজার সিপাহী একত্রিত করলেন। তিনি ইতিপূর্বে খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের নিকট থেকে আন্দালুসিয়ার যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য অনুমতি নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল তারিক বিন যিয়াদ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। মুসা বিন নুসাইর চাচ্ছিলেন, সামনের বিজয়-অভিযানে শামিল হবেন।

কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ ও তার সালারগণ আমীর মুসা বিন নুসাইরের নির্দেশ অমান্য করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমীরের নির্দেশ অমান্য করার কারণে আন্দালুসিয়ার ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছিল।

[ছয়]

যায়েদ বিন কুসাদাকে তারিক বিন যিয়াদ যেদিকে প্রেরণ করেছিলেন, সেদিকে ছিল আন্দালুসিয়ার এক বড় শহর গ্রানাডা। আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত জেনারেল থিয়োডুমির তারিক বিন যিয়াদের হাতে লাকা উপত্যাকায় পরাজিত হয়ে পালিয়ে গ্রানাডা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে মুসলিম বাহিনীর বিজয়-সংবাদ শুনতে পাচ্ছিল। সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গ্রানাডার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছিল।

গ্রানাডার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনিতেই অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ছিল। শহর-রক্ষা প্রাচীরের কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। দুর্গে সৈন্যও ছিল প্রচুর। শুধু একটি অভাবই থিয়োডুমিরকে বিচলিত করছিল। আর তা হল, সেনাবাহিনীর লড়াই করার কোন স্পৃহাই ছিল না। তারা একেবারেই হীনমনোবল হয়ে পড়েছিল। মুসলিম বাহিনীর একের পর এক বিজয় আন্দালুসিয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। দুর্গের সিপাহীদের মনোবল ভাঙ্গার জন্য পিছনের রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা সিপাহী ও সাধারণ লোকজনই যথেষ্ট ছিল। মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে তারা এমনভাবে কথাবার্তা বলত যে, মনে হত, মুসলিম বাহিনী কোন জিন-ভূতের দল।

রডারিকের মৃত্যু সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ রডারিককে বীরপুরুষ ও অকুতোভয় যোদ্ধা মনে করত। তার ব্যাপারে মশহুর ছিল, সে মহলে জালিম বাদশাহ, আর রণাঙ্গনে মহাবীর। কোন বাদশাহই তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে না। এ জন্য মানুষের প্রবল ধারণা ছিল, রডারিক মারা যাইনি; সে এখনও জীবিত আছে। দ্রুতই সে ফিরে আসবে। অনেকে তো এমনও বলছিল, সে যদি মরেও গিয়ে থাকে তাহলেও সে ফিরে আসবে। তবে প্রত্যেকেই এমন ধারণা করত না। যারা এমনটি ধারণা করত না তারা বলত, মুসলিম বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকই ভয়ঙ্কর রকম যুদ্ধবাজ। তারা শুধু রডারিককে পরাজিতই করেনি; বরং তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

আন্দালুসিয় বাহিনীর এই মানসিক অবস্থা থিয়োডুমিরের জন্য অনেক বড় চিন্তার কারণ ছিল। সে একবার মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়েছিল। সেই পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত করার জন্য সে অস্থির ছিল। সেই সাথে আন্দালুসিয়ার বাদশাহ হওয়ার খোয়াবও তার মনে উঁকি দিচ্ছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, থিয়োডুমির বাদশাহ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তার অধীনস্থ সেনা-অফিসারদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখাচ্ছিল। সে তারদেরকে বলছিল,

'এখন দেশে কোন বাদশাহ নেই। যে বিজয় অর্জন করতে পারবে, সেই বাদশাহ হবে। আফ্রিকার বার্বাররা লুটতরাজের জন্য এসেছে। তারা একটি জায়গায়ও যদি পরাজিত হয় তাহলেই পালিয়ে যাবে। তখন এই রাজ্য হবে

আমাদের। তোমরা আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, আর আমি হব রডারিকের স্থলাভিষিক্ত। তোমাদের সকলকেই সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসার বানাব। রডারিকও এভাবেই বাদশাহ্ হয়েছিল। তবে প্রথম শর্ত হল, হানাদার বাহিনীকে এই রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে হবে।'

ফৌজি অফিসারদের জন্য এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। তারা বড় বড় পদের আশায় হানাদার বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল।

'তোমরা সকলেই শুছেন যে, বার্বারদের বাহিনী গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' থিয়োডুমির বলল। 'এখন তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একটি দল গ্রানাডার দিকে আসছে। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। যদি আমরা এই বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারি তাহলে আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের দ্বিতীয় অংশের উপর আক্রমণ করব, যারা কর্ডোভার দিকে গেছে। তারপর টলেডোর দিকে যে দল গেছে তাদেরকে সহজেই খতম করতে পারব।

এই বার্বার বাহিনীকে পরাস্ত করার একটি পদ্ধতি আমি চিন্তা করে রেখেছি। তা হল গ্রানাডার দিকে যে দলটি অগ্রসর হচ্ছে, আমরা তাদরেকে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে আক্রমণ করে এতটাই ব্যতিব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করব যেন, তারা গ্রানাডা পৌঁছতেই না পারে। আর যদি গ্রানাডা পৌঁছেও যায় তাহলে তাদের সৈন্যসংখ্যা হবে খুবই কম এবং তারা থাকবে ক্লান্ত-শ্রান্ত। তখন আমরা তাদেরকে দ্রুত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারব।'

'আপনার পরিকল্পনা খুবই উত্তম।' একজন উচ্চপদস্থ সেনা-অফিসার বলল। 'আমরা বার্বারদের গ্রানাডা অবরোধ করার সুযোগই দেব না। গ্রানাডা থেকে দূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে।'

'আপনি রডারিকের আসনে আসীন হবার কথা বলছিলেন, আপনি কি ভুলে গেছেন যে, রডারিকের একজন নওজোয়ান পুত্র আছে? তার নাম হল, রাচমান্ড। তার বর্তমানে আপনি আন্দালুসিয়ার মুকুট কীভাবে পরিধান করবেন?'

'রাচমান্ড তো পাগল।' থিয়োডুমির জবাব দিল।

'তার মা তো আর পাগল নয়।' অফিসার বলল। 'তাছাড়া ইউগুবেলজিও আপনার মতো জেনারেল। সে সবসময় টলেডো থেকেছে। রডারিকের রানী তাকে সব সময় নিজের কাছে রাখতে পছন্দ করে। তাছাড়া সিপাহীদের মাঝেও তার জনপ্রিয়তা খুব বেশি। সে সেনাবাহিনীকে আপনার বিরুদ্ধে এবং রানীর পক্ষে উসকে দেবে। সে রাচমান্ডকেই সিংহাসনে বসাবে। আপনি যদি তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেন তাহলে আপনাকে হত্যা করা হবে। অন্যথায় গৃহযুদ্ধ শুরু হবে।

এদিকে হানাদার বাহিনী যখন একের পর এক যুদ্ধে বিজয় লাভ করে সামনে অগ্রসর হয়ে আসছে, এমন সময় আপনি কি চান যে, রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হোক? জেনারেল থিয়োড়ুমির! আপনি কি শত্রুবাহিনীর জন্য গোটা রাজ্য দখল করা সহজ করে দিতে চান?'

থিয়োড়ুমির অফিসারের কথা শুনে এমনভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল যেন মনে হল, অফিসার একজন বদ্ধপাগল। থিয়োড়ুমির তার কথার কোন জবাবই দিতে চাচ্ছিল না।

'এটা পরে দেখা যাবে।' থিয়োড়ুমির বলল। 'এখন প্রথম বিষয় হল, সেনাবাহিনীকে সুবিন্যস্ত করা। গ্রানাডা পর্যন্ত পৌঁছতে হানাদার বাহিনীকে যে কয়টি দুর্গ ও শহর অতিক্রম করতে হবে সেগুলোর হিসাব করে সে অনুপাতে সেখানে সৈন্য পাঠাতে হবে।'

গ্রানাডা পৌঁছতে পথে চারটি গুরুত্বপূর্ণ শহর পড়ে। সেগুলো হল, আটিডোনা, মালাগা, মুরসিয়া, ওরিহুয়েনা। ওরিহুয়েনার অবস্থান ছিল গ্রানাডার উপকণ্ঠে।

থিয়োড়ুমির এসকল জায়গায় ঝটিকা সফর করল। সে প্রতিটি শহরের সৈন্যদের খোঁজ-খবর নিল এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে একই রকম জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করল :

> 'ঐ শাহানশা রডারিক মৃত্যুবরণ করেছে, যে আন্দালুসিয়াকে নিজের পৈত্রিক জায়গির মনে করত। আর তোমাদেরকে মনে করত তার কেনা গোলাম। আন্দালুসিয়া তোমাদের রাজ্য। আন্দালুসিয়ার জমিতে উৎপাদিত প্রতিটি শস্যদানা তোমাদের। রক্ত পানি করে উপার্জন করা প্রতিটি পয়সার মালিকও তোমরা। এখন থেকে তোমাদের জমির উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক আর কেউ জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের হাতে তৈরী প্রতিটি বস্তুর সম্পূর্ণ মূল্য তোমরাই পাবে। তোমরা যারা সেনাবাহিনীতে আছ, তোমাদের বাপ-ভাই ও সন্তানদের থেকে কোন প্রকার কর আদায় করা হবে না। কোন সিপাহী যদি লড়াই এ আহত হয় তাহলে আজীবন তাকে তার নির্ধারিত বেতন-ভাতা প্রদান করা হবে। আর কেউ যদি নিহত হয় তাহলে তার বাবা-মা বা তার স্ত্রী কিংবা সন্তানদেরকে এক সাথে মোটা অংকের টাকা প্রদান করা হবে।'

প্রতিটি স্থানে সিপাহীরা থিয়োড়ুমিরের ভাষণ শুনে সমস্বরে চিৎকার করে তাকে মোবারকবাদ জানাত, আর বলত :

'থিয়োড়ুমির জিন্দাবাদ, আন্দালুসিয়া জিন্দাবাদ।'

তাদের প্রশংসা-ধ্বনি শেষ হলে থিয়োড়ুমির পুনরায় তার ভাষণ শুরু করত :

'আফ্রিকার বার্বার মুসলিম বাহিনী তোমাদের মুলুক ও তোমাদের ঘর-বাড়ী লুট করতে এসেছে। তারা তোমাদের মেয়ে-বোন ও যুবতী স্ত্রীদেরকে ধরে নিয়ে যাবে এবং তাদেরকে তোমাদের সামনে বেআবরু করবে। এ ডাকাতরা দশ-বার বছরের বাচ্চাদেরকেও ধরে নিয়ে যায়। যদি তোমরা তাদের হাত থেকে তোমাদের ধন-সম্পদ, আর মান-ইজ্জত বাঁচাতে চাও তাহলে জীবনবাজি রেখে লড়াই কর। দুশমনের ভয় অন্তর থেকে বের করে দাও। তারা এত বড় বাহাদুর নয়, যতটা তোমরা শুনেছ। যেসব সিপাহী পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে তারা তো বলবেই যে, মুসলিম বাহিনী মানুষ নয়; জিন-ভূত। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা, তারা তোমাদের মতোই মানুষ। পৃথিবীতে যদি কোন বাহাদুর থেকে থাকে তাহলে তোমরাই আছ।'

থিয়োডুমির যাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিল, তারা জানত না যে, সে সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর সাথে লড়াই করে পরাজিত হয়েছে এবং কোন রকমে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সে তার বাহিনীকে বার্বারদের দয়া-দক্ষিণার উপর ছেড়ে এসেছে। রডারিকের সাথেও সে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। রডারিকের বাহিনী পরাজিত হলে সে অতি গোপনে পালিয়ে গ্রানাডা এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর এখন সে বড় বড় কথা বলে ভাষণ দিচ্ছে। এখন সে বলছে,'মুসলিম বাহিনী জিন-ভূতের বাহিনী নয়। অথচ সে-ই প্রথম মুসলিম বাহিনীকে জিন-ভূতের বাহিনী আখ্যায়িত করে রডারিকের নিকট চিঠি লেখেছিল।

সেই থিয়োডুমিরই এখন গ্রানাডা থেকে বের হয়ে তার বাহিনীর মাঝে সাহস ও মনোবল সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

***

থিয়োডুমির গ্রানাডা পৌছার পূর্বেই যায়েদ বিন কুসাদা দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা উপশহর আটিডোনা পৌছে যান। তিনি তার বাহিনীকে সামান্য বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে তুফানের বেগে দুর্গ অবরোধ করেন। প্রাচীরের উপর তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপকারী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। তারা অবিরাম তীর-বর্শা নিক্ষেপ করতে লাগল।

মুসলিম বাহিনীর ধনুক ছিল অত্যন্ত মজবুত। এসকল ধনুক দ্বারা বহুদূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্য ভেদ করা সম্ভব ছিল। প্রাচীরের উপর থেকে যে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তা মুসলিম বাহিনীর কাছে এসে পৌছত না। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানত।

মুসলিম বহিনীর রণহুঙ্কার আর তাকবীর ধ্বনি আন্দালুসিয়দের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করত। মুসলিম বাহিনী পাঁচ-ছয়জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দৌড়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে যেত। উপর থেকে কোন তীরন্দাজ ঝুঁকে তাদের দিকে তীর ছুড়তে চেষ্টা করলে বার্বার সেনাদের তীর তাকে সোজা হতে দিত না। তীরবিদ্ধ হয়ে সেই সিপাহী দুর্গপ্রাচীরের উপরই লুটিয়ে পড়ত, কিংবা নিচে পড়ে যেত। মুসলিম বাহিনীর একমাত্র চেষ্টা ছিল রশির সাহায্যে প্রাচীরের উপর আরোহণ করা বা প্রাচীর ভাঙ্গার মতো সুযোগ সৃষ্টি করা।

মুসলিম সিপাহীদের ছোট ছোট কয়েকটি দল দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারা ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা করল।

মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করছিল। মনে হচ্ছিল, তারা গোটা দুর্গ প্রাচীরসহ উপড়ে ফেলে দেবে। মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে আন্দালুসিয়দের মনে যে আতঙ্ক বিরাজ করছিল, তা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দুর্গের সিপাহীদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

মুসলিম বাহিনী যে তীর নিক্ষেপ করছিল তার কিছু কিছু লক্ষভ্রষ্ট হয়ে দুর্গের ভিতর গিয়ে পড়ছিল। এ কারণে শহরের অধিবাসীদের মাঝেও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ল। তারা দুর্গের মাঝে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যে, দুর্গের সিপাহীদের মনোবল যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে দুর্গপতি ফটক খোলে দেওয়ার হুকুম দিল।

মুসলিম বাহিনী দুর্গে প্রবেশ করল। বড় ধরনের রক্তপাত ও ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই অটিডোনার দুর্গ মুসলিম বাহিনীর করতলগত হল।

***

সামনে আছে আরও দু'টি বড় শহর মালাগা ও মুরসিয়া। মালাগার সিপাহীরা অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিল। মুসলিম বাহিনী যখন মালাগা দুর্গের সামনে এসে পৌঁছল তখন তারা দেখতে পেল, আন্দালুসিয়ার বাহিনী দুর্গের বাইরে এসে রণসাজে সজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

থিয়োডুমিরের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা এই যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেছিল। অনেকটা থিয়োডুমিরের প্রলোভনের কারণেও তারা দুর্গবন্দী হয়ে যুদ্ধ করার পরিবর্তে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের জানা ছিল না যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই করতে নামছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাদের মজ্জাগত ব্যাপার। জন্মের পর থেকেই যাদেরকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়।

যায়েদ বিন কুসাদা ছিলেন আরবী। এটা সেই সময়ের ইতিহাস বলা হচ্ছে যখন অন্যান্য জাতি-গোষ্টির অন্তরে আরবদের আক্রমণাত্মক হামলার আতঙ্ক

বিরাজ করত। সালার যায়েদ বিন কুসাদা তারিক বিন যিয়াদের মতো বিশেষ রণকৌশলে আন্দালুসিয় সৈন্যদেরকে এমনভাবে পিছন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন যে, তাদের পিঠ দেয়ালে লেগে গেল। আন্দালুসিয় সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল। মুসলিম সৈন্যরা তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

সালার যায়েদ বিন কুসাদা আন্দালুসিয় বাহিনীকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে কিছু সৈন্যকে ফটক ভাঙ্গার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

আন্দালুসিয় সৈন্যরা দুর্গ থেকে বের হয়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তারা দুর্গ রক্ষা করার মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভুলে গিয়েছিল। দুর্গের বাইরে আন্দালুসিয় সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের হাতে কচুকাটা হচ্ছিল। আর ওদিকে কয়েকজন জানবাজ সিপাহী দুর্গের ফটক ভেঙ্গে দুর্গ দখল করে নিল। সাথে সাথে সকল সিপাহী হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

জেনারেল থিয়োডুমিরের জ্বালাময়ী ভাষণ কোন কাজে এলো না। আসলে তীর-তলোয়ারের ঝনঝনানির সামনে বাক্য-বান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

এই শহর দু'টি বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনীর সামনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল গ্রানাডা। জেনারেল থিয়োডুমির স্বয়ং এই শহরে উপস্থিত ছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, সে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কারণ, প্রথমত সে তার পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছিল। দ্বিতীয়ত তার দৃষ্টি ছিল, আন্দালুসিয়ার রাজমুকুট আর শাহীসিংহাসনের উপর। মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার সব রকম প্রস্তুতিই সে গ্রহণ করেছিল। সে নিজেও দুর্গবন্দী হয়ে যুদ্ধ করতে পছন্দ করত না, তাই সে তার বাহিনীকে গ্রানাডা থেকে কয়েক মনজিল দূরে অবস্থিত ওরিহুয়েলা নামক উপশহরে নিয়ে এলো এবং সেখানেই যুদ্ধ করার মনস্থ করল।

কোন ঐতিহাসিকই থিয়োডুমির ও যায়েদ বিন কুসাদার সৈন্যসংখ্যা লেখেননি। তারা শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছেন যে, আন্দালুসিয়ার সৈন্যবাহিনীর তুলনায় যায়েদ বিন কুসাদার সৈন্যসংখ্যা ছিল একেবারেই অপ্রতুল। আন্দালুসিয় বাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষও বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। সংখ্যার সল্পতা সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীর আরেকটি বড় দুর্বলতা ছিল এই যে, তারা লাগাতার যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের দেহে যুদ্ধ করার মতো উদ্যম ছিল না। তারা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে গ্রানাডার উপকণ্ঠে এসে পৌছল।

গ্রানাডা পৌছে যখন তারা দেখল যে, শত্রুবাহিনী যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তাদের অপেক্ষা করছে তখন তারা কোন রকম বিশ্রাম করা ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

যায়েদ বিন কুসাদা শত্রুবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখতে পেয়ে তাঁর বাহিনীকে থামিয়ে দিলেন। তারপর সামান্য উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আন্দালুসিয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও তাদের যুদ্ধকৌশল অনুমান করতে চেষ্টা করলেন।

থিয়োডুমির জানত যে, মুসলিম বাহিনীর আল্লাহু আকবার ধ্বনি আর রণহুঙ্কার তার বাহিনীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। এর প্রতিকার স্বরূপ সে তার বাহিনীর জন্য বিশেষ ধরনের রণহুঙ্কারের ব্যবস্থা করল। সেই সাথে তার জুনিয়র কমান্ডাররা মুসলিম বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে শুরু করে দিল। সেনাপতি যায়েদ বিন কুসাদা বুঝতে পারলেন যে, শত্রুপক্ষ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। প্রতিটি সৈন্যই যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য টগবগ করছে। তাদের উৎসাহ-উদ্দিপনাই বলে দিচ্ছে, তারা জীবন দিতে ও জীবন নিতে প্রস্তুত। যায়েদ বিন কুসাদা এই ভেবে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন যে, তার বাহিনীর প্রতিটি সিপাহীই ক্লান্ত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। আর পালিয়ে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাই যায়েদ বিন কুসাদা সেই উঁচু স্থান থেকেই চিৎকার করে তাঁর সিপাহীদেরকে বলতে লাগলেন,

'বার্বার ভায়েরা আমার! তোমাদের যুদ্ধ-স্পৃহা ও ঈমানী শক্তির পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। আমি আরব, কিন্তু আজ তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে, যুদ্ধের ময়দানে আরবদের চেয়ে বার্বাররা বেশি সাহসী ও জানবাজ। মনে রেখো, তোমাদের সঙ্গি-সাথীরা অন্য শহরের দিকে গেছে। তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে এমন তিরস্কার যেন শুনতে না হয় যে, গ্রানাডার দিকে যারা গেছে, তারা ভীরু ও কাপুরুষ। সবচেয়ে বড় কথা হল, তোমরা যদি পরাজিত হও তাহলে আল্লাহর সামনে তোমরা কী জবাব দেবে?'

যায়েদ বিন কুসাদা এতটুকু বলার সাথে সাথে বার্বার সিপাহীরা উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'যায়েদ! আমরা আপনার সাথে আছি..., আমরা আপনার সম্মুখেই থাকব..., আমরা কখনই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করব না...।'

এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ঐতিহাসিক প্রফেসর ডোজি লেখেন, যায়েদ বিন কুসাদা ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, তিনি ঘোড়াকে কেবলামুখী করে অবনত মস্তকে দুআর জন্য হাত উঠালেন। তার ঠোঁট নড়ছিল। জানা নেই, তিনি কী বলে আল্লাহর কাছে বিজয় কামনা করেছিলেন। ধীরে ধীরে তার মাথা আসমানের দিকে উঁচু হতে লাগল। সেই সাথে তিনি উভয় হাত আসমানের দিকে প্রসারিত করে ধরলেন। কিছুক্ষণ পরই তাঁর হাত ও মাথা তরিৎগতিতে নিচের দিকে নেমে এলো। মুনাজাত শেষ না করেই তিনি উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগলেন, 'হে ইসলামের রক্ষকগণ! আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।'

তারপর তিনি নিচে নেমে এসে প্রায় একশত জানবাজ বার্বার মুজাহিদকে পৃথক করে তাদেরকে বিশেষ নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ অনুযায়ী তারা যে রাস্তা দিয়ে এখানে এসেছিল সে রাস্তা দিয়ে পিছনে চলে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা একদিকে মোড় নিয়ে উঁচু-নিচু টিলার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেনারেল থিয়োডুমির ইতিপূর্বে দুইবার মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তারিক বিন যিয়াদ যে কৌশল অবলম্বন করে তার বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলেন, সে কৌশল এখনও তার মনের পর্দায় ভেসে বেরাচ্ছিল। তাই সে তার জুনিয়র কমান্ডারদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলল,

'মুসলিম বাহিনী হামলা করার পর যদি পিছু হটে যায় তাহলে তোমরা তাদের পিছু নিবে না; তোমরা পিছনের দিকে চলে আসবে।'

থিয়োডুমির তার কমান্ডার ও সৈনিকদেরকে এ ধরনের আরও কিছু নির্দেশনা দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিলেন।

অপর দিকে যায়েদ তাঁর সৈন্যদেরকে বললেন, 'তোমরা যে ক্লান্ত-শ্রান্ত এটা যেন দুশমনের কাছে প্রকাশ না পায়। দুশমনের যে সৈন্য এখানে রয়েছে তার অধিকাংশ রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা সকলেই বার্বারদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। সুতরাং এমনভাবে লড়তে হবে যেন তাদের সে ভয় আরও বেড়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, উল্টো আমাদের মাঝেই তাদের সম্পর্কে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।'

ঐতিহাসিক লেনপোল এবং সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক উইলিয়াম স্কাট সর্বসম্মতক্রমে লেখেন যে, উভয় বাহিনীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, মুসলিম বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। মুসলিম বাহিনীর বিজয় শুধু এভাবেই হতে পারে যে, তাদের সেনাপতি কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবেন। তবেই থিয়োডুমির বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব। এমন কোন সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছিল না। বিজয়ের সকল সম্ভাবনা থিয়োডুমিরের পক্ষেই ছিল। থিয়োডুমিরও একশ ভাগ নিশ্চিত ছিল যে, বিজয় তারই হবে।

জেনারেল থিয়োডুমির তার বাহিনীকে এমন এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, যার ডানে-বায়ে উঁচু উঁচু টিলা ও বড় বড় পাথর ছিল। ফলে তার বাহিনীর উভয় বাহু নিরাপদ ছিল।

যায়েদ বিন কুসাদা তার বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করলেন। তিনি মধ্যভাগকে সম্মুখে পাঠালেন, আর নিজে পিছনে থাকলেন। বিপরীত দিক থেকে গ্রানাডার দ্বিগুণসংখ্যক সৈন্য সামনে অগ্রসর হল। তাদের একেবারে পিছনে ছিল থিয়োডুমির।

মুসলিম বাহিনী রণহুঙ্কার ছেড়ে আল্লাহু আকবার বলে দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হল। বিপরীত দিক থেকে আন্দালুসিয় বাহিনীও তেড়ে এলো। উভয় বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হল। আন্দালুসিয় সৈন্যরা বুঝতে পারছিল না যে, মুসলিম

বাহিনী ধীরে ধীরে পিছনে চলে যাচ্ছে। আন্দালুসিয় বাহিনী যুদ্ধের তালে তালে সামনে অগ্রসর হয়ে চলছিল। থিয়োডুমির বহুদূর পিছন থেকে চিৎকার করছিল এবং কাসেদের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাচ্ছিল, তারা যেন সামনে অগ্রসর না হয়।

তুমুল তালে যুদ্ধ চলছে। হঠাৎ ডান ও বামের টিলা আর বড় বড় পাথরের পিছন থেকে আন্দালুসিয় বাহিনীর উপর তীরবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, আশপাশের টিলা আর পাথরখণ্ডগুলো আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্‌গিরণ করছে। সেই সাথে টিলার পিছন থেকে বার্বার অশ্বারোহী বাহিনী বের হয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আন্দালুসিয় বাহিনীর পিছনে চলে গেল। পিছন দিক থেকে তারা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ করল। টিলার পিছন থেকে ছুটে আসা তীর ও বর্শার আঘাতেই আন্দালুসিয় বাহিনী নাকাল হচ্ছিল বেশি। তীর থেকে বাঁচার জন্য সৈন্যরা দিগ্‌বিদিক ছুটতে লাগল। অবশিষ্ট কাজ মুসলিম অশ্বারোহীরা পূর্ণ করল।

ঐতিহাসিক লেনপোল এবং উইলিয়াম স্কাট লেখেন, আন্দালুসিয় সৈন্যদের মনে মুসলমানদের ব্যাপারে যে ত্রাস ছড়িয়ে ছিল, তা তীর-বর্শার চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। অন্য রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরা এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মুহূর্তের মাধ্যে যুদ্ধের চিত্রই পাল্টে গেল।

যুদ্ধের শুরুতে যায়েদ বিন কুসাদা একশ জানবাজ সিপাহীকে আত্মগোপন করে থাকার জন্য রণাঙ্গনের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। তারা বহু দূরের পথ ঘুরে শহরের পিছনে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল, দুর্গপ্রাচীরের উপর একজন প্রহরীও নেই।

সালার যায়েদ বিন কুসাদা এই ভেবে তাদেরকে দুর্গের দিকে পাঠিয়ে ছিলেন যে, গ্রানাডার সকল সিপাহী দুর্গের বাইরে চলে এসেছে। সম্ভবত দুর্গের ভিতর কোন সিপাহী নেই। যদি থাকেও তাহলে তাদের সংখ্যা খুবই কম হবে। একশ সদস্যের সেই বাহিনীকে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন দুর্গের ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা করে, কিংবা রশির সাহায্যে দুর্গপ্রাচীরের উপর আরোহণ করে।

একশ সদস্যের এই জানাবাজ দলটি যখন শহরের পিছনে পৌঁছল তখন প্রাচীরের উপর দাঁড়ানো এক ব্যক্তি তাদেরকে দেখতে পেল। সে দ্রুত নিচে নেমে ঘোড়ায় চড়ে থিয়োডুমিরের কাছে গিয়ে খবর দিল যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্য পিছন দিক হতে শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। থিয়োডুমির প্রায় তিনশ অশ্বারোহীকে শহরের পিছন দিকে পাঠিয়ে দিল, আর যেসব সৈন্য এখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি তাদেরকে হুকুম দিল, তারা যেন শহরের ভিতর চলে যায়।

আন্দালুসিয় সিপাহীরা শহরের দিকে যাওয়ার জন্য পিছন দিকে ফিরতেই যায়েদ বিন কুসাদা তার রক্ষিত সৈন্যদের নিয়ে আন্দালুসিয় বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পিছন দিক থেকে হামলা হওয়ার কারণে আন্দালুসিয় বাহিনীর অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হল।

লেনপোল এবং উইলিয়াম স্কাট লেখেন, আন্দালুসিয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হল। এমন বিপুল পরিমাণ প্রাণহানী ইতিপূর্বের কোন যুদ্ধে হয়নি। থিয়োডুমির যে তিনশ সিপাহীকে শহরের পিছনে পাঠিয়ে ছিল বার্বার মুজাহিদগণ তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এই যুদ্ধে আন্দালুসিয় কোন সিপাহী যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তাহলে নিশ্চিতরূপে বলা যায়, সে শহরের দিকে যায়নি, বরং জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

***

থিয়োডুমিরকে রণাঙ্গনে পাওয়া গেল না। দুর্গের খোলা ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। অনেকক্ষণ হয় আন্দালুসিয় বাহিনীর পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যায়েদ বিন কুসাদার নির্দেশ ছিল কোন দুশমনকে যেন জিন্দা রাখা না হয়।

রণাঙ্গন থেকে গ্রানাডা বেশ দূরে অবস্থিত। আন্দালুসিয় বাহিনীকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সালার যায়েদ বিন কুসাদা গ্রানাডার দিকে রওনা হলেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এখন আমরা দুর্গে প্রবেশ করে শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করব। শহরে হয়তো কেউ আর প্রতিরোধ করার মতো নেই।

মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে দুর্গের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। তারা দেখতে পেল, দুর্গপ্রাচীরের উপর মানুষের একটি প্রাচীর তৈরী হয়েছে। অন্যান্য দুর্গ অবরোধের সময় দেখা গেছে, সকল দুর্গেই কম-বেশি সিপাহী থাকে, কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক সিপাহী ইতিপূর্বে আর কোন দুর্গে দেখা যায়নি। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, একজনের বাহু আরেকজনের বাহুর সাথে লেগে ছিল। তাদের দেহের ঊর্ধ্বাংশ ছিল মজবুত লৌহবর্মে আবৃত, আর মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ।

'না, এখনই নয়।' যায়েদ তার সহকারী সালারকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমরা তো মনে করেছিলাম, গ্রানাডার সকল সৈন্যকে আমরা খতম করে দিয়েছি। কিন্তু শহর রক্ষার জন্য তো দেখছি, রণাঙ্গনের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি সৈন্য এখনও রয়ে গেছে।'

শেষ বিকেলে দিগন্তজোড়ে সূর্যের আবছা আলো তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। যায়েদ বিন কুসাদা দুর্গ অবরোধ করার নির্দেশ দেন। বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শহীদ হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। অনেক মুজাহিদ আহতও হয়েছিলেন। মোটকথা, সার্বিক পরিস্থিতি ছিল হতাশাজনক। তারপরও সালার যায়েদ বিন কুসাদা প্রাচীরের নিকট গিয়ে ঘোষণা করালেন,

'হে দুর্গবাসী! তোমরা তোমাদের বাহিনীর করুন পরিণতি লক্ষ্য করো। তোমরা যদি যুদ্ধ ছাড়াই দুর্গের দরজা খুলে দাও তাহলে সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। অন্যথায় প্রত্যেককে হত্যা করা হবে।'

দুর্গের ভিতর থেকে কোন ধরনের উত্তর আসছিল না। সাধারণত অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গ খোলে দেওয়ার জন্য আলটিমেটাম দেওয়া হয়ে থাকে। আর অবরুদ্ধ বাহিনীর পক্ষ থেকে তিরস্কার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ জবাব দেওয়া হয়। কিন্তু যায়েদ বিন কুসাদার ঘোষণার কোন প্রতিউত্তর এলো না।

অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্গের দরজা খুলে গেল। থিয়োডুমির সাদা পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো। প্রথম আশ্চর্যের বিষয় হল, থিয়োডুমির নিজে সন্ধির পতাকা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দ্বিতীয় আশ্চর্যের বিষয় হল, থিয়োডুমিরের সাথে মাত্র একজন দেহরক্ষী ছিল। সাধারণত কোন জেনারেল বা বাদশাহ্ যখন বাইরে বের হয় তখন বড়সড় একটি রক্ষী বাহিনী নিয়ে বাইরে বের হয়।

থিয়োডুমিরের সাথে যে দেহরক্ষী ছিল, নিকটে আসার পর জানা গেল যে, সে দেহরক্ষী নয়; বরং সে হল থিয়োডুমিরের ব্যক্তিগত চাকর। খ্রিস্টান বাদশাহ ও জেনারেলরা রক্ষীবাহিনী ছাড়াও এধরনের দুই-একজন চাকর নিজেদের সাথে রাখতেন। থিয়োডুমিরকে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসতে দেখে যায়েদ বিন কুসাদা সামনে অগ্রসর হলেন।

'আমার চেয়েও বড় কমান্ডারের নির্দেশে আমি আপনার কাছে এসেছি।' থিয়োডুমির বলল। 'এই কমান্ডার এখানকার সকল সৈন্যের কমান্ডার। তিনি আপনার কাছে পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, দুর্গের ভিতর এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য আছে যে, আপনি যদি দুর্গ অবরোধ করেন তাহলে কমপক্ষে এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। দুর্গপ্রাচীরের দিকে তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, দুর্গের অভ্যন্তরে কত বিপুল সংখ্যক সৈন্য মওজুদ আছে।'

'এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য থাকতে সন্ধির প্রয়োজন কি?' যায়েদ বিন কুসাদা দু'ভাষীর মাধ্যমে জবাব দিলেন। 'আমার বাহিনী তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ। পূর্বের তুলনায় আমার সৈন্যসংখ্যা এখন আরও কমে গেছে।'

'আমাদের জেনারেল খুবই দয়ালু।' থিয়োডুমির বলল। 'তিনি দেখেছেন, তার বাহিনী কত নির্মমভাবে মার খেয়েছে। আপনার বাহিনীরও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন, আর কোন রক্তপাত তিনি বরদাশ্ত করতে পারছেন না। এজন্য তিনি সন্ধি করতে চাচ্ছেন। এখন আপনি যদি সন্ধি করতে না চান তাহলে আমি তো আপনাকে বলেছিই, আমাদের কাছে এখনও যে পরিমাণ সৈন্য আছে, তাতে দুর্গ দখল করা আপনার জন্য মোটেই সম্ভব হবে না।'

যায়েদ বিন কুসাদার সন্দেহ হচ্ছিল যে, থিয়োডুমির হয়তো তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। কিন্তু সে এমনভাবে কথা বলছিল যে, যায়েদ বিন কুসাদা তার কথায় প্রভাবিত হয়ে সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন।

'তবে সন্ধির শর্ত আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা হবে।' থিয়োডুমির বলল। 'সবচেয়ে বড় শর্ত হল, শহরবাসীদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু হেফাজত করার দায়িত্ব হবে আপনার। আপনার কোন সৈন্য কোন শহরবাসীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত হল, রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে যা কিছু আছে তা আমরা নিজেরাই আপনার কাছে পেশ করব। তৃতীয় শর্ত হল, আপনি আমাকে যুদ্ধবন্দী বানাবেন না। আমি দুর্গেই থাকব এবং আপনার পক্ষ হতে এলাকার গভর্নর নিযুক্ত হব। আমি আপনার আনুগত্য গ্রহণ করছি। ওয়াদা করছি, আমি আপনার সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলব এবং কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করব না।'

সন্ধির শর্তাবলী লিপিবদ্ধ করা হল। যায়েদ বিন কুসাদা দলিল-দস্তাবেজে স্বাক্ষর করে নিজের সীল-মোহর লাগিয়ে দিলেন।

'কাল ভোরে আপনি দুর্গের ফটক খোলা পাবেন।' থিয়োডুমির এ কথা বলে দুর্গের ভিতর চলে গেল।

'ইবনে কুসাদা!' যায়েদ বিন কুসাদার এক সহকারী কমান্ডার একটু গোসার স্বরে বলল। 'আপনি আমাদের সকলের মৃত্যু-পরওনার উপর দস্তখত করে সীল-মোহর লাগিয়েছেন।'

'সে ঠিকই বলেছে, বিন কুসাদা!' আরেকজন কমান্ডার বলল। 'মনে হচ্ছে, আপনি খুব ক্লান্তড় হয়ে পড়েছেন, তাই আপনার বুদ্ধি কাজ করছে না।'

'আল্লাহর উপর আমার পূর্ণ ভরসা রয়েছে।' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন। 'তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, থিয়োডুমির আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে? আমরা যদি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করি তাহলে দুর্গের সকল সিপাহী এবং অধিবাসী আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং আমাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, এমনই হবে।' কমান্ডাররা বলল।

'তোমরা নির্বোধের মতো কথা বলছ।' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন। 'কোন দুর্গপতিই শত্রুবাহিনীর অল্প কয়েকজন সিপাহীকেও দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। অথচ আমাদের গোটা বাহিনীর জন্যই তো তারা কাল সকালে দুর্গের ফটক খুলে দেবে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, বার্বার মুসলমানগণ সংখ্যায় কম হলেও তাদরেকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।'

***

সারারাত যায়েদ বিন কুসাদা ঘুমোতে পারলেন না। তিনি ও বার্বার জেনারেলগণ এ কথা চিন্তা করে খুবই পেরেশান হচ্ছিলেন যে, না জানি, তাদেরকে কোন ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যায়েদ বিন কুসাদা তাঁর কমান্ডারদেরকে রাতে নিদ্রাহীন ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'সকালে দুর্গে প্রবেশ করার সময় চতুর্দিকে চোখ খোলা রেখে দুর্গে প্রবেশ করবে।'

রাত ভোর হল। একজন মুজাহিদ ফজরের নামাযের আযান দিলেন। গোটা বাহিনী যায়েদ বিন কুসাদার পিছনে নামায আদায় করল। যায়েদ পুনরায় তাঁর অধীনস্থ কমান্ডারদেরকে বললেন, 'দুর্গে প্রবেশ করার সময় সকলেই যেন সতর্ক থাকে।'

ভোরের আলোয় চারদিক ফর্সা হয়ে উঠল। এমন সময় দুর্গ থেকে একজন লোক এসে যায়েদ বিন কুসাদাকে বলল, 'জেনারেল থিয়োডুমির আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। যায়েদ তাঁর বাহিনীকে তাঁর পিছে পিছে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে আগন্তুকের সাথে রওনা হয়ে গেলেন।

গোটা বাহিনী পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল। যায়েদ বিন কুসাদার নির্দেশ পাওয়ামাত্র পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী রওনা হয়ে পড়ল। তারা ধারণা করছিল, দুর্গপ্রাচীরের উপর পূর্বের ন্যায় সিপাহী অপেক্ষা করবে। কিন্তু দেখা গেল, প্রাচীরের উপর একজন সিপাহীও নেই।

থিয়োডুমির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে যায়েদ বিন কুসাদার জন্য অপেক্ষা করছিল। থিয়োডুমিরের সাথে তার সেই চাকর উপস্থিত ছিল। সে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যায়েদ বিন কুসাদাকে স্বাগত জানাল এবং তাঁকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে গেল।

'আমার বাহিনীও কি দুর্গের ভিতরে আসতে পারবে?' যায়েদ বললেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' থিয়োডুমির বলল। 'আমি কি সন্ধিপত্রে উল্লেখ করিনি যে, দুর্গ আপনাকে সোপর্দ করব?'

যায়েদ ইশারা করামাত্র সকল সিপাহী দুর্গের ভিতর প্রবেশ করল এবং পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তারা পূর্ণরূপে সতর্ক রইল। মুসলিম বাহিনী চতুর্দিকে চোখ-কান খোলা রাখল। কিন্তু দুর্গের ভিতর কোথাও কোন সিপাহী তাদের চোখে পড়ল না। ঘর-বাড়ীর ছাদে ও আঙ্গিনায় শুধু নারী ও শিশুদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ঘরের বাইরেও কয়েকজন বৃদ্ধ পুরুষ ছাড়া বেশিরভাগ নারী ও শিশুদেরকে দেখা যাচ্ছিল। এসব দেখে যায়েদ বিন কুসাদার সন্দেহ আরও প্রবল হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, নিশ্চয় এটা কোন ফাঁদ হবে।

'আপনার বাহিনী কোথায়?' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন। 'দুর্গপতিইবা কোথায়?'

'এখানে কোন সৈন্যবাহিনী নেই।' থিয়োডুমির বলল। 'এখানে আপনি ফৌজের একজন সদস্যকেও পাবেন না। এখানে আমি একাই আছি। কোন দুর্গপতিও নেই। আমি আপনার সাথে মিথ্যা বলেছিলাম যে, আমার বড় জেনারেল আমাকে সন্ধির জন্য পাঠিয়েছেন। এখানে আমার একজন দেহরক্ষীও নেই। আপনি যে ব্যক্তিকে আমার সাথে দেখেছেন, সে আমার ব্যক্তিগত চাকর। একমাত্র সেই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে রাজী হয়নি।'

'আমি তোমার এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করব?' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন।

'সৈন্যবাহিনী এমন কোন ছোট বস্তু নয়, যা লুকিয়ে রাখা যায়।' থিয়োডুমির বলল। 'আমি এই শহর আপনার নিকট সোপর্দ করছি। আপনার কাছে সিপাহী আছে। আপনি গোটা শহর তল্লাশী করে দেখতে পারেন। আমাকে ছাড়া এখানে আপনি কোন সিপাহী দেখতে পাবেন না। আমার সম্পূর্ণ বাহিনী আপনার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। অল্প কিছুসংখ্যক যারা জীবিত ছিল, তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ।' যায়েদ বিন কুসাদা বললেন। আমি সেই বাহিনীকে দেখতে চাই, যাদেরকে আমি দেয়ালের উপর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।'

থিয়োডুমির নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না। সে হাসতে হাসতে বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী-শিশুদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল,

'এরাই হল সেই বাহিনী, যাদেরকে আপনি প্রাচীরের উপর দেখেছিলেন। আপনি চাইলে আমি আবারও তাদেরকে দুর্গপ্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারি। আমি আপনাকে ধোঁকা দিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছি। আমার কাছে একজন সৈন্যও ছিল না। এমন অবস্থায় আমি পালিয়ে না গিয়ে বৃদ্ধ পুরুষ, নারী ও কিশোরদেরকে সিপাহীর পোশাক পরিয়ে তাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ রেখে তাদেরকে দুর্গপ্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দেই, যেন আপনি মনে করেন, দুর্গের ভিতর বিপুল সংখ্যক সৈন্য রয়েছে।'

'এই প্রতারণার কি প্রয়োজন ছিল?' যায়েদ বিন কুসাদা জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি এই বৃদ্ধ ও অবলা নারী-শিশুদেরকে আমাদের হাতে মারতে চেয়েছিলে? আমি যদি দুর্গ আক্রমণের ইচ্ছে করতাম তাহলে এ নিষ্পাপ কিশোররা আমাদের তীর-বর্শার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত। তখন আমাদেরকে এই পাপের বুঝা মাথায় নিয়ে আল্লাহর দরবারে মাথা কুটে মরতে হত । তুমি মনে করো না, আমি দুর্গপ্রাচীরের উপর তোমার বাহিনী দেখে ভয় পেয়ে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছি।'

'আমি এমনটা কখনই মনে করিনি।' থিয়োডুমির বলল। 'আমি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম, আপনি দুর্গ দখল করুন, যেন আর রক্তপাত না ঘটে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আপনার সাথে আমি যে চুক্তি করেছি তা কোন সামরিক চুক্তি নয়, যেমনটা দু'টি সেনাবাহিনীর মাঝে হয়ে থাকে। আমি আন্তরিকভাবেই আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি। আমি ওয়াদা করছি, আমার নিজস্ব কোন বাহিনী আমি তৈরী করব না; বরং পরিপূর্ণভাবে আপনার অধীন থাকব।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, থিয়োডুমিরের বুদ্ধিমত্তা দেখে যায়েদ বিন কুসাদা এত বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, প্রধান সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের অনুমতি ছাড়াই তিনি থিয়োডুমিরকে গ্রানাডার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তবে তাকে একজন আরব প্রশাসকের অধীনে রাখেন।

গ্রানাডার অধিবাসীদের মাঝে ইহুদিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ইহুদি সম্প্রদায় যেহেতু রডারিকের শাসনে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাই তারা মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করে নিল। গ্রানাডার প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য যায়েদ বিন কুসাদা মুসলমানদের সাথে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকেও নিয়োগ করলেন।

প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এমন লোক মুসলিম বাহিনীতে বেশ কম ছিল। মুসলিম বাহিনীতে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর মতো লোক কম থাকার কারণেই ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হল। পরবর্তীতে ঐসকল ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই ইসলামী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইসলামী সালতানাতের সর্বপ্রকার ক্ষতি সাধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।

***

মুগীস আর-রুমী ও যায়েদ বিন কুসাদা নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদও টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। জুলিয়ান ও আউপাস তাঁর সাথেই ছিলেন। টলেডো হল আন্দালুসিয়ার রাজধানী ও বাদশাহর আবাসস্থল। তাই তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও দুর্ভেদ্য।

জুলিয়ান ও আউপাস তারিক বিন যিয়াদকে টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তা থেকে এই শহরের যে চিত্র ভেসে উঠে তা নিম্নরূপ।

টলেডোর চতুর্দিকে বয়ে চলছে টাইগিস নদী। টাইগিস নদীর শেষ প্রান্তে আছে একটি গভীর ও প্রশস্ত ঝিল। এই ঝিলে নদীর পানি জমা হয়। বিশাল বড় একটি পাথরকে ছিদ্র করে সেই ছিদ্র দিয়ে নদীর পানি এই ঝিলে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটাই সেই ঝিল যেখানে আউপাস পাগলের ছদ্মবেশ নিয়ে মেরিনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।

প্রথমত টাইগিস নদীই টলেডোকে সুরক্ষিত রেখেছে। দ্বিতীয়ত টলেডোর দুর্ভেদ্য দুর্গ বেশ উঁচুতে অবস্থিত। দুর্গ ও শহর রক্ষাপ্রাচীর অত্যন্ত মজবুত পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কোন কোন পাথর এত বিশাল যে, তাকে পাহাড় বলে ভ্রম হত।

শহরের চতুর্দিকে আছে প্রাচীর সংলগ্ন অত্যন্ত প্রশস্ত ও গভীর পরিখা। পরিখার নিচে তীক্ষ্ণ ফলাবিশিষ্ট কাঠ গেড়ে রাখা হয়েছে। কেউ যদি পরিখায় নামতে চায় তাহলে এই তীক্ষ্ণ কাঠের আঘাতে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। পরিখা থেকে বের হয়ে আসা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

যে বাদশাহই টলেডোর সিংহাসনে আরোহণ করেছে, সেই টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করেছে। গোথ বংশের রাজত্বকালে টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতটাই মজবুত করা হয়েছিল যে, টলেডোকে অপরাজেয় শহর মনে করা হত।

তারিক বিন যিয়াদ খোলা ময়দানে ও পাহাড়-পর্বতে সামনা-সামনি লড়াই করছিলেন। তিনি মাত্র বার হাজার সিপাহী নিয়ে এক লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু দুর্গ দখল করা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। দুর্গ দখল করার কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। তার উপর টলেডোর মতো একটি অপরাজেয় দুর্গ দখল করা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যই তারিক বিন যিয়াদ আল্লাহর উপর ভসরা করে সামনে অগ্রসর হলেন।

***

টলেডো শহরে বাদশাহ রডারিকের মৃত্যুতে মাতম চলছিল। শুধু শাহীমহলেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল না; বরং গোটা শহর বিষন্নতার চাদরে ঢেকে গিয়েছিল। সেই সাথে প্রতিটি মানুষের চেহারা ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছিল। রডারিকের এক লাখ সৈন্যের মধ্যে যারা জীবন নিয়ে পালিয়ে টলেডো এসে পৌঁছেছিল তাদের মধ্যে সেসকল বেসামরিক লোকও ছিল, যারা রডারিকের ঘোষণা শুনে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এ ছাড়াও অন্যান্য যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা সৈন্যরাও সেখানে একত্রিত হয়েছিল। তারা সেখানে পৌঁছে মুসলমানদের ব্যাপারে মানুষের মাঝে এমন প্রচারণা চালাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল, মুসলিম বাহিনী বাঘ-সিংহের দল, যাকে সামনে পায় তাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলে।

গোয়াডিলেট যুদ্ধের পূর্বে টলেডো গুজবের শহরে পরিণত হয়। রডারিক যুদ্ধের জন্য যখন সৈন্য সংগ্রহ করছিল তখন আউপাস ছদ্মবেশ ধারণ করে পুরো শহরে গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ফলে মুসলমানদের সম্পর্কে শহরের অধিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এই গুজব ছড়ানোর পিছনে গোথ সম্প্রদায়ের বিরাট ভূমিকা ছিল। এর পর যখন সংবাদ পৌঁছল যে, তাদের বীরপুরুষ ও অসম সাহসী বাদশাহ রডারিক মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনী মাত্র বার হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে মার খেয়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, তখন তারা ভয় ও আতঙ্কে একেবারে মুষড়ে পড়ে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পালিয়ে আসা সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা মুসলিম বাহিনীর নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার কথা এমনভাবে বর্ণনা করছিল যে, গোথদের ছড়ানো গুজব এখন শহরের অধিবাসীদের নিকট সত্য বলে মনে হতে লাগল। তারা একে অপরকে বলতে লাগল,

'তারা মুসলমান হোক বা অন্য কোন সম্প্রদায় হোক—এটা নিশ্চিত যে, তারা মানুষ নয়; অন্য কোন সৃষ্টি।'

'ঠিকই বলেছ, ঠিকই বলেছ, একজন মানুষের পক্ষে দু'জনের মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তাদের একজনই তলোয়ারের এক আঘাতে বিশজন সিপাহীকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।'

'ওরা হিংস্র নেকড়ে, ওরা আজদাহা, সামনে যা পায় তাই গ্রাস করে চলে।'

'লোকেরা ঠিকই বলেছিল, ওরা সমুদ্রে সাতার কাটে না; পানির উপর দিয়ে হেঁটে চলে, ডুবে না।'

'বাদশাহ রডারিকের লাশ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।'

'তার ঘোড়া উরলিয়াকেও হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।'

'অনেকেই বলছে, ওরা আমাদের বাদশাহকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে।'

'এটা হয়তো ওদের নিয়ম, ওরা যে বাদশাহকে পরাজিত করে তার গোশ্‌ত খেয়ে ফেলে।'

'ওরা এদিকেও এগিয়ে আসছে। এখানে ওরা সীমাহীন লুটতরাজ করবে।'

'মেয়েদেরকে ওরা নিজেদের সাথে নিয়ে যাবে।'

এ ধরনের অসংখ্য গুজব টলেডোর অধিবাসীদের মাঝে লোমহর্ষক ও ভয়ঙ্কর ত্রাস সৃষ্টি করে চলছিল। ঘরে ঘরে অল্প বয়স্ক যুবতী মেয়েরা ছিল। ধন-সম্পদের কারো কোন কমতি ছিল না। সকলের নিকট সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল তার নিজের জীবন। ধনী-গরীব সকলেই নিজের জান বাঁচানোর চিন্তা করছিল।

মানুষের মুখে মুখে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি আলোচিত হচ্ছিল, তা হল, হানাদার বাহিনী যুবতী মেয়ে এবং যুবক ছেলেদেরকে দাস-দাসী বানিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের উপর অনেক জুলুম করা হয়।

সেই যুগে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। বিজয়ী বাহিনী বিজিতদের ঘর-বাড়ী লুটতরাজ করত। মেয়েদের ইজ্জত-আবরু হরণ করত। ফলে মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত। টলেডো বাসীদের জন্য এধরনের গুজব কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল না। এধরনের কথাকে মানুষ সত্যই মনে করত। তাই টলেডো বাসীরাও শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করল। কয়েক দিনের মাধ্যেই পুরো শহর জনমানব শূন্য হয়ে পড়ল। সেনাবাহিনীর সদস্যরাই শুধু সেখানে রয়ে গেল। কিন্তু বীরত্ব ও সাহসিকতার দিক থেকে তারা ছিল একেবারেই মৃত।

সেনাবাহিনী ছাড়া শহরে আর যারা ছিল তারা সকলেই ছিল ইহুদি বা গোথ সম্প্রদায়ের লোক। তারা মুসলমানদের পক্ষে ছিল। মুসলমানদের ব্যাপারে উদ্ভট গুজব ছড়িয়ে তারাই মানুষের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করছিল।

***

টলেডো শহরে কয়েকটি গির্জা আছে। একটি গির্জা খুবই বড়। সেই গির্জায় অসংখ্য যাজিকা ও বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ আছে। পূর্বেও বলা হয়েছে, গির্জার পাদ্রিরা নিজেদেরকে খোদা প্রেরিত ফেরেশতা ও দুনিয়াত্যাগী বলে দাবি করত। বাস্তবে তারা ছিল ভোগ-বিলাসী ও প্রবৃত্তি-পূজারী। প্রত্যেক বাদশাহর কাছ থেকেই তারা বিশাল জায়গির গ্রহণ করত। জায়গিরের বিপুল আমদানি ছাড়াও গির্জার

নামে তারা মানুষের উপর বিভিন্ন প্রকার চাঁদা ধার্য করে রেখেছিল। এভাবে তারা সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল।

বর্তমান পরিস্থিতে সকল পাদ্রি বড় পাদ্রির নিকট গিয়ে বলল, 'এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ সোনা-দানা, টাকা-পয়সা কোথায় লুকানো যায়?'

'কোথাও লুকানোর ব্যবস্থা তো অবশ্যই করতে হবে।' বড় পাদ্রি বলল। 'এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ তো আর সাথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সাথে নিয়ে গেলে তো আমাদের লোকেরাই তা লুট করে নিবে। সুতরাং সমস্ত স্বর্ণ-রোপা, মণি-মুক্তা, টাকা-পয়সা একত্রিত করে এখানে নিয়ে এসো। ভূ-গর্ভস্থ ঘরে গর্ত করে সবকিছু সেখানে পুঁতে রাখা যাবে।'

রাতের অন্ধকারে বেশ বড় বড় কয়েকটি বাক্স প্রধান গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘরে নিয়ে আসা হল। ভূ-গর্ভস্থ ঘরের মেজে খুঁড়ে সমস্ত বাক্স মাটি চাপা দিয়ে রাখা হল। এর পাশেই আরেকটি গর্ত করা হল। গর্তটি প্রায় ছয় ফুট লম্বা এবং তিন ফুট চওড়া ও গভীর। এই গর্তে কোন কিছু রাখা হল না।

গর্ত খননকারী ছিল তিনজন। তাদের কাজ প্রায় শেষে হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় বড় পাদ্রির ইশারায় আরও তিনজন ব্যক্তি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে সেখানে প্রবেশ করল। গর্তখননকারীরা উপরে উঠে এলে বড় পাদ্রি তাদেরকে বলল,

'গর্ত থেকে যে মাটি উঠানো হয়েছে, তা বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।' পাদ্রির নির্দেশ অনুযায়ী তারা মাটি উঠানোর জন্য মাথা ঝুঁকানোর সাথে সাথে তলোয়ারধারীরা ক্ষিপ্রগতিতে তলোয়ার বের করে গর্ত খননকারীদের গর্দান উড়িয়ে দিল। তারপর সেই খালি গর্তে তাদের লাশ নিক্ষেপ করা হল।

'মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দাও।' বড় পাদ্রি বলল। 'এখন এই সম্পদ সম্পর্কে আর কেউ জানতে পারবে না।'

গর্ত খননকারীদের হত্যাকারী সকলেই ছিল পাদ্রি।

ভূ-গর্ভস্থ ঘরের দরজা সাধারণ ঘরের দরজার মতো ছিল না। বরং তা ঢাকনার মতো ছিল। ভূ-গর্ভস্থ ঘরের উপর ঢাকনা ফেলে দিলে তা ফ্লোরের সাথে মিশে যেত। তার উপর কিছু আসবাব-পত্র রেখে দিলে কারো বুঝার উপায় থাকত না যে, এই ফ্লোরের নিচে একটি ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ আছে।

বড় পাদ্রি ধন-সম্পদের বাক্স এবং তিনটি লাশ দাফন করে ভূ-গর্ভস্থ ঘরের ঢাকনা বন্ধ করে দিল। তারপর সে অপর তিন পাদ্রিকে সাথে নিয়ে ঢাকনার উপর গির্জার কালিন বিছিয়ে দিল। যে জায়গাটিতে ভূ-গর্ভস্থ ঘরের দরজা ছিল ঠিক সে বরাবর একটা টেবিল রেখে তার উপর ক্রুশবিদ্ধ হযরত ঈসা আ.-এর মূর্তি রেখে দিল। এই ক্রুশ আর টেবিল ছিল কাঠের তৈরী।

‘এখন আমাদের এ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।’ বড় পাদ্রি বলল। ‘নতুন বিজয়ীদের আসতে দাও। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হলে আমরা ফিরে আসব। আমাদের সম্পদ হেফাজতে থাকবে। আর শোন, একজন যাজিকাও যেন এখানে না থাকে, তা হলে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে দাসী বানিয়ে নিবে।

***

অনেক্ষণ হয় সূর্য অস্ত গেছে। তারিক বিন যিয়াদ টলেডো থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন। তিনি মুগীস আর-রুমী ও যায়েদ বিন কুসাদা সম্পর্কে কোন সংবাদই পাচ্ছিলেন না।

টলোডো থেকে তের-চৌদ্দ মাইল উত্তরে প্রায় আড়াইশ নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরের একটি কাফেলা অবস্থান করছিল। তবে এ কাফেলা কোন সেনাবাহিনীর কাফেলা ছিল না। বড় পাদ্রি আরও ছয়-সাতজন পাদ্রিসহ সে কাফেলার সাথে ছিল। কাফেলা খোলা আকাশের নিচে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল। তাদের বাহনগুলো পাশেই বাঁধা ছিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। কাফেলার অদূরে একটি গাছের আড়ালে আইনামেরী নামের এক যুবতী মেয়ে নিষ্পলক নেত্রে কাফেলার দিকে তাকিয়ে আছে। সে একজন যাজিকা। তের-চৌদ্দ বছর বয়সে তাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন তার বয়স বাইশ-তেইশ বছর। বাহ্যিকভাবে তাকে ধর্মযাজিকা বানানো হয়ে ছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাকে পাদ্রিরা রক্ষিতা বানিয়ে রেখেছিল। আর এটা কোন গোপন বিষয় ছিল না। পাদ্রিরা এসকল যাকিজাদেরকে রক্ষিতা বানানোকে নিজেদের অধিকার মনে করত, যে অধিকার তারা গির্জার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

ঘুমন্ত কাফেলার থেকে একটি ছায়ামূর্তি ধীরেধীরে আইনামেরির কাছে এসে দাঁড়াল।

‘সেই কখন থেকে তোমার অপেক্ষা করছি।’ আইনামেরী বলল। ‘জিম! তুমি এভাবে কেন এলে? ঘোড়া কোথায়? এখনই ঘোড়া নিয়ে এসো, এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।’

‘সব কিছু খুলে বল মেরী!’ জিম বলল। ‘দিনের বেলা তুমি তো শুধু বলেছিলে, গভীর রাতে দু’টি ঘোড়া নিয়ে এসে এই গাছের নিচে অপেক্ষা করতে।’

জিমের পুরো নাম হল, জিম সেবরিন। মেরী যে গির্জার যাজিকা ছিল জিম ছিল সেখানের কর্মচারী। জিমের বয়স ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। আইনামেরী তাকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। জিম সেবরিন প্রায় ছয় মাস পূর্বে এই গির্জার কর্মচারী হয়ে এসেছিল। সে গির্জার ভিতরেই থাকত। মেরী তাকে দেখামাত্রই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এই গির্জায় আরও চার-পাঁচজন যাজিকা ছিল, কিন্তু মেরীর বদকিসমত হল, সে ছিল সকলের চেয়ে রূপসী ও লাবণ্যময়ী। বড় পাদ্রি তাকে রক্ষিতা বানিয়ে রেখেছিল।

জিমের সাথে যখন মেরীর প্রথমবার সাক্ষাৎ হয় তখনই মেরী অনুভব করতে পেরেছিল যে, তার হৃদয়ে যেমন জিমের জন্য ভালোবাসা আসন গেড়ে বসেছে; ঠিক তেমনি জিমও তাকে জান-প্রাণ দিয়ে কামনা করে। প্রথম সাক্ষাতেই আইনামেরী জিমকে তার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখিয়েছিল। সে জিমকে বলেছিল, কীভাবে তাকে তের-চৌদ্দ বছর বয়সে জোর করে গির্জায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাকে বুঝানো হয়েছিল যে, খোদা তাকে তাঁর বন্দেগীর জন্য নির্বাচন করেছেন, সুতরাং দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্কই তার শেষ হয়ে গেছে। সে জিমকে বলেছিল,

'পাদ্রিরা আমার সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তা আমাকে ধর্ম-বিদ্বেষী করে তুলেছে। ঈসা মসীকে তো একবার শুলে চড়ান হয়েছিল, আর আমাকে প্রত্যেক রাতে শুলে চড়ানো হয়। ঈসা মসীর হাত-পায়ে কীল বিদ্ধ করা হয়েছিল, আর আমার হৃদয়ে, আমার অন্তরে কীল বিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতি রাতে, প্রতিটি মুহূর্তে আমি ধুকে ধুকে মরি। মরেও আবার বেঁচে থাকি। আমারও স্বপ্ন ছিল কারো স্ত্রী হওয়ার। আমি খোদার মহব্বত চাই না, আমি একজন প্রকৃত মানুষের ভালোবাসা চাই। কিন্তু কেউ কি আমাকে ভালোবাসবে? এখন আমি আমার নিজেকেই ঘৃণা করি। জিম! তুমিও হয়তো আমাকে ঘৃণা করবে।'

'তোমার শরীরের প্রতি আমার সামান্যতম মোহও নেই, মেরী!' জিম বলল। 'আমি শুধু চাই, তুমি আমাকে হৃদয়-মন উজাড় করে ভালোবাসবে।'

প্রথম সাক্ষাতেই জিম আইনামেরীকে সেই প্রেম-ভালোবাসার আশ্বাস দিয়েছিল, যার সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে; শরীরের সাথে নয়।

এতদিন আইনামেরী যে ভালোবাসার জন্য কাতর ছিল, আজ সে তার সেই কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার সন্ধান পেল। তারা দু'জনেই গির্জা থেকে পালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু গির্জা থেকে কোন যাজিকার বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। প্রতিটি গির্জার যাজিকারা কয়েদীর মতো বসবাস করত। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এমন ব্যতিক্রমধর্মী হত যে, কোন যাজিকা পালিয়ে গেলেও সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারত না। তাছাড়া যাজিকাদের উপর সবসময় নজর রাখা হত।

জিম বহু দূরের বাসিন্দা। চাকরির সন্ধানে সে টলেডো এসেছিল। এখানে তার এমন কারো সাথে পরিচয় ছিল না, যার সাহায্যে সে আইনামেরীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। তার পরও সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আইনামেরীকে সে এই জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবে।

ছয় মাস যাবৎ তারা এভাবে চুপেচুপে মন নেওয়া-দেওয়া করছিল। এই দীর্ঘ ছয় মাসে তাদের প্রেম-ভালোবাসা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখান থেকে ফিরে আসা তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তাদের ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, তারা একে অপরের জন্য হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

তারপর যখন টলেডোতে মুসলমানদের আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল এবং লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে টলেডো থেকে পালাতে শুরু করল তখন জিম মেরীকে বলল,

'মেরী! এখন সুযোগ এসেছে, শহরের ফটক সর্বদা খোলা থাকে। দলে দলে মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরাও আমাদের পোশাক পালটিয়ে পালিয়ে যেতে পারি।'

'বুড়ো পাদ্রি এখন আমার প্রতি খুব বেশি নজর রাখছে।' মেরী বলল। 'আমি সামান্য এদিক-সেদিক হলে সে পাগলের মতো আমাকে তালাশ করতে থাকে।'

'পাদ্রির কামরায় অন্য কাউকে পাঠিয়ে দাও।' জিম বলল।

'আমাকে ছাড়া সে অন্য কোন মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।' মেরী বলল। 'আমাকে ছাড়া তার এমন অবস্থা হয়, যেমন তোমাকে ছাড়া আমার, আর আমাকে ছাড়া তোমার।'

'তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি তাকে হত্যা করতে পারি।' জিম বলল। 'তারপর আমরা দু'জন নিরাপদে শহর থেকে বের হয়ে যাব।'

'না, জিম! না, তুমি ধরা পড়ে যাবে।' মেরী বলল। 'আমি নিজের জন্য কোন চিন্তা করি না, আমি তো মরতেই চাই। কিন্তু তোমাকে আমি এভাবে মরতে দিতে পারি না।'

এভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। জিম বারবার কেবল পাদ্রিকে হত্যা করার কথাই বলত। আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোতে কোন বাদশাহ ছিল না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজকর্ম সম্পাদন করার মতো কেউ ছিল না। সাত সকালে শহরের ফটক খোলে দেওয়া হতো, আর গভীর রাত পর্যন্ত ফটক ঐভাবে খোলাই থাকত।

টলেডোর এ অবস্থা সম্পর্কে তারিক বিন যিয়াদ অবগত ছিলেন না। জুলিয়ান ও আউপাস তাঁকে বলেছিল, টলেডোতে প্রবেশ করা খুবই কঠিন হবে। রডারিকের উত্তরসূরীরা জীবনবাজি রেখে শহর হেফাজতের জন্য লড়াই করবে। দীর্ঘ দিন দুর্গ অবরোধ করে বসে থাকতে হবে।

***

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আজ মেরীর স্বপ্ন পূরণের সময় উপস্থিত হয়েছে। মেরী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জিমের অপেক্ষা করছিল। জিম পৌঁছতেই মেরী তাকে লক্ষ্য করে বলল,

'দিনের বেলা আমি তোমাকে সব কথা বলতে পারিনি। বড় পাদ্রি প্রধান গির্জায় ধন-সম্পদ লুকিয়ে এসেছে। সে আমাকে এত বেশি মহব্বত করে

যে, আমাকে বলেছে, প্রধান গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘরে টলেডোর সকল গির্জার ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'সেই সম্পদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?' জিম বলল।

'সে সম্পদ আমাদের হস্তগত করতে হবে।' মেরী বলল।

'তোমার মাথা ঠিক নেই।' জিম বলল। 'আমরা সম্পদ নিয়ে কোথায় যাব?'

'সমস্ত সম্পদ আমরা উঠাব না, জিম!' মেরী বলল। 'তুমি আমার সাথে ফিরে চল, আমাদের যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকুই নেব। তার পর আমরা শহরেই থাকব। গির্জায় থাকব না। আমাদের বাড়ী খালী পড়ে আছে। বাড়ীর সকলে অনেক আগেই চলে গেছে।'

'মুসলিম বাহিনী এসে পড়লে কি করবে?' জিম বলল।

'আমরা উভয়ে মুসলমান হয়ে যাব।' মেরী বলল। 'শুনেছি, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনী তাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে।'

জিম তো কোন ফেরেশতা ছিল না যে, সম্পদের লালসা তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। বিপুল সম্পদ ছাড়াও মেরীর প্রেম তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মেরী তাকে এমন এক সুখের সন্ধান দিয়েছিল যে কারণে সে টলেডো ফিরে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

কাফেলা গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত। জিম ধীরপদে তার ঘোড়ার নিকট গেল এবং বাঁধন খোলে ঘোড়ার উপর জিন লাগিয়ে মেরীর কাছে চলে এলো। মেরী ঘোড়ায় উঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে জিম ঝুঁকে তার হাত ধরে টেনে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিল। তারপর সুতীব্র বেগে টলেডোর উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঘুমন্ত কাফেলার কেউ জানতে পারল না যে, একটি ঘোড়া দু'জন সওয়ারীকে নিয়ে কাফেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

***

রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটার সাথে সাথে কাফেলা রওনা হবার জন্য তৈরী হয়ে গেল। মেরী ও জিমকে দেখতে না পেয়ে বড় পাদ্রি হৈচৈ শুরু করে দিল। তার সঙ্গী পাদ্রিরা তাকে তিরস্কার করে বলল,

'ঐ মেয়ে তোমার স্ত্রী নয়, সে তোমার মেয়ে বা বোনও নয়। সুতরাং সে চলে গেছে বলে এতো হৈচৈ করার কি আছে? সে যদি তার পছন্দের কারো সাথে চলে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে চলে যেতে দাও। ভালোই হয়েছে, ওর মতো একটি রূপসী মেয়ে চলে গেছে। এমন অনিশ্চিত সফরে ওর মতো রূপসী মেয়ে থাকলে যে কোন ধরনের বিপদ হতে পারে। আমাদের কাফেলায় আরও অনেক মেয়ে আছে, তারাও যদি ভেগে যায় তাহলে মন্দ হয় না।'

অন্যান্য পাদ্রিদের এসব কথা শুনে বড় পাদ্রি চুপ হয়ে গেল। কাফেলা রওনা হয়ে গেল। ঐতিহাসিকগণের মত অনুযায়ী এসকল পাদ্রিরা রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। রোমে রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রিয় গির্জা ও পোপদের হেড কোয়ার্টার ভ্যাটিক্যানসিটি।

কাফেলা যখন সামনের দিকে অগ্রসর হল, ঠিক সেই সময় মেরী ও জিম টলেডোর প্রধান ফটক খোলার অপেক্ষা করছিল। রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা তের-চৌদ্দ মাইলের মতো দূরত্ব অতিক্রম করে শহর রক্ষাপ্রাচীরের নিকট এসে পৌছল। ফটক খোলার সাথে সাথে তারা শহরে প্রবেশ করল।

মেরী জিমকে নিয়ে তার নিজ বাড়ীতে উঠল। তারা ঘরে প্রবেশ করে দেখল, ঘরের আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, বিছানাপত্র এমনভাবে রাখা আছে, যেন ঘরের লোকজন কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেছে। এখনই ফিরে আসবে।

সারাদিন উভয়ে ঘরের মধ্যেই কাটাল। লোকজন একে একে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। বাড়ী-ঘর লোকশূন্য হয়ে যাচ্ছিল। কারো খালি ঘরে যদি কেউ প্রবেশ করত তাহলে বলার কেউ ছিল না। জিম ও আইনামেরীর এমন কোন আশঙ্কা ছিল যে, কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, এই ঘরে তোমরা কি করছ?

তখনও রাতের অর্ধ প্রহর শেষ হয়নি। মেরী ও জিম ঘর থেকে বের হয়ে প্রধান গির্জার দিকে চলতে শুরু করল। জিমের হাতে ছিল ঘোড়ার লাগাম। তারা উভয়ে পায়ে হেঁটে পথ চলছিল। তাদের ধারণা ছিল, গির্জার গেইটে তালা লাগান থাকবে। কিন্তু তারা গেইট উন্মুক্ত দেখতে পেল। গির্জার ভিতর ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। এর চেয়ে বেশি অন্ধকার হলেও জিম আর মেরীর জন্য গির্জার আনাচে-কানাচে পৌছা অসম্ভব ছিল না। কারণ, গির্জার প্রতিটি ইট-পাথর সম্পর্কে তারা অবগত।

তাদের হাতে একটি মশাল। ভূ-গর্ভস্থ ঘরে মশালের প্রয়োজন হতে পারে ভেবে তারা তা সাথে করে নিয়ে এসেছে। তারা উভয়ে গির্জায় প্রবেশ করল। তারা সে স্থানে গিয়ে পৌছল যেখানে ভূ-গর্ভস্থ ঘরের ঢাকনা ছিল। জিম আইনামেরীর ঘর থেকে একটি কোদাল নিয়ে এসেছিল। জিমের সাথে ছিল একটি তলোয়ার ও একটি খঞ্জর। আর মেরীর সাথে ছিল একটি খঞ্জর।

মেরী ও জিম ভূ-গর্ভস্থ ঘরের ঢাকনার উপর এসে দাঁড়াল। জিম সতর্কতার সাথে মশাল জ্বালাচ্ছিল, আর মেরী দ্রুতহাতে ঢাকনার উপর বিছানো কালিনের উপর থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলল। মেরী জানত, কীভাবে ভূ-গর্ভস্থ ঘরে প্রবেশ করতে হয়। জিম ও মেরী উভয়ে মিলে ঢাকনা উঠিয়ে ভূ-গর্ভস্থ ঘরে প্রবেশ করল।

ভূ-গর্ভস্থ ঘরে খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে মাটি এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। এক স্থানে স্তূপাকারে মাটি রাখাছিল। মেরী এক দিকে ইঙ্গিত করে বলল,

'এখানেই গুপ্তধন আছে। জিম! আমরা অনেক সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছতে পেরেছি।'

'কিন্তু আমরা তো খুব বেশি সম্পদ নিতে পারব না।' জিম বলল।

'যা পারব তাই নিয়ে যাব।' মেরী বলল।

'আমি এখানে কিছুই রেখে যাব না।' জিম খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল। 'একবারে যা পারব, তা নিয়ে তোমাদের ঘরে রেখে আবার আসব। তারপর আবার আসব। এভাবে কয়েকবারে সমস্ত সম্পদ নিয়ে গিয়ে তোমাদের ঘরে পুঁতে রাখব। মুসলিম বাহিনী যদি এসে পরে তাহলে আমরা এই সম্পদ বাঁচানোর জন্য মুসলমান হয়ে যাব। তখন মুসলিম বাহিনী আমাদের ঘর লুণ্ঠন করবে না। বাড়ীতে আমরা খ্রিস্টধর্ম পালন করব এবং নিজেদের ইবাদত করব।'

'ধর্মের প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই।' মেরী বলল। 'মুসলমান হোক বা খ্রিস্টান—সকলেই আমার কাছে সমান।'

***

মাটি খোঁড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। আলগা মাটিগুলো সরিয়ে ফেললেই চলত। জিম অতি দ্রুত মাটি সরাতে লাগল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে একটি গর্ত থেকে প্রায় তিন ভাগ মাটি সরিয়ে ফেলল। মাটি সরাতে সরাতে সে হঠাৎ লাফিয়ে পিছু হটে এলো। মনে হল, কোন ফনাতুলা সাপ তার উপর হামলা করেছে।

'কি হল?' মেরী জিজ্ঞেস করল।

'সামনে গিয়ে গুপ্তধন দেখে এসো।' জিম বলল।

মেরী মশাল হাতে নিয়ে গর্তের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল। গর্তে তিনটি লাশ পড়ে ছিল। লাশ দেখে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু এই লাশগুলোর সাথে মাথা ছিল না। তিনটি মাথা প্রতিটি লাশের বুকের উপর রাখাছিল। এ দৃশ্য দেখে মেরী কাঁপতে কাঁপতে জিমকে জড়িয়ে ধরল।

'লাশগুলোর রক্ত দেখছি এখনও শুকায়নি।' জিম বলল। 'মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে হত্যা করে দাফন করা হয়েছে।

'এদেরকে কেন হত্যা করা হয়েছে?' মেরী জানতে চাইল।

'এরা হয়তো জানত–এখানে গুপ্তধন আছে।' জিম বলল। 'এরা মনে হয়, গুপ্তধন নেওয়ার জন্য এসেছিল। পাদ্রি নিশ্চয় এখানে প্রহরী রেখে গেছে। প্রহরীরাই এদেরকে হত্যা করেছে, কিংবা এরা বেশি সংখ্যক লোক এসেছিল গুপ্তধন নেওয়ার জন্য। অংশিদার কমানোর জন্য নিজেরাই নিজেদের তিনজন লোককে হত্যা করেছে।'

'তাহলে তো গুপ্তধন আর নেই।' মেরী বলল।

'তুমি সরো।' জিম বলল। 'আমি দ্বিতীয় গর্ত থেকে মাটি সরিয়ে দেখছি।'

মেরী দূরে গিয়ে দাঁড়াল। জিম দ্বিতীয় গর্তের মাটি সরাতে শুরু করল। জিমের পিঠ সিঁড়ির দিকে ছিল। সে দ্বিতীয় গর্ত থেকে মাত্র মাটি সরানো শুরু করেছে, এমন সময় সিঁড়ির দিক থেকে এক ব্যক্তি তলোয়ার হাতে নিয়ে দৌড়ে এসে জিমর উপর আক্রমণ করে বসল।

'এ সম্পদ আমার।' লোকটি জিমের পিঠে তলোয়ার সমূলে বিদ্ধ করে বলল। 'এই সম্পদের কারণেই আমি একাকী এখানে রয়ে গেছি।'

তলোয়ারের আঘাতে জিম মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হামলাকারী মেরীর দিকে তাকাল। সে মেরীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। মেরীর কাছেও খঞ্জর ছিল, কিন্তু সে খঞ্জর চালাতে পারত না। হামলাকারী মেরীর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই মেরী তার হাতের জ্বলন্ত মশাল হামলাকারীর মুখের উপর ছুড়ে মারল। মশালের আগুনে হামলাকারীর চেহারা ঝলসে গেল। হামলাকারী তলোয়ার ফেলে দিয়ে দু'হাতে চেহারা ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

মেরী মশাল তুলে নিয়ে দ্বিতীয়বার তার চেহারার উপর ছুড়ে মারল। মশালের আগুন হামলাকারীর হাতে লাগলে সে হাত সরিয়ে নিল। ফলে চেহারা আরও ঝলসে গেল। হামলাকারীর পিছনে জিম মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। হামলাকারী মশাল থেকে বাঁচার জন্য পিছনে সরে এলে জিমের শরীরের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। জিম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিল। তার কাছেই একটি কোদাল পড়ে ছিল। জিম কোদালটি উঠিয়ে শুয়ে থেকেই হামলাকারীর মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করল। সাথে সাথে মেরী দৌড়ে এসে হামলাকারীর বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিল। তারপর খঞ্জর টেনে বের করে আবার আঘাত করল।

'মেরী!' জিম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে লড়তে বলল। 'দ্রুত এখান থেকে পালিয়ে যাও। তোমার ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাক।'

'না, জিম! আমি তোমাকে এখানে রেখে কোথাও যাব না।' মেরী কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল।

মেরী জিমের কাছে গিয়ে তার মাথা কোলে তুলে নিতেই জিম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। জিমের মাথা একদিকে হেলে পড়ল। হামলাকারীও মারা গেল।

মশাল মেজের উপর পড়ে জ্বলছিল। ভূ-গর্ভস্থ ঘরের দেয়াল ও ছাদে মশালের আলোতে ছায়া নড়াচড়া করছিল। মনে হচ্ছিল, ঐ মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুপ্তধন অন্য গর্তে ছিল। গুপ্তধনের স্তূপের উপর দু'টি লাশ পড়ে ছিল। তাদের শরীর থেকে তখনও রক্ত পিড়িত্রে পড়ছিল।

আইনামেরী ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। মশালের আলোর রহস্যময় ছায়া তাকে আরও বেশি ভীত করে তুলল। হঠাৎ তার মনে হল, আরও কেউ এখানে

চলে আসতে পারে। হয়তো গির্জাতেই কেউ আছে। সে মশাল সেখানে ফেলে রেখে ভূ-গর্ভস্থ ঘর হতে বের হয়ে উপরে উঠে এলো। ভূ-গর্ভস্থ ঘরের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে সে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। সে যদি গির্জা সম্পর্কে অবগত না হত তাহলে সে এই অন্ধকারে দেয়াল, পিলার ও অন্যান্য বস্তুর সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেত। গির্জা হতে বের হওয়ার কোন রাস্তাও সে খুঁজে পেত না। ভয়ের কারণে তার পাও চলছিল না। গির্জা হতে বের হতেই তার ভয় করছিল।

আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর রাত নীরবে-নিবৃত্তে কেটে যাচ্ছিল। গোটা শহরে ভূতুরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শহরের অধিকাংশ বাড়ী মানবশূন্য হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। গির্জায় আত্মগোপন করে থাকাও সে নিজের জন্য নিরাপদ মনে করছিল না। সে সাহসে বুক বেঁধে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। তারপর ভয়ে-আতঙ্কে জড়সড় হয়ে দেওয়ালের আড়াল নিয়ে তার বাড়ীতে পৌঁছে গেল। বাড়ীতে পৌঁছে ভিতর থেকে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

***

রাতের আঁধার কেটে যখন ভোরের আলো ফুটে উঠল তখন তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। টলেডো পৌঁছার আগ পর্যন্ত তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীর জন্য এটাই ছিল শেষ যাত্রা বিরতি। সফরও খুব দীর্ঘ ছিল। তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সকল সালারদেরকে নিয়ে টলেডোর মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ সফলভাবে দখল করার জন্য মহড়ার ব্যবস্থা করলেন।

৭১২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯৩ হিজরীর শেষ দিনগুলোর ঘটনা। আফ্রিকার সম্মানিত আমীর মুসা বিন নুসাইর ১৮ হাজার সিপাহীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আন্দালুসিয়ার দক্ষিণ সীমান্তবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে অবতরণ করেন।

অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ তো সবসময় মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়ান, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকগণও লেখেছেন যে, মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে সাহায্য করার জন্য আন্দালুসিয়া পৌঁছেননি; বরং তিনি আন্দালুসিয়ার বিজয়-মুকুট অর্জন করতে চাচ্ছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদকে সকলেই আন্দালুসিয়ার বিজেতা আখ্যায়িত করছিল। তাঁর বিজয়ের বিভিন্ন সংবাদ খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের নিকট পৌঁছানো হচ্ছিল। খলীফার পক্ষ থেকে তারিক বিন যিয়াদের নিকট পয়গামও পাঠানো হত। এটা মুসা বিন নুসাইর পছন্দ করছিলেন না। আরব মুসলমানরা বার্বার মুসলমানদেরকে সেকেলে ও গোঁয়ার মনে করত। মুসা

বিন নুসাইর এটা মেনে নিতে পারছিলেন না যে, তাঁর আযাদকৃত একজন গোলামকে আন্দালুসিয়ার বিজেতা বলা হবে।

কোন কোন ঐতিহাসিক লেখেছেন, সে সময় মুসা বিন নুসাইরের বয়স হয়েছিল আশি বছর। তাই তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতার সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর অধীনস্থ উপদেষ্টাদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এসকল উপদেষ্টারা তাঁকে তাদের হাতের মুঠোয় ভরে নিয়েছিল। তারাই তাঁকে বুঝিয়ে ছিল যে, একজন গোলামকে আন্দালুসিয়ার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের বিজেতা বলা মনিবের জন্য অপমানজনক।

এমন কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, যদ্বারা মুসা বিন নুসাইরের মানসিকতা বুঝা যায়। তিনি যখন তারিক বিন যিয়াদকে আন্দালুসিয়ায় পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁর সাথে মাত্র সাত হাজার সৈন্য দিয়েছিলেন। সেই বাহিনীতে অশ্বারোহীর সংখ্যাছিল খুবই কম। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর যখন নিজে আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তখন তাঁর সাথে ছিল আঠার হাজার সিপাহী। তন্মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী, আর আট হাজার পদাতিক। তিনি যদি তারিক বিন যিয়াদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী হতেন তাহলে নিজে আন্দালুসিয়া না এসে এই আঠার হাজার সৈন্যের বাহিনীকে তারিক বিন যিয়াদের সাহয্যে পাঠিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয়ত তিনি যখন আন্দালুসিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন তিনি তাঁর দুই পুত্র আবদুল্লাহ এবং মারওয়ানকে সালার বানিয়ে নিজের সাথে রাখেন। বড় ছেলে আবদুল আযিযকে আফ্রিকার আমীর নিযুক্ত করেন।

তৃতীয়ত তিনি কুরাইশের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও সাথে নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আলী বিন আবিল হুমা ও হায়াত বিন তামিমী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাহিনীতে দুই-তিনজন বয়োবৃদ্ধ সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন, যাদের শারীরিক অবস্থা লড়াই করার মতো ছিল না। এছাড়া তিনি কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামের সন্তানকেও তাঁর বাহিনীর সাথে নিয়ে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বার্বার সম্প্রদায়ের উপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

মুসা বিন নুসাইরের মনের কথা এভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আঠার হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দালুসিয়া গেছেন, কিন্তু তিনি তারিক বিন যিয়াদকে তাঁর আগমন সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার কোন প্রয়োজনও মনে করেননি, বরং তিনি তারিক বিন যিয়াদকে এই নির্দেশ পাঠিয়ে ছিলেন যে, তারিক যেখানে আছে সেখানেই যেন অবস্থান করে; সামনে অগ্রসর না হয়। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে স্পষ্টই বুঝে আসে যে, এই নির্দেশও ছিল ক্ষতিকর। কারণ, সেই পরিস্থিতিতে একমাত্র তারিক বিন যিয়াদই বুঝতে

পারছিলেন, তাঁকে কী পদক্ষেপ নিতে হবে? তারিক তাঁর সালারদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাদের একজনও তাঁকে এই পরামর্শ দেয়নি যে, অগ্রযাত্রা বন্ধ করে এখানেই বসে থাকা উচিৎ।

মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে মাত্র সাত হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বাহিনীর সকলেই ছিল বার্বার। বার্বার সম্প্রদায় যদিও লড়াকু ছিল, কিন্তু নিয়মিত যুদ্ধ করার নিয়ম-কানুন তাদের জানাছিল না। তাদের নিকট গুপ্তচর বৃত্তির কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ একটি সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তার গুপ্তচর ইউনিট। বার্বাররা শুধু লড়াই করতে জানত। কিন্তু মুসা বিন নুসাই যখন আন্দালুসিয়া যান তখন তাঁর সাথে ছিল গুপ্তচর বাহিনীর শক্তিশালী ইউনিট। এই গুপ্তচর ইউনিটের কারণে পূর্বেই তিনি জানতে পারতেন, সামনের রণাঙ্গনে তাঁকে কী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং শত্রুপক্ষের শক্তি কতটুকু?

***

তারিক বিন যিয়াদ যেসব এলাকা জয় করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার মাধ্যে প্রসিদ্ধ দু'টি এলাকা হল মেডোনাসেডোনা ও কারমুনা। মুসা বিন নুসাইরের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তাঁকে এই সংবাদ দিল যে, তারিক বিন যিয়াদ এই শহরগুলোর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য খ্রিস্টানদের নিয়োগ দিয়েছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদের এটাও একটা অপারগতা ছিল যে, তাঁর নিকট প্রশাসন চালানোর মতো কোন যোগ্য লোক ছিল না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

মুসা বিন নুসাইর জানতে পারলেন যে, এই শহর দু'টিতে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অতিসত্বর তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

মুসা বিন নুসাইর হঠাৎ এই শহর দু'টিতে প্রবেশ করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতা যেহেতু মুসলমানদের ছিল, তাই মুসলিম বাহিনীকে শহরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা হল না। মুসা বিন নুসাইর শহরগুলোর উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আরব প্রশাসক নিযুক্ত করলেন।

এই শহর দু'টিতে মুসা বিন নুসাইরের কৃতিত্ব শুধু এতটুকু ছিল যে, শহর দু'টিতে বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠার আগেই তিনি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দামেস্কে খলীফার দরবারে এই সংবাদ পাঠানো হল যে, মুসা বিন নুসাইর ঐ শহর দু'টি জয় করেছেন।

এরপর মুসা বিন নুসাইর যখন এ্যাশবেলিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হন তখন তাঁর যুদ্ধ-পারঙ্গমতা ও নেতৃত্বের পরীক্ষা হয়। এ্যাশবেলিয়া আন্দালুসিয়ার একটি বড় শহর। তারিক বিন যিয়াদ এই শহর আক্রমণ করেননি। কারণ, তিনি সর্বপ্রথম আন্দালুসিয়ার প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী টলেডো দখল করতে চাচ্ছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাজধানীতে বাদশাহর সিংহাসন এখন খালি পড়ে আছে। মূলত আন্দালুসিয়ায় এখন কারো বাদশাহী নেই। তাই টলেডো দখল করতে পারলে অন্যান্য এলাকা দখল করা সহজ হবে। তারিক বিন যিয়াদ কর্ডোভা ও গ্রানাডাকেও টলেডোর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর মনে করতেন।

প্রফেসার ডোজি লেখেন, এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হস্তগত হয়ে গেলে অন্যসব এলাকার কোন গুরুত্ব থাকবে না। তখন সেসব এলাকার সৈন্যরা এমনিতেই হাতিয়ার সমর্পণ করবেন। এটাই ছিল তারিক বিন যিয়াদের সামরিক বিচক্ষণতা ও যুদ্ধজয়ের নিগুঢ় তথ্য। তিনি সর্বোচ্চ রণকৌশল প্রয়োগ করে অল্প সংখ্যক সৈন্যের মাধ্যমে বিশাল সাফল্য অর্জন করতে চাচ্ছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর পূর্বেই তাঁর গুপ্তচর ইউনিটের সদস্যদেরকে এ্যাশবেলিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মেডোনাসেডোনা ও কারমুনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে এ্যাশবেলিয়ার যাবতীয় তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন। অবশেষে তিনি এ্যাশবেলিয়া অবরোধ করে বসেন। তাঁর ধারণা ছিল, এই বিশাল বাহিনীর মাধ্যমে তিনি অতি সহজে এ্যাশবেলিয়া দখল করে নিতে পারবেন। কিন্তু সেখানকার সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিল এবং এমন রণকৌশল অবলম্বন করল যে, মুসা বিন নুসাইর অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারলেন, এই দুর্গ জয় করা খুব একটা সহজ হবে না।

এ্যাশবেলিয়ার অধিবাসীরা এমন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করল যে, সকাল বেলা তারা হঠাৎ করে দুর্গের দু'টি ফটক খোলে দিত। তারপর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের ন্যায় অশ্বারোহী বাহিনী দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর অতর্কিতে হামলা করে বসত। তারা এক স্থানে জমে লড়াই করত না, বরং তলোয়ার ও বর্শা দ্বারা আঘাত হানতে হানতে ঘুরে দুর্গের ভিতর ঢুকে যেত। কখন কোন দিক থেকে তারা আক্রমণ করবে তা কিছুই বুঝা যেত না।

মুসা বিন নুসাইর এ অবস্থার মুকাবেলা করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন উপায়ই কাজে লাগল না। অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে লাগল। এভাবে অবরোধ করে বসে থাকতে থাকতে এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল।

মুসা বিন নুসাইর ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। তিনি জীবনে অনেক দুর্গ জয় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে নিজেও একজন সাধারণ সৈন্যের মতো লড়াই করতেন। কিন্তু এখন তিনি জীবনের শেষ বেলায় উপনীত হয়েছেন। তাঁর

বার্ধক্যপীড়িত শরীরে আগের মতো সেই শক্তি ছিল না, যা তাকে দুর্গপ্রাচীরের উপর আরোহণ করতে সহায়তা করত। খ্রিস্টান বাহিনী একের পর এক তাঁর বাহিনীর ক্ষতি করছিল, কিন্তু তিনি তাদেরকে কোন কিছুই করতে পারছিলেন না। তাই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন, এখন কী করা যায়?

অবশেষে তাঁর দুই ছেলে আবদুল্লাহ ও মারওয়ান অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। খ্রিস্টান বাহিনী যখন দুর্গের বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করল তখন তারা দু'জন তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে দ্রুত হাঁকিয়ে একেবারে দুর্গপ্রাচীরের কাছে নিয়ে গেলেন। এভাবে তারা খ্রিস্টান বাহিনীর দুর্গে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। মুসলিম বাহিনীর জন্য ভয়ের কারণ ছিল, তাদের উপর দুর্গপ্রাচীর থেকে তীরন্দাজ বাহিনী তীর-বর্শার আক্রমণ করতে পারে। মুসলিম বাহিনী এই বিপদকে উপেক্ষা করে দুর্গের প্রাচীর ঘেষে অবস্থান গ্রহণ করে। তার পর খ্রিস্টান অশ্বারোহী বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদেরকে খতম করে দেয়।

এ ধরনের যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করলে অনেক বেশি প্রাণহানীর সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্প কোন উপায়ও ছিল না। এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিন-চারবার প্রতিরোধ গড়ে তুলার ফলে দুর্গের সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে গেল। মুসা বিন নুসাইর এই সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন যে, যত বেশি রক্তের প্রয়োজনই হোক না কেন—এই শহর জয় করতেই হবে। অবশেষে দেড় মাস পর এ্যাশবেলিয়া মুসলিম বাহিনীর হাতে বিজিত হয়।

***

আন্দালুসিয়ার আরেকটি বড় শহর মেরিডা। কোন কোন ঐতিহাসিক লেখেছেন, টলেডোর চেয়েও মেরিডার গুরুত্ব ছিল বেশি। মুসা বিন নুসাইর এই শহরের দিকে রওনা হলেন।

তারিক বিন যিয়াদ টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, ইতিপূর্বের কোন যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি এতটা চিন্তিত ছিলেন না। টলেডোর প্রাকৃতিক ও সামরিক প্রতিরক্ষার যে বিবরণ তিনি শুনেছিলেন, তা তাকে পেরেশান করে তুলেছিল। তারিক বিন যিয়াদ তার সালারদের নিকট কয়েকবার মুসা বিন নুসাইরের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন :

'মুসা বিন নুসাইর কোন নতুন সেনা-সাহায্য ও যুদ্ধরসদ পাঠাচ্ছেন না। অথচ যুদ্ধরসদ ও সেনা-সাহায্যের প্রয়োজন খুবই তীব্র। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, কয়েক হাজার বার্বার মুসলমান স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। তা না-হলে

এত কম সংখ্যক সৈন্যদল নিয়ে এই অল্প সময়ে এত বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হত না।'

তারিক বিন যিয়াদ তো জানতেন-ই না যে, খোদ মুসা বিন নুসাইর দশ হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে আন্দালুসিয়া প্রবেশ করেছেন।

টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত—এটাই তারিক বিন যিয়াদ জানতেন, কিন্তু বর্তমানে টলেডোর অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না।

টলেডোর শাহীমহলে অন্য রকম এক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। শাহীমহলে কোন বাদশাহ ছিল না। রডারিকের বেশ কয়েকজন সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে একমাত্র রাচমান্ডই ছিল তার বৈধ সন্তান। তার বয়স ছিল আঠার-উনিশ। নিয়ম অনুযায়ী সেই ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু এই বয়সেই সে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। মা-বাবা তাকে রাজকর্মের প্রতি মনোযোগী করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি।

রাচমান্ডের সবচেয়ে প্রিয় সখ ছিল শিকার করা, আর সুন্দরী রূপসী মেয়েদের সান্নিধ্য লাভ করা। সে কোন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে দেখলেই তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসত। তারপর কিছুদিন তাকে নিজের কাছে রেখে বিদায় করে দিত।

রডারিক ছিল আন্দালুসিয়ার শাহানশা। সে তার শাহীমহলে হেরেম বানিয়ে রেখেছিল। তার হেরেমে শুধু আন্দালুসিয়ার মেয়েরাই থাকত না; বরং আশ-পাশের রাজ্যের সুন্দরী মেয়েরাও সেখানে থাকত। এদের দুই-তিনজনকে সে এমনভাবে হেরেমে স্থান দিয়েছিল যে, মনে হত তারা তার বৈধ স্ত্রী। তার বৈধ স্ত্রী শুধু একজনই ছিল। আর সেই স্ত্রীর ঘরেই জন্ম নিয়েছিল তার বিলাসপ্রিয় ছেলে রাচমান্ড। এছাড়া অন্য রমণীদের ঘরে রডারিকের যে ছেলে-সন্তান হয়েছিল তারা সকলে অবৈধ হওয়ার কারণে তাদেরকে রাজপুত্র বলা হত না। হেরেমের অন্যান্য রমণীদেরকে কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পরই বের করে দেওয়া হত। তাদের জায়গায় নতুন রমণীদেরকে নিয়ে আসা হত। কিন্তু তাদের মধ্যে দুই-তিনজন রমণী রডারিকের প্রিয়ভাজন হয়ে গেয়েছিল। মধ্য বয়সেও তারা শাহীমহলেই অবস্থান করত। তাদের সন্তানরা যৌবনে পদার্পণ করেছিল। রডারিকের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। এ সময় রডারিকের উপপত্নিরাও তাদের ছেলেদেরকে আন্দালুসিয়ার বাদশাহ বানানোর জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল। কিন্তু রডারিকের বৈধ সন্তান রাচমান্ডের বর্তমানে অন্য কেউ সিংহাসনে বসতে পারছিল না।

টলেডোতে সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিল ইউগোবেলজি। সে রডারিকের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিল। সেনাবাহিনীর লোকেরা মনে করত যে, ইউগোবেলজি অত্যন্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ জেনারেল। তাই রডারিক তাকে টলেডোতেই রাখত।

কখনও কোন যুদ্ধে টলেডোর বাইরে পাঠাত না। প্রকৃত সত্য হল, সে ছিল রানীর একান্ত প্রিয় মানুষ। রডারিকের উপর রানীর প্রভাব ছিল খুব বেশি। রানীর কোন কথাই রডারিক অমান্য করতে পারত না। রানীর প্রতি রডারিকের এই আনুগত্যের প্রতিদানও রানী যথাযথভাবে আদায় করত। কোথাও কোন সুন্দরী-রূপসী মেয়ে পেলে রানী তাকে উপহারস্বরূপ রডারিকের নিকট পেশ করত।

***

রডারিকের ছেলে রাচমান্ড ঐ সকল যুবতী মেয়েদেরকে তার শয্যাসঙ্গী বানাত, যারা রডারিকের উপপত্নিদের গর্ভজাত ছিল। এসকল মেয়েদের মাধ্যে লিজা নামের একটি যুবতী মেয়ে ছিল। তার বয়স বাইশ কি তেইশ হবে। বারাগসান নামে তার একজন ভাইও ছিল। সে ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক। শাহীমহলে তার বেশ ভালো প্রভাব ছিল।

জেনারেল ইউগোবেলজিও রডারিকের মতোই বিলাসপ্রিয় ছিল। রডারিকের মৃত্যুর পর শাহীমহলে সেই ছিল অঘোষিত সম্রাট। তার নির্দেশই শাহীমহলে কার্যকর হত। সে লিজার প্রতি অনেকটা দুর্বল ছিল। রডারিকের মৃত্যুর পর সে লিজাকে কাছে পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু লিজা তাকে কোন পাত্তাই দিল না। অবশেষে জেনারেল লিজাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিল, কিন্তু লিজা তাতে সম্মত হল না। ফলে জেনারেল তাকে কঠিন ধমকি দিল। লিজাও জেনারেলকে পাল্টা ধমকি দিয়ে বলল, সে যদি তাকে আর কখনও বিরক্ত করতে চেষ্টা করে তাহলে সে রানীর কাছে সব বলে দেবে। লিজা হয়তো জানত যে, জেনারেল রানীকে খুব ভয় পায়। শাহীমহলে রানীর প্রভাব ছিল সবার উপর। রানীর অনুগ্রহে মহলে এই জেনারেলকে সবাই সমীহ করে চলত।

তারিক বিন যিয়াদ যখন টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন এক রাতে লিজা জেনারেল ইউগোবেলজির ঘরে এসে উপস্থিত হল।

'তুমি? কেমন আছো?' জেনারেল ইউগোবেলজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'আপনার কাছেই এসেছি।' লিজা বলল। 'আপনি এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?'

'তোমাকে এখানে আসতে কেউ দেখেনি তো?' জেনারেল জিজ্ঞেস করলা।

'না, কেউ দেখেনি।' লিজা বলল।

লিজা জানত না যে, এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করছে এবং তার পিছু নিয়ে এখানে এসেছে। সে হল, রাচমান্ড।

'আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বেকুফ নই।' জেনারেল বলল। 'তোমার চেহারা ও তোমার অঙ্গভঙ্গি বলে দিচ্ছে, তুমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, তোমার সে উদ্দেশ্য কি বল?'

'আমি অল্প বয়সী ও অনভিজ্ঞ।' লিজা বলল। 'আমার অভিজ্ঞতা নেই কাউকে আয়ত্তে আনার জন্য কীভাবে কথা বলতে হয়। এ জন্য আমি খোলাখুলি কথা বলছি, আপনি আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার স্থলে যদি আপনি হতেন তাহলে আপনিও তাই করতেন। আমার ও আপনার মাঝে বয়সের বিস্তর পার্থক্য। এখন আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে চাই। আপনি চাইলে আমাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারেন, কিংবা উপপত্নি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।'

'তুমি কি জন্য এসেছ, তা আগে বল।' ইউগোবেলজি বলল।

'আপনি জানেন, বারগাসান আমার ভাই।' লিজা বলল। 'আপনি এও জানেন যে, আমরা দুই ভাই-বোন শাহানশা রডারিকের সন্তান। আপনি কি মনে করেন না যে, আমার ভাইও সিংহাসনের হকদার?'

'কিন্তু বারগাসান তো বাদশাহর বৈধ সন্তান নয়।' ইউগোবেলজি বলল। 'ধর্মও তাকে রডারিকের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না। তোমার এ অভিলাস ছোট বাচ্চাদের মতো। এ আশা তুমি পরিত্যাগ কর।'

জেনারেল ইউগোবেলজি শরাব পান করছিল। লিজা তার কোলে এসে বসে বাচ্চাদের মতো তাকে আদর করতে লাগল। শরাব ও সুন্দরী মেয়ের স্পর্শ বৃদ্ধ জেনারেলের মনে নতুন যৌবনের স্পন্দন এনে দিল। সে অবিবেচকের মতো বলতে শুরু করল,

'তুমিই বল, আমি কীভাবে তোমার ভাইকে সিংহাসনে সমাসীন করতে পারি?'

'রাচমান্ডকে হত্যা করে ফেলুন।' লিজা বলল। 'রাজ মুকুট ও রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তো একমাত্র সেই। ঘোষণা হোক বা না হোক; বাদশাহ সেই। সেই যখন মারা যাবে তখন আপনি বারগাসানকে বাদশাহ ঘোষণা করতে পারবেন।'

'তুমি শুধু নিজের ভাইয়ের মাথায় আন্দালুসিয়ার রাজমুকুট রাখার জন্যই কি এক মায়ের একমাত্র সন্তানকে হত্যা করতে চাও?' বৃদ্ধ জেনারেল শরাবের নেশায় টলতে টলতে বলল।

'শুধু এজন্যই নয়।' লিজা বলল। 'আমি শাহজাদা রাচমান্ডকে হত্যা করতে চাই, কারণ তার দ্বারা রাজ্যের অনেক বড় লোকসান হবে। আপনি অবশ্যই দেখছেন, অর্ধেক রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে গেছে। হামলাকারী বাহিনী তুফানের মতো ধেয়ে আসছে। শাহজাদার বাবা মারা গেছে। কিন্তু সে পূর্বের মতোই ভোগ-বিলাসে ডুবে আছে। গত রাতে সে আমাকে জোর করে তার বাগানবাড়ী নিয়ে যায়। আমি নিজেকে তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। যদি সম্ভব হত তাহলে আমি নিজ হাতে তাকে বিষ খাইয়ে দিতাম। আমি অনেকবার বলেছি, দেখ আমি তোমার বাবার মেয়ে; তোমার বোন। তবুও সে আমাকে রেহায় দেইনি। তার পরও কি আপনি মনে করেন, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার আছে?'

'হ্যাঁ মনে করি।' ইউগোবেলজি বলল। 'তাকে আমি হত্যা করতে পারব না। আর অন্য কাউকে দিয়েও তাকে হত্যা করানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনি কি রানীকে ভয় করেন?' লিজা বলল।

'না।' ইউগোবেলজি বলল। 'কোন বাবার পক্ষে নিজের সন্তানকে হত্যা করা সম্ভব নয়। রাচমান্ড আমার ছেলে, রডারিকের ছেলে নয়। রডারিকের থেকে রানীর কোন সন্তান হয়নি।'

লিজার জন্য এটা কোন আশ্চর্যের কথা ছিল না। শাহীমহলে এমনটিই হতো। কে কার সন্তান? এ প্রশ্নের উত্তর কেবল সন্তানের মা-ই দিতে পারতো।

একজন জার্মান ঐতিহাসিক আগস্ট মেবিল লেখেন, রডারিক একজন যোদ্ধ ছিল ঠিকই; কিন্তু সে তার প্রজা সাধারণকে ক্ষুধা ও দারিদ্রের মাঝে রেখে নিজে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকত। কোন সেনাবাহিনীই এমন বাদশাহর মঙ্গল কামনা করে না, যে বাদশাহ তার প্রজা ও অধীনস্থদের মঙ্গল কামনা করে না। রডারিক যে এত অল্প সংখ্যক বাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করেছিল, তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এটাই।

রডারিকের আপন বিবিও তাকে বিশ্বাস করত না। রডারিক যখন মারা যায় তখন জেনারেল ইউগোবেলজি তার বিবির সামনে বসে শরাব পান করছিল।

লিজা জেনারেল ইউগোবেলজিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মুসলমানদের হাত থেকে এই শহরকে রক্ষা করতে পারবেন?'

জেনারেল জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজা খোলে এক নওজোয়ান প্রবেশ করল।

'হেল্‌লো রাচমান্ড!' জেনারেল আদর করে রাচমান্ডকে ডাকল। 'এসো, এসো, বসো।'

রাচমান্ড লিজাকে এখানে আসতে দেখেই তার পিছু নিয়েছিল। এতক্ষণ সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে লিজা ও জেনারেল ইউগোবেলজির কথাবার্তা শুনছিল। রাচমান্ড নিজেকে রডারিকের একমাত্র সন্তান মনে করত।

'আমার বাবা তুমি?' রাচমান্ড জেনারেলকে লক্ষ্য করে বলল। 'অথচ আমি নিজেকে বাদশাহর ছেলে মনে করতাম।'

এ কথা বলেই সে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে খঞ্জর বের করল। ইউগোবেলজি শরাবের নেশায় উন্মাদ হয়েছিল। কোন কিছু বুঝার আগেই রাচমান্ড তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিল। তারপর খঞ্জর টেনে বের করে দ্বিতীয়বার একই জায়গায় খঞ্জরের আঘাত হানল। বৃদ্ধ জেনারেল তৎক্ষণাৎ মুখ থুবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লিজা চিৎকার করে পালাতে চাইল, কিন্তু রাচমান্ড তাকে ধরে তার বুকেও খঞ্জর বসিয়ে দিয়ে চিরতরে খতম করে দিল।

***

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনী নিয়ে টাইগিস নদীর তীরে পৌঁছে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল, পুলের ঐ পাড়ে টলেডোর সেনাবাহিনী উপস্থিত থাকবে। তারা মুসলিম বাহিনীকে পুল পার হতে দেবে না। ফলে নদীর তীরেই প্রচণ্ড লড়াই হবে, কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ নদীর তীরে কাউকে দেখতে পেলেন না।

'এত বড় ধোঁকা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখিনি।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'টলেডোর বাহিনী আমাদেরকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।'

'হ্যাঁ, বিন যিয়াদ!' সালার আবু যুর'আ তুরাইফ বললেন, 'এটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এই নদী এই শহরের চারদিক ঘিরে প্রবাহিত হয়। আমরা সামনে অগ্রসর হলে নদীর বেষ্টনীতে আটকা পড়ব। তখন অপর দিক থেকে শহরের সৈন্যবাহিনী এসে অতর্কিতে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। তখন এখান থেকে বের হওয়াই আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।'

'কিন্তু এখান থেকে তো ফিরেও যাওয়া যাবে না।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমরা সামনে অগ্রসর হব।'

তারিক বিন যিয়াদ তার বাহিনীকে যেভাবে পুল পার করে ওপারে নিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসে তার বর্ণনা এভাবে এসেছে। তিনি প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর পদাতিক বাহিনীকে। তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশ অনুযায়ী অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনীকে চুতর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল। আক্রমণ হলে সর্বপ্রথম অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ প্রতিহত করবে। তীরন্দাজ বাহিনীকে ডানে-বায়ে ও পিছনে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। অতর্কিতে হামলা হলে হামলাকারী বাহিনীকে দ্রুত তীর নিক্ষেপ করে প্রতিহত করার দায়িত্ব ছিল তাদের উপর।

যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব ছিল তারিক বিন যিয়াদ তাঁর বাহিনীকে পুল পার করার ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই সতর্কতা অবলম্বন করলেন। তারপর কয়েকজন অশ্বারোহীকে দুর্গের আশপাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন।

শহরে রব পড়ে গেল, 'ওরা এসে গেছে।' এ আওয়াজ দ্রুত সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের লোক সংখ্যায় খুবই কম ছিল। যারা ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল গোথ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোক।

তারিক বিন যিয়াদের পাঠানো অশ্বারোহী দল শহরের চতুর্দিকে চক্কর লাগিয়ে ফিরে এলো। তারা এসে রিপোর্ট দিল, দুর্গের আশপাশে কোথাও কোন সিপাহী নেই। তারিক বিন যিয়াদ দূর থেকেই দেখেছিলেন যে, দুর্গ রক্ষাপ্রাচীরের উপর কোন সিপাহী নেই। তিনি মনে করলেন, আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি তার অধীনস্থ জেনারেল এবং জুলিয়ান ও

আউপাসকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করলেন। তিনি ফয়সালা করে নিয়েছিলেন যে, শহর অবরোধ করবেন এবং দেখবেন, টলেডোর সিপাহীরা কী করে? তারিক বিন যিয়াদের উদ্দেশ্য ছিল অবরোধ দীর্ঘায়িত করা।

অশ্বারোহী দল ফিরে এলে তাদের কমান্ডার বলল, 'আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমরা দেখলাম, শহরের দরজা খোলা। লোকজন সে দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে দেখে কয়েকজন লোক শহরের ভিতরে চলে গেল, আর কয়েকজন ভেগে গেল।'

তারিক বিন যিয়াদ তার বাহিনীর সালারদের সাথে এ বিষয়ে শলাপরামর্শ করছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সিপাহী উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করল, 'ঐ দেখ, শহরের সদর দরজা খোলে দেওয়া হয়েছে।'

সকলেই সেদিকে তাকাল। তারা দেখতে পেল, পাঁচ-ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘোড়ায় আরোহণ করে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসছে। তারা সেনাবাহিনীর লোক ছিল না। তারা মুসলিম বাহিনীর দিকেই এগিয়ে আসছিল।

তারিক বিন যিয়াদ তাঁর সালারদের সাথে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। শহর থেকে যারা বের হয়েছিল তারা তারিক বিন যিয়াদের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল।

'আমরা সন্ধি ও দোস্তির পয়গাম নিয়ে এসেছি।' শহর থেকে আগত লোকদের একজন বলল। 'আপনারা আমাদের সাথে আসুন এবং শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।'

জুলিয়ান ও আউপাস তাদেরকে চিনতে পারল। তাদের দু'জন ইহুদি আর বাকীরা হল গোথ সম্প্রদায়ের লোক। তারা সকলে ঘোড়া থেকে নেমে জুলিয়ান ও আউপাসকে জড়িয়ে ধরল। তারা তারিকের সাথেও করমর্দন করল।

'তারিক বিন যিয়াদ! আপনি মহান।' আগত লোকদের প্রধান বলল। 'আজ থেকে আন্দালুসিয়া আপনার।'

'আমার নয়।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'বরং এটা আল্লাহ্‌র সেই রাসূলের মুলুক, যিনি আমাকে বিজয়ের সু-সংবাদ প্রদান করেছিলেন। ইসলামে কেউ বাদশাহ হয় না। বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। তাঁর বাদশাহীতে সকল মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমান।'

'আমরা কি এ আশা করতে পারি যে, আমরা আমাদের অধিকার পূর্ণরূপে পাব?' গোথ সম্প্রদায়ের একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বলল।

'যে অধিকার আপনারা পাবেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তা স্মরণ রাখবে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

পরবর্তীতে তারিক বিন যিয়াদের এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণরূপে আদায় করা হয়েছিল। অর্টিজা এবং তার ভাই আউপাসের সন্তানদেরকে বিপুল পরিমাণ জায়গির প্রদান করা হয়েছিল। এ সমস্ত জায়গির বংশপরম্পরায় তারা ভোগ করেছে।

'আপনারা কেন এসেছেন?' তারিক বিন যিয়াদ আগত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। 'শহরে কি কোন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা বা শাহীখান্দানের দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি নেই?'

'শহর তো একেবারেই খালি।' আগত লোকেরা বলল। 'সকল সিপাহী শহর থেকে বের হয়ে গেছে। ইউগোবেলজি নামে একজন জেনারেল ছিল। তাকে রডারিকের ছেলে হত্যা করে ফেলেছে। শাহীমহলে আপনাকে ইস্তেকবাল জানান হবে।

শহরের এ প্রতিনিধি দলের সাথে যদি জুলিয়ান ও আউপাসের পূর্ব পরিচয় না থাকত তাহলে তারিক একে ধোঁকা মনে করতেন। যাহোক, তারিক তাঁর বাহিনী নিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন।

***

মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করতেই শহরে যেসব লোক তখনও ছিল তারা আনন্দ-ধ্বনির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগত জানাল। শহরের ফৌজ যেখানে বিশ্রাম করত মুসলিম ফৌজকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। তারিক বিন যিয়াদ ও তাঁর অন্যান্য সালার এবং জুলিয়ান ও আউপাসকে শাহীমহলে নিয়ে যাওয়া হল।

ঐ শহরে যেসব ধন-দৌলত হীরা-জহরত মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হল, তা ছিল অপরিসীম। শহরের অধিবাসীদের যারা চলে গিয়েছিল তাদের ঘরসমূহে তল্লাশী নেওয়া হল। সেখান থেকেও বিপুল পরিমাণ হীরা-জহরত বের হল। স্বর্ণ-রোপার অসংখ্য পাত্র পাওয়া গেল। কর্তিত হীরা ও নকশা করা মণি-মুক্তার দু'টি স্তূপও পাওয়া গেল।

তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশে শাহীমহলের তামাম মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত এক কামরায় একত্রিত করা হল। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরত এত বেশি ছিল যে, বড় ধরনের একটি কামরা একেবারে ভরে গেল। রত্নভাণ্ডারের আধিক্য দেখে তারিক বিন যিয়াদের চেহারার রং পাল্টে গেল। এই মহামূল্যবান সম্পদের স্তূপের মাঝে রডারিক পর্যন্ত আন্দালুসিয়ার সকল বাদশাহর মাথার মুকুটও ছিল। প্রত্যেক বাদশাহর জন্যই পৃথক স্বর্ণের মুকুট তৈরী করা হত। বাদশাহর মৃত্যুর পর স্মৃতি হিসেবে তার সেই মুকুট সংরক্ষণ করা হত। নতুন বাদশাহর জন্য নতুন মুকুট তৈরী করা হত। শাহীমহল থেকে পঁচিশটি রাজমুকুট পাওয়া গেল, যা ছিল সম্পূর্ণ স্বর্ণের।

ঐতিহাসিক প্রফেসার ডোজি লেখেন, বাদশাহর মৃত্যুর পর তার রাজমুকুট বড় গির্জাকে নাযরানা স্বরূপ প্রদান করা হত। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লেখেছেন, রডারিকের শাহীমহল থেকে পঁচিশটি রাজমুকুট তারিক বিন যিয়াদের হস্তগত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক লেনপোল কয়েকজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছেন, টলেডোতে শুধু একজনই জেনারেল ছিল। সে তার অবৈধ ছেলের হাতে নিহত হয়েছিল। টলেডোতে কোন প্রশাসক ছিল না। শাহীখান্দানের কাউন্ট এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা পালিয়ে গিয়েছিল। শাহীমহলে শুধু রানী ও তার নওজোয়ান ছেলে ছিল। আর ছিল কয়েকজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ও কয়েকজন যুবতী মেয়ে। অন্য সব মেয়েরা চলে গিয়েছিল।

আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর উপর তারিক বিন যিয়াদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। গোথ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর পাশে একত্রিত হল। তারিক বিন যিয়াদ তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাদের উপর শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

মুসলিম বাহিনী এমন কোন ঘরে প্রবেশ করল না, যে ঘরের অধিবাসী রয়েছে এবং কোন প্রকার লুটতরাজও করল না। তারা কেবল সেসব ঘরে প্রবেশ করল, যেসব ঘর খালি পড়েছিল। সেসব ঘরের মূল্যবান আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হল।

***

সকাল হয়েছে অনেক্ষণ হয়। ধীরে ধীরে টলেডো শহর কর্মচঞ্চল হয়ে উঠছে। নতুন দিনে নতুন উদ্যমে তারিক বিন যিয়াদ প্রশাসনিক কাজের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল যে, একটি যুবতী মেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে চায়।

তারিক বিন যিয়াদ দেখা করার অনুমতি দিলে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির চেহারায় ভয়ের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। সে পাও টেনে টেনে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

'তাকে বল, আমি তার মতোই একজন সাধারণ মানুষ।' তারিক বিন যিয়াদ দোভাষীকে বললেন। 'তাকে জিজ্ঞেস কর, সে কেন এসেছে? কোন মুসলামান কি তাকে বিরক্ত করেছে?'

'না।' মেয়েটি নিচু আওয়াজে মাথা হেলিয়ে বলল। 'কোন মুসলমান আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। আমার নাম আইনামেরী। জোরপূর্বক আমাকে যাজিকা বানানো হয়েছিল। আমি শুনেছি যে, আপনার লোকেরা গির্জায় গিয়ে ছিল, তারা

সেখানে কিছুই পায়নি। আপনার লোকদেরকে আমার সাথে পাঠান। বড় গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘরে গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আপনাদের আগমনের পূর্বেই যদি কেউ তা বের করে নেয় তাহলে সে জন্য আমাকে কোন শাস্তি দেবেন না। আপনি বড় গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘরে গেলে, সেখানে ফ্লোরে দু'টি লাশ দেখতে পাবেন এবং একটি গর্তে আরও তিনটি লাশ দেখতে পাবেন। এই গর্তের পাশেই আরেকটি গর্ত আছে, তা মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে, দেখতে কবরের মতো দেখা যায়। গুপ্তধন এই গর্তেই আছে।'

তারিক বিন যিয়াদ কয়েকজন সিপাহীকে মেরির সাথে পাঠিয়ে দিলেন। মেরি তাদেরকে বড় গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘরে নিয়ে গেল। মেরির বিবরণ অনুযায়ী তারা ভূ-গর্ভস্থ ঘরের মেজেতে দু'টি লাশ এবং একটি গর্তের ভিতর তিনটি লাশ দেখতে পেল। তারপর অন্য গর্তটি খুঁড়ে সেখান থেকে গুপ্তধনের দু'টি বাক্স বের করা হল। এ সকল গুপ্তধন পাদ্রিরা অন্য গির্জা থেকে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল।

বড় গির্জা থেকে যখন গুপ্তধন সংগ্রহ করা হচ্ছিল তখন আউপাস মেরিনার কামরায় বসাছিল। মেরিনা ও আউপাস যৌবনে একে অপরকে ভালোবাসত। তখন আউপাসের বড় ভাই অর্টিজা ছিল আন্দালুসিয়ার বাদশাহ। অর্টিজা আউপাস ও মেরিনার বিবাহ এই জন্য মেনে নেয়নি যে, মেরিনা ইহুদির মেয়ে। তাছাড়া আউপাস বাদশাহর ভাই। আর মেরিনা একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে। এর কিছু দিন পর তাদের দুজনের প্রেমের মাঝে বিশাল এক পাহাড় অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়। রডারিক অর্টিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে। তারপর রডারিকের দৃষ্টি মেরিনার উপর পড়লে সে তাকে হেরেমের রক্ষিতা বানিয়ে নেয়।

আউপাস ও মেরিনার সেই যৌবনকাল শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা মধ্য বয়সের নারী-পুরুষ। মেরিনার তো বিয়েই হয়নি। সে ছিল রডারিকের রক্ষিতা। আর আউপাস সিউটা গিয়ে বিয়ে করেছিল। তার ছেলে-সন্তান আছে।

সে রাতে আউপাস মেরিনার কামরায় প্রবেশ করল। আউপাসের ধারণা ছিল মেরিনা ভালোবাসার আকর্ষণে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করবে। কিন্তু আউপাস মেরিনাকে খুব নীরব দেখতে পেল। তার ঠোঁটে একটু মুচকি হাসিও দেখতে পেল না। সে যখন কথা বলত তখন তার কথা বলার ধরন হত গাম্ভির্যপূর্ণ। মনে হচ্ছিল মেরিনা দুনিয়া ত্যাগী সন্নাসী হয়ে গেছে। পার্থিব ভোগ-বিলাসের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

'মেরীনা! বাকী জীবনটা আমার সাথে কাটাবে কি?' আউপাস জিজ্ঞেস করল।

'না, আউপাস!' মেরিনা উদাস কণ্ঠে বলল। 'আমার বাকী জীবন এখন উপাসনালয়ে অতিবাহিত হবে। যেন আমার আত্মা পুত-পবিত্র হতে পারে। এখন আমি আল্লাহর নিকট নিজেকে অর্পণ করতে চাই।'

'যাজিকা হয়ে যেয়ো না।' আউপাস মুচকী হেসে বলল। 'তুমি তো এখনও যুবতী। স্বাধীন জীবনের সাধ উপভোগ করে নাও।'

'না, আউপাস!' মেরিনা বলল। 'আমার জীবনে যা ঘটে গেছে তা তুমি ভালো করেই জান। এখন তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। এক কাজ কর আউপাস! আমি আন্দালুসিয়া বিজয়ী সিপাহসালার তারিক বিন যিয়াদকে একটা তোহফা দিতে চাই, তুমি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ করে দাও।'

'কালই তোমাকে তাঁর নিকট নিয়ে যাব।' আউপাস বলল। 'কী তোহফা দেবে তাঁকে?'

'একটি ভারী বাক্স।' মেরিনা বলল। 'আগামীকাল তিন-চারজন লোক নিয়ে এসো, তারা বাক্স বহন করে নিয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে যখন তারিক বিন যিয়াদের পাঠানো লোকেরা গির্জার ভূ-গর্ভস্থ ঘর থেকে গুপ্তধন উদ্ধার করছিল তখন আউপাস শাহীমহলের এক কামরা থেকে একটি বাক্স উঠাচ্ছিল। এই কামরা এক বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে তালাবদ্ধ হয়ে আছে।

বাক্স নেওয়ার জন্য আউপাস যখন লোকজন নিয়ে মেরিনার কাছে এলো তখন মেরিনা কামরা খোলে দিলে তারা দ্রুত পিছু হঠে গেল।

'মেরিনা! এই কামরায় কি আছে? এত দুর্গন্ধ কিসের? আউপাস জিজ্ঞেস করল। 'এই কামরায় কি কোন মানুষ, কিংবা কোন প্রাণী মরে পঁচে আছে নাকি?'

'কামরা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে এ দুর্গন্ধ হচ্ছে।' মেরিনা বলল। 'তাছাড়া এই কামরায় কত কি পড়ে আছে। এটা ইহুদি জাদুকর বোসজনের কামরা। সে এখানে মানুষের মস্তক, কলিজা ও হাড়-গোড় রাখত। এখানে সে সাপ-বিচ্ছুও রাখত। এছাড়া এমন কিছু গাছ-গাছালির লতা-পাতাও রাখত, যার দুগর্ন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।'

'সে এখন কোথায়?' আউপাস জিজ্ঞেস করল।

'মরে গেছে।' মেরিনা উত্তর দিল। 'আমি তার এই বাক্স তারিক বিন যিয়াদকে তোহফা হিসেবে দিতে চাই।'

'এর মাঝে কি আছে?' আউপাস জানতে চাইল। 'তুমি কি অনুভব করতে পারছ না যে, এ থেকে কি পরিমাণ দুর্গন্ধ বের হচ্ছে?'

'আউপাস!' মেরিনা বলল। 'এতে কি আছে, তা শুধু তারিক বিন যিয়াদই দেখবেন। তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি আমাকে যে শাস্তি দেবেন আমি তা মাথা পেতে নেব।'

চারজন ব্যক্তি বাক্সটি নিয়ে রওনা হল। তাদের পিছনে পিছনে আউপাস মেরিনাকে নিয়ে তারিক বিন যিয়াদের সামনে এসে উপস্থিত হল।

'বিন যিয়াদ!' আউপাস তারিক বিন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলল। 'এই হল সেই নারী, যিনি আপনাকে হাজার হাজার গোথ ও ইহুদি সিপাহী প্রদান করেছিল। গোয়াডিলেটের যুদ্ধে যে হাজার হাজার গোথ ও ইহুদি সিপাহী রডারিকের পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তার নেপথ্য কারণ ছিল এই নারী।'

আউপাস তারিক বিন যিয়াদকে পূর্বেই বলেছিল, মেরিনা গোথ ও ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে কীভাবে তার পক্ষে নিয়ে এসেছিল এবং তারা কীভাবে রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে কাজ করেছে।

'আমরা এই নারীকে তার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে ঢের বেশি উপহার দেব।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

'হে সিপাহসালার!' মেরিনা বলল। 'আমি উপহারের আশায় এ কাজ করিনি। আমি রডারিক থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি আপনার অনুগ্রহ চাই না। আমি আমার আত্মাকে শান্ত করেছি। এখন আমি আপনার জন্য একটি হাদিয়া নিয়ে এসেছি।'

কাঠের বাক্স তারিক বিন যিয়াদের সামনে রাখা হল। মেরিনা চাবি বের করে তার তালা খোলে ঢাকনা উঠাল। সাথে সাথে তারিক বিন যিয়াদ ও তাঁর সাথে আর যারা বাক্সের সামনে ছিলেন, সকলেই ছিটকে দূরে সরে গেলেন। তারা সকলেই নাকে হাত ও কাপড় চেপে ধরলেন। বাক্স থেকে যে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল তার কারণে কামরায় থাকাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

'এই বাক্সে কি আছে?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'এক ব্যক্তির লাশ।' মেরিনা বলল। 'এক বছর যাবৎ এই লাশ বাক্সে তালা বন্ধ হয়ে আছে।'

'রডারিকের লাশ নয় তো?' জুলিয়ান বলল।

'না।' মেরিনা উত্তর দিল। 'শাহ রডারিককে আমরা যেতে দেখেছি, ফিরে আসতে দেখিনি। কাউন্ট জুলিয়ান! এ লাশ যার, তাকে আপনি চিনেন। রডারিকের প্রিয় জাদুকর বোসজানের লাশ এটা। সিপাহসালারকে বলুন, এই জাদুকর যদি জীবিত থাকত তাহলে সিপাহসালার আজ এখানে বিজয়ীর বেশে দাঁড়িয়ে থাকতেন না। এখানে থাকত রডারিক, আর সিপাহসালার তার সামনে জিঞ্জিরাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।'

'এই নারীকে বল, পুরো ঘটনা বর্ণনা করতে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

'এই ব্যক্তির নাম বোসজান।' জুলিয়ান মেরিনার কথা তরজমা করে শুনাল। 'সে রডারিককে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংবাদ দিত। এই ব্যক্তি জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। রডারিক তার ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য মনে করত। রডারিক সর্বদা তাকে কাছে কাছে রাখত। তাকে জিজ্ঞেস না করে রডারিক কোন কাজই করত না। বোসজান ছিল একজন পাকা জাদুকর।

'সে কি ইহুদি ছিল?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, বিন যিয়াদ! সে ইহুদি ছিল।' জুলিয়ান বলল।

'জাদুবিদ্যা ইহুদিদেরই আবিষ্কার।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'ইহুদিরাই এ ব্যাপারে বেশি পারদর্শী।

'মেরিনা এখন তুমি বল, এ ব্যক্তি কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছে?' আউপাস বলল।

'রডারিক যখন আপনার সাথে মুকাবেলা করার জন্য যাচ্ছিল তখন সে কিছু অশুভ লক্ষণের সম্মুখীন হয়েছিল।' মেরিনা তারিক বিন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বলল। 'তখন সে এই জাদুকরকে ডেকে বলেছিল, এই অশুভ লক্ষণকে পরিবর্তন করে তার অনুকূলে নিয়ে আসতে। সে জাদুবিদ্যার মাধ্যমে আপনার উপর বিজয় অর্জন করতে চাচ্ছিল।

রডারিকের ইচ্ছাকে বাস্তবায়নের জন্য জাদুকর রডারিকের নিকট একটি ষোল-সতের বছরের কুমারী মেয়ের আবেদন করল। সে রডারিককে বলল, ঐ মেয়ের কলিজা বের করে এমন আমল করবে যে, রডারিক বিজয়ী হবে, আর হামলাকারীরা তার হাতে পরাজিত হবে।'

শাহ রডারিক আমাকে হুকুম দিল, আমি যেন এই জাদুকরের নিকট তার কাঙ্ক্ষিত কোন মেয়েকে পাঠিয়ে দেই। জাদুকর যেমনটি চাচ্ছিল আমার নিকট ঠিক তেমনি একটি মেয়ে ছিল। আমি ঐ দিন রাতে মেয়েটিকে নিয়ে জাদুকরের কাছে গেলাম। জাদুকর মেয়েটির বুক চিড়ে কলিজা বের করার জন্য যেই তাকে টেবিলের উপর শুয়ালো তখন আমি একটি মজবুত লাঠি দ্বারা তার মাথায় তিনবার আঘাত করলাম। সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তারপর আমি তাকে গলাটিপে হত্যা করে ফেলি। তারপর ঐ মেয়েটির সাহায্যে তার লাশ এ বাক্সে ভরে রাখি। পরদিন সকালে রডারিক রওনা হয়ে গেলে আমি ঐ মেয়েটিকে তার ঘরে পৌঁছে দেই। সেই রাত হতে জাদুকরের লাশ এই বাক্সে বন্দী হয়ে আছে। সে যদি তার তদবির পূর্ণ করতে পারত তাহলে রডারিকেরই বিজয় হতো।'

'তার লাশ আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ?' তারিক বিন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন।

'এর চেয়ে উত্তম কোন তোহফা আমার নিকট ছিল না।' মেরিনা বলল। 'লাশ কোথায়; এখন তো শুধু হাড়ের স্তূপ রয়েছে। এগুলো জ্বালিয়ে ফেলুন, কিংবা দাফন করে রাখুন—এখন থেকে আমি মুক্ত।'

মেরিনা তার কথা শেষ করে ঝুঁকে তারিক বিন যিয়াদকে সালাম করল। তারপর এ কথা বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে গেল,—'আমি এখন মুক্ত, আমি এখন মুক্ত।'

এই ঘটনার পর আউপাস মেরিনাকে অনেক তালাশ করেছে, কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান পায়নি।

[সাত]

তারিক বিন যিয়াদ নিস্পলক দৃষ্টিতে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যে দরজা দিয়ে মেরিনা এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল—'আমি এখন মুক্ত, আমি এখন মুক্ত।'

তারিক বিন যিয়াদের কপালে চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। সুনিশ্চিতরূপে কারও পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব ছিল না, তিনি এখন কী চিন্তা করছেন।

তিনি হয়তো ভাবছিলেন, কী অদ্ভূত মেয়ে মানুষ! এই নারী যদি ঐ জাদুকরকে হত্যা না করত! কিংবা তিনি হয়তো এ কথা ভাবছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বপ্নে বিজয়ের যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কত আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহের জন্ম দিচ্ছেন। সতীত্বহারা একজন অমুসলিম নারী, যে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য—সে কিনা আপন গোত্রের এক জাদুকরকে হত্যা করেছে, যে তার জাদুবিদ্যার মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করার চেষ্টা করছিল।

তারিক বিন যিয়াদের চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। দরবারের বাইরে কয়েকজন মানুষের কথার আওয়াজ শুনা গেল। কিছুক্ষণ পর প্রহরী দরবারে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, 'মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সিপাহী সিপাহসালারের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে।'

'এই মহল যে বাদশাহর ছিল সে মৃত্যুবরণ করেছে।' তারিক বিন যিয়াদ সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন। 'এখন এখানে কোন বাদশাহ নেই, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হবে। যারা আসতে চায় তাদেরকে আসতে দাও।'

প্রহরী দরজা থেকে সরে দাঁড়ালে তিনজন ব্যক্তি একটা টেবিল ধরাধরি করে ভিতরে প্রবেশ করল। তিনজনই তারিক বিন যিয়াদের বাহিনীর লোক। তাদের একজন উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তা। টেবিলটি খুব বড় ছিল না। দেখলে মনে হত, একজনই এই টেবিল উঠাতে পারবে। কিন্তু টেবিলের ওজন ছিল খুবই বেশি।

'এটি আবার কি?' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

'সিপাহসালার! এটি একটি টেবিল।' সেনাকর্মকর্তা বলল। 'আমরা শহর থেকে পলায়মান লোকদেরকে বাধা দিচ্ছিলাম এবং তাদেরকে এই বলে অভয় দিচ্ছিলাম যে, তারা যেন আমাদেরকে ভয় না পায় এবং সকলেই যার যার ঘরে চলে যায়। আমরা তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছিলাম যে, তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাযত করা হবে। এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম, শহরের পিছন দিকের ফটক দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি বের হয়ে

গেল। আমরা গাড়ি থামানোর জন্য নির্দেশ দিলাম, কিন্তু গাড়োওয়ান দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আমার সন্দেহ হল, আমি এই দুই সিপাহীকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু নিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা তাদেরকে ধরতে সক্ষম হলাম। গাড়িতে পাদ্রির মতো দেখতে তিনজন লোক ছিল। তাদের কাছে এ টেবিলটি ছিল। এটি সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী।

আমি পাদ্রিদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা গাড়ি থামাতে বলার পরও কেন তোমরা গাড়ি থামালে না? তারা বলল, এই টেবিল রক্ষা করার জন্য আমরা থামিনি। আমি তাদেরকে শহরে ফিরে আসতে বললে তারা আমাকে অনুনয়-বিনয় করে বলল, এই টেবিল অত্যন্ত পূত-পবিত্র ও বরকতময়। তারা চায় না যে, এটা অন্য ধর্মের কোন লোকের হাতে পড়ুক। আমি তাদেরকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।'

'তাদেরকে ভিতরে আসতে বল।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

কিছুক্ষণ পর পাদ্রি তিনজন ভিতরে প্রবেশ করল।

'এই টেবিল যদি স্বর্ণের হয় তাহলে তো নিশ্চয় এর মূল্য অনেক বেশি।' তারিক বিন যিয়াদ পাদ্রিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমি তোমাদেরকে সম্মান করি। কারণ, তোমরা ধর্মগুরু। তবে এ টেবিল আমি তোমাদেরকে ফেরত দিব না।'

'এই টেবিল সম্পূর্ণ স্বর্ণের তৈরী।' একজন পাদ্রি বললেন। 'টেবিলটির চারপাশে আছে দুর্লভ মণি-মুক্তা আর হীরা-জহরতের কারুকাজ। পায়াগুলো তৈরী হয়েছে মহামূল্যবান নীলকান্তমণি, পদ্মরাগ আর মরকত পাথর দিয়ে। এই টেবিল অত্যন্ত মূল্যবান, এ জন্য আমরা এটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি না; বরং এটা আমাদের নিকট এক পবিত্র স্মৃতি। দেখুন, এই টেবিলের উপর স্বর্ণের একটি রেহাল বানানো আছে। রেহালটি টেবিলের সাথে জোড়া লাগান। এই টেবিল আমাদের গির্জার সম্পত্তি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, এই টেবিল হযরত সুলায়মান আলাইহিস্‌সালামের। বহুকাল পূর্বে টাইটিস নামে আন্দালুসিয়ার এক বাদশাহ জেরুজালেম আক্রমণ করেছিলেন। এই টেবিল তিনি সেখানকার সবচেয়ে বড় উপাসনালয় থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন থেকে রডারিক পর্যন্ত যত বাদশাহ অতিবাহিত হয়েছেন তারা সকলে এই টেবিলের সাথে একটি মূল্যবান হীরা সংযুক্ত করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। আমরা আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনি আমাদের থেকে এই টেবিল ছিনিয়ে নিবেন না। এটা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্‌সালামের স্মৃতি, এ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।'

'এখন আন্দালুসিয়ার রাজমুকুট ও সিংহাসন আমাদের কব্জায়, সুতরাং এই টেবিলও আমাদের কাছেই থাকবে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

প্রায় সকল ঐতিহাসিকই অতি মূল্যবান এই টেবিলের কথা উল্লেখ করেছেন। এই টেবিলের প্রতিটি পায়া টেবিল থেকে পৃথক করা যেত এবং মুহূর্তের মধ্যে

টেবিলের সাথে লাগানো যেত। তারিক বিন যিয়াদ টেবিলটি পাদ্রিদেরকে ফিরত দিলেন না। মালে গনিমত হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

এই মুহূর্তে এই টেবিলের গুরুত্ব শুধু এতটুকুই ছিল যে, এটি একটি মহামূল্যবান টেবিল। পরবর্তী সময়ে এই টেবিল মুসা বিন নুসাইরের জন্য এমন এক লজ্জার বিষয়ে পরিণত হয় যে, ইতিহাসে সে ঘটনা আজও লেখা আছে।

তারিক বিন যিয়াদের আশে-পাশে যেসব সালার ছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,

'আমীরুল মু'মিনীনের জন্য এর চেয়ে চিত্তাকর্ষক হাদিয়া আর কী হতে পারে? আমি দামেস্ক গিয়ে নিজ হাতে এ টেবিল খলীফাতুল মুসলিমীনের খেদমতে পেশ করব।'

'আমরা সিপাহ্সালারকে সতর্ক করা কর্তব্য মনে করছি।' একজন পাদ্রি বললেন। 'এ পর্যন্ত কোন বাদশাহ এই টেবিলের মালিকানা দাবি করেনি। সকলেই বলেছে, এর মালিক হলেন, হযরত সুলায়মান আলাইহিস্সালাম। আর হযরত সুলায়মান ছিলেন মানব ও জিন জাতির নবী। এই টেবিলের হেফাজতকারী হল জিন জাতি। এ জন্য এই টেবিল এতদিন গির্জার হেফাযতে ছিল। যদি সিপাহ্সালার বা অন্য কেউ এর মালিকানা দাবি করেন তাহলে তিনি লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়ে ধুকে ধুকে অসহায়ের মতো মৃত্যুবরণ করবেন।'

'এই টেবিলের মালিকানা হযরত সুলায়মান আলাইহিস্সালামেরই থাকবে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমরা মুসলমান, আর মুসলিম জাতি কখনও স্বর্ণ-রোপাকে নিজেদের মালিকানায় রাখে না। তোমরা এখন যেতে পার। শহর থেকে পালানোর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের গির্জা বা উপাসনালয়ে চলে যাও। তোমাদের এবং তোমাদের গির্জাসমূহের কোন অসম্মানি করা হবে না।'

***

পর দিন সকালে তারিক বিন যিয়াদ শাহীমহলের সামনের প্রশস্ত মাঠে ফজরের নামাযের ইমামতি করলেন। নামায শেষ করে তিনি শাহীমহলে ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন ভারপ্রাপ্ত প্রশসক—যিনি রাজদূতের দায়িত্বও পালন করতেন—দৌড়ে এলেন। তার নাম ইদ্রিস আবুল কাসেম। তিনি অনেক দূর থেকে এসেছিলেন।

'বিন যিয়াদ!' রাজদূত তারিক বিন যিয়াদকে সালাম জানিয়ে আরয করলেন। 'আপনি কি জানেন, আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইর আঠার হাজার সিপাহী নিয়ে আন্দালুসিয়া এসে পৌছেছেন?'

'তিনি কবে এসেছেন?' তারিক বিন যিয়াদ এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, অবাক হওয়ার পরিবর্তে তাঁর কণ্ঠ থেকে আনন্দ ঝরে পড়ল। 'তিনি এখন কোথায়? আমি জানতাম, তিনি আমার সাহায্যের জন্য অবশ্যই আসবেন।'

'প্রায় এক বছর হতে চলল তিনি আন্দালুসিয়া এসেছেন।' ইদ্রিস আবুল কাসেম বলল। 'যেসকল শহর আপনি জয় না করে ছেড়ে এসেছিলেন, তা তিনি বিজিত করেছেন।'

'মুসা বিন নুসাইর জিন্দাবাদ!' তারিক বিন যিয়াদ আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন। 'তিনি আমার কাজ পূর্ণ করে দিয়েছেন, আমি তাকে শুধু আমীর মনে করি না; আমার বাবাও মনে করি।'

'আপনি যেসব শহর জয় করেছিলেন সেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল।' ইদ্রিস বলল। 'যদি সঠিক সময়ে আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইর জানতে না পারতেন তাহলে মেদুনা, সেদুনা এবং কারমুনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত। সেখানে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমীর মুসা সঠিক সময়ে আক্রমণ করে সে সকল শহর নিজ হেফাযতে নিয়ে নিয়েছেন।'

তারিক বিন যিয়াদের কণ্ঠ থেকে মুসা বিন নুসাইরের প্রশংসা ও স্তুতি ঝরে পড়ছিল। তিনি মুসা বিন নুসাইরকে আল্লাহ তাআলার পাঠানো ফেরেশতা বলে দাবি করছিলেন। মুসা বিন নুসাইর যেসব স্থান দখল করেছিলেন ইদ্রিস আবুল কাসেম তারিক বিন যিয়াদকে সেসব স্থানের বিবরণ দিচ্ছিলেন।

'তিনি আমার সাহয্যের জন্য এসেছেন।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এখন আমি নিশ্চিন্তে সামনে অগ্রসর হতে পারব। অল্প কিছু দিনের মাধ্যেই পুরো আন্দালুসিয়া ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

ইদ্রিস আবুল কাসেম তারিক বিন যিয়াদকে মুসা বিন নুসাইরের বিজয় অভিযানের দাস্তান বর্ণনা করে শুনাচ্ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ সেসব বিবরণ শুনে মুসা বিন নুসাইরকে আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা সাব্যস্ত করছিলেন। তিনি মুসা বিন নুসাইরের প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে পড়ছিলেন। এই সময় মুসা বিন নুসাইর মেরিডা শহরের অদূরে একটি তাঁবুতে বসে সর্বশেষ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর নিকট কুরাইশ বংশের দু'জন সম্মানিত ব্যক্তি বসেছিলেন। একজন আলী বিন আবি লাহমী, আর অপরজন হায়াত বিন তামিমী।

'এমন অবাধ্য আর অহঙ্কারী সিপাহসালারকে কি ক্ষমা করা উচিৎ?' মুসা বিন নুসাইর ক্রোধান্বিত হয়ে সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমি এই জংলি বার্বারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক, সামনে অগ্রসর হয়ো না। কিন্তু সে আমার নির্দেশ অমান্য করে তার ফৌজকে তিন ভাগে ভাগ করে বড় বড় শহরগুলো বিজয় করে নিজে টলেডো গিয়ে বসে আছে।'

'অন্তত টলেডো আপনার বিজয় করা দরকার ছিল।' হায়াত বিন তামিমী বললেন। 'এখন এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে যে, বার্বাররা আন্দালুসিয়া জয় করেছে।'

'আমি আরবদেরকে আন্দালুসিয়ার বিজয়ী বানাতে চাই।' মুসা বললেন। 'আমি এই বার্বার তারিককে সিপাহ্সালারের পদ থেকে অপসারিত করব।'

'আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিৎ, বিন নুসাইর!' আলী বিন আবি লাহমী বললেন। 'তারিকের কাছে গনিমতের যেসব মূল্যবান সম্পদ রয়েছে, তা তার থেকে নিয়ে নেওয়া উচিৎ। সে নিশ্চয় এটা চিন্তা করে রেখেছে যে, এসব মূল্যবান সম্পদ খলীফার নিকট হাদিয়াস্বরূপ পেশ করবে। সেসব মূল্যবান বস্তু আপনি নিজে দামেস্ক নিয়ে যাবেন। বার্বার তারিককে এ ব্যাপারে কৃতিত্ব লাভের মওকা দেওয়া ঠিক হবে না। অন্যথায় সে আমীরুল মুমিনিনের আস্থাভাজন হয়ে যাবে।'

কী আশ্চর্য! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন মাত্র আশি বছর হয়েছে। প্রিয়নবীর সান্নিধ্যধন্য কিছু লোক তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর শিক্ষা মানুষের অন্তর থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল। মুসলমানদের মাঝে উঁচু-নীচুর মানদণ্ড বদলে যাচ্ছিল।

তারিক বিন যিয়াদ অত্যন্ত খুশী হচ্ছিলেন। কারণ, তিনি মুসা বিন নুসাইরকে জন্মদাতা পিতার মতোই সম্মান করতেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, মুসা বিন নুসাইর তাঁর সাহায্যের জন্য এত দূর এসেছেন। অর্ধেক আন্দালুসিয়া জয় করার দরুন মুসা তাঁকে প্রাণ খোলে অভিনন্দন জানাবেন।

***

মুসা বিন নুসাইরের তিন ছেলে। আবদুল্লাহ, মারওয়ান ও আবদুল আযীয। বড় ছেলে আবদুল আযীযকে তিনি আফ্রিকায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে এসেছিলেন। আর বাকী দু'জনকে নিজের সাথে আন্দালুসিয়া অভিযানে নিয়ে আসেন। তিনি আন্দালুসিয়া এসে যখন বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে দেখলেন তখন তিনি তার বড় ছেলেকে আন্দালুসিয়া নিয়ে আসা সমীচীন মনে করলেন।

মুসা বিন নুসাইর মেরিডার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুসার গুপ্তচর বাহিনীর চৌকস একটি দল পূর্বেই মেরিডা পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ফিরে এসে সেই শহরের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং শহর রক্ষাপ্রাচীরের অভ্যন্তরীণ সামরিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন।

মেরিডা আন্দালুসিয়ার এক বিশাল বড় শহর ছিল। আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডো থেকেও মেরিডা অনেক সুন্দর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আর নয়নাভিরাম

দৃশ্যে মেরিডা টলেডোকেও হার মানাবে। এই শহরের এমন সৌন্দর্যের স্রষ্টা ছিলেন একজন রুমী বাদশাহ। রুমী বাদশাহ এই শহরটিকে কেবল সৌন্দর্যের মহিমায় সুশোভিতই করেনি; বরং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করেছিলেন সুসম। তিনি স্থাপত্য সৌন্দর্যের নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য ভবন নির্মাণ করেন। সেসব ভবনের ধ্বংসাবশেষ আজও তার অপরূপ সৌন্দর্যের চিহ্ন বহন করছে। রুমী বাদশাহর নাম ছিল আগাষ্টাস। তিনি এই শহরের সৌন্দর্য এতটাই বৃদ্ধি করেছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, এটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রুমী বাদশাহ শুধুমাত্র মেরিডার সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করেননি; বরং তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতটাই মজবুত করেছিলেন যে, শহরটি এক অপ্রতিরোধ্য দুর্গে পরিণত হয়। তিনি শহর রক্ষাপ্রাচীরই শুধু মজবুত করেননি, বরং তার সৈন্যদেরকেও এমন ট্রেনিং দিয়েছিলেন যে, কোন শক্তিশালী শত্রুবাহিনীও শহর অবরোধ করতে সাহস করত না। তিনি শহরের চতুর্পার্শ্বে এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যে, কোন হানাদার বাহিনী শহরের কাছেও আসতে পারত না। তার নিজস্ব সেনাবাহিনীকে এমন প্রশীক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা শহর থেকে বের হয়ে হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে এবং দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল।

ঐতিহাসিক 'কোন্ডে' লেখেন, কি কারণে কে জানে, রোমের বাদশাহরা এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মেরিডাকে রোম থেকেও বেশি সুন্দর বানাবে। রোমের তুলনায় মেরিডাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ক্ষেত্রে তারা জিদের বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। শহরের পাশ দিয়ে 'দাদিয়ানা' নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীর উপর যে পুল নির্মাণ করা হয়েছিল, তার পিলার নদীর মাঝে তৈরী করা হয়েছিল। সে যুগে নদীর মধ্যে পিলার স্থাপন করার চিন্তাই করা যেত না। তার পরও রোমানরা এই আশ্চর্য বিষয়টিও করে দেখিয়েছিল।

এই শহরের গির্জাগুলো ছিল খুবই সুন্দর। প্রতিটি গির্জার মাঝে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত জমা করে রাখা হয়েছিল। মেরিডার প্রধান পাদ্রি টলিডোর প্রধান পাদ্রির চেয়েও বেশি গুরুত্ব রাখত। তার নির্দেশেই গোটা রাজ্য চলত। এ জন্য তাকে রাজ্যের প্রধান পাদ্রি বলা হত। কখনও কখনও তার জুলুস বের হত। উদ্দেশ্য জনসাধারণের মাঝে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি আর সম্মান বজায় রাখা। জনসাধারণের মাঝে প্রভাব বিস্তার করার কারণ হল, এই শহরের মানুষ ছিল বিত্তশালী। এই শহরের লোকদের মতো বিত্তশালী লোক আন্দালুসিয়ার অন্য কোন শহরে ছিল না। প্রধান পাদ্রি বিত্তশালীদের কাছ থেকে অর্থ-কড়ি নিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল।

মেরিডার উদ্দেশ্যে মুসা বিন নুসাইর যে গোয়েন্দা বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তারা ফিরে এলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন :

'মেরিডার সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধ করার স্পৃহা কেমন দেখলে?' তারপর নিজেই নিজের কথার জবাব দিলেন। 'না, যুদ্ধের স্পৃহা না থাকারই কথা। মানুষের কাছে একটি বস্তুই থাকে। দৌলত অথবা স্পৃহা। দুটো এক সাথে থাকতে পারে না। কারণ ধন-দৌলত মানুষকে বিলাসী করে দেয়।'

'না, আমীরে মুহতারাম!' গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান বলল। 'মেরিডার অধিবাসীদের কাছে দুটো বস্তুই আছে। আমি খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিলাম। একটি সরাইখানায় আমি অবস্থান করেছিলাম। সেখানের দু'টি গির্জায়ও আমি গিয়েছি। আমি তাদের অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি, মুসলিম বাহিনী তো গোটা রাজ্যই দখল করে নিয়েছে। এখন কি হবে? তারা তো মেরিডাও দখল করে নিবে।

আমীরে মুহতারাম! সকলে আমাকে একই জবাব দিয়েছে, তারা বলেছে, মেরিডার খ্রিস্টানদের মাঝে আত্মমর্যাদা যেমন আছে তেমনি সাহস ও বীরত্বও আছে। গির্জা ও উপাসনালয়ে যারা থাকে তাদের ঢিলা-ঢালা পোশাক আর লম্বা দাড়ি দেখে তাদেরকে নিরীহ মনে করো না। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধবাজ। তারা গির্জার পবিত্রতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবে। তবে জীবন দেওয়ার আগে যে মুসলমানই সামনে আসবে তাকে সে অবশ্যই খতম করবে। সাধারণ মানুষও প্রাণপণ লড়াই করবে। কেহই যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ন করবে না। মুসলমানরা তখনই মেরিডায় প্রবেশ করতে পারবে যখন একজন খ্রিস্টানও জীবিত থাকবে না।

আমীরে মুহতারাম! শহরের কোন মানুষের মাঝে আমি ভয়-ভীতির ছাপও দেখতে পাইনি। তাদের বাহিনীকে অত্যন্ত চৌকস মনে হল। তারা শহর থেকে বের হয়েই যুদ্ধ করবে। শহরে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য খোলা চোখেই দেখা যায়। কিন্তু ভোগ-বিলাসের প্রতি মোটেই কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রধান পাদ্রি জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।'

***

মেরিডার দিকে রওনা হওয়ার পূর্বে মুসা বিন নুসাইর নিজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ফলে সৈন্যদের মাঝে নতুনভাবে যুদ্ধের স্পৃহা ও উদ্দীপনা জেগে উঠে। মেরিডার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় মুসা বিন নুসাইরের তিন ছেলে তাঁর সাথেই ছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন :

‘আমার প্রিয় সন্তানরা! আমার প্রতিটি কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুন। আমার এই কথাকেই আমার অন্তিম ওসিয়ত মনে করবে। আমার বয়সের দিকে লক্ষ্য কর, আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আমার আধ্যাত্মিক শক্তিই আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে শক্তির বলেই আমি যুদ্ধ করছি। তোমরা ভালো করেই জান, আমি কত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আমার জীবনের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সময় কেটেছে যুদ্ধের ময়দানে। মনে করতে পার, আমার একার শারীরিক শক্তি তোমাদের তিনজনের শরীরে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখন তো আমি যে কোন সময়ই মারা যেতে পারি। যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে আমার মৃত্যু হতে পারে। আবার বিছানায় শুয়ে শুয়েও আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। একমাত্র তোমাদেরকেই আমার মৃত্যুর পর আমার সুনাম ও আমার আদর্শকে জিন্দা রাখতে হবে।

আমি তোমাদেরকে এক নতুন মুলুক জয় করে দিয়ে যাচ্ছি। এটাই আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ। হতে পারে—এই যুদ্ধেই আমি মারা যাব। আমার এই উত্তরাধিকার তোমাদেরকেই ধরে রাখবে হবে...। আবদুল আযীয! তোমাকে আমি এখনই বলে দিচ্ছি, তুমিই হবে আন্দালুসিয়ার প্রথম আমীর। কাকে আমীর বানাব—সেই এখতিয়ার আমার আছে। তোমার ব্যাপারে আমি খলীফার কাছ থেকে অনুমোদন নিয়ে নিব।’

‘শ্রদ্ধেয় আব্বা হুজুর!’ মুসার পুত্র আবদুল্লাহ বললেন। ‘বিন যিয়াদ কি আন্দালুসিয়ার আমীর হওয়ার হকদার নয়? সেই তো আন্দালুসিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। আজ সে আন্দালুসিয়ার রাজধানী টলেডোর শাহীমহলে অবস্থান করছে। টলেডো হল আন্দালুসিয়ার রাজধানী, আন্দালুসিয়ার প্রাণ।’

‘বৎস!’ মুসা বললেন। ‘আমি যা জানি তোমরা তা জান না। আমি যা চিন্তা করি তোমরা তা চিন্তা করো না। এখন আমার এই উপদেশ হৃদয়াঙ্গম করে নাও, রণাঙ্গনে থাক কিংবা শত্রুর বেষ্টনীর মাঝে থাক, কোন অবস্থাতেই পিষ্টপ্রদর্শন করবে না। দ্বিতীয় কথা হল, এই রাজ্যে এত বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত আছে—মনে হয় যেন, স্বর্ণ-রোপার নদী বয়ে যাচ্ছে। এখানের নারীদের রূপ-সৌন্দর্য এমনই চোখ ধাঁধানো, আর অশ্লীলতা এতটাই ব্যাপক যে, ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তা দেখনি, কোথাও শুননি। তোমরা এখনও যুবক, আর যৌবনকাল অন্ধ হয়ে থাকে। যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে তোমরা ঘরে-বাইরে সবখানে লাঞ্ছিত হবে। যেসকল শহীদ আন্দালুসিয়া বিজয়ের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের বিদেহী আত্মার অভিশাপ তোমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে।’

'এমনটি হবে না, আব্বা হুজুর!' আবদুল আযীয বললেন। 'আমরা কিছুতেই এমনটি হতে দেব না।'

'এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হল, মেরিডার অবরোধ খুব একটা সহজ হবে না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'মেরিডায় আমাদেরকে অনেক বেশি জান-মালের কুরবানী দিতে হবে।'

'আমরা জান-মাল কুরবানী দিতে প্রস্তুত আছি।' মুসা বিন নুসাইরের তিন পুত্র এক সাথে দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন।

***

মেরিডার এক বিশাল শাহীমহল। বাদশাহর প্রতিনিধি এই শাহীমহলেই অবস্থান করে। বাদশাহর প্রতিনিধি শাহীখান্দান থেকে হওয়ার রীতি ছিল। সেই সময় মেরিডার শাহীমহলে যে প্রতিনিধি অবস্থান করছিল, সে ছিল রডারিকের নিকট আত্মীয়। বাদশাহর প্রতিনিধি নিজেকে বাদশাহই মনে করত। কিন্তু রডারিকের মৃত্যুর পর তার প্রতিনিধি রাজেলিউর বাদশাহী ছিল নামে মাত্র। তার কারণ এই নয় যে, রডারিক মারা গেছে; বরং তার কারণ হল, রডারিকের এক স্ত্রী মেরিডা চলে এসেছে। সে এখানে রানীর মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছিল। তা ছাড়া মেরিডায় শাহীখান্দানের অনেক সদস্যই অবস্থান করছিল।

রডারিকের র্মত্যুর কারণে অনেক রমণীই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হল, এজেলুনা। এজেলুনার বয়স সাতাশ কি আঠাশ হবে। এজেলুনা যেহেতু শাহীখান্দানের সদস্য ছিল, তাই তখনও যেসব অঞ্চল মুসলমানদের করতলগত হয়নি, সেসব অঞ্চলে এজেলুনার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সেসব অঞ্চলের রাজ-প্রতিনিধি ও সেনাপ্রধান তার অনুগত ছিল।

রডারিক যখন গোয়াডিলেটের রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় তখন এজেলুনা মেরিডা চলে এসেছিল। রডারিক তার শাহীমহলে এমন সব রমণীদের রেখেছিল, যারা একজন আরেকজনের চেয়ে রূপসী ছিল। কিন্তু এজেলুনা এত বেশি রূপসী ছিল যে, তার মত এমন অতুলনীয় রূপসী নারী সচরাচর দেখা যায় না।

রডারিকের মৃত্যুর পর এজেলুনা তার অতুলনীয় রূপ-সৌন্দযের মাধ্যমে ইতিহাসের গতিকে তার দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। প্রায় সকল ঐতিহাসিকই তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তারা লেখেন যে, এই নারীর রূপের মাঝে এক ধরনের বিশেষ মোহাচ্ছন্নতা ছিল। যেমন সুন্দর ছিল তার দেহ-সৌষ্ঠব, তেমনি আকর্ষণীয় ছিল তার

বাচনভঙ্গি, আর চাল-চলন। সে মুহূর্তেই সকলের হৃদয়-মন জয় করে নিতে পারত। তার মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষা ছিল অধিক কার্যকরী। সবসময় তার ঠোঁটে এক চিলতে রহস্যময় মুচকি হাসি লেগে থাকত।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, তার মা ছিল ইহুদি। অনেকের মতে, তার মা ছিল খ্রিস্টান। সে যাইহোক, এজেলুনা ছিল শাহীমহলের একজন প্রভাবশালী নারী।

আসল রাজরানী ছিল অন্যজন। সে ছিল রাজমান্ডের মা। কিন্তু রডারিক এজেলুনাকে শাহীমহলে রানীর সম্মান দিয়ে রেখেছিল। এজেলুনা চোখের ইশারায় তার কথা মানিয়ে নিত। কারও এই সন্দেহ হত না যে, সে একজন ছলনাময়ী নারী।

রডারিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে মেরিডার শাহী প্রতিনিধি রাজেলিউ টলেডোতে এসে এজেলুনার সাথে সাক্ষাৎ করল। পূর্ব থেকেই এই রমণীর সাথে রাজেলিউ বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

'এজেলুনা! এখানে কেউ তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না'। রাজেলিউ বলল। 'রাজ-সিংহাসন দখলের জন্য এখানে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে। সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকার হল রাজমান্ড। কারণ, সে হল রানীর একমাত্র পুত্র। অন্যান্য নারীদের থেকেও রডারিকের পুত্র সন্তান আছে। কিন্তু তাদের কেউই রানী নয়। তোমার ভাগ্য ভাল যে, তোমার কোন সন্তান নেই। আমি শুনতে পেরেছি, তোমার ব্যাপারে রানীর মনে সন্দেহ আছে। তুমি জেনারেল ও প্রশাসকদের সাথে আতাত করে রানী হওয়ার চেষ্টা করছ। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে অন্যত্র চলে যাও।'

'কোথায় যাব?' এজেলুনা নিরাশার সুরে জানতে চাইল।

'মেরিডা।' রাজেলিউ বলল। 'আমার সাথে মেরিডা চল।'

'সেখানে গিয়ে আমি কি করব?' এজেলুনা জিজ্ঞেস করল। 'সেখানে আমার অবস্থানের ভিত্তি কি হবে?'

'সেখানে তুমি রানী হবে।' রাজেলিউ উত্তর দিল। 'আমি তোমাকে সঙ্গ দেব। তুমি যদি অন্য কোন স্বপ্ন দেখে থাক, তাহলে তা মন থেকে মুছে ফেল। মুসলিম বাহিনী আন্দালুসিয়ার রাজত্ব তছনছ করে দিয়েছে। রডারিকের মৃত্যুর পর আমাদের সামরিক শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এখন মুসলিম বাহিনী টলেডুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের প্রশাসকগণ যে যেখানে আছে, সে সেখানের বাদশাহ হয়ে গেছে। আমরা উভয়ে শাহীখান্দানের সদস্য। মেরিডায় আমরা আমাদের নিজস্ব রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করব। তুমি হয়তো জান, মেরিডার প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থা খুবই মুজবুত। মেরিডার বাহিনী খুবই শক্তিশালী। মেরিডার বাহিনীর মাধ্যমে আমরা আমাদের রাজত্বের বিস্তার ঘটাতে পারব। তাছাড়া মেরিডা আমাদের ধর্মীয় কেন্দ্রও বটে। প্রধান পাদ্রিও মেরিডায় অবস্থান করছেন। তোমার মধ্যে এমন জাদু আছে যে, তার মাধ্যমে তুমি প্রধান প্রাদ্রিকে তোমার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি গির্জাকে তোমার অনুগত করতে সক্ষম হবে। সব ধরনের চিন্তা বাদ দিয়ে আমার সাথে চল।'

পর দিন সকালে এজেলুনা কয়েকটি ঘোড়াগাড়িতে তার প্রয়োজনীয় সামানপত্র উঠিয়ে নিল। কেউ তাকে কোন রকম বাধা দিল না। রডারিকের বৈধ-অবৈধ সকল স্ত্রীই এ কথা ভেবে মনে মনে খুশি হচ্ছিল যে, সিংহাসনের দাবিদার একজন কমল। কেউ জানতে চাইল না, সে কোথায় যাচ্ছে, সাথে করে কী নিয়ে যাচ্ছে?

এজেলুনা নিজের সাথে বিপুল পরিমাণ মণি-মুক্তা, আর সোনা-দানার অলংকার নিয়ে যাচ্ছিল। তার ব্যক্তিগত দাস-দাসী সকলেই তার সাথে ছিল।

রাজেলিউ তার সাথে ছিল না। সে পূবেই মেরিডার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিল। টলেডু থেকে কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হয়ে সে এজেলুনার জন্য অপেক্ষা করছিল। তার রক্ষী বাহিনীও ছিল। এজেলুনার কাফেলা সেখানে পৌছার পর তারা এক সাথে মেরিডার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

***

মেরিডা পৌছে রাজেলিউ এজেলুনাকে নিয়ে শাহীমহলে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু তাদের কেউই কোন প্রশাসককে বলল না যে, তারা এখন কেন্দ্র থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। কারণ, তারা এই আশঙ্কা করছিল যে, তারা যদি এ কথা প্রকাশ করে, তাহলে সেখানের সেনাপ্রধান ও প্রধান প্রশাসক তাদের আনুগত্য গ্রহণ নাও করতে পারে। তারা নিজেদের পুর্বের অবস্থানই প্রকাশ করছিল।

মেরিডায় দুইজন জেনারেল, আর তিনজন প্রশাসক ছিল। প্রধান পাদ্রি ছাড়া ছোট-বড় আরও কয়েকজন পাদ্রিও ছিল। এজেলুনা সেখানে পৌছেই নাচ-গান, আর খানাপিনার আসর জমিয়ে তুলল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্রত্যেক জেনারেল, পাদ্রি, আর রাজেলিউ সকলেই এই আত্মতৃপ্তিতে ভোগতে লাগল যে, রডারিকের এই সুন্দরী বিধবা স্ত্রী এখন তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এজেলুনা সকলকেই কার গুণগ্রাহী বানিয়ে নিল।

এজেলুনা! একদিন রাজেলিউ তাকে বলল। 'এখানের সকলকেই তোমার আশেক মনে হয়। সম্ভবত প্রত্যেক জেনারেল, আর প্রত্যেক পাদ্রি এই আশা করছে যে, তুমি তাদেরকে বিবাহ করবে।'

'এটা কি আমার সফলতা নয় যে, আমি আমার আশেক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি।' এজেলুনা বলল। 'প্রত্যেককেই আমি এই স্বপ্ন দেখাচ্ছি যে, সেই আমার স্বামী হবে।'

'আমিও স্বপ্ন দেখছি না তো?' রাজেলিউ বলল।

'তুমি কেন স্বপ্ন দেখবে?' এজেলুনা হৃদয় কাড়া মুসকি হাসি হেসে জবাব দিল। 'তোমার কি মনে হয়, আমি এই বৃদ্ধ জেনারেলদের কারও স্ত্রী হব? অন্য যারা আমার রূপে মোহমুগ্ধ হয়ে আছে, তাদের কেউ কি আমার যোগ্য? আমি তাদের সকলের মনে আমার রূপের নেশা লাগিয়ে দিয়েছি। তারা সকলেই মেরিডাকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। তুমি কেন অযথা পেরেশান হচ্ছ? আমি তোমাকে মেরিডার বাদশাহ বানাব। আর আমি হব তোমার রানী।'

'তাহলে কি আমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারি যে, তুমি শুধু আমার?' রাজেলিউ আবেগতাড়িত কণ্ঠে জানতে চাইল।

'তুমি ছাড়া আমি আর কার হতে পারি?' এজেলুনা বলল। 'শুন, আমি তোমাকে আমার মনের কথা বলছি, আমি রানী হতে চাই। এটাই আমার একমাত্র চাওয়া। তুমি কি আমাকে রানী বানাতে পারবে?'

'কী অদ্ভুত প্রশ্ন করছ তুমি?' রাজেলিউ বলল। 'তুমি ছাড়া আর কে রানী হবে?'

'তুমি কি জানতে পেরেছ যে, গ্রানাডা আর কর্ডোবা মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে গেছে।' এজেলুনা বলল। 'তুমি কি জান, মুসলমানদের আরেকটি ফৌজ আন্দালুসিয়া প্রবেশ করেছে?

'শুনেছি।'রাজেলিউ উত্তর দিল। 'আমার কাছে এ সংবাদ এসেছে যে, এই নতুন ফৌজের গন্তব্য হল মেরিডা'।

'তুমি কি এই বাহিনীর হাত থেকে মেরিডাকে রক্ষা করতে পারবে?' এজেলুনা জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই এজেলুনা! মুসলিম বাহিনী এখানে মরার জন্য আসছে।' রাজেলিউ বলল।

'এমন কথা আমি টলেডোতেও শুনেছিলাম।' এজেলুনা বলল। 'কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, মুসলমানদের প্রথম বাহিনী যখন টলেডো অবরোধ করে, তখন শহরের অধিবাসীরা ফটক খুলে দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে স্বাগতম জানিয়ে ছিল। তুমি কি এমন বীরত্ব দেখাতে পারবে যে, নিজের নেতৃত্বে বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে শহরের বাহিরে গিয়ে মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ করবে যে, তারা হয়তো পালিয়ে যাবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে?'

'তুমি দেখে নিয়ে, আমি কী করতে পারি।' রাজেলিউ বলল।

'তুমিও দেখে নিও, আমি কীভাবে আমার দেহ-মন তোমার কাছে সমর্পণ করে তোমার রানী হয়ে যাই'। এজেলুনা বলল।

এজেলুনা মেরিডার সকল জেনারেল, পাদ্রি আর প্রশাসকের সাথে এই একই কথা বলে বেড়াত। সে সকলের কাছে রাতের মেহমান হয়ে আগমন করতএবং নিজ হাতে তাদেরকে শরাব পান করাত। এজেলনার রূপের ঝলক আর শরাবের ঝাঁঝে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ত। ভোরের আলো ফুটার আগেই এজেলুনা মরীচিকার প্রহেলিকা হয়ে তার কামরায় ফিরে আসত।

***

'হানাদার বাহিনী আসছে।'

'প্রস্তুত হয়ে যাও।'

'সতর্ক হয়ে যাও।'

শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহূর্তে এমন সতর্ক সংকেত ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সবর্ত্র সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মানুষের মাঝে হুড়াহুড়ি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এই হুড়াহুড়ির মাঝে ভয়-ভীতির কোন চিহ্ন ছিল না; বরং তাদের মাঝে এক ধরনের উত্তেজনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। লোকজন পলায়ন করার জন্য এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছিল না; বরং লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং সকলেই নিজেকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত করছিল।

বহুদিন ধরেই তীর-বর্শা তৈরী করা হচ্ছিল। হাতে নিক্ষেপ করা যায়—এমন বর্শা বানানো হচ্ছিল। কিশোর-কিশোরী ও মধ্য বয়সী নারীরাও তীরন্দাজীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। সক্ষম সকল যুবক, আর বৃদ্ধ পুরুষরা কয়েক মাস যাবত সৈন্যবাহিনীর সাথে মিলে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিল। এজেলুনার আগমনের পর গোটা শহরে যুদ্ধের স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এজেলুনা স্বয়ং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে যেত এবং শহরের অধিবাসীদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করত।

এজেলুনা মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাজেলিউর ঘোড়ায় চড়ে শহরের অলিগলিতে ছুটে বেড়াতে লাগল, আর চিৎকার করে বলতে লাগল :

'মেরিডার অধিবাসীগণ, তোমাদের মাঝে দেশ-প্রেমের পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। মা মরিয়মের সতীত্ব তোমাদেরকে আহ্বান করছে।'

যেখানেই লোকজন জড়ো হত সেখানেই এজেলুনা থেমে গিয়ে সুউচ্চ আওয়াজে জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যেমে লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করত। সে তার ভাষণে বলত :

'যারা হাতিয়ার সমর্পণ করে মুসলমানদের হাতে নিজেদের শহর তুলে দিয়ে গোলাম হয়ে গেছে তারা কাপুরুষ, তারা আত্মমর্যাদাহীন। তারা তাদের মেয়েদেরকেও মুসলিম বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। তোমরাও কি তোমাদের মেয়েদেরকে হিংস্র বার্বারদের হাতে ছেড়ে দেবে?'

সমবেত জনতা এক সাথে উত্তর দিল, না..., না..., না...। 'আমরা জান দেব, তবু মান দেব না।'

'ভুলে যেয়ো না, এটা গ্রানাডা বা কর্ডোভা নয়, এটা হল মেরিডা। এটা প্রধান ধর্মগুরুর শহর। আজ গীর্জার ইজ্জত তোমাদের হাতে। ক্রুসের ইজ্জত-আবরু তোমাদের কাছে। ক্রুসে ঝুলানো ঈসা মসীহের পবিত্র আত্মা দেখছে, তোমরা কি খ্রিস্টবাদ রক্ষার্থে জীবন বিলেয়ে দাও, নাকি নিজের জীবনকে বেশি মহব্বত কর। তোমরা যদি এখানে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে পার তাহলে যেসব শহর মুসলিম বাহিনী কব্জা করেছে, সেগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য তোমরা অগ্রসর হতে পারবে। আন্দালুসিয়া হতে মুসলিম বাহিনীকে বিতাড়িত করার সৌভাগ্য তোমাদের হবে। আর তোমরা যদি হীনমন্য হয়ে বসে থাক তাহলে তোমাদের গির্জা মসজিদে পরিণত হবে। তোমাদের গির্জার এমন বেহুরমতি হোক—এটা কি তোমরা কামনা কর?

'না..., না..., না...।' সকলেই এক সাথে উত্তর দিল।

এজেলুনা এখানে বক্তৃতা শেষ করে সেনা-ছাউনিতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেনা ছাউনিতেও সে এমনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করল। এজেলুনার জ্বালাময়ী ভাষণ, অপরূপ সৌন্দর্য, আর মুগ্ধ করার মত ব্যক্তিত্ব মানুষের মাঝে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করল যে, মনে হচ্ছিল—গোটা জনপদ আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভায় পরিণত হয়েছে। কোন সাধারণ নারীও যদি পুরুষ মানুষের পৌরুষ উদ্দিপ্ত করার জন্য জ্বালাময়ী আহ্বান জানায় তাহলে কোন পুরুষ মানুষের পক্ষেই আত্মসংবরণ করে রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এজেলুনার মত বাকচতুর আর ছলনাময়ী নারীর জ্বালাময়ী ভাষণে সামর্থবান প্রতিটি পুরুষ যুদ্ধ করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল।

***

মুসা বিন নুসাইরের প্রত্যাশা এটাই ছিল যে, তিনি সহজেই মেরিডা অবরোধ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু গোয়েন্দা সূত্রে তিনি অবগত হন যে, মেরিডার সৈন্যবাহিনী শহরের বাহিরে এসে যুদ্ধ করবে। তারা শহরের বাহিরে এমন শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেবে যে, শহরের প্রধান ফটকের কাছে যাওয়াই সম্ভব হবে না। মুসা বিন নুসাইর দূর থেকে দেখতে পেলেন, শহর রক্ষাপ্রাচীর থেকে অনেক সামনে মেরীডার সৈন্যবাহিনী ব্যরিকেট সৃষ্টি করে পাহাড়ের ন্যায় অবিচল দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল, তারা নিজেদের শহরকেই অবরোধ করে আছে।

মুসা বিন নুসাইর তাঁর বাহিনীকে খানিকটা দূরে অবস্থান করালেন। মুসলিম বাহিনী অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে এসেছিল। ঘোড়াগুলো অনেক ক্লান্ত হয়ে পরেছিল। পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত ছিল। মুসা বিন নুসাইর মুসলিম বাহিনীকে বিশ্রাম করার নির্দেশ দিয়ে তাঁর তিন সন্তান ও দুই-একজন জেনারেলকে সাথে নিয়ে শহরের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হলেন। তিনি শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, আর মনে মনে আক্রমণের প্লান তৈরী করছিলেন।

শহরের পিছন দিকটা তীক্ষ্ম ফলাবিশিষ্ট ছোট-বড় পাথরে ভরা। সেই সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছপালা ছেয়ে আছে। চার দিকে সবুজের সমারোহ। কোন কোন গাছের ডালপালা দূর্গের প্রাচীরের সমান উঁচু। প্রাচীরের উপরেও গাছপালা আছে। সেসব গাছগাছালীর ফাঁকে ফাঁকে প্রাকৃতিকভাবে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথ তৈরী হয়েছিল। সেই পথ দূর্গ-প্রাচীরের দিকে চলে গেছে। পিছন দিক থেকে এই পথ ধরে ভিতরে যাওয়া অনেকটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল।

'আমরা এই গাছগাছালী আর টিলার আড়াল নিয়েই দূর্গ প্রাচীরের ভিতরে পৌছতে পারব।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তা ছাড়া এদিকটায় কোন সৈন্যও দেখা যাচ্ছে না।'

মুসা বিন নুসাইর ঘোড়া নিয়ে টিলার দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি গাছের আড়াল নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় একটা তীর এসে গাছের গোড়ায় সমূলে বিদ্ধ হল। মুসা বিন নূসাইর সাথে সাথে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। সাথে সাথে আরেকটি তীর এসে ঘোড়ার ঠিক দু-এক কদম সামনে মাটিতে বিদ্ধ হল। মুসা বিন নুসাইর দ্রুত ঘোড়া ঘুরিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। তীর দুটি হয়তো অনেক দূর থেকে এসেছিল। তাই মুসা বিন নুসাইর বা তাঁর ঘোড়ার শরীরে বিদ্ধ হয়নি। মাটিতে বিদ্ধ হয়েছে। হতে পারে তীরন্দাজ বাহিনী মুসা বিন নুসাইরকে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছিল, তিনি যেন আর এক কদম সামনে অগ্রসর হওয়ার দুঃসাহস না করেন।

এই পাহাড়ী এলাকায় সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা আত্মগোপন করে ছিল। শহরের সম্মুখ দিকে যে সকল সৈন্যবাহিনী আছে, এ সকল সৈন্যবাহিনী তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। টিলা আর ছোট-বড় পাথরে ভরা এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে পায়ে চলাই অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এমন এলাকায় ঘোড়া নিয়ে দ্রুতগতিতে সামনে অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

'আমার প্রিয় সাথীরা !' মুসা বিন নুসাইর তাঁর সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন। আমাদের জন্য অনেক বড় বিপদ অপেক্ষা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে আমাদের নিরাশ হওয়া চলবে না।'

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার কুদরতের মাধ্যমে মেরিডা শহরের জন্য নিচ্ছিদ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মেরিডার সৈন্যবাহিনী আর শহরের অধিবাসীরা যে আবেগ আর উচ্ছ্বাস নিয়ে শহরের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে তুলছিল, তা দেখলে বাহ্যত এটাই মনে হবে যে, মেরিডা এক অপরাজেয় দূর্গ। শহরের ভিতরে, শহর রক্ষা প্রাচীরের উপরে, আর দূর্গের বাইরে প্রধান পাদ্রির নেতৃত্বে সকল পাদ্রিরা ক্রুশ হাতে নিয়ে মিছিল করে বেড়াচ্ছিল। অপর দিকে এজেলুনা ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে মাঝে মাঝে বের হয়ে সেনা-ছাউনিগুলো ঘুরে আসত। তাকে দেখে লোকজন জড়ো হলেই সে তার জ্বালাময়ী ভাষণ, আর অনলবর্ষী বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তুলত।

***

মুসা বিন নুসাইর তাঁর দুই সালার ও ছেলেদেরকে সাথে নিয়ে শহরের পিছনে অবস্থান করছিলেন। তারা ঘুরে ঘুরে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এমন সময় তারা দূর থেকে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ শুনতে পেলেন। মুসা এবং তাঁর সাথীবৃন্দ এই আওয়াজ সর্ম্পকে অবগত ছিলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, এটা রণাঙ্গনের চিৎকার-চেঁচামেচি। শত শত ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি আর পদাঘাতে গোটা এলাকা থরথর করে কাঁপছিল।

মুসা বিন নুসাইর দ্রুতবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে রণাঙ্গনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁর সন্তান ও সালারগণ তাঁকে অনুসরণ করল। তারা যখন শহরকে এক পাশে রেখে রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা এমন এক দৃশ্য দেখতে পেলেন যে, নিজেরাই নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারা দেখতে পেলেন, মেরিডার যে বাহিনী শহরের বাহিরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসেছে। মুসলিম বাহিনী এমন অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুসলিম অশ্বারোহীগণ ঘোড়ার জিন খুলে ঘোড়াগুলোকে পানি পান করানোর জন্য এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আর ময়দানের এক পাশে সকলের জন্য খানা তৈরি করা হচ্ছিল।

খ্রিস্টান বাহিনীকে তেড়ে আসতে দেখে মুসলিম বাহিনীর যে যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় হাতিয়ার উঠিয়ে মুকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অশ্বারোহী সিপাহীরা ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধার কোন সুযোগ পেল না। তারা পদাতিক বাহিনীর

মতো ঢাল-তলোয়ার আর তীর-বর্শা হাতে নিয়ে লড়াই শুরু করে দিল। যেসব ঘোড়া বাঁধা ছিল সেগুলোকে বাচাঁনোই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে ক্ষীপ্রগতিতে সামনের দিকে চলে এলো। আক্রমণকারীরা সামনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথেই তীরন্দাজ বাহিনী তাদের উপর বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। খ্রিস্টান বাহিনীর অগ্রভাগে ছিল অশ্বারোহী সৈন্যদল। প্রথমে এই অশ্বারোহী দলই তীরের লক্ষ্যে পরিণত হল। তীর লাগার সাথে সাথেই তারা ঘোড়ার উপর লুটিয়ে পড়ল। যারা নিচে পড়ে যেত, ক্ষীপ্রগতির ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ হয়ে সেখানেই তাদের জীবন লীলা সাঙ্গ হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অশ্বারোহী বাহিনীর গতি রোধ করা সম্ভব হল না।

অশ্বারোহী বাহিনী এতটাই কাছে চলে এলো যে, মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর পক্ষে মোকাবেলা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ল। তারা জীবন বাঁচানোর জন্য ডানে বায়ে ছড়িয়ে পড়ল। এবার পদাতিক বাহিনী খ্রিস্টান অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য সামনে অগ্রসর হল। তারা তলোয়ারের আঘাতে বেশ কয়েকজন অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করল। কিন্তু তারাও বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। বেশ কয়েকজন পদাতিক সিপাহী ঘোড়ার পদাঘাতে, আর অশ্বারোহীদের বর্ষার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল। মুসলিম বাহিনী তাদের সিপাহসালারের অনুপস্থিতিতে লড়াই করছিল। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিতে সিপাহসালার উপস্থিত থাকলেও তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হত না। এমন অবস্থায় জীবন বাঁচানো ছাড়া আর কোন রণ-কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মুসলিম বাহিনী একদিকে নিজেদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, অন্য দিকে খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল।

মেরিডার এই বাহিনী ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করে যুদ্ধ করার জন্য আসেনি। মুসলিম বাহিনী যতক্ষণ তাদেরকে ময়দানে আটকে রেখেছিল, ততক্ষণই তারা ময়দানে আটকে ছিল। তারা তুফানের গতিতে এসে ডানদিক থেকে আক্রমণ করে বাম দিক দিয়ে বের হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সিপাহী মুসলিম বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে পিছন দিকে চলে গেল। সেখান থেকে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে তাদের দূর্গের সামনে গিয়ে পৌছল। এই সিপাহীদের কয়েকজন জখম হয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে পাকড়াও হল।

মুসা বিন নুসাইর যখন রণাঙ্গনে পৌছলেন ততক্ষণে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড তুফানের পর কোন জনবসতির অবস্থা যেমন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মুসলিম বাহিনীর অবস্থাও হয়েছিল ঠিক তেমনি। খ্রিস্টান ও মুসলিম বাহিনীর আহত সৈন্যরা ছটফট করছিল। বেশ কয়েকজন সিপাহী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

মেরিডার বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে পুনরায় তাদের দুর্গের সামনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল। তারা মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে দুয়োধ্বনি দিতে লাগল।

'এটা গ্রানাডা বা কর্ডোভা নয়।' একজন খ্রিস্টান অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর একেবারে কাছে এসে বলল। 'এটা মেরিডা, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও।'

একথা বলে অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত গতিতে দুর্গের দিকে চলে গেল। দুর্গ-প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেসব নারী-পুরুষ আর শিশুরা এই দৃশ্য দেখছিল, তারা চিৎকার করে তাদের বাহিনীকে বাহবা দিচ্ছিল।

***

প্রথম দিন খ্রিস্টান বাহিনী এভাবেই আক্রমণ পরিচালনা করল। খ্রিস্টান বাহিনীর পক্ষ থেকে এটা ছিল একটি সতর্ক বার্তা। মুসা বিন নুসাইর বিষয়টি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। খ্রিস্টান বাহিনী তাদের আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখল।

মুসা বিন নুসাইর তার বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করে শহরের চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। মুসলিম বাহিনীর মতো খ্রিস্টান বাহিনীও চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখল। মুসলিম বাহিনীর কোন অংশ সামনে অগ্রসর হলে খ্রিস্টান বাহিনী ঝড়ের গতিতে সামনে এসে মুসলিম বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিত কিংবা মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে যেত। মুসলিম বাহিনী শহরের নিকট পৌছার জন্য কোন সুবিধা করতে পারছিল না। এভাবে প্রতিদিনই উভয় বাহিনীর মাঝে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী কিছুতেই শহর অবরোধ করতে পারছিল না।

প্রফেসর ডোজি এবং ডা. কোন্ডে লেখেছেন, খ্রিস্টান বাহিনী মেরিডার জন্য জীবনবাজি রেখে লড়াই করছিল। পাদ্রিরাও গির্জা ছেড়ে বের হয়ে এসে লড়াই করছিল। পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নারীরাও ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, উঁচু-নীচু, গোলাম-মনিব সকলেই নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিল।

সাত-আট মাস পর্যন্ত শহরের বাহিরে এভাবে লড়াই চলতে লাগল। উভয় পক্ষেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল। মুসা বিন নুসাইর সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং তাঁর জেনারেলদের সাথে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন।

'আমি এটা মানতে পারছি না, শহরে এত বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগী মওজুদ আছে যে, এত দীর্ঘ দিনেও তা নিঃশেষ হচ্ছে না।' মুসা বিন নুসাইর জেনারেলদেরকে লক্ষ্য করে বললেন। 'নিশ্চই কোন রাস্তা দিয়ে বাহির থেকে খাদ্যসামগ্রী শহরে প্রবেশ করছে। যদি আমরা জানতে পারতাম, কোন রাস্তা

দিয়ে শহরে খাদ্যসামগ্রী প্রবেশ করছে, তাহলে সেই রাস্তা বন্ধ করে দিতাম এবং লড়াই করার পরিবর্তে শহর অবরোধ করে বসে থাকতাম।'

'আমরা শহরের চারদিকে ঘুরে দেখেছি, এমন কোন রাস্তা আমরা পাইনি, যেখান দিয়ে বাহির থেকে রসদ-পত্র আসতে পারে'। আবদুল আযীয বিন মুসা বললেন।

'রাস্তা আছে। অবশ্যই কোন রাস্তা আছে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। আমরা প্রথম দিন শহরের পিছনে একটি পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে ছিলাম। আমি সামনে অগ্রসর হতেই দুটি তীর এসে আমার সামনে পড়েছিল।'

'সেদিনের ঘটনা আমাদের মনে আছে।' সকলেই এক সাথে বলে উঠল।

'আমার মনে হয়, সেটাই খাদ্যসামগ্রী আসার রাস্তা।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আজ রাতে কয়েক জন সেদিকে গিয়ে দেখবে, সে পথ দিয়ে শহরে রসদপত্র প্রবেশ করে কিনা? যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়াই আমি উত্তম মনে করছি। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের সামরিক শক্তি দিন দিন নিঃশেষ হয়ে আসছে? আমাদের শত্রুদের চাল হল, আমরা যেন এমনিভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়ি। অবশেষে আমরা যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ব তখন শহরের সৈন্যবাহিনী দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।'

'আজ রাতে আমি সেদিকে নজর রাখব।' মুসা বিন নুসাইরের ছেলে আবদুল্লাহ বলে উঠলেন।

'তোমার সাথে আরও চারজন মুজাহিদ নিয়ে যেয়ো।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তোমরা পায়ে হেঁটে সেখানে যাবে। ঘোড়ায় চড়ে গেলে দুশমন তোমাদের আগমন সম্পর্কে টের পেয়ে যেতে পারে। সাথে করে একজন দোভাষী নিয়ে যেতে ভুলো না।'

***

সেই রাতে আবদুল্লাহ বিন মুসা বহু দূরের পথ ঘুরে শহরের পিছন দিকে সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছল, যে স্থানটি ছোট-বড় পাথর, আর পাহাড়ী টিলায় ঘেরা ছিল। সেখান কার মাটি অনুর্বর, আর খানাখন্দে ভরপুর। পুরো এলাকাটাই যুদ্ধ করার জন্য অনুপযুক্ত। এই এলাকার পিছন দিক দিয়ে দাদিয়ানা নদী বয়ে গেছে। নদীর দুই কূল টিলার মত উঁচু।

আবদুল্লাহ খুব সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে পা ফেলে নদীর কূল ধরে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। গোটা এলাকা ঘন গাছ-গাছালীতে ভরা। কোথাও কোথাও আছে জলাভূমি। আবদুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা কয়েকবারই সেই

জলাভূমিতে ফেসে গেলেন। প্রতিবারই তারা একজন আরেকজনের সাহায্যে সেই জলাভূমি থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলেন।

চাঁদনী রাত। চারদিকে সুনসান নিরবতা। বহুদূর থেকে নদীর ঢেউয়ের ছলছল আওয়াজ ভেসে আসছে। নদীর পাড় ধরে সামনে অগ্রসর হতেই মানুষের আওয়াজ শুনা গেল। ধীরে ধীরে আওয়াজটা সামনের দিকে এগিয়ে আসল। আবদুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা নদীর তীরের উঁচু ঘাসের মাঝে লুকিয়ে পড়লেন।

দুই-তিনজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পর তারা এতটাই কাছে চলে এলো যে, আবদুল্লাহ ও তার সাথীরা তাদের পদধ্বনি শুনতে পেলেন। আবদুল্লাহদের সাথে একজন আন্দালুসিয় ছিল। সে মাতৃভাষার মতই আরবি বলতে পারত। মুসলিম বাহিনী সবসময় তাদের সাথে একজন দোভাষী রাখত। এই দোভাষীদেরকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক প্রদান করা হত। এসকল দোভাষী আন্দালুসিয় ও মুসলিম বাহিনীর মাঝে আলোচনার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করত।

আগন্তুক ব্যক্তিরা কথা বলতে বলতে আবদুল্লাহদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা স্থানীয় ভাষায় নিজেদের মাঝে কি বিষয়ে যেন কথা বলছিল। আবদুল্লাহ দোভাষীর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কি বলছে?'

'তারা কিস্তির ব্যাপারে কথা বলছে।' দোভাষী আরবী ভাষায় ফিস ফিস করে বলল। 'তাদের একজন বলছে, আজও কিস্তি এলো না। আর অন্যজন গালি দিয়ে বলছে, আজ যদি কিস্তি না আসে তাহলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে।'

আগন্তুক দু'জন কথা বলছিল। দোভাষী আবদুল্লাহকে বলল, 'রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। কিস্তির মাধ্যমেই রসদপত্র পৌঁছে। আর সেই রসদপত্র এই বিপদসংকুল পথ ধরেই শহরে প্রবেশ করে।'

'তুমি মাথা নিচু করে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনের দিকে চলে যাও।' আবদুল্লাহ বললেন। 'আমাদের সাথীদের কাছে গিয়ে বল, তারা যেন হামাগুড়ি দিয়ে এখানে চলে আসে।'

আবদুল্লাহর সাথীরা কয়েক কদম পিছনে মাটির উপর শুয়েছিল। সংবাদ পৌঁছা মাত্র হামাগুড়ি দিয়ে তারা আবদুল্লাহর কাছে চলে এলো।

'আন্দালুসিয়ার এই দুই সৈনিককে পাকড়াও করতে হবে।' আবদুল্লাহ তার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন। তারপর আবদুল্লাহ দোভাষীর দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে এমনভাবে চলতে চলতে তাদের কাছে পৌঁছে যাও, যেন তুমি অনেক দূর থেকে আসছ। তারা তোমার দিকে লক্ষ্য করলে, তুমি আশ-পাশের কোন গ্রামের

নাম বলে সেখানে যাওয়ার রাস্তা জিজ্ঞেস করবে। তারপর যুদ্ধের কথা বলতে বলতে তাদেরকে এদিকে নিয়ে আসবে।'

আন্দালুসিয়ার দোভাষী লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। আন্দালুসিয়ার সৈনিক দু'জনের মুখ অন্য দিকে ফিরানো ছিল। দোভাষী ধীরে ধীরে উঠে তাদের দিকে চলতে শুরু করল। দোভাষীর পায়ের আওয়াজ শুনে সৈনিক দু'জন তার দিকে ফিরে তাকাল। তারা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, এ-লোক আবার কে? দোভাষী পা' হেঁচড়ে দুই-তিন কদম অগ্রসর হয়ে বসে পড়ল। ভাবটা এমন যেন অনেক দূর থেকে আসার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

'ভাই আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।' দোভাষী স্থানীয় ভাষায় বলল। 'একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভাই, এখানে এসো, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।'

আন্দালুসিয়ার সৈনিক দু'জন দোভাষীর কাছে এলো। দোভাষী দাঁড়িয়ে তাদের সাথে আলাপ করতে করতে এমন এক স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো যে, তাদের পিঠ থাকল আবদুল্লাহর দিকে। সৈনিকদের থেকে মাত্র দুই গজ দূরে আবদুল্লাহ তার বাহিনীকে নিয়ে উঁৎপেতে ছিলেন। সৈনিক দু'জন কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই আবদুল্লাহ তাঁর চার সঙ্গীকে নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তেই তাদের হাতিয়ার ছিনিয়ে নিলেন। অতঃপর তাদেরকে সাথে নিয়ে নদীর তীর ধরে ক্যাম্পে চলে এলেন।

মুসা বিন নুসাইর ঘুমিয়ে ছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে জাগ্রত করে বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। এতোমধ্যে অন্যান্য জেনারেলগণও সেখানে এসে একত্রিত হলেন। আন্দালসিয়ার সৈনিক দু'জনকে মাঝখানে বসানো হল। তারা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

'ভয় পেয়ো না।' মুসা বিন নুসাইর দোভাষীর মাধ্যমে তাদেরকে বললেন। 'তোমাদেরকে হত্যা করা হবে না। মেরিডা বিজয়ে যদি তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর তাহলে তোমাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। তোমরা কেবল এতটুকু বল যে, শহরে রসদপত্র কোন পথে আসে এবং শহরের ভিতর খাদ্যসামগ্রীর মওজুদ কি পরিমাণ আছে?'

'রসদবাহী কিস্তি দেখার জন্যই আমরা নদীর তীরে গিয়েছিলাম।' একজন আন্দালুসিয়ার সৈনিক বলল। 'আমরা দু'জনই সেনাবাহিনীর অফিসার। দশ-বার দিন পরপর খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র নৌপথে আনা হয়। আমরা সেখান থেকে ঘোড়াগাড়ির মাধ্যমে সেসব সামানপত্র শহরে নিয়ে যাই। তারপর সেসব সামানপত্র শহরের অধিবাসী ও সৈন্যদের মাঝে বন্টন করা হয়। দুই দিন

পূর্বেই কিস্তি আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আসেনি। জানা নাই, কোন অসুবিধা হয়েছে কি না?'

'শহরে কি রসদপত্র বিপুল পরিমাণে মওজুদ আছে?' মুসা জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব সামান্য রয়েছে।' একজন সৈনিক বলল। আজ রাতে যদি কিস্তি না আসে তাহলে শহরে ও সৈন্যদের মাঝে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেবে।'

'শরাবের মওজুদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে এসেছে।' অন্য সৈনিক বলল। 'শহরে শরাব তৈরি করার কোন ব্যবস্থা নেই। শহরের বাহির থেকে শরাবের যোগান দেওয়া হয়। যখন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন থেকে লোকজন খুব বেশি শরাব পান করছে। শহরের প্রশাসক ও পাদ্রিগণ লোকদেরকে বেশি বেশি শরাব পান করতে বলেছেন। কারণ, শরাব পান করলে মনের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয় না; বরং সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করা সহজ হয়। আপনি নিশ্চয় দেখেছেন যে, আমাদের শহরের অধিবাসীগণ কী বিপুল পরিমাণ উৎসাহের সাথে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে।'

'আপনি নিশ্চয় আমাদের বাহিনীকে লড়াই করতে দেখেছেন।' প্রথমজন বলল। আমাদের কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা কেবল শরাব পান করেই লড়াই করতে পারি। আমাদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং দেশ রক্ষার জযবাও আছে। কিন্তু এই শরাব আমাদেরকে অনেক বেশি সাহসী বানিয়ে দেয়। এখন পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের সৈনিকরা রুটি-গোসতের পরিবর্তে শরাব পানে বেশি অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে।'

'ঐ রাস্তা ছাড়া শহরে রসদ পৌঁছার অন্য কোন রাস্তা আছে কি?' মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'রাস্তা তো কয়েকটাই আছে'। প্রথমজন বলল। 'কিন্তু আপনার ফৌজের উপস্থিতির কারণে এই একটি রাস্তাই অবশিষ্ট আছে। আমরা এখন এই রাস্তাই ব্যবহার করছি। এই রাস্তাটি নিরাপদ হওয়ার কারণ হল, এটি শহরের পিছন দিকে নদীর তীরে। আর নদী থেকে শহর পর্যন্ত পুরো এলাকাটাই পাহাড়ী ও দুর্গম। আপনি এদিকটাই সম্ভবত এ কারণেই আপনার বাহিনী মোতায়েন করেননি যে, এলাকাটি লড়াই করার উপযুক্ত নয়। আমরা অনেক কষ্টে এই রাস্তা দিয়ে শহরে সামানপত্র নিয়ে যাই। এই রাস্তাটিও যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।'

'এই দু'জনকে নিয়ে যাও।' মুসা বললেন। 'এদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।'

আন্দালুসিয়ার সৈনিক দু'জনকে নিয়ে যাওয়ার পর মুসা বিন নুসাইর তাঁবু থেকে বের হয়ে আসমানের দিকে তাকালেন। তিনি রাতের আকাশে তারার

দিকে তাকিয়ে সময় অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। তখন ছিল রাতের শেষ প্রহর। সেনাপ্রধানকে তিনি নির্দেশ দিলেন, পাঁচশ' অশ্বারোহী আর দেড় হাজার পদাতিক সৈন্যের একটি বাহিনী এখনই সেখানে পাঠিয়ে দাও, যেখানে রসদবাহী কিস্তি এসে নোঙ্গর করে।

'আবদুল্লাহ!' মুসা বিন নসাইর তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন। 'তুমিও বাহিনীর সাথে সেখানে যাবে। কেননা, তুমি সেই জায়গাটি দেখে এসেছ। শহরে রসদ আসা প্রতিহত করতে হবে। বহু দূরের পথ ঘুরে তোমরা সেখানে যাবে, যাতে শত্রুপক্ষ তোমাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোন কিছু জানতে না পারে। এই বাহিনীকে নদীর পাড়ের ঢালু কোন জায়গায় গোপন করে রাখবে। যদি তোমাদের উপর আক্রমণ হয় তাহলে আমি পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা করব। তোমরা এখনই রওনা হয়ে যাও। সুবেহ সাদিকের পূর্বেই সেখানে তোমাদের পৌঁছতে হবে। প্রত্যেক পদাতিকের কাছে অন্যান্য হাতিয়ারের সাথে তীর-ধনুকও থাকতে হবে। শত্রুপক্ষকে কিস্তির কাছেও ভিড়তে দেবে না। মেরিডার লোকজন রুটি-গোশ্‌ত ব্যতীত বাঁচতে পারবে, কিন্তু শরাব ছাড়া তারা একেবারে অন্ধ, আর উন্মাদ হয়ে যাবে। এখন থেকে তোমরা মেরিডাকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করতে পার।'

আবদুল্লাহ অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচশত অশ্বারোহী, আর দেড় হাজার সৈন্যের এক পদাতিক বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। প্রত্যেক সৈন্যের কাছে ছিল একটি ধনুক, আর তীর ভরা দুটি তুনির। আবদুল্লাহ বিন মুসা সোজা পথ ছেড়ে বহু দূরের পথ ঘুরে নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছলেন। পথের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। আবদুল্লাহ তার বাহিনীকে হাঁটু পানিতে নেমে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যে জায়গাটিতে কিস্তি সামানপত্র খালাশ করত, আবদুল্লাহ যখন তাঁর বাহিনীকে নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন তখন মেরিডা শহরের বড় গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল আর মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্প থেকে মোয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠের আজানের ধ্বনি ভেসে এলো।

আবদুল্লাহ যে জায়গাটিতে তার বাহিনীকে নিয়ে উঁৎপেতে ছিলেন, সেটি ছিল একটি গঞ্জের মত এলাকা। নদীর তীরে পাথর আর কাঠ দিয়ে বড় রকম একটি ঘাট বানানো ছিল। লোকজন নদী পথে সফর করার জন্য এই ঘাট থেকেই কিস্তিতে উঠত। এই নদীর উপর একটি ব্রিজও ছিল, কিন্তু সেখানে মুসলিম বাহিনী উপস্থিত থাকার কারণে সেই পথে রসদপত্র শহরে আনা সম্ভব ছিল না।

আবদুল্লাহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তার বাহিনীকে চার দিকে ছড়িয়ে দিলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই পূর্বের আকাশ ধীরে ধীরে ফর্সা হয়ে উঠল।

***

আন্দালুসিয়ার অফিসার দু'জন যখন সকাল হওয়ার পরও ফিরে এলো না তখন তাদের খুঁজে একজন সৈনিককে পাঠানো হল। এই ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে বের হয়েছিল। সে যখন নদীর তীরে পৌঁছল তখন তার এক কাঁধে একটি তীর বিদ্ধ হল। সে তৎক্ষণাত ঘোড়া হাঁকিয়ে শহরের দিকে চলে গেল। সে ফিরে গিয়ে শুধু এই সংবাদ দিল যে, নদীর ঘাট মুসলিম বাহিনী দখল করে নিয়েছে।

সংবাদ শুনে একদল অশ্বারোহী প্রেরণ করা হল। এই অশ্বারোহী বাহিনী পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে সামনে অগ্রসর হওয়ামাত্র তাদের উপর তীরবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অশ্বারোহী দলটি তীর বিদ্ধ হয়ে পলায়ন করা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেল না। তারাও বাধ্য হয়ে পিছু হটে গেল। মুসা বিন নুসাইর এই জায়গার ডানে ও বামে আরও কয়েকটি সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন।

সেদিন আর কোন সংঘর্ষ হল না। বেলা গড়িয়ে যখন রাতের আঁধার নেমে এলো তখন মুসলিম বাহিনী দেখতে পেল যে, চারটি বড় বড় কিস্তি এসে নদীর ঘাটে নোঙ্গর করছে। মুসলিম বাহিনী অতিসহজেই কিস্তিগুলো দখল করে নিল। একটি কিস্তি মেষ আর বকরীতে পরিপূর্ণ ছিল। আর অন্যগুলো আটা, মাখন, ঘি, ডাল, তরিতরকারী আর শরাবের পিপে দিয়ে ভরপুর ছিল। আবদুল্লাহর হুকুমে শরাবের পিপেগুলো নদীতে ফেলে দেওয়া হল, আর মুসা বিন নুসাইরকে সংবাদ দেওয়া হল যে, সমস্ত সামানপত্র যেন অতিসত্তর এখান থেকে উঠিয়ে মুসলিম ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনার পর মুসলিম বাহিনী মেরিডার অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সাত-আট দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই মেরিডা শহরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মেরিডার অধিবাসীরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হল, তা হল তাদের শরাবের মওজুদ একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। খানাপিনার অভাবে মানুষের মানসিক অবস্থা কিছুটা বিরূপ হলেও সারাক্ষণ নেশায় ডুবে থাকা মানুষ যখন নেশাকর দ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয় তখন তাদের অবস্থা পাগলা কুকুরের মত হয়ে যায়। মেরিডার অধিবাসী আর সৈন্যদের অবস্থাও প্রায় এমনই হয়ে গিয়েছিল। তারা পরস্পরে মারা-মারি, আর হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ল। তাদের মন থেকে লড়াই করার স্পৃহা আর মনোবল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এলো।

আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা নদীর ঘাট দখলমুক্ত করার জন্য বার দুয়েক হামলা করল বটে; কিন্তু মুসা বিন নুসাইর নদীর ঘাটে এমন মুজবুত পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, প্রত্যেক বারই তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তৃতীয়বার আক্রমণ করার কোন চেষ্টাই তারা আর করল না।

***

'বলো, এজেলুনা! এমন পরিস্থিতিতেও কি তুমি সিপাহীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারবে? ' রাজেলিউ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ আমি পারব।' এজেলুনা বলল। 'আমি জানি, শক্তিশালী দুশমনের মুকাবেলা করা সম্ভব, কিন্তু ক্ষুধ-পিপাসার মুকাবেলা করা কোন শক্তিশালী দুশমনের পক্ষেও সম্ভব নয়। তারপরও আমি পূর্বের মতই মানুষের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করব।'

'বাস্তবতার প্রতি আমাদের লক্ষ্য করা উচিত, এজেলুনা!' রাজেলিউ বলল। 'সকলই ক্ষুধার্ত। আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলছি। এখন আর মেরিডাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। ক্ষুধার্ত প্রজারা বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে। সিপাহীরা শরাব চাচ্ছে। জনগণকে ক্ষুধার্ত রেখে সিপাহীদের খানার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলাফল হল এই যে, জনগণ সিপাহীদেরকে আর কখনও ভাল চোখে দেখবে না। আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছে যে, চল আমরা রাতের আঁধারে অন্য কোথাও চলে যাই। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। রাতে শহরের ফটক আমাদের জন্য খোলা থাকবে।'

'কোথায় যাব?' এজেলুনা জিজ্ঞেস করল। 'এমন কোন শহর কি অবশিষ্ট আছে, যা এখনও মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়নি?'

'আমি তোমাকে ফ্রান্স নিয়ে যাব।' রাজেলিউ বলল।

'না।' এজেলুনা বলল 'এখনই এখান থেকে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই।'

'এর পরিণাম কি হবে তুমি জান?' রাজেলিউ বলল। 'মুসলমানদের সিপাহসালার বা কোন জেনারেল তোমাকে তার দাসী বানিয়ে রাখবে। মনে রেখ, দাসী কখনও স্ত্রীর মর্যাদা পায় না। লালসার সামগ্রী হয় মাত্র। তাছাড়া তুমি তো রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখছ। চল, এখনও সময় আছে। আমরা এখান থেকে ফ্রান্স চলে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা বিবাহ করব। আমরা শাহী খান্দানের লোক। সেখানে আমাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হবে। যে পরিমাণ ধন-দৌলত আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি, তা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

এজেলুনার ঠোঁটে তিরস্কারের সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল।

'তুমি কি আমাকে কোন জবাব দেবে না?' রাজেলিউ বলল।

'আরও দুই-এক দিন অপেক্ষা কর।' এজেলুনা বলল।

***

সকাল বেলা এজেলুনা ঘোড়ায় আরোহণ করে শহরে বের হলে শহরবাসী তাকে ঘিরে ধরল। কিছুদিন পূর্বেও মানুষ তাকে দেখে মেরিডার জন্য জীবন

উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। তাকে দেখে জয়ধ্বনী করত। আর এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি উল্টে গেছে। লোকজন তাকে দেখলেই বিক্ষোভ করছে। একের পর এক প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হচ্ছে।

কেউ জিজ্ঞেস করছে, 'আমাদের সেনাবাহিনী দূর্গের বাইরে কি করছে?'

কেউ বা বলছে, 'সেনাবাহিনী হামলা করে অবরোধ ভাঙতে পারছে না কেন?'

'আমরা আর কত দিন আমাদের বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে সিপাহীদের উদরপূর্তি করব?'

'আমরা ক্ষুধার্ত, আমাদেরকে খাদ্য দাও, আমরাই লড়াই করব।' এজেলুনা এ ধরনের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল। অবশেষে সে জেনারেলদের কাছে গেলে তারা তাকে বলল, 'সেনাবাহিনীর খাদ্যের মওজুদও শেষ হয়ে গেছে। দুই-একটি সেনাছাউনি থেকে এ সংবাদও এসেছে যে, তারা হৃষ্টপুষ্ট দু'টি ঘোড়া জবাই করে খেয়ে ফেলেছে। তুমি রাজেলিউকে বলো, সে যেন মুসলমানদের হাতে শহরের দায়িত্ব অর্পণ করে দেয়।'

এজেলুনা রাজেলিউর কাছে গিয়ে বলল, 'তুমি শহরের ফটক খুলে দেওয়ার নির্দেশ দাও।' কিন্তু রাজেলিউ এজেলুনার প্রস্তাবে সম্মত হতে চাচ্ছিল না।

'তুমি কি চাও, জনসাধারণ আর সেনাবাহিনী বেঘোরে জীবন হারাক।' এজেলুনা রাজেলিউকে বলল। 'মুসলিম বাহিনী অতিসত্বর এ কথা জানতে পারবে যে, আমাদের সেনাবাহিনী ক্ষুধ-পিপাসায় দিন অতিবাহিত করছে। তারা লড়াই করার জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। তখন তারা হামলা করে দেবে এবং শহরে প্রবেশ করে প্রতিটি ঘরে লুটতরাজ চালাবে। যুবতী মেয়েদেরকে নিজেদের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করবে, আর শহরে ব্যাপকহারে হত্যাযজ্ঞ চালাবে।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, এজেলুনার সাথে রাজেলিউর আলোচনা শেষ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর একজন জেনারেল চারজন সিপাহীসহ সফেদ ঝাণ্ডা নিয়ে দুর্গ হতে বের হল। মুসা বিন নুসাইর তাদেরকে দেখে ঘোড়ায় চড়ে সামনে অগ্রসর হলেন। দুইজন সালার আর একজন দোভাষী তাঁর সাথে ছিল। মুসা আন্দালুসিয়ার জেনারেলের সাথে হাত মিলালেন।

আন্দালুসিয়ার ইতিহাস রচনাকারী ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন যে, আন্দালুসিয়ার সেই জেনারেল সন্ধির জন্য কতগুলো শর্ত পেশ করল, যার সবগুলোই ছিল অর্থহীন, আর অযৌক্তিক। কোন ঐতিহাসিকই সবগুলো শর্তের কথা উল্লেখ করেননি। ডা. কোন্ডে দু'টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি শর্ত হল, মেরিডার সকল সৈন্যকে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে। কাউকে যুদ্ধ বন্দী করা যাবে না। দ্বিতীয় শর্ত হল, সেনাবাহিনীর জন্য খানার ব্যবস্থা করতে হবে।

মুসা বিন নুসাইর এ সকল শর্ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে আন্দালুসিয়ার জেনারেলকে বললেন, 'তোমরা পরাজিত হয়েছ, নাকি আমরা পরাজিত হয়েছি? তোমরা নও আমরা শর্ত আরোপ করব। তোমরা যদি আমাদের শর্ত না মান তাহলে তোমাদের বাহিনীকে আমাদের সাথে মুকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বল।'

'আপনার শর্ত কি?' আন্দালুসিয়ার জেনারেল জানতে চাইল।

'তোমাদের সকল সিপাহী হাতিয়ার সমর্পণ করবে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তোমাদের সকল সিপাহী আমাদের কয়েদী হবে। আমরা নয় মাস পর্যন্ত তোমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের বহু সিপাহী জীবন দিয়েছে। আমরা তার মূল্য আদায় করব। শহরে যত স্বর্ণ, অলংকার আছে—চাই তা সরকারী হোক বা জনগণের হোক, সেগুলো আমাদের কাছে অর্পণ করতে হবে। তোমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে না, তাই তোমাদের কয়েকজন নেত্রীস্থানীয় লোক ও সকল প্রশাসককে আমাদের কাছে পণ হিসাবে রাখতে হবে। তোমরা এখন ফিরে যেতে পার, যদি শর্ত মঞ্জুর হয় তাহলে তোমাদের সিপাহীকে এক জায়গায় সমবেত কর এবং তাদের হাতিয়ার এক স্থানে একত্রিত কর। আর তোমাদের সকল প্রশাসককে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।'

আন্দালুসিয়ার জেনারেল কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেল। মুসা বিন নুসাইর তাঁর বাহিনীকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই সেই জেনারেল দূর্গ থেকে বের হয়ে এলো। তার সাথে কমপক্ষে পঞ্চাশজন পুরুষ, আর সমসংখ্যক নারী ছিল। তাদের লেবাস-ছুরত এ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশের লোক।

'এদের সবাইকে আপনি পণ হিসাবে রাখতে পারেন।' জেনারেল মুসা বিন নুসাইরকে বলল। 'তবে আমি আপনাকে অনুরোধ করব, এদের সাথে সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার যেন না করা হয়। এরা সাধারণ কোন মানুষ নয়; বরং এরা সকলই শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক। এদের মাঝে শাহীখান্দানের লোকও আছে। সেনাবাহিনী তাদের হাতিয়ার এক জায়গায় একত্রিত করেছে, আপনি এখন শহরে প্রবেশ করতে পারেন।'

'আমরা এ সকল পণবন্দীকে সম্মানের সাথেই রাখব।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তুমি তো অবশ্যই জান যে, আমরা কেন এদেরকে পণবন্দী করতে চেয়েছি?'

'আমি একজন যুবতী মেয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাই।' জেনারেল বলল। 'তার নাম হল, এজেলুনা। সে বাদশাহ রডারিকের বিধবা স্ত্রী। 'আপনার কাছে তার হয়তো কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু সে আমাদের কাছে একজন পূঁজনীয় ব্যক্তি।'

'সে তোমাদের বাদশহর বিধবা পত্নী—এ জন্যই কি তার প্রতি তোমাদের এই ভক্তি?' মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'না, সিপাহসালার! ঠিক এ জন্য নয়।' জেনারেল বলল। 'রডারিকের বিধবা স্ত্রীর সংখ্যা কত হবে, তার সঠিক হিসাব কারও জানা নেই। তবে এই নারীর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করার কারণ হল, তিনিই মেরিডার জনসাধারণ আর সিপাহীদের মাঝে এক দুর্দমনীয় স্পৃহা আর সাহস জাগিয়ে তুলেছিলেন। তার উৎসাহে-ই আমাদের সিপাহীরা জীবনবাজি রেখে লড়াই করছিল। তিনি শহরের প্রতিটি নারী আর শিশুকে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। যদি রসদ বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে আপনি এ শহরের কাছেও আসতে পারতেন না। এই নারী দিন-রাত সিপাহী ও শহরবাসীকে উদ্দীপ্ত করে রাখতেন, তাদের সাহস যোগাতেন। আপনি হয়তো তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে শাস্তি দেবেন। কারণ, সেই আপনার এত দীর্ঘ অবরোধকে সফল হতে দেয়নি। তার জন্যই আপনার অনেক সিপাহীকে জীবন দিতে হয়েছে। তার ব্যাপারে আপনার উপর কোন শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা আমার নেই, তবে আমি আপনাকে অনুরোধ করব—এই মহীয়সী নারীর যেন কোন অসম্মান না হয়।'

'এমন নারীকে আমরাও সম্মানের অধিকারী মনে করি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমরা মানুষের সম্মান ও ইজ্জতের হেফাযতকারী। এ সকল নারীদের মাঝে কে সেই নারী—তাকে আমি দেখতে চাই।'

জেনারেল পণবন্দী নারীদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে ইশারা করল। নারীদের মধ্যে থেকে কালো পোশাক পরিহিতা ও কালো নেকাবে মুখ ডাকা একজন নারী সামনে অগ্রসর হল। একমাত্র এই নারীর চেহারায়-ই নেকাব ছিল। আর অন্যদের চেহারা ছিল উন্মুক্ত। এই নারীই হল এজেলুনা। কালো নেকাবের ভিতর থেকে তার নীলাভ চোখের দীপ্তি, আর ফর্সা চেহারার উজ্জ্বল্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কিন্তু স্পষ্টরূপে কোন কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। তার দীর্ঘ ও চমৎকার দেহ-সৌষ্ঠব যে কোন পুরুষের জন্যই ছিল কামনার বস্তু। তার চলনে-বলনে এক অদৃশ্য আকর্ষণ ছিল।

'আমরা তার চেহারা নেকাব ছাড়া দেখতে চাই।'[৮] মুসা বিন নুসাইর বললেন।

'আমি আমার চেহারা কেবল তার সামনেই উন্মুক্ত করব, যে আমাকে বিবাহ করবে।' এজেলুনা বলল। 'আর আমি কেবল তাকেই বিবাহ করব, যার সম্মান ও মর্যাদা হবে বাদশাহী। আমি কারও দাসী বা রক্ষিতা হবো না। আমি কোন

৮। লেখক মহোদয় সম্ভবত এখানে কোন অনির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর নির্ভর করেছেন। অন্যথায় মুসা বিন নুসাইরের গোটা জীবন যে কঠিন অনুশাসনে বাঁধা ছিল তাতে করে তাঁর পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব দেওয়া অনেকটা বেমানান মনে হয়।

শাহী পুরুষের স্ত্রী হতে চাই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কেউ আমাকে ভোগ করতে চায়, তাহলে সেদিন হবে আমার ও তার জিন্দেগীর শেষ দিন। আমি রানী ছিলাম, রানীই থাকব। আপনি তো নিজেই ওয়াদা করেছেন, আপনি আমার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করবেন।'

'আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমাদের মনযোগ এখন গোটা আন্দালুসিয়ার দিকে। সুন্দরী কোন রমণীর দিকে নয়। আমরা তোমার সাহসিকতা ও ইজ্জতের প্রতি পূর্ণরূপে খেয়াল রাখব। আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি, তুমি কারো দাসী বা রক্ষিতা হবে না।'

ফরাসী ঐতিহাসিক ডন পাস্কেল লেখেছেন, এজেলুনার রূপ-যৌবনে আর চলনে-বলনে এক ধরনের চৌম্বকীয় আকর্ষণ তো ছিলই, কিন্তু তার কথা বলার স্টাইলই এমন ছিল যে, মুহূর্তেই সে যে কোন পুরুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলতে পারত। মুসা বিন নুসাইর, তাঁর পুত্রদ্বয় ও যেসকল জেনারেল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা সকলেই এজেলুনার স্পষ্টবাদিতা আর চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে এত বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, এর প্রতিক্রিয়া তাদের চেহারায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠল।

মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুসা বিন নুসাইর নির্দেশ দিলেন, যেন মেরিডাবাসী ও সেনাবাহিনীর জন্য খানা তৈরী করা হয়। কেউ-ই যেন ক্ষুধার্ত না থাকে—সেদিকে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আর আটক করা রসদপত্র যেন বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

***

মেরিডার যুদ্ধে বিজয় লাভ করা কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। ইট-পাথরের বিবেচনায় এই দূর্গ এমনিতেই অত্যন্ত মুজবুত ছিল। কিন্তু জনসাধারণের নির্ভিক মনোবল আর যুদ্ধ জয়ের স্পৃহা এই দূর্গকে দুর্ভেদ্য ও অপরাজেয় এক দূর্গে পরিণত করেছিল। একমাত্র মেরিডার দূর্গই এমন একটি দূর্গ ছিল, যা কেবল অবরোধের মাধ্যেমে দখল করা সম্ভব ছিল না। মেরিডা রাজধানী টলেডু থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটি ছিল ধর্মীয় তীর্থস্থান। প্রধান পাদ্রি এখানেই অবস্থান করতেন।

মুসা বিন নুসাইর শহর ও আশ-পাশের এলাকার প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য আরব প্রসাশক নিয়োগ করেন, আর খ্রিস্টানদেরকে তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, প্রত্যেক খ্রিস্টান নাগরিক থেকে তার সামর্থ অনুপাতে কর উসুল করবে। কাউকে এতবেশি কর আদায় করতে বাধ্য করবে না, যাতে তাকে বিবি-বাচ্চা নিয়ে উপোস থাকতে হয়।

প্রধান পাদ্রি পাদ্রিদের সংক্ষিপ্ত একটি দল নিয়ে মুসা বিন নুসাইরের সাথে দেখা করতে এলেন। মুসা বিন নুসাইর সেসময় শহর দেখতে বের হয়েছিলেন। শহরের মাঝখানে বড় ধরনের একটি মাঠ ছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। বিভিন্ন পাল-পার্বণ উপলক্ষে এখানে খেলা-ধূলা ও মেলার আয়েজন করা হত। মুসা বিন নুসাইর এই মাঠ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এ সময় তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল যে, প্রধান পাদ্রি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চায়। সে জানতে চাচ্ছে, সম্মানিত আমীর কখন শাহী দরবারে বসবেন?

মুসা বিন নুসাইর দেখলেন, প্রধান পাদ্রি আরও কয়েকজন পাদ্রিকে সাথে নিয়ে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন।

'আমীরে আলা, দরবারে কখন বসবেন?' প্রধান পাদ্রি বলল। 'আমি ব্যক্তিগত কয়েকটি আবেদন নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই।'

'আপনি যখন এসে গেছেন তখন এখানেই দরবার বসিয়ে নিচ্ছি।' মুসা বিন নুসাইর মুচকি হেসে বললেন। 'আমরা সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। বান্দার কোন দরবার থাকতে পারে না। আসুন, এখানেই বসা যাক।'

এ কথা বলেই মুসা বিন নুসাইর মাটিতে বসে পড়লেন।

ডন পাস্কেল লেখেছেন, প্রধান পাদ্রি মাটিতে বসতে ইতস্তত করছিলেন। তিনি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জুব্বা পরেছিলেন। জুব্বার নিচে পাতলুন ছিল। তার জুতার কালার চকচক করছিল। পাদ্রি হতভম্ব হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, একজন বিজয়ী সিপাহসালার, যিনি এই রাজ্যের গভর্নরও তিনি এমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাটিতে বসে পড়লেন! পাদ্রির এই হতভম্ব চাহনীর মাঝে এমন একটা ভাব ছিল যে, তিনি নিজেকে বাদশাহর সমপর্যায়ের মনে করতেন। তাই মাটিতে বসাকে নিজের জন্য অপমানকর মনে করছিলেন।

'বসে পড়ুন।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। আমাদের নিয়ম-কানুন এমনই। যেখানেই কেউ কোন নিবেদন, অভিযোগ বা সমস্যা পেশ করে, সেখানেই আমরা তা শুনি এবং তার সমাধান করি। আমি যদি আপনাকে বলি, অমুক দিন, অমুক সময় আপনি শাহীদরবারে আসুন, সেখানে আমি আপনার কথা শুনব তাহলে আমি একজন অপরাধী হব। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হল, "যেখানে এবং যে অবস্থায় তোমরা আমাকে আহ্বান করবে, আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করব।" আল্লাহ তাআলার এই ফরমানের পর বান্দার আর কি অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহর দেওয়া সম্মান পেয়ে বান্দা যদি আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারিণ করে দেয় তাহলে কি তা ঠিক হবে? আমি ফেরাউন নই; আমি কোন বাদশাহও নই। আপনি তো আপনার সম্প্রদায়ের নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার সম্প্রদায়ের একজন সাধারণ ব্যক্তিও যদি চলার পথে আমাকে দাঁড়াতে বলে তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যাব এবং তার কথা শুনব।'

'আপনাকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের অনুগত মনে হয়।' প্রধান পাদ্রি মাটিতে বসতে বসতে বললেন। 'আমি আপনার কাছে নিবেদন করতে চাই যে, আমাদের গির্জাগুলোর কোন অসম্মানী যেন না করা হয় এবং আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর উপর যেন কোন বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা না হয়।'

'এ ব্যাপারে আমি কোন নির্দেশ দেব না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'বরং এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ হল, কোন জাতিকে পরাজিত করলে সেই জাতির ধর্ম ও ইবাদতখানার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। ইসলাম ধর্মের প্রচার অবশ্যই করতে হবে, তবে কারও মনে কষ্ট দিয়ে নয়। কথাবার্তা ও আচার-আচরণে উত্তম আদর্শ পেশ করতে হবে। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আপনাদের উপাসনালয়ের সম্মান পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা হবে। তবে আপনাকে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেব, যেন আপনাদের গির্জাসমূহে হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক কোন কথা না হয় এবং আপনি ও আপনার পাদ্রিদের কেউ যেন নিজ ধর্মের প্রচার-প্রসার না করে।'

'আপনি কি ইসলামের তাবলীগ করবেন?' প্রধান পাদ্রি বললেন।

'ইসলামের তাবলীগ করার কোন প্রয়োজনই হবে না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে, এই রাজ্য ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আপনি কি এ ব্যাপারে কাউকে কোন অভিযোগ করতে শুনেছেন বা এমন কোন সংবাদ পেয়েছেন যে, কোন মুসলিম সিপাহী বা কোন অফিসার কোন নারীর উজ্জতের উপর আক্রমণ করেছে?

'জ্বি না।' প্রধান পাদ্রি বললেন।

'কোন মুসলমান কি কারও ঘরে প্রবেশ করে কোন কিছু চেয়েছে?'

'জ্বি না।'

'কোন মুসলমান কি কারও সাথে অভদ্র আচরণ করেছে?'

'জ্বি না।'

'এটাই ইসলামের তাবলীগ। আমরা আমাদের কর্ম-কাণ্ড দিয়ে এই তাবলীগই করে থাকি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আপনার ওয়াজ-নসীহত আমাদের এই তাবলীগের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি আপনার উপর আরেকটি হুকুম জারি করব, আপনি বা আপনার কোন পাদ্রি যেন কোন ইহুদি বা খ্রিস্টান মেয়েকে জোরপূর্বক গির্জার সেবিকা না বানায়। আমি ভাল করেই জানি, এ সকল মেয়েদের সাথে আপনাদের গির্জাসমূহে কী ধরনের আচরণ করা হয়ে থাকে। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা আমাদের সাথে কোন শাহী ফরমান বা শাহী প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে আসিনি। আমরা একটি আদর্শ ও একটি জীবনপদ্ধতি নিয়ে এসেছি। আমরা মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য আসিনি;

বরং মানুষের মুখে ভাষা দিতে এসেছি। আমরা চাই, আল্লাহর প্রতিটি বান্দা তাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করুক। তাদের মাঝে এই পরিমাণ সাহস সঞ্চারিত হোক যে, আমি যদি ভুল পথে চলি তাহলে তারা আমাকে প্রতিহত করবে এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।'

প্রধান পাদ্রি হয়তো আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মুসা বিন নুসাইরের কথা তার মুখ বন্ধ করে দিল। প্রধান পাদ্রিকে প্রভাবিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, একজন বিজয়ী সিপাহসালার তার কথা শুনার জন্য যেখানে ছিলেন, সেখানেই মাটির উপর বসে পড়েছিলেন। প্রধান পাদ্রি উঠে সম্মান প্রদর্শন করে চলে গেলেন।

***

'সম্মানিত পিতা!' এক রাতে মুসা বিন নুসরাইরের বড় ছেলে আবদুল আযীয একাকী তার বাবাকে বলল। 'ঐ মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, যাকে আপনার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। তার নাম হল, এজেলুনা।'

'তার চেহারার উপর তো নেকাব ছিল।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'ঐ পাতলা নেকাবের ভিতরেও মেয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরী মনে হচ্ছিল। বাস্তবে এতটা সুন্দরী নাও হতে পারে।'

'সম্মানিত পিতা! আমি তার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করিনি।' আবদুল আযীয বললেন। 'তার সাহসিকতা আমাকে প্রভাবিত করেছে। সে আপনার সাথে যেভাবে কথা বলছিল, আন্দালুসিয়ার কোন জেনারেলও এমনভাবে আপনার সাথে কথা বলতে সাহস করেনি। আমি এখানকার জেনারেলদের কাছ থেকে এবং দুর্গরক্ষক রাজেলিউর কাছ থেকে তার সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছি। অনেক বেসামরিক লোকদের কাছেও জিজ্ঞেস করেছি, তারা সকলেই আমাকে জানিয়েছে যে, সে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীলা এক নারী। শাহী খান্দানের সাথে তার সম্পর্ক। এখানের প্রত্যেক জেনারেল, দুর্গরক্ষক এবং কয়েকজন প্রশাসক তাকে বিয়ে করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই নারী সকলকে বলেছিল, প্রথমে মেরিডাকে রক্ষা কর। অতঃপর হামলাকারীদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়ে বেদখল হওয়া নিজেদের অন্যান্য শহরগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর।

শিশু-বৃদ্ধ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অন্তরে সে দেশ-প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রতিটি সিপাহী এবং প্রত্যেকটি নাগরিক দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সামরিক, কী বেসামরিক—একজন মানুষও রাতের বেলা ঘুমিয়ে আরাম করত না। এই নারী ঘোড়ায় আরোহণ করে নাঙ্গা

তলোয়ার নিয়ে শহরের অলিগলিতে আর সিপাহীদের ছাউনিসমূহে ঘুরে বেড়াত। আমি এমনই এক নারীকে বিয়ে করতে আই।'

'প্রিয় পুত্র আমার!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'এই নারীকে বিয়ে করার অনুমতি আমি তোমাকে দেব। তার আগে তুমি তাকে ভালোভাবে যাচাইবাছাই করে নাও। সে শাহীখান্দানের মেয়ে। তাছাড়া সে একজন বাদশাহর স্ত্রীও ছিল। তুমি ভাল করে জান, শাহী খান্দানের লোকদের স্বভাব-চরিত্র কেমন হয়ে থাকে। এমন যেন না হয় যে, তার পেট থেকে আমাদের বংশের যে ধারা বিস্তার লাভ করবে, তারা আমাদের জন্য লজ্জা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

***

মেরিডার শাহীমহলের একটি পৃথক কামরায় এজেলুনার থাকার ব্যবস্থা করা হল। মুসা বিন নুসাইর এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধবন্দী কোন নারীকে বিরক্ত করা হবে না। এজেলুনার জন্য তো পৃথক খাদেমাও রাখা হয়েছিল। একদিন এজেলুনার খাদেমা তাকে সংবাদ দিল যে, এক আরব সেনাপতি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

'বৃদ্ধ না যুবক?' এজেলুনা জিজ্ঞেস করল।

'যুবক, আপনার সমবয়সীই হবে।' খাদেমা বলল।

'তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।' এজেলুনা বলল।

আবদুল আযীয যখন ভিতরে প্রবেশ করল তখন এজেলুনার চেহারায় পাতলা নেকাবে ঢাকা ছিল। আবদুল আযীয তার সাথে একজন দোভাষী নিয়ে এসেছিলেন। দোভাষীর মাধ্যমে তিনি এজেলুনাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে তার কোন সমস্যা হচ্ছে না তো? তার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে তো? এজেলুনা স্বস্তি প্রকাশ করে দোভাষীকে লক্ষ্য করে বলল, ইনি কে? এখানে কেন এসেছেন?

'আমি সিপাহসালারের বড় ছেলে।' আবদুল আযীয বললেন। 'সিপাহসালার মুসা বিন নুসাইর আফ্রিকার আমীর। বর্তমানে তিনি আন্দুালুসিয়ারও আমীর। তাঁর পর আমি হব আন্দালুসিয়ার আমীর।'

'আমার এখানে আপনার আগমনের কারণ?' এজেলুনা জানতে চাইল।

'এতটাই অহংকার?' আবদুল আযীয বললেন। 'তুমি কি এখনও নিজেকে আন্দালুসিয়ার রানী মনে কর?'

'আমি আন্দালুসিয়ার রানী নই বটে, তবে আমি নিজের মনের রানী তো অবশ্যই।' এজেলুনা বলল। 'এটা এমন এক সালতানাত, যা আমার থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আমি

একজন বাদশাহর বিধবা স্ত্রী। আমি শাহী খান্দানে জন্ম নিয়েছি, তাই আমার চাল-চলন সেসব মেয়েদের চেয়ে ভিন্ন, যারা আমার চেয়ে নিম্ন স্তরের। তারা তো তোমাদের মত সালারদের দাসী বা রক্ষিতা হওয়াকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে।'

এজেলুনা কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ে আবদুল আযীযকে আপনি থেকে তুমি সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করল।

'আমি তোমাকে দাসী বা রক্ষিতা বানাতে আসিনি।' আবদুল আযীয বললেন। 'তুমি বাদশাহর বিবি ছিলে, বাদশাহর বিবি-ই হবে। তবে মুসলমানদের মাঝে কোন বাদশাহ হয় না। আমাদের একজন খলীফা হন, তার অধীনে বেশ কয়েকজন আমীর থাকেন। তাদের সকলেই তোমাদের বাদশাহদের সমমর্যাদার হয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের চিন্তা-ভাবনা বাদশাহদের মত হয় না।'

'তুমি কি আমাকে বিবাহ করতে চাও?' এজেলুনা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমি আমার পিতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি। তোমাকে যদি দাসী বা রক্ষিতা বানানোর ইচ্ছা আমাদের থাকত তাহলে আমরা তোমাকে এতদিন এখানে রানী বানিয়ে রাখতাম না।'

'আমি কি কেবলমাত্র গৃহিণী হব না রানী হব?' এজেলুনা বলল।

'তুমি যদি চেহারার উপর থেকে নেকাব সরিয়ে নাও তাহলে সঠিক উত্তর পাবে।' আবদুল আযীয বললেন।

এজেলুনা সাথে সাথে চেহারা থেকে নেকাব উঠিয়ে নিল এবং মাথার কাপড়ও সরিয়ে দিল। আবদুল আযীয এই তন্বী যুবতীর ব্যাপারে যার কাছেই জিজ্ঞেস করেছিল সেই তাকে বলেছিল, এই যুবতীর বয়স ত্রিশ বছরের চেয়ে দু-এক বছর কম হবে। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয়, বিশ বছরের উদ্ভিন্ন যৌবনা এক নারী। তার রূপের উজ্জ্বলতা আর অনিন্দ্য দেহসৌষ্ঠবের মাঝে এমন এক আকর্ষণ আছে যে, কেউ তাকে প্রথমবার দেখলে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। তার চোখে এমন এক জাদু আছে, যে তাকে দেখবে সেই মোহমুগ্ধ হয়ে পড়বে। তার কথা বলার ভঙ্গি এমন, যে তার কথা শুনবে, সেই কৃতদাসের মত তার কথায় নাচতে শুরু করবে। আন্দালুসিয়ার এক জেনারেল আবদুল আযীযকে বলেছিল, এই নারীর রূপ-যৌবন, আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন অসম্ভব আকর্ষণীয় যে, সে রডারিকের মত জালেম বাদশাহকেও মোমের মূর্তিতে পরিণত করেছিল।

এজেলুনা তার চেহারা থেকে নেকাবের আবরণ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে আবদুল আযীয একেবারে আঁতকে উঠলেন। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তিনি শুধু তাকিয়ে রইলেন। তার মুখ থেকে একটি কথাও সরল না। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা

বলতে যা বুঝায়—আবদুল আযীযের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তেমন। এজেলুনার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে নেশা ছড়ানো রহস্যময় দৃষ্টিতে আবদুল আযীযের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল।

'তুমি রানী হবে।' অবচেতন মনে আবদুল আযীযের মুখ থেকে বের হয়ে এলো। 'এ রাজ্যের রানী হবে তুমি। তুমি হবে আমার অন্তর রাজ্যের রাজরানী।'

'কোন নিয়ম অনুযায়ী বিয়েশাদী হবে?' এজেলুনা জিজ্ঞেস করল।

'ইসলামী রীতি অনুযায়ী বিবাহ হবে।' আবদুল আযীয বললেন। 'আর তুমি হবে... ।'

'আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব না।' এজেলুনা বলল। 'তবে ইসলামী রীতি অনুযায়ী বিয়ে বসতে রাজি আছি আমি।'

আবদুল আযীয হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি বারবার এজেলুনাকে বুঝালেন; কিন্তু এজেলুনা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হল না।

আবদুল আযীযের বারবার বুঝানোর কারণে এজেলুনা বলল, 'ঠিক আছে, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব; তবে কয়েক দিন পর।'

অগত্যা আবদুল আযীয এজেলুনার শর্ত মেনে নিলেন এবং এজেলুনার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করার বিষয়টি গোপন রাখলেন। পর দিন আবদুল আযীযের সাথে এজেলুনার বিয়ে হয়ে গেল। আবদুল আযীয এজেলুনার রূপের মোহে এমনই অন্ধ হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে এজেলুনার অস্তিত্বের সামনে বিলীন করে দিলেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন যে, কিছু দিন পরে এ নারীই তাকে এমন এক পরিণতির সম্মুখীন করবে, যা দেখে ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে যাবে।

***

প্রায় দেড় বছর পূর্বে মুসা বিন নুসাইর মেরিডার মত আরেকটি বড় শহর এ্যাশবেলিয়া জয় করেছিলেন। সেখানে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক আরবী প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই অনুপায় হয়ে ইহুদিদের উপর বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

পূর্বেও এ কথা বলা হয়েছে যে, আন্দালুসিয়ার ইহুদিরা ছিল নির্যাতিত-নিপীড়িত এক জাতি। রডারিকের সময় তাদের সাথে তৃতীয় শ্রেণীর নাগিরকের মত ব্যবহার করা হত। তাদের আয়-রোজগারের সিংহভাগ তাদের উপর কর আরোপ করার মাধ্যমে নিয়ে নেওয়া হত।

সেনাবাহিনী ও সরকারি অফিস-আদালতে তাদেরকে নিম্নমাণের কাজ দেওয়া হত। তাদের উপর সবচেয়ে বড় যে অবিচার করা হত, তা হল তাদের

যুবতী কোন মেয়েকে যদি কোন পাদ্রির চোখে ভাল লাগতে তাহলে পাদ্রি তার লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যেত এবং তাকে গির্জার সেবিকা হতে বাধ্য করত। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও ইহুদিদের সাথে এমন আচরণ করত। মোটকথা, আন্দালুসিয়ার সমাজ ব্যবস্থায় ইহুদিদের কোন মান-সম্মান ছিল না।

এ কারণেই তারা রডারিকের বিরুদ্ধে তারিক বিন যিয়াদকে গোপনে সাহায্য করেছিল। প্রতিদান হিসেবে তারিক বিন যিয়াদ যে শহর জয় করতেন সেখানে ইহুদিদেরকে বড় বড় পদ প্রদান করতেন এবং ইহুদিদের উপর যেসব অন্যায্য টেক্স আরোপিত ছিল, সেগুলো তিনি মওকুফ করে দেন। এ ছাড়াও তিনি তাদেরকে অনেক রকম সুযাগ-সুবিধা প্রদান করেন।

তারিক বিন যিয়াদের আন্দালুসিয়া আক্রমণ করার কয়েক মাস পর মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়া আক্রমণ করেন। ইহুদি সম্প্রদায় মুসা বিন নুসাইরের প্রতিও এত বেশি আনুগত্য প্রদর্শন করে যে, মুসা বিন নুসাইরের মত অভিজ্ঞ জেনারেলের পক্ষেও তাদের আনুগত্য উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ইহুদিরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তিও করত। তাদের এই গুপ্তচর বৃত্তির কারণে খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম বাহিনী অবগত হয়ে যেত। ইহুদিদের এ জাতীয় সহযোগিতার কারণে মুসা বিন নুসাইরও তাদেরকে রাষ্ট্রের উঁচু উঁচু পদে বসিয়েছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদ ইহুদিদের আনুগত্য দেখে এত বেশি প্রভাবতি হয়েছিলেন যে, তারা এ কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন, ইহুদিদের চেয়ে বড় দুশমন ইসলাম ও মুসলমানদের আর কেউ নেই।

এক পাপিষ্ঠা ইহুদি নারী বিশ মিশ্রিত গোশত খাইয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা গোশত মুখে দিয়ে সাথে সাথে বমি করে ফেলে দেন।

ইহুদিদের সেই স্বভাবজাত শয়তানী বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাদের ষড়যন্ত্রের দাবানল সর্বপ্রথম এ্যাশবেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। দু'জন ইহুদি রাব্বি আর চারজন খ্রিস্টান পাদ্রি এক ঘরে গোপন বৈঠকে মিলিত হল।

'আমাদের কাজ হয়ে গেছে।' একজন ইহুদি রাব্বি বল। 'রডারিককে উৎখাত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের সাথে মিলে আমরা আমাদের সেই উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি। এখন আমাদের আসল উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করা দরকার। আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের সেই আসল উদ্দেশ্য কী?

আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল, জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করা। জেরুজালেমে 'সুলায়মানী প্রতিমা' স্থাপন করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সফলভাবে এই কর্তব্য

পালন করার জন্য আমাদেরকে খ্রিস্টানদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানদের সাথেই আমাদের চূড়ান্ত লড়াই হবে। আপনারা সকলেই জানেন যে, মুসলমানরা জেরুজালেমকে বায়তুল মাকদাস বলে। তারা এই বায়তুল মাকদাসকেই তাদের প্রথম কেবলা ও মসজিদে আকসা বলে থাকে। এখানেই আমাদেরকে সুলায়মানী প্রতিমা স্থাপন করতে হবে। একদিন আমাদেরকে জেরুজালেম ফিরে যেতে হবে। জেরুজালেম আমাদের স্বদেশ। আজ সেই জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে।

আন্দালুসিয়ায় খ্রিস্টানদের রাজত্ব ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা মুসলমানদের সাহায্যে আমাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল করেছি। মুসলমানদের থেকে আমাদের ফায়দা এই হয়েছে যে, আমরা তাদের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ দখল করে নিয়েছি। এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মুসলিম জাতি আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। এই দুশমনী কখনও শেষ হবে না।

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করছেন, গোটা বিশ্বে প্রতিদিনই ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটছে। ইসলাম ধর্মের এই প্রসার আমাদেরকে রুখতে হবে। প্রথমেই আমি আপনাদেরকে বলেছি, খ্রিস্টানদের সাথে মিলেই আমাদেরকে এই কাজ করতে হবে। আমাদেরকে অতি সংগোপনে সামনে অগ্রসর হতে হবে। আন্দালুসিয়াই হবে মুসলমানদের শেষ কবরস্থান।'

ইহুদি সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পারঙ্গমতা শুরু থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। ইহুদিরা যে যেখানেই গিয়েছে, সেই সেখানকার শাসক সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল হয়েছে। আন্দালুসিয়ায় তারা এ কথা ভুলে গেল যে, মুসলমানগণ এখানে তাদেরকে সম্মানজনক অবস্থান দান করেছেন। তারা মুসলমানদেরকে পিছন দিক থেকে ছুরি মারার চিন্তা করতে লাগল।

এ সময় এ্যাশবেলিয়ার প্রশাসক ও দুর্গপ্রধান ছিলেন দামেস্কের অধিবাসী আবু বকর। একদিন বিকেলে তিনি বাগানে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় খুব রূপসী একটি মেয়ে উসকু-খুসকু চুলে এ দিকে এগিয়ে এলো। মেয়েটির গায়ে ছিড়া-ফারা পোশাক। তাকে খুবই দরিদ্র মনে হচ্ছিল। মেয়েটি আবু বকরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে লাগল। তাদের কেউ-ই কারও ভাষা বুঝল না। অগত্যা ময়েটি ইঙ্গিতে আবু বকরকে কিছু একটা বুঝাতে চাচ্ছিল। সে তার কাপড় উঠিয়ে সম্ভবত এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছিল যে, তার উপর অনেক জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছে।

আবু বকর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি জানতে চাচ্ছিলেন, এই মেয়েটির উপর কে বা কারা নির্যাতন করেছে? কোন মুসলমান এই অপরাধের সাথে জড়িত নয় তো? মেয়েটি কাঁদতে লাগল। আবু বকর তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা

দিতে লাগলেন। মেয়েটি আবু বকরের হাত নিজের হাতে নিয়ে চুমু খেল। মেয়েটির কাছে একটা ছোট্ট ঝুড়ি ছিল। ঝুড়িতে কয়েকটি আপেল ও অন্যান্য ফল রাখাছিল। মেয়েটি একটি আপেল আবু বকরের হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে খেতে বলল।

আবু বকর ভাবলেন, এই দরিদ্র মেয়েটি সম্ভবত তার স্নেহের শুকরিয়া আদায় করতে চাচ্ছে। তাই তিনি মেয়েটির হাত থেকে আপেলটি নিয়ে খেয়ে ফেললেন। মেয়েটি মাথায় হাত ঠেকিয়ে সালাম করে চলে গেল।

সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে চার দিক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর তার বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে তার মাথা ঘুরতে শুরু করল। বাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। হেকিম ডাকা হল। হেকিম গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছুক্ষণ পূর্বে আপনি কি কিছু খেয়েছিলেন?'

আবু বকর একটি মেয়ের সাথে তার সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, মেয়েটি তাকে একটি আপেল খেতে দিয়েছিল।

'আপেলের ভিতর হয়তো বিষাক্ত কোন পোকা ছিল।' হেকিম বললেন। 'কিংবা বিষাক্ত কোন পোকা আপেলের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে অথবা কৌশলে তার ভিতর বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আবু বকর মেয়েটির কথা বলতে বলতে ছটফট করতে লাগলেন। হেকিম তাকে ঔষুধ দিলেন, কিন্তু ঔষুধে কোন কাজ করল না।

***

মুসা বিন নুসাইরকে সংবাদ দেওয়া হল। তিনি আরেকজনকে এ্যাশবেলিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। ইতিহাসের কোথাও তার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আবু বকরের মৃত্যুর দুই-তিন দিন পর সেনাবাহিনীর এক সহকারী সেনাপতি ঐ মেয়ের হাত থেকে কিছু একটা খেয়ে মারা গেলেন। এই ঘটনার দুই-তিন দিন অতিবাহিত হতে না হতেই একজন মুসলিম প্রশাসক রাতের বেলা শহরের কোন এক গলি দিয়ে একাকী হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন দিক থেকে খঞ্জর মেরে তাকে হত্যা করা হল। সকালে সেই গলিতে তার লাশ পাওয়া গেল। এভাবে দুই-তিন দিনের ব্যবধানে ত্রিশজন মুসলিম প্রশাসককে হত্যা করা হল। কেউ বিষপানে মারা গেল, কেউ বা তলোয়ারের আঘাতে, আর কেউ মারা গেল খঞ্জরের আঘাতে। ইতিহাস গ্রন্থে এমন গুপ্ত হত্যার শিকার প্রশাসকের সংখ্যা ত্রিশজন উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রফেসর ডোজি এবং ডা. কোন্ডে লেখেছেন, মুসা বিন নুসাইরকে ঘটনা সম্পর্কে এভাবে অবগত করা হল।

'ত্রিশজন ছোট-বড় প্রশাসকের রহস্যজনক মৃত্যু এই প্রমাণ বহন করছে যে, আমাদের বিরুদ্ধে কোন কঠিন ষড়যন্ত্র কাজ করছে। পরাজিত খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্ভবত এই ষড়যন্ত্রের পিছনে আছে। ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, রাজস্ব আদায়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারি বিধি-নিষেধ পালনে লোকজন খুবই অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে। আরেকটি ভয়াবহ সংবাদ হল এই যে, যুদ্ধ বন্দীদেরকে নিরস্ত্র রাখা হত এবং তাদের থেকে সাধারণ শ্রমিকের কাজ নেওয়া হত। জানা গেছে যে, বেশ কয়েকজন যুদ্ধবন্দী অস্ত্র হাতিয়ে নিয়ে কোথাও যেন লুকিয়ে রেখেছে। এখনই যদি এই অবস্থার পরিবর্তন না করা হয় তাহলে যে কোন সময় এ্যাশবেলিয়ায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

ইহুদিরা এতটাই সংগোপনে খ্রিস্টানদেরকে বিদ্রোহের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল, যাতে সন্দেহের তীর খ্রিস্টানদের দিকেই যায়। ইহুদিদের কথা কারও চিন্তায়ও আসেনি। উহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয় এক হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মেয়েদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

মুসা বিন নুসাইর ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার বড় ছেলে আবদুল আযীযকে বললেন, সাত-আটশ সিপাহী নিয়ে এখনই এ্যাশবেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাও। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, বিদ্রোহ শুধু দমনই করবে না, বরং যারা এই বিদ্রোহের সাথে জড়িত তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসবে।

'ষড়যন্ত্রকারীদের সর্বনিম্ন শাস্তি দেবে মৃত্যুদণ্ড।' মুসা বিন নুসাইর আবদুল আযীযকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ষড়যন্ত্রের পিছনে ইহুদিদের হাত রয়েছে।'

'ইহুদি!' আবদুল আযীয আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'ইহুদিরা তো আমাদের সাথে রয়েছে।'

'ইহুদিরা ইহুদি ছাড়া আর কারও সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'ইহুদিদেরকে তো স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ষড়যন্ত্রকারী সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া কখনই কাউকে সন্দেহের উর্ধ্বে মনে করবে না।'

***

আবদুল আযীয তার খ্রিস্টান স্ত্রী এজেলুনাকে নিয়ে এ্যাশবেলিয়া পৌঁছে গেলেন। তার সাথে ছিল সাতশ চৌকস সিপাহী। এ্যাশবেলিয়া পৌঁছেই তিনি

গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানকে ডেকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত করে বের করতে হবে, বিদ্রোহ কীভাবে শুরু হয়েছে এবং এই বিদ্রোহের পিছনে কাদের হাত রয়েছে। অতঃপর তিনি যুদ্ধবন্দীদের যারা প্রতিদিন পারিশ্রমিকের মাধ্যমে কাজ করত, তাদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, তাদের মধ্যে কারা অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে?

যুদ্ধবন্দীরা ভয় পেয়ে অস্বীকার করল। আবদুল আযীয দুজন আরব প্রশাসসকে দায়িত্ব দিলেন, তারা যেন একেকজন যুদ্ধবন্দীকে উদ্বুদ্ধ করে অপরজন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে। সহজে যদি তারা মুখ না খুলে তাহলে তাদেরকে মুখ খুলতে বাধ্য করবে। প্রয়োজনে তাদেরকে মৃত্যুর হুকমী দেবে কিংবা এই লোভ দেখাবে যে, যারা সঠিক তথ্য দেবে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।

আবদুল আযীযের এই পলিসি বেশ সফলই মনে হচ্ছিল। চারজনকে চিহ্নিত করা হল। তিনজন খ্রিস্টান, আর একজন ইহুদি। অস্ত্র-শস্ত্র একটি গির্জায় একত্রিত করা হচ্ছিল। চিহ্নিত চারজনকে গ্রেফতার করা হল। এই ষড়যন্ত্রের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য গ্রেফতারকৃতদেরকে কঠোর শস্তি দেওয়া হল। তারা আরও দুইজনের কথা স্বীকার করল। তাদেরকেও গ্রেফতার করা হল।

এজেলুনা লক্ষ্য করছিল, আবদুল আযীয এত বেশি অস্থিরতা আর পেরেশানীর মাঝে সময় অতিবাহিত করছিলেন যে, রাতে ভালোমত তার ঘুমও আসছিল না।

'আযীয!' এক রাতে এজেলুনা তার স্বামীকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে দেখে বলল। 'সকল প্রশাসকরা দিন-রাত বিদ্রোহীদের খুঁজে দৌড়-ঝাপ করছে। তারপরও আপনি এত পেরেশান হচ্ছেন কেন? আপনি যখনই যে নির্দেশ দিচ্ছেন, তখনই তা পালন করা হচ্ছে।'

'বিদ্রোহের ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ গোটা রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমার দায়িত্ব হল এই রাজ্যকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা। তুমি তো জান, এ রাজ্যে আমরা অনেক জান কুরবান করেছি। সেসকল শহীদানের সামনে এবং মহান আল্লাহর সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিনই আমার চোখে ঘুম আসবে, যেদিন বিদ্রোহীদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে আমার সামনে হত্যা করা হবে। একটু চিন্তা করে দেখ, যদি বিদ্রোহীরা সফল হয়ে যায় তাহলে আমাদের পরিণতি কী হবে? আমাকে হত্যা করা হবে, আর বিদ্রোহীদের সরদার তোমার সাথে পাশবিক আচরণ করবে। তুমি তো রানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে, তাই না? একটু ভেবে দেখ, আমরা পরাজিত হলে তোমার সেই স্বপ্ন কি সত্য হবে?'

আবদুল আযীয পরিস্থিতির ভয়াবহতা এমনভাবে তুলে ধরলেন যে, এজেলুনার শরীর শিহরে উঠল।

'আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।' এজেলুনা বলল। 'অনুমতি হলে আমি এই ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বের করতে সক্ষম হব।'

'তুমি কী করবে?' আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি আগামীকাল বড় গির্জায় যাব।' এজেলুনা বলল। 'আমি বড় পাদ্রিকে বলব, আমি এক মুসলমানকে বিয়ে করেছি ঠিক, কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করিনি। তারপর আমি যা কিছু করব, তা আপনি জানতে পারবেন।'

আবদুল আযীয তাকে অনুমতি দিলেন।

***

পরদিন সকালে এজেলুনা বড় গির্জায় চলে গেল। বড় পাদ্রি তাকে দেখে হতবাক হয়ে গেল।

'আমি তো শুনেছি, আপনি এক মুসলিম কমান্ডারকে বিয়ে করেছেন।' পাদ্রি বলল। 'এখন গির্জায় আপনার আবার কি কাজ?'

'গির্জায়-ই তো আমার কাজ।' এজেলুনা মুচকি হেসে বলল। 'গির্জার সম্মান রক্ষার্থে আমি যে কাজ করেছি, আপনারা সকল পুরুষ মিলেও তা করতে পারেননি।'

এ কথা বলেই এজেলুনা বৃদ্ধ পাদ্রির হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এজেলুনার মুচকি হাসিতে ছিল জাদুময়ী আকর্ষণ। সেই জাদুকে অট্টহাসি আরও বেশি মোহনীয় করে তুলল। তার উপর এজেলুনা পাদ্রির হাতকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। সে যুগের পাদ্রিরা গির্জার সেবিকাদেরকে নিজেদের রক্ষিতা বানিয়ে রাখত। এজেলুনা ছিল অসাধারণ সুন্দরী এবং আকর্ষণীয় যৌবনের অধিকারী। পাদ্রির চেহারার রং মুহূর্তে বদলে গেল। পলকের জন্য তার চোখ দু'টি জ্বলসে উঠল। তার ঠোঁটের কোণে এমন এক রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়ল, যা কোন নতুন সেবিকাকে দেখলে ছড়িয়ে পড়ত।

'তাহলে কি তুমি অন্য কোন অভিপ্রায়ে ঐ সালারকে বিয়ে করেছ?' পাদ্রি এজেলুনাকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ!' এজেলুনা প্রতিউত্তরে বলল। 'সর্বপ্রথম আমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে চাই যে, আপনি আমার সব কথা গোপন রাখবেন। আমি উপাসনা করার বাহানায় গির্জায় আপনার কাছে এসেছি। আমাকে একজন বন্ধু মনে করে কথা বলতে পারেন। আমাকে কোন বাদশাহর বিধবা স্ত্রী বা কোন বিজয়ী সালারের বিবাহিতা স্ত্রী মনে করবেন না।'

'একি বলছ তুমি, এজেলুনা!' পাদ্রি বলল। 'আমি গির্জায় বসে আছি। তুমি যদি বল তাহলে আমি কুমারী মরিয়মের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে, ক্রুশ হাতে নিয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে ...।'

'না, ফাদার!' এজেলুনা তাকে বাধা দিয়ে বলল। 'আপনার এই একটি বাক্যই আমার কাছে কসম খাওয়ার সমতুল্য। আমি বলছিলাম যে, আমি ঐ সালারের সাথে বিয়ে করেছি ঠিকই; কিন্তু নিজ ধর্ম বিসর্জন দেইনি। সে আমাকে পাওয়ার জন্য এতটাই পাগলপারা হয়ে পড়েছিল যে, আমার সকল শর্ত সে মেনে নিয়েছে। আমি তাকে খুশী করার জন্য বলেছিলাম, কয়েকটা দিন অতিবাহিত হতে দিন। দেখবেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেব।'

'এটা তোমার সৌন্দর্যের কারিশমা।' পাদ্রি হাসতে হাসতে বলল।

'তাই যদি হয় তাহলে আমি আমার সৌন্দর্য দ্বারা আরও বেশি ফায়দা উঠাতে চাই।' এজেলুনা বলল। 'আমার স্বামী এখানের বিদ্রোহের আগুন নিভানোর জন্য এসেছেন, আর আমি বিদ্রোহের সেই আগুন আরও তীব্র করার জন্য এসেছি। আমি জানি, যেসব লোক ধরা পড়েছে, তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লিডার। মূল পরিকল্পনাকারীরা আত্মগোপন করে আছে। আমি জানতে চাই, তারা কারা এবং কোথায় আছে? তাদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা আমি করতে চাই।'

'তুমি কি তোমার স্বামীকে বলবে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে।' পাদ্রি বলল।

'না, ফাদার!' এজেলুনা বলল। 'আমার স্বামী কাউকে ক্ষমা করবেন না। আমার স্বামীর অবস্থা হল এমন যে, তার কাছে কেউ যদি কারও নাম পেশ করে তাহলে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপর এমন নির্যাতন করা হয় যে, দুই-তিন দিনের মধ্যে সে মারা যায়। কেউ যদি না মরে তাহলে তাকে হত্যা করা হয়। আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি যে, সকলকে এখান থেকে বের করে দিতে পারব। আপনি হয়তো দেখেছেন যে, শহরের একটি মাত্র ফটক খোলা আছে। যারা বাইরে যেতে চায় তাদের সকলের ব্যাপারে ভালোভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। আমি এসকল লোকদেরকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এখান থেকে বের হতে সাহায্য করব।'

'সবার আগে আমাকে এখান থেকে বের কর।' পাদ্রি বলল। 'এ গির্জাই হল, বিদ্রোহের প্রধান ঘাটি।'

'আমি এটা জানি।' এজেলুনা মিথ্যা বানিয়ে বলল। 'আমি এই ঘাটিকে বহাল রাখতে চাই। আমার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আমি সালার আবদুল আযীযকে শুধু এজন্য বিয়ে করেছি, যাতে ইসলামী সালতানাতকে অন্তঃসারশূন্য করে চিরতরে খতম করে দিতে পারি। আমি এটা কীভাবে করব, সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না। শুধু এতটুকু বলছি যে,

আমি আমার শ্বশুরকে আমার রূপের মোহে আবদ্ধ করে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলব। তারপর আমি এমন নাটক শুরু করব যে, বাপ-বেটা একজন আরেকজনের খুনপিয়াসী হয়ে যাবে।'

'তোমার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' পাদ্রি বলল।

এজেলুনা তার রূপ-যৌবনের মোহজালে আর মিষ্টি কথার মাধুর্যে পাদ্রিকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল।

'এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব যদি তুমি তোমার হাতে তুলে নাও তাহলে আশা করা যায় আমরা কামিয়াব হতে পারব।' পাদ্রি বলল।

'আমরা অবশ্যই কামিয়াব হব।' এজেলুনা বলল। 'আমাদেরকে অবশ্যই কামিয়াব হতে হবে। যদি আমরা কামিয়াব হতে না পারি তাহলে আমি জানি, খ্রিস্টবাদ ও আমাদের পরণতি কী হবে? আপনার মিশনে যারা রয়েছে, তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন। তারা কি আগামীকাল এ সময় এখানে আসতে পারবে?

'তারা সকলে এসে পড়বে।' পাদ্রি বলল।

'আমিও আসব।' এ কথা বলেই এজেলুনা উঠে দাঁড়াল। পাদ্রিও উঠে দাঁড়াল। এজেলুনা তার দুই বাহু প্রসারিত করে দিল। পাদ্রি ধারণা করতে পারেনি যে, এজেলুনা এতটা সাহসের পরিচয় দেবে। পাদ্রি প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করছিল, তারপর এজেলুনার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল। এজেলুনা পাদ্রিকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুমু খেল ।

'আমি এই গির্জার সেবিকা হতে চাই।' এজেলুনা বলল। 'তবে আন্দালুসিয়ার বিজয় নিশ্চিত করার পর। এটাই আমার জীবনের একমাত্র মিশন।'

এজেলুনা পাদ্রির বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল। পাদ্রি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। সে এজেলুনার গোড়াগাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজও তার কানে আসছিল। কিন্তু পাদ্রির চেহারায় এমন এক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল, সে এখনও এজেলুনার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছে।

***

দ্বিতীয় দিন এজেলুনা সেই গির্জায় এসে উপস্থিত হল। এজেলুনা গতকাল যে কামরায় পাদ্রির সাথে দেখা করেছিল, সে কামরার পরিবর্তে অন্য এক কামরায় এসে উপস্থিত হল। এ কামরাটি চতুর্দিক থেকে বেশ কয়েকটি কামরা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। গির্জার বাইরে আট-দশজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল। তারা এজন্য পাহারা দিচ্ছিল যে, সন্দেহভাজন কেউ এসে পড়লে সাথে সাথে ভিতরে সংবাদ পৌছাবে।

আজকের এই আলোচনা সভায় বার-তেরজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'জন হল ইহুদি। বিদ্রোহ সৃষ্টির পিছনে এদের সকলেরই হাত আছে। এখনও পর্যন্ত তাদের টিকিটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

'রানী এজেলুনা!' একজন ইহুদি প্রথমে কথা বলল। 'আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে চাচ্ছি যে, আপনি যদি আমাদেরকে ধোঁকা দেন তাহলে আমরা গ্রেফতার হব এবং আমাদেরকে হত্যা করা হবে। কিন্তু আপনিও বেঁচে থাকতে পারবেন না। আমরা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের লোকেরা আপনাকে সাথে সাথে হত্যা করবে না; বরং আপনাকে অপহরণ করা হবে। আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারছেন, অপহরণ করার পর আপনার সাথে কী ধরনের আচরণ করা হবে? আপনাকে তখনই ছাড়া হবে যখন আপনার নির্মম মৃত্যু হবে।'

'আপনাদেরকেও হত্যা করা হবে না এবং আমাকেও অপহরণ করার প্রয়োজন হবে না।' এজেলুনা বলল। 'আমার মনে হয়, ফাদার আমার সম্পর্কে আপনাকে সব কিছু খুলে বলেননি।'

'তিনি সবকিছু বলেছেন।' ইহুদি বলল। 'অন্যথায় আমরা এখানে উপস্থিত হতাম না। তারপরও আপনাকে সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য। এটা আমরা কীভাবে ভুলতে পারি যে, আপনি একজন মুসলমান কমান্ডারের বিবাহিতা স্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই আপনি আপনার স্বামীর সাথে বিশ্বস্ততার পরিচয় দেবেন।'

'আমার বিশ্বস্ততা একমাত্র গির্জার সাথে।' এজেলুনা বলল। 'আমার স্বামীকে আমি আমার প্রতি আস্থাশীল করে গড়ে তুলেছি। সে আমার প্রতি এতটাই দুর্বল যে, আমি যে কোন কথাই তাকে বিশ্বাস করাতে পারি।'

'আমার মনে হয়, আপনি স্বপ্ন দেখছেন।' অন্য একজন বলল। 'আপনার এই স্বামী কিছু দিন পর যখন অন্য কোন শহর বা রাজ্য জয় করবে তখন সেখানে আপনার মত কোন সুন্দরী তার পছন্দ হলে, তার প্রতি সে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর আপনি তখন তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যাবেন।'

'এমন সময় আসার পূর্বেই আমাদের বিদ্রোহ সফল হয়ে যাবে।' এজেলুনা বলল। 'আপনি কি জানেন না যে, মালাগা ও গ্রানাডায়ও বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে? বিদ্রোহের এই আগুন আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা আপনাদের কাজ। আমার দায়িত্ব হল, উপযুক্ত সময়ে বিষ প্রয়োগ করে বা অন্য কোন উপায়ে আমার স্বামীকে হত্যা করা। কিন্তু এখন আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, আমার স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে আপনাদের সকলকে গ্রেফতারির হাত থেকে রক্ষা করা। এই শহর ত্যাগ করা আপনাদের জন্য একান্ত জরুরি। এযাবত যারা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের কেউ জীবন বাঁচানোর জন্য আপনাদের নাম বলে দিতে পারে। এখান থেকে বের হয়ে

আপনাদেরকে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। আন্দালুসিয়ার প্রতিটি ঘরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে হবে আপনাদের।

'এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই।' একজন ইহুদি বলল। মুসলিম বাহিনীর কাছে এত বিপুল সংখ্যক সিপাহী নেই যে, তারা সমগ্র দেশের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হবে।'

'আমি একটা কথা বলতে চাই।' অন্য ইহুদি বলল। 'যেখানেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, সেখানেই ইহুদিরা মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। আমরা বাদশাহ রডারিকের আচরণে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি ভালভাবেই জানেন, সমাজে আমাদের অবস্থান কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল? আমরা মুসলমানদের সাথে মিলে রডারিককে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করেছি। এখন আমরা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করছি। তাদেরকে আমরা শান্তিতে থাকতে দেব না। তবে আমরা এখানে আমাদের রাজত্বও প্রতিষ্ঠা করব না। রাজত্ব থাকবে খ্রিস্টানদের। আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, এই রাজ্যে এবং রাজ দরবারে খ্রিস্টানদেরকে যতটা সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়, ততটা সম্মান ও মর্যাদা যেন ইহুদিদেরকেও প্রদান করা হয়।'

'এর চেয়েও বেশি সম্মান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে।' এক খ্রিস্টান লিডার বলল। 'তোমরা যে কাজ করতে পার, খ্রিস্টানরা তা করতে পারে না। ইহুদিদের এই কাজের প্রতিদান, তাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি দেওয়া হবে।'

'আপনারা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যান।' এজেলুনা বলল। 'অধিকার ও প্রাপ্তির বিষয়টি পরে বিবেচনা করা হবে। এখন আপনারা সকলে এই শহর থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমি আপনাদেরকে বলছি, কোন্ ছদ্মবেশে আপনারা এখান থেকে বের হবেন।'

ইতিহাসের বিভিন্ন রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, এজেলুনা তাদেরকে বলেছিল, তারা যেন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে পনের-বিশটি খচ্চরে কাঁচা তরকারি ও বিভিন্ন সামানপত্র বোঝাই করে শহরের ফটকের দিকে রওনা হয়। এ রাজ্যের বড় ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে তিন-চারজন লোক তাদের সাথে থাকবে। তারা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'তারা হলেন, কর্ডোভার সম্মানিত বণিক দল। তারা তাদের ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রি করে এখান থেকে পণ্য ক্রয় করে নিজ দেশে চলে যাচ্ছে।'

এজেলুনা একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে সেখানে সমবেত হতে বলল।

***

দ্বিতীয় দিন এগারজনের একটি বণিক দল সতের-আঠারটি খচ্চর নিয়ে সীমান্তবর্তী একটি জায়গায় দাঁড়াল। এই বণিক দলের সাথে আরও তিন-চারজন ব্যক্তি এসে মিলিত হল। এরাও বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিল। তারা সকলেই ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারী লোকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কথা ছিল, ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারী লোকেরা এসে তাদেরকে ফটক পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। এজেলুনা তাদেরকে বলেছিল, ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণকারী লোকেরা তার নিজস্ব লোক হবে।

বিদ্রোহী নেতারা ব্যবসায়ীদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় হঠাৎ চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটি অশ্বারোহী দল সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদেরকে দেখে বিদ্রোহী নেতারা মুখ ঘুরিয়ে নিল। অশ্বারোহী দলটি দু'জন দু'জন করে বিদ্রোহী নেতাদের নিকট দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। অশ্বারোহী দলের প্রায় অর্ধেক সদস্য বিদ্রোহী নেতাদেরকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ তারা পেছন ফিরে বিদ্রোহী নেতাদেরকে ঘিরে ফেলল। সকল অশ্বারোহীর কাছে বর্শা ছিল। তারা তাদের বর্শার অগ্রভাগ বিদ্রোহী নেতাদের বুকের উপর চেপে ধরল।

'তোমরা সকলে বন্দী।' অশ্বারোহী দলের কমান্ডার বলল। 'নীরবে আমাদের সামনে সামনে চলতে থাকে।'

অশ্বারোহী দলটি বিদ্রোহী নেতাদেরকে নিয়ে আবদুল আযীযের সামনে উপস্থিত হল।

'সকলকে হত্যা করে ফেলো।' আবদুল আযীয নির্দেশ দিলেন।

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করা হল। আর সেই সাথে বিদ্রোহের আশঙ্কা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

'এখন নিশ্চয় আমার প্রতি আপনার পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে?' এজেলুনা আবদুল আযীযকে বলল। 'আমি আমার সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করিয়েছি। আপনাকে বিয়ে করে যদিও আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি, তাতে কী হয়েছে? আনার ভালোবাসাই আমার ধর্ম। আমি আপনার উপাসনা করি।'

আবদুল আযীয শুরু থেকেই এজেলুনার জন্য জীবন উৎসর্গ করে বসেছিল। তিনি এজেলুনার প্রতি এতটাই আসক্ত ছিলেন যে, বিয়ের পরও তাকে খ্রিস্টান থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর এখন এজেলুনার এই বিশাল কৃতিত্বের জন্য তিনি তার আজ্ঞাবহ কৃতদাসে পরিণত হয়ে গেলেন। এজেলুনা বিদ্রোহের সকল নেতাকে ধরিয়ে দিয়ে সমূলে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করল। বিদ্রোহ সৃষ্টির

অপরাধে অভিযুক্তদের মধ্যে বড় পাদ্রিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য বিদ্রোহীদের সাথে তাকেও হত্যা করা হল।

আবদুল আযীয বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে নব্বইজন খ্রিস্টান এবং কয়েকজন ইহুদি নেতা ও তাদের সহযোগীদেরকে হত্যা করেন। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক লেনপুল ও এইচপি স্কাট তাদের রচনায় আবদুল আযীযের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার করেন। তারা লেখেন, বিদ্রোহীরা মাত্র ত্রিশজন আরব প্রশাসককে হত্যা করেছিল। প্রতিশোধ হিসেবে আবদুল আযীয প্রায় একশজন খ্রিস্টান ও ইহুদিকে হত্যা করেন। এ সকল লোকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান পাদ্রি ও ইহুদি রাব্বী (ইহুদিদের ধর্মীয় নেতা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এজেলুনা আবদুল আযীযকে সবিস্তারে বলেছিল যে, ইহুদিরাই বিদ্রোহের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। তারা মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বড় দুশমন মনে করে। মুসলমানদেরকে সাহায্য করার কারণে ইহুদিদেরকে অনেক জায়গির প্রদান করা হয়েছিল। আবদুল আযীয ইহুদিদের থেকে সমস্ত জায়গির ছিনিয়ে নেন এবং সরকারি পদ ও পদবী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন। খ্রিস্টানদের শাসনামলে ইহুদিরা যতটা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত ছিল, মুসলমানদের শাসনামলে তার চেয়েও বেশি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকারে পরিণত হল। মূলত ইহুদি সম্প্রদায় এমনই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার উপযুক্ত ছিল।

যেসকল শহরে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছিল, আবদুল আযীয সেসকল শহরে গিয়ে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করেন এবং অপরাধীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে সকল বিজিত শহর বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

[আট]

আফ্রিকার সম্মানিত আমীর মুসা বিন নুসাইরের আন্দালুসিয়া আগমনের কথা শুনে তারিক বিন যিয়াদ অত্যন্ত খুশী হন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি সবাইকে ডেকে বলছিলেন :

'আমার আধ্যাত্মিক নেতা সম্মানিত মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়া এসে পড়েছেন। এখন আমি আমার মাঝে আরও বেশি করে আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করছি। আমি আমার মনিবের পদতলে টলেডুর সওগাত পেশ করতে চেয়েছিলাম। এখন আমি আন্দালুসিয়ার আরও বিস্তৃত অঞ্চল তার কদম মুবারকে পেশ করব।'

এ সময় তারিক বিন যিয়াদ টলেডুতে অবস্থান করছিলেন। টলেডুর আশ-পাশের যেসব অঞ্চল তখনও বিজিত হয়নি, সেগুলো সম্পর্কে তিনি সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। তার সামনে ছিল তিনটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর—মায়েদা, মায়া ও গ্র্যাশিয়া। তারিক বিন যিয়াদ এই শহর তিনটি বিজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি যে রাস্তা নির্বাচন করেন, সেটি ছিল অসংখ্য জলাভূমিতে পরিপূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম একটি রাস্তা।

'কিন্তু ইবনে যিয়াদ!' জুলিয়ান বললেন। 'সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনি যে রাস্তা নির্বাচন করেছেন, সেটি এতটাই দুর্গম যে, সে রাস্তা অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

'আমি জানি, সহজ রাস্তা কোনটি।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আপনারও নিশ্চয় জানা আছে যে, রাস্তাটি সহজ হলেও অনেক দীর্ঘ। আমি সফরের মধ্যে এত দীর্ঘ সময় নষ্ট করতে চাই না। জলাভূমির রাস্তাটি দুর্গম হলেও গন্তব্যে পৌঁছতে অর্ধেকের চেয়েও কম সময় লাগবে। আমার বার্বার মুজাহিদগণ এই দুর্গম রাস্তা সহজেই অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। আমি আরও অনেক এলাকা বিজিত করে আমীর মুসা বিন নুসাইরের সাথে মিলিত হতে চাই। আমি তাকে এ কথা বলতে চাই না যে, আমি এ জন্য সামনে অগ্রসর হয়নি, কারণ সামনের রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আমি সহজ রাস্তা অনুসন্ধান করছিলাম।'

'সম্মানিত বন্ধু আমার!' আউপাস বলল। 'এই রাস্তা এতটাই ভয়ঙ্কর যে, অনেক সিপাহীর প্রাণহানীও ঘটতে পারে। এই সম্ভাবনাও আছে যে, সৈন্যবাহিনী গোলক-ধাঁধায় আটকা পড়তে পারে।'

'আউপাস!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এমন কোন বিপদ অবশিষ্ট আছে কি, যা আমাদের সামনে আসেনি? রডারিক এক লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেছিল। তার বাহিনীর অর্ধেক ছিল অশ্বারোহী। আউপাস! এটা কি আমাদের জন্য কম বিপদজ্জনক বিষয় ছিল? সে

সময় আমাদের কাছে কী ছিল? মাত্র বার হাজার সৈন্য ছিল আমাদের কাছে। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছিল অশ্বারোহী, আর সকলেই ছিল পদাতিক। আশা করি, আপনাদের সকলেরই মনে আছে যে, টলেডোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা শুনে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি নিজে আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলাম যে, এই শহর জয় করা এত সহজ হবে না। আমরা যদি এ কথা ভেবে বসে থাকতাম যে, আমরা মানুষের গড়া এমন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গতে সক্ষম হব না তাহলে এই শহরে আমরা কখনই প্রবেশ করতে পারতাম না। কিন্তু আমরা কী দেখলাম? যখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন আমরা শহরের ফটক খোলা দেখতে পেলাম। আউপাস! আমরা আল্লাহ্র ফরমাবরদার সম্প্রদায়। আল্লাহ তাকেই পথের সন্ধান দান করেন, যে নির্ভয়ে তার পথ অবলম্বন করতে চায়।'

জুলিয়ান ও আউপাস তারিক বিন যিয়াদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল, তারা তারিক বিন যিয়াদের মস্তিষ্কের সুস্থতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিলেন।

***

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী জলাভূমির সীমানায় প্রবেশ করল। জুলিয়ান ও আউপাস তাদের সাথেই ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ টলেডুর প্রশাসনিক কাজের জন্য যেসকল প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল ইহুদি। তারিক বিন যিয়াদ মুসলিম প্রশাসকদের মত ইহুদি প্রশাসকদেরকেও সমান মর্যাদা প্রদান করেছিলেন। তিনি ইহুদিদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করতেন। তিনি এখনও জানতে পারেননি যে, ইহুদিরা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে তাদের শয়তানী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং তারা অনেক শহরেই বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে।

উত্তর আফ্রিকা আর আরবের মরুভূমির মাঝে লালিত-পালিত হওয়া মুজাহিদ বাহিনী যখন জলাভূমির বিশাল-বিস্তৃত এলাকায় প্রবেশ করল তখন এই জলাভূমিকে তাদের কাছে পৃথিবীর স্বর্গ মনে হল। চার দিকে থরে থরে সাজানো সবুজের নিসর্গ আর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তাদের ক্লান্ত দেহে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। ঘোড়াগুলো পর্যন্ত 'দুলকি চালে' চলতে লাগল।

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী সামনে অগ্রসর হলে একটি নদী দেখতে পেল। নদীটি তেমন একটা গভীর ছিল না। মাঝখানে কমর পানি হবে। নদী পার হওয়া মুজাহিদদের জন্য তেমন কঠিন কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু এই পাহাড়ী নদীটি এতটাই খরস্রোতা যে, কোন শক্তিশালী মুজাহিদের পক্ষেও পাও জমিয়ে রাখা

প্রায় অসম্ভব ছিল। অস্বাভাবিক স্রোতস্বিনী হওয়ার সাথে সাথে নদীর পানি এতটাই হীম-শীতল ছিল যে, শরীরে লাগলে মনে হত, এখনই রক্ত জমে বরফ হয়ে যাবে। পানিতে পা রাখার সাথে সাথে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মুজাহিদদের সামানপত্র গাধার উপর রাখা ছিল। ঘোড়াগাড়ি বা গাধাগাড়ি সাথে আনা হয়নি। কারণ, তারিক বিন যিয়াদকে বলা হয়েছিল, জলাভূমিতে রাস্তা এতটাই সংকির্ণ হবে যে, গাড়ি নিয়ে পথ চলা সেখানে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

চারজন অশ্বারোহী আগে আগে চলছিল। একজন আরেকজনের থেকে এতটা দূরত্ববজায় রেখে নদী পার হচ্ছিল, যাতে অন্যদের আওয়াজ শুনতে পারে। সবার আগে যে ছিল, সে কোন অসুবিধা দেখলে তার পিছনের সিপাহীকে আওয়াজ দিত। আর সে আওয়াজ দিত তার পিছনের জনকে। এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছে যেত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সিপাহী জানতে পারত, সামনে কোন বাঁক থাকলে কীভাবে তা পার হতে হবে।

অনেক কষ্ট স্বীকার করে মুজাহিদ বাহিনী খরস্রোতা এই নদী পার হয়ে বড় জোর দুই মাইল পথ অতিক্রম করে দেখেন, সামনে পূর্বের ন্যায় আরেকটি খরস্রোতা নদী। মুজাহিদগণের কাপড় তখনও ভেজা ছিল। কাপড় থেকে ফুটা ফুটা পানি ঝরে পড়ছিল। নদীর গভীরতা পূর্বের নদীর মতই কমর পর্যন্ত। কিন্তু স্রোত পূর্বের নদীর চেয়েও অনেক বেশি। এই নদীটিও মুজাহিদ বাহিনী হাত ধরাধরি করে পার হয়ে গেলেন। অশ্বারোহীগণ অনেকটা সহজে তাদের অশ্বগুলোকে নদী পার করে নিতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একেকটি গাধাকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে নদী পার করতে গিয়ে কয়েকজন নওজোয়ান মুজাহিদকে রীতিমত গলদঘর্ম হতে হল। তারপরও চার-পাঁচটা খচ্চর নদীর মাঝখানে এসে আর স্থির থাকতে পারল না। পানির তীব্র স্রোতে সেগুলো ভেসে গেল। কোন একজন সালার পেছন থেকে চিৎকার করে বললেন, যেসব খচ্চর ভেসে গেছে, সেগুলোকে উদ্ধারের চেষ্টা করো না, অন্যথায় তোমরাও ভেসে যাবে। জলাভূমির রহস্যময় সৌন্দর্য প্রথম আঘাতেই চারটি জীবন ছিনিয়ে নিল।

***

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী যত সামনে অগ্রসর হচ্ছিল জলাভূমির রহস্যময় সৌন্দর্য ততই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছিল। জলাভূমির স্থানে স্থানে কাঁটাদার বৃক্ষের ঘন ঝোপ-ঝাড় ছিল। কোন কোন স্থানে এসব কাঁটাদার ঝোপ-ঝাড় এতই ঘন ছিল যে, সেগুলো অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এসব ঘন ঝোপ-ঝাড়ের কারণে সূর্যের কিরণ মাটি পর্যন্ত পৌছতে পারত না। মাটি এতটাই

আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে ছিল যে, পদাতিক সৈন্যদের চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। এই কাঁটাদার ঘন ঝুপ-ঝাড় পেরোতে মুজাহিদ বাহিনীর পূর্ণ দুই দিন লেগে গেল। সমতল ভূমিতে এই বাহিনী দুই দিনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু কাঁটাগুল্মের জঙ্গলে দুই দিনে দশ মাইল পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হয়নি। তার উপর দুই দিনের মধ্যবর্তী রাতে মুজাহিদ বাহিনীকে যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে।

জলাভূমির পুরো এলাকায় কেবলমাত্র কাঁটাগুল্মের জঙ্গলই ছিল না, বরং স্থানে স্থানে ছোট-বড় পাহাড়ী টিলা আর বড় বড় পাথরে চাঁইও ছিল। খানাখন্দ আর চড়াই-উতরাইও ছিল ভয়াবহ রকমের। মুজাহিদ বাহিনী একবার উপরে উঠছিল, আরেকবার নিচে নামছিল। পা' পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল পদে পদে। ঘোড়াগুলো তো কোন রকমে পা জমিয়ে চলে যাচ্ছিল; কিন্তু পদাতিক মুজাহিদগণের অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তারা একজন আরেকজনকে ধরে ধরে চড়াই-উতরাই পার হচ্ছিল।

সিপাহসালার তারিক বিন যিয়াদ এমন ভীতিকর ও অপ্রতিকূল অবস্থায় কেবলমাত্র নিজ বাহিনীকেই নয়; বরং গোটা উম্মতে মুহাম্মদীকে এক নতুন পথের দিশা দিচ্ছিলেন। তিনি তার বাহিনীর সাথে নীরবে পথ চলছিলেন না, বরং তিনি বাহিনীর প্রথম ব্যক্তি থেকে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত ঘোড়া দৌড়িয়ে যেতেন এবং চিৎকার করে সকলের মনোবল চাঙ্গা করতেন। তিনি তার বাহিনীর প্রত্যেক নওজোয়ানকে লক্ষ্য করে বলছিলেন :

'এই খরস্রোতা নদী, আর নদীর হীম-শীতল পানি তোমাদেরকে আটকে রাখতে পারবে না।'

'পাহাড়ের বুক চিরে বের হয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা তোমাদের আছে।'

'আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন।'

'হে আল্লাহর সিংহ-শার্দুল! তোমাদের মনযিল অতি নিকটে।'

'তোমরা তো জান্নাতের দিকে পথ চলছ।'

'গোটা আন্দালুসিয়া তোমাদের। আন্দালুসিয়ার ধন-ভাণ্ডার তোমাদের।'

'মুখে আল্লাহ্র নাম আর বুকে হিম্মত নিয়ে এগিয়ে চল।'

তারিক বিন যিয়াদের কথাগুলো এতটাই মর্মস্পর্শী আর আন্তরিক ছিল যে, জীবনবাজি রাখা এই অভিযানে প্রত্যেকজন মুজাহিদের চেহারা ছিল আনন্দে উজ্জ্বল আর ঠোঁটে ছিল মুচকিহাসি। তারিক বিন যিয়াদের উদ্দীপনামূলক কথার উত্তরে সকল মুজাহিদ এক সাথে বলছিল :

'তারিক! আমরা তোমার সাথে আছি।'

মুহুর্মুহু আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী সামনে এগিয়ে চলছিল। তারিক-বাহিনীর এই অভিযানের বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিযান এতটাই ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক ছিল যে, এর আদ্যোপান্ত একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রূপ ধারণ করবে। এমন ভয়াবহ অভিযানে গোটা বাহিনী না হলেও প্রায় অর্ধেক বাহিনীর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে এই লোমহর্ষক অভিযানের দুই-একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

***

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী চলতে চলতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানের মাটি অদ্ভূত রকম ঘাস দ্বারা ঢাকা ছিল। এই এলাকায় কোন গাছ ছিল না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই এলাকার আয়তন দৈর্ঘে-প্রস্থে প্রায় এক মাইল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই এক মাইল এলাকায় শুধুমাত্র ঘাসই ছিল। ঘাসগুলো এক থেকে চার ফিট পর্যন্ত লম্বা ছিল। এলাকাটি বড় বড় গাছ আর উঁচু উঁচু টিলা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার গাছ-গাছালি টিলাগুলোকে ঢেকে রেখেছিল। রাস্তা তো দূরের কথা পায়ে হাঁটার সরু কোন পথও সেই এলাকায় ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী ছয়-সাতটি সারিতে বিন্যস্ত হয়ে পথ চলছিল। প্রত্যেক সারির অগ্রভাগের মুজাহিদগণ সরাসরি সেই উঁচু ঘাসের বনে ঢুকে পড়লেন। অগ্রভাগের সকলেই ছিলেন অশ্বারোহী।

ঘোড়ার পদাঘাতে কর্দমাক্ত মাটি থেকে পানি ছিটকে পড়ছিল। অশ্বারোহী মুজাহিদগণ এই সামান্য পানির পরোয়া না করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের পিছনে পদাতিক বাহিনীও ঘাসের বনে প্রবেশ করে সামনের দিকে চলতে লাগল। হঠাৎ সারির একেবারে প্রথম দিকের অশ্বারোহীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনা গেল। তারা এলোপাথারী ছুটাছুটি শুরু করে দিল। তারা কিছুটা গভীর পানিতে চলে গিয়েছিল। ঘোড়াগুলো অত্যন্ত জোরে জোরে চিৎকার করছিল, আর আরোহীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল, ঘোড়াগুলো মহাবিপদ আক্রান্ত হয়েছে।

পদাতিক মুজাহিদদের মধ্যে যারা ঘাসের বনে কিছু দূর অগ্রসর হয়েছিল, তারা পিছন দিকে ফিরে ভাগতে শুরু করল। তাদের কয়েকজন কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছিল, আর ভয়ঙ্কররূপে চিৎকার করে বলছিল, বাঁচাও! বাঁচাও! আমাদেরকে বাঁচাও!!!'

তাদের সামনে তিন-চারটি ঘোড়া এমনভাবে চিৎকার করছিল যে, মনে হচ্ছিল ঘোড়াগুলো হায়েনার কবলে পড়েছে।

'কুমির! কুমির!!' কেউ একজন চিৎকার করে বলল। 'ঝাঁকে ঝাঁকে কুমির।'

স্যাঁতসেঁতে মাটি আর পানি জমে থাকার কারণে ঘাসগুলো অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছিল। এগুলো ঘাস নয়; বরং ঘাসের মত দেখতে এক ধরনের জলজ-উদ্ভিদ। এগুলো এত ঘন যে, নিচে পানির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। সামনের দিকে পানি কিছুটা গভীর। অশ্বারোহী আর পদাতিক মুজাহিদগণ সামনে অগ্রসর হলে কুমিরগুলো তাদের উপর আক্রমণ করে বসে। কুমির সাধারণত এমনই আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বসবাস করে। কুমিরের সংখ্যা দেড়-দুইশ'র চেয়ে কম ছিল না। কুমিরগুলো একাযোগ আক্রমণ করে কয়েকটি ঘোড়া ও কয়েকজন পদাতিক মুজাহিদকে টেনে-হেঁচড়ে গভীর পানিতে ধরে নিয়ে যায়। অন্যরা পড়িমড়ি করে কোন রকমে জান নিয়ে পালিয়ে এলো। অগত্যা মুজাহিদ বাহিনী রাস্তা পরিবর্তন করে পাহাড়ী পথ ধরে সামনে অগ্রসর হল।

***

নির্দিষ্ট দূরত্ব পার হয়ে মুজাহীদ বাহিনী নিয়মিত যাত্রা বিরতি দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের মানসিক অবস্থা পূর্বের মতই চাঙ্গা ছিল। কিন্তু তাদের দৈহিক অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়। তারিক বিন যিয়াদের উৎসাহ উদ্দীপক কথা আর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার বদৌলতে গোটা বাহিনী দীপ্ত কদমে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। মুজাহিদ বাহিনী যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, পথের দুর্গমতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

এক দিনের কথা। মুজাহিদ বাহিনী সামনে অগ্রসর হচ্ছিল এমন সময় সম্মুখ দিক থেকে চারটি ঘোড়া এগিয়ে এলো। দুটি ঘোড়ার উপর দু'জন সওয়ারী ছিল। তৃতীয় ঘোড়ার উপর একজন মুজাহিদকে এমনভাবে রাখা ছিল যে, তার মাথা এক দিকে, আর পাও আরেক দিকে ঝুলছিল। তার কাপড় ছিল রক্তে রঞ্জিত। চতুর্থ ঘোড়ার উপর একটি সিংহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সিংহটির দেহে তিনটি তীর বিদ্ধ হয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল যে, এই চারজন মুজাহিদ তাদের বাহিনীর চেয়ে অনেক আগে আগে পথ চলছিল। চারজনের মধ্যে সকলের পিছনে যে ছিল, তার উপর সিংহ আক্রমণ করে বসে। ঘোড়া ভয় পেয়ে গতি বাড়িয়ে দেয়। সিংহও ঘোড়াকে লক্ষ্য করে দৌড়াতে থাকে। ঘোড়া এত তীব্র গতিতে ছুটে চলছিল যে, ঘোড়ার আরোহী ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। অন্য তিনজন সিংহকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে মারে। সিংহ মরতে মরতে আরেকজনের উপর আক্রমণ করে তাকে ক্ষত-বিক্ষত

করে দেয়। যে দুইজন সিংহের আক্রমণ থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তারা শহীদ মুজাহিদের জানাযা আদায় করে সেখানেই তাকে দাফন করে দেয়। তারপর আহত মুজাহিদকে ঘোড়ায় উঠিয়ে মূল বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হয়।

এ জঙ্গলে এটাই ছিল মানুষের প্রথম পদচারণা। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের জন্য এটা ছিল একটি অভয়ারণ্য। হঠাৎ মানুষের বিশাল এক বাহিনী জঙ্গলে প্রবেশ করার কারণে জন্তুগুলো ভয়ে এদিক-সেদিক চলে যাচ্ছিল। তারপরও কয়েকটি ঘোড়া ও খচ্চর হিংস্র জন্তুর আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে গোটা বাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কেউ যেন একা একা কোথাও না যায়।

জলাভূমির এই অভিযানে তারিক-বাহিনীর দেড় মাসের মতো সময় লেগে গেল। কিন্তু এখনও জলাভূমি শেষ হওয়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। অভিযানের এই পর্যায়ে ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, তা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ও এ্যাডভ্যাঞ্চারপূর্ণ।

এ পর্যন্ত পৌঁছে মুজাহিদ বাহিনী অত্যন্ত সরু ও অত্যধিক উঁচু একটি রাস্তার সম্মুখীন হন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে শুরু হয় মুজাহিদ বাহিনীর আরও ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক এক অভিযান।

সামনে অগ্রসর হওয়ার একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। পথটি ছিল অত্যন্ত সরু ও অত্যধিক উঁচু। একটি পাহাড়কে কেন্দ্র করে পথটি উপরের দিকে উঠে গেছে। পথটি যতই উপরের দিকে উঠেছে, ততই অপ্রশস্ত ও সরু হয়ে গেছে। পথের শেষ দিকে একজন মানুষ বা একটি ঘোড়ার পক্ষে সামনে অগ্রসর হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। উপায়ন্তর না দেখে মুজাহিদ বাহিনী সেই পথ ধরে সামনে অগ্রসর হতে শুরু করে।

কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর দুই-তিনটি খচ্চর পা পিছলে চোখের পলকে পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে যায়। খচ্চরগুলোকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী সামনের দিকে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানে পাহাড়গুলো এক সাথে মিশে সুউচ্চ এক দেয়ালের রূপ ধারণ করেছে। পিছনের মতো সরু কোন রাস্তার চিহ্নও চার দিকে দেখা যাচ্ছিল না।

মুজাহিদ বাহিনীর গন্তব্য ছিল এই পাহাড়ের শীর্ষচূড়া। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে পাহাড়ের এই দেয়াল বেয়ে উপরে উঠা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এই রাস্তা অবলম্বন করার আগে পূর্ণ একদিন যাত্রা বিরতি দিয়ে রাস্তা খোঁজার জন্য

চার দিকে লোকজন পাঠানো হল। কিন্তু চার দিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গভীর খাদ, আর পাহাড়ী নদী ছাড়া কোন কিছুই দেখা গেল না। অগত্যা এই পাহাড়ী দেয়ালের খাঁজ বেয়ে উপরে উঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মুজাহিদগণ দম বন্ধ করে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পাও রেখে অগ্রসর হলেন। সামান্য পা পিছলে গেলেই শত শত ফুট গভীর খাদে পতন সুনিশ্চিত। ঘোষণা করে দেওয়া হল, কেউ যেন ডানে-বামে না তাকায়।

রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। আর উচ্চতা এত বেশি যে, নিচের দিকে তাকালে ভয়ে কলিজা শুকিয়ে যেত, মাথা ভন ভন করে ঘুরে উঠত। গোটা বাহিনী সন্তর্পণে পাথরের খাঁজ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। হঠাৎ দু'টি ঘোড়ার পা পাথর থেকে সামান্য সরে গেলে ঘোড়া দুটি ভয় পেয়ে কেঁপে উঠল। পর মুহূর্তেই পাহাড়ের খাদ বেয়ে গড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে আরোহীসহ দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল। তার পর আরও দুই-তিনজন মুজাহিদের পরিণতিও এমনই হল। তাদের চিৎকার আর আর্তনাদের আওয়াজ ধীরে ধীরে বহু দূরে মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই ভয়াবহ এই পাহাড়ী পথে ভুতুড়ে নীরবতা নেমে এলো।

প্রায় সকল ঐতিহাসিকই ভয়ঙ্কর এই রাস্তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই লেখেছেন, একমাত্র তারিক বিন যিয়াদের পক্ষেই সম্ভব, এমন ভয়াবহ ও বিপদজ্জনক পথে সেনাবাহিনী পরিচালনা করা। তিনি যদি তার বাহিনীকে এই বিপদজ্জনক পথ অতিক্রম করার নিয়ম-কানুন না বলে দিতেন তাহলে তার বাহিনীর অধিকাংশ সিপাহী আর ঘোড়া আত্মঘাতী হয়ে যেত।

অত্যন্ত সরু আর অস্বাভাবিক উঁচু এই রাস্তা মাত্র দুই দিনে অতিক্রম করা সম্ভব হল। রাতের বেলাও অভিযান অব্যাহত ছিল। এমন স্থানে যাত্রা বিরতি করা আত্মহত্যা করার শামিল। সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করলেও ক্লান্তি কারণে ঝিমুনি এসে পড়ত। আর এই ঝিমুনি গোটা বাহিনীকে পাহাড়ের গভীর খাদের দিকে ঠেলে দিত। মুজাহিদগণ পাহাড়ের খাদ বেয়ে গড়িয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হতেন। তাই যাত্রা বিরতি না করে রাতের বেলাও অভিযান অব্যাহত রাখা হল। রাতে পথ চলার জন্য মশাল জ্বালানো হত।

মুজাহিদ বাহিনীর চলার গতি একেবারেই কমে গিয়েছিল। পরদিনও একই গতিতে মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে চলল। মুজাহিদ বাহিনী যতই অগ্রসর হচ্ছিল, রাস্তা ততই উঁচু আর সংকীর্ণ হচ্ছিল। মুজাহিদগণের কাছে মনে হচ্ছিল, তারা স্বপ্নে পথ চলছে। তাদের দু'চোখ জোড়ে ছিল ঘুমের আধিক্য, আর সারা শরীর জোড়ে ছিল সফরের ক্লান্তি। তার উপর অজানা বিপদের আশঙ্কা তাদের মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল, দু'দিন যাবত মুজাহিদগণ ক্ষুধার্ত

ছিলেন। খাওয়ার মতো কোন কিছুই তারা পাননি। গত দুই দিনে ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকেও কোন কিছু খাওয়ানো হয়নি। জীব-জন্তুগুলো বেকাবু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। আরোহীদের কৃতিত্ব স্বীকার করতে হয় যে, তারা জন্তুগুলোকে আয়ত্বে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে রাস্তা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এই রাস্তা এক পাহাড়ের সাথে মিশে গেছে। সেখান থেকে বাঁক নিয়ে সামান্য অগ্রসর হয়ে রাস্তা এক প্রশস্ত উপত্যকার সাথে একাকার হয়ে গেছে। উপত্যকা এতটাই প্রশস্ত ছিল যে, গোটা মুজাহিদ বাহিনী সহজেই সেখানে অবস্থান করতে পারত।

তারিক বিন যিয়াদ তার বাহিনীকে এই উপত্যকায় যাত্রা বিরতি করার নির্দেশ দিলেন। উপত্যকাটি ছিল সবুজ-শ্যামল। ঘোড়া ও খচ্চরগুলোকে লাগামমুক্ত করে দেওয়া হল। মুজাহিদগণের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা প্রশস্ত জায়গা পেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। যে যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

***

তারিক বিন যিয়াদের নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী দুই দিন এই উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করল। দুই দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর মুজাহিদ বাহিনী নতুন উদ্যমে সামনে চলতে শুরু করল। মুজাহিদ বাহিনী যেসব এলাকা অতিক্রম করছিল, সেগুলো সমতল ছিল না ঠিক; কিন্তু পূর্বের এলাকাগুলোর মত তেমন দুর্গমও ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী অনেকটা নির্ভয়ে পথ চলছিল।

সামনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ছোট ছোট কয়েকটি দল আগে আগে পথ চলছিল। তাদের দু-একটি দল পিছিয়ে এসে তারিক বিন যিয়াদকে সংবাদ দিল, আর মাত্র এক দিনের পথ অতিক্রম করলেই আমরা একটি শহরে পৌছতে পারব। শহরের নাম মায়েদা।

সংবাদ পেয়ে তারিক বিন যিয়াদ গোটা বাহিনীকে সেখানেই অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন, যাতে পূর্ণ একদিন বিশ্রাম নিয়ে নতুন উদ্যমে মুজাহিদ বাহিনী শহরে প্রবেশ করতে পারে।

যে রাস্তা অবলম্বন করে তারিক বিন যিয়াদ এই লোমহর্ষক অভিযান পরিচালনা করছিলেন ইতিহাসে সেই রাস্তাটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয়েছিল যে, পরবর্তীতে 'তারিক সরণি' নামে পরিচিত লাভ করে। আজ শত শত বছর পরও মানুষ সেই রাস্তাটিকে 'তারিক সরণি' নামেই চিনে।

মাত্র একদিনের দূরত্বে তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী বিশ্রাম করছিল। মায়েদার অধিবাসীরা মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে পূর্বেই জানতে পেরেছিল। এত দ্রুত আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তাদের ছিল না। তার পরও তারা প্রস্তুত হয়েই ছিল। দুর্গের ফটক বন্ধ করে মায়েদার সিপাহীরা দুর্গ প্রাচীরের উপর ওঁতপেতে রইল। মুসলিম বাহিনী ফটক বন্ধ দেখে দুর্গ অবরোধ করল।

আন্দালুসিয়ার বড় বড় শহরের মধ্যে মায়েদাও একটি। ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মায়েদার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

শহর রক্ষা প্রাচীরের উপর সিপাহীরা তীর-ধনুক আর বর্শা-বল্লম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিচ্ছিল। তাদের হম্বিতম্বি দেখে মনে হচ্ছিল, তারা মায়েদার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তারিক বিন যিয়াদ ঘোড়ায় চড়ে শহরের চতুর্দিকে চক্কর লাগালেন। দুর্গের দেয়াল তাঁর কাছে খুবই মজবুত মনে হল। জনসাধারণ আর সিপাহীদের মনোভাব দেখে মনে হল, তাদের মনোবল শহর রক্ষা-প্রাচীরের মতই মজবুত।

তারিক বিন যিয়াদ স্থানীয় ভাষায় ঘোষণা করালেন, 'তোমাদের জন্য উত্তম হল, দুর্গের ফটক খুলে দেওয়া। তোমরা যদি ফটক খুলে দাও তাহলে আমরা তোমাদেরকে দোস্ত মনে করব। তোমাদের থেকে কোন রকম টেক্স বা জরিমানা নেওয়া হবে না। আর যদি শক্তি প্রয়োগ করে আমাদেরকে ফটক খুলতে হয় তাহলে তোমাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে, যেমন দুশমন দুশমনের সাথে করে থাকে।

তারিক বিন যিয়াদের ঘোষণার জবাবে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হল। সেই সাথে হুঙ্কার ভেসে এলো—'হিম্মত থাকলে নিজেরাই ফটক খুলে নাও।'

অগত্যা তারিক বিন যিয়াদ ফটকের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। সারাদিন সমান তালে ফটকের উপর হামলা করা হল, কিন্তু দিন শেষে আশানুরূপ কোন ফলাফল দৃষ্টিগোচর হল না।

***

পরদিন সকালে গত দিনের মত হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় দুর্গের প্রধান ফটক খুলে গেল। চারজন অশ্বারোহী দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো। একজন অশ্বারোহীর হাতে আছে সফেদ ঝাণ্ডা। অশ্বারোহী দলটি মুসলিম বাহিনীর কাছে এসে বলল, 'তোমাদের সিপাহসালার কোথায়? আমরা সন্ধির জন্য কথা বলতে এসেছি।'

তাদেরকে তারিক বিন যিয়াদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হল। সন্ধির জন্য দুর্গরক্ষক স্বয়ং এসেছিল।

'সিপাহ্সালার!' দুর্গরক্ষক বলল। 'এটা কি সত্য কথা যে, আপনি আপনার বাহিনীকে নিয়ে জলাভূমি অতিক্রম করে এখানে এসেছেন?'

'কেন?' তারিক বিন যিয়াদ মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি এ কথা শুনে অবাক হচ্ছ যে, আমি জলাভূমি অতিক্রম করে এসেছি?'

'হ্যাঁ...।' দুর্গরক্ষক বলল। 'শুধু আমি নই, যেই এ কথা শুনবে, সেই অবাক হবে। এই জলাভূমি একমাত্র সেই অতিক্রম করতে পারে, যে জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা কারও প্রেতাত্মা। কোন মানুষের পক্ষে সুস্থ অবস্থায় জীবন নিয়ে এই জলাভূমি অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কয়েক মাসের পথের দূরত্ব অতিক্রম করতে আমরা রাজি আছি, কিন্তু এই জলাভূমি অতিক্রম করতে রাজি নই।'

'চোখ খুলে দেখে নাও বন্ধু!' তারিক বিন যিয়াদ দৃপ্তকণ্ঠে বললেন। 'আমি ও আমার বাহিনী সুস্থ ও জীবিত তোমার সামনে উপস্থিত। ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি তার বাহিনীকে জিন ও প্রেতাত্মাদের জলাভূমি থেকে জীবিত বের করে আনতে পেরেছে, তার জন্য এ শহরের ফটক খোলা তেমন কঠিন কোন কাজ নয়। মানুষের রক্তপাত যদি তোমার কাছে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হয় তাহলে আমি তোমার সেই আকাঙ্ক্ষাকেও পূর্ণ করব। তবে মনে রেখ, তারপরও তুমি জীবন নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। তার উপর এ শহরের প্রত্যেক সিপাহী ও প্রত্যেক নাগরিককে অনেক বেশি পণ ও জরিমানা দিতে হবে।'

'আমি রক্তপাত পছন্দ করি না।' দুর্গরক্ষক বলল। 'আমি এ কথা স্বীকার করছি, যে ব্যক্তি জলাভূমি অতিক্রম করে আসতে পারে, তার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাব আগে শুনি।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন।

'আমরা প্রত্যেক নাগরিকের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর জামানাত চাই।' দুর্গরক্ষক বলল। 'আমরা চাই, কোন নাগরিকের ঘর যেন লুণ্ঠন করা না হয়।'

'এটা তোমাদের শর্ত নয়।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এটা সেই মহান ধর্মের শর্ত যে ধর্ম আমরা সাথে করে নিয়ে এসেছি। আমরা এখানে লুটতরাজ করতে এবং অসহায় মানুষের ইজ্জত লুণ্ঠন করতে আসিনি। আমরা মানুষের সে সম্মান ফিরিয়ে দিতে এসেছি, যে সম্মান আল্লাহ মানুষকে প্রদান করেছেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে শহরে গিয়ে শহরের ফটক খুলে দিতে পার।'

কোন রকম রক্তপাত ছাড়াই তারিক বিন যিয়াদ মায়েদা দখল করে নেন। মায়েদার প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করার জন্য লোক নিয়োগ করে তারিক বিন যিয়াদ গ্ল্যাশিয়া অভিমুখে রওনা হন। গ্ল্যাশিয়া মায়েদার চেয়ে ছোট্ট একটি

শহর। মামুলি বাধা অতিক্রম করে তারিক বিন যিয়াদ এই শহরটিও দখল করে নেন। গ্ল্যাশিয়ার মত তালবিরা নামক অন্য একটি শহরও অতি সহজে মুসলিম বাহিনীর হাতে বিজিত হয়।

এটা ৭১৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। তালবিরা জয় করার পর তারিক বিন যিয়াদ তার বাহিনীকে দীর্ঘ বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করেন।

মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনুল কওতিয়া লেখেন, তারিক বিন যিয়াদ লৌহকঠিন মনোভাবের অধিকারী এবং বাস্তবধর্মী একজন সিপাহসালার ছিলেন। কিন্তু মাঝে মধ্যে তার উপর শিশুসুলভ চপলতা ও সরলতা ভয় করত। তিনি তখন ছোট ছোট বাচ্চাদের মত আচরণ করতেন। একদিনের ঘটনা। তিনি তার জেনারেলদেরকে ডেকে হাসতে হাসতে বললেন, যেসব গনিমতের মাল আমরা অর্জন করেছি, সেগুলো আমার সামনে উপস্থিত কর। নির্দেশ অনুযায়ী গনিমতের মূল্যবান বস্তুসামগ্রী কয়েকটি খচ্চরের উপর বোঝাই করে নিয়ে আসা হল। গনিমতের এসব সামগ্রী অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এগুলোর মধ্যে একটি টেবিল ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। বলা হয়, এটি ছিল হযরত সুলায়মান আলাইহিস্‌সালামের টেবিল।

'এটি আমি আমিরুল মুমিনীন ওলিদ বিন আবদুল মালেকের খেদমতে পেশ করব।' তারিক বিন যিয়াদ ছোট বাচ্চাদের মত আনন্দের সাথে বলে উঠলেন।

'আমিরুল মুমিনীনের জন্য সবচেয়ে উত্তম উপহার তো আন্দালুসিয়াই।' একজন সালার বললেন।

'আন্দালুসিয়াকে তো আমি আল্লাহ তাআলার খেদমতে পেশ করে দিয়েছি।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। এই রাজ্য আল্লাহর রাসূলের জন্য। কে জানে, কখন দুশমনের কোন তীর আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট পৌঁছে দেয়। তাই আমি আগেই আমর উপহার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

স্বর্ণ-রূপার তৈরী এসকল বস্তুসামগ্রী আর হিরা-মতি-পান্নার মত মহামূল্যবান পাথর হল, দুনিয়াদারদের জন্য। জীবিত লোকদের জন্য।

পরক্ষণেই তারিক বিন যিয়াদ আবেগ থেকে বের হয়ে শিশুদের মত প্রতিটি বস্তুকে পৃথক পৃথক করে রাখতে শুরু করলেন। তিনি প্রতিটি বস্তু পৃথক পৃথক করে রাখছিলেন, আর বলছিলেন, 'এটা মুসা বিন নুসাইরের জন্য। এটা আমি আমীরুল মুমিনীনকে দেব... ।'

তারিক বিন যিয়াদের জানাই ছিল না যে, আন্দালুসিয়ার যেসকল এলাকা তিনি জয় করে এসেছিলেন, সেগুলোতে কী ভয়াবহ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় প্রায় সকল শহরেই বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল। অপর দিকে

তারিক বিন যিয়াদ তার বাহিনীকে ভয়ঙ্কর এক জলাভূমিতে প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন করে দিয়ে ছিলেন। আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে উভয় বিপদই কেটে গিয়েছিল।

***

তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী যখন তালবিরায় বিশ্রাম করছিল সেই সময় আবদুল আযীয মুসা বিন নুসাইরের নিকট মেরিডার রিপোর্ট পেশ করছিলেন। তিনি কীভাবে বিদ্রোহ দমন করেছেন এবং কতজন বিদ্রোহী নেতাকে হত্যা করেছেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন। এ সময় তার স্ত্রী এজেলুনা তার সাথেই ছিল।

'বিদ্রোহ দমনের সব কৃতিত্ব এজেলুনার।' আবদুল আযীয মুসা বিন নুসাইরকে বললেন, এজেলুনা কীভাবে বিদ্রোহ নেতাদেরকে এক স্থানে একত্রি করেছিল। 'যদি এজেলুনা আমাদেরকে সহযোগিতা না করত তাহলে তখনই আমরা বিদ্রোহীদের সম্পর্কে জানতে পারতাম যখন বিদ্রোহীরা বড় শহরগুলোর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। আর তখন বিদ্রোহ দমন করা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

'আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, আমি কেন আমার ধর্ম ত্যাগ করেনি?' এজেলুনা বলল। 'আমি যদি মুসলমান হয়ে যেতাম তাহলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। আমি একজন খ্রিস্টান এবং রডারিকের বিধবা স্ত্রী হওয়ার কারণে তারা সকলেই আমার জালে ধরা দিয়েছিল। আমি আবারও বলছি, আমাকে আমার ধর্ম ত্যাগ করতে বলবেন না। সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইহুদিদেরকে মোটেই বিশ্বাস করা যাবে না। তারা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তারিক বিন যিয়াদকে যতই সহযোগিতা করুক না কেন, মূলত তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই এই সহযোগিতা করছে। তারা বাদশাহ রডারিকের সিংহাসন উল্টে দিতে চেয়েছিল। কারণ, শাহ রডারিক ইহুদিদেরকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায় এবং শয়তানের গোষ্ঠী মনে করত। তার রডারিককে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। এখন তারা চেষ্টা করছে, যেন আপনাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পারে।

এজেলুনা অতিঅল্প সময়ের মধ্যে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, সে জন্য আমীর মুসা বিন নুসাইরের পক্ষ থেকে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর এই রূপসী নারীর প্রতি এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি এদিকে খেয়ালই করেননি, এই নারী তার পুত্রবধূ হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে এতটা অনাগ্রহী কেন? অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কোন আগ্রহ তার মাঝে নেই কেন?

'তারিক বিন যিয়াদকেও সতর্ক করে দেওয়া উচিত।' আবদুল আযীয মুসা বিন নুসাইরকে বললেন। 'সে এখনও ইহুদিদেরকে তার বন্ধু এবং সমর্থক মনে করছে। সে এখন একা, ইহুদিদের ধোঁকায় পড়ে যেতে পারে।'

'তারিক বিন যিয়াদকে আমি আর কী সতর্ক করব?' মুসা বিন নুসাইর রাগতস্বরে বললেন। 'ও একটা অবাধ্য, নাফরমান। ধোঁকার শিকার হয়ে যখন সব কিছু হারাবে তখন বুঝতে পারবে। আমি তার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলাম, সে যেখানে আছে সেখানেই যেন অবস্থান করে। কিন্তু সে আমার হুকুমের কোন পরোয়া করেনি। গতরাতে আমি সংবাদ পেয়েছি, সে টলেডু থেকে বের হয়ে এমন এক পাহাড়ী এলাকার দিকে অগ্রসর হয়ে পড়েছে, যা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপদজ্জনক।

'টলেডু থেকে কেউ কি এসেছে? আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি কাসেদ পাঠিয়েছিলাম।' মুসা বিন নুসাইর মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বললেন। 'আমি তার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলাম, সে যেন টলেডুতে অবস্থান করে আমার আগমনের অপেক্ষা করে। আমি যে কোন সময় টলেডু এসে উপস্থিত হব। গতরাতে কাসেদ ফিরে এসেছে। সে বলেছে, আরও তিন দিন আগেই তারিক বিন যিয়াদ টলেডু থেকে বের হয়ে গেছে। টলেডু পৌঁছে কাসেদ জানতে পেরেছে, তারিক বিন যিয়াদ যে রাস্তা অবলম্বন করেছে, তা অত্যন্ত ভয়াবহ আর বিপদজ্জনক। জুলিয়ান আর আউপাস তারিক বিন যিয়াদকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সে কারও কোন কথাই শুনেনি। এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার কাছে পয়গাম পাঠাব, সে যেন টলেডু এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে।'

'আপনি কোথায় পয়গাম পাঠাবেন।' আবদুল আযীয বললেন। 'কাসেদ তারিক বিন যিয়াদকে কোথায় পাবে?'

'তারিক বিন যিয়াদ যে জলাভূমির দিকে রওনা হয়েছে, তা পার হয়ে এলে মায়েদা নামে একটি শহর পড়ে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন।

'গ্ল্যাশিয়া ও তালবিরা নামক শহর দুটিও সে পথেই পড়ে।' এজেলুনা মুসা বিন নুসাইরের কথার মাঝে বলে উঠল। 'সেই ভয়ঙ্কর পাহাড়ী জলাভূমির পর এ রকম তিন-চারটি বড় শহর আছে। শাহ রডারিকের সাথে আমি তিন-চারবার সেসব এলাকা সফর করেছি। সেখানে আমরা সিংহ শিকার করেছি। একবার সেখান থেকে আমরা একটি কুমির ধরে এনছিলাম। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক জলাভূমি এটি। নিরাপদ রাস্তা এই জলাভূমির বাহির দিয়ে গেছে।'

'কাসেদ নিরাপদ রাস্তা দিয়ে যাবে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তারিক বিন যিয়াদের একবার আমার সামনে আসা দরকার। আমি তার লাগাম টেনে ধরতে চাই।'

'সম্মানিত পিতা!' আবদুল আযীয মুসা বিন নুসাইরকে ক্রোধান্বিত দেখে বললেন। 'তারিক বিন যিয়াদকে তিরস্কার করার সময় এ কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, সে আন্দালুসিয়ার সর্বপ্রথম বিজেতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এটা সুনিশ্চিত যে, আন্দালসিয়ার প্রথম আমীর তারিক বিন যিয়াদই হবে।'

'আমি তারিক বিন যিয়াদকেই আন্দালুসিয়ার সর্বপ্রথম বিজেতা মনে করি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'কিন্তু তার মত একজন অবাধ্য ও একরোখা লোককে এই রাজ্যের আমীর নিযুক্ত করতে পারি না। সে এই রাজ্য জয় করেছে ঠিক; কিন্তু বিজয়ের পর পরই তার বিজীত সকল এলাকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে।'

'সম্মানিত পিতা! আপনি এমন ধারণা পোষণ করছেন না তো যে, তারিক বিন যিয়াদ আপনার গোলম ছিল।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার এমন ধারণাই তারিক বিন যিয়াদের প্রতি আপনার মনকে বিষিয়ে তুলছে।'

'না প্রিয় পুত্র আমার।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আজাদকৃত গোলামকে তুচ্ছ মনে করা ইসলামী বিধানের পরিপন্থী। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়সাল্লামের কোন নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস করতে পারি না। আমি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি.-এর ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমি হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফতের যুগ দেখেছি। স্বপ্নের মত সে যুগের কথা আমার মনে আছে। সে সময় আমি খুব ছোট ছিলাম। আমি এই মহান খলীফার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চাই। তুমি নিশ্চয় শুনেছ যে, হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাযি.-কে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযি. সিপাহসালারের পদ থেকে অপসারণ করেছিলেন। তুমি কি জান, খালেদ বিন ওলিদ কত বড় সিপাহসালার ছিলেন?'

'জানি, সম্মানিত পিতা!' আবদুল আযীয বললেন। 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ বিন ওলিদ রাযি.-কে আল্লাহর তরবারী উপাধি দিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরপরই ধর্ম ত্যাগের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে সেটা ছিল সুসংগঠিত বিশাল এক ফেতনা। দূরদূরান্ত পর্যন্ত সেই ফেতনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। খালেদ বিন ওলিদ রাযি. ইসলাম-দ্রোহী এই ফেতনার মূলোৎপাটন করেছিলেন।'

'শুধু তাই নয়, বৎস!' মুসা বললেন। 'রোম ও পারস্যের পরাশক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ইসলামী সালতানাতের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন তিনি। মামুলি একটি হুকুম অমান্য করার কারণে হযরত ওমর রাযি. তাঁকে সিপাহসালারের পদ থেকে অপসারিত করেন। ইসলাম ধর্ম

খলীফা, আমীর, ইমাম ও যিম্মাদারের আদেশ অমান্য করাকে বরদাশত করে না, যদি সেই আদেশ আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরোধী না হয়।'

'আপনি তারিক বিন যিয়াদকে শক্তি দিতে পারেন।' আবদুল আযীয বললেন। 'কিন্তু তাকে তার এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না যে, সেই আন্দালুসিয়ার প্রথম আমীর হওয়ার যোগ্য।'

'প্রিয়, মহামান্য আমীরের সাথে তর্ক করা আপনার জন্য সমীচীন নয়।' এজেলুনা হঠাৎ আবদুল আযীয়কে লক্ষ্য করে বলে উঠল। সে এতক্ষণ পিতা-পুত্রের কথাবার্তা শুনছিল।

'আপনার পিতা হলেন সর্বাধিনায়ক। কাকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করা হবে, সে দায়িত্ব তাঁর। তিনি আপনার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তিনি যাকে যোগ্য মনে করবেন, তাকেই আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করবেন। তারিক বিন যিয়াদ আন্দালুসিয়ার বিজয়ী হতে পারেন। হতে পারেন, অনেক বড় একজন সিপাহসালার। বাস্তবেও তিনি অনেক বড় মাপের একজন সিপাহসালার। রডারিককে পরাজিত করা মামুলি কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু কোন রাজ্যের আমীর হওয়ার জন্য যেসকল গুণাবলী আর যোগ্যতার প্রয়োজন, সেগুলো তারিক বিন রিয়াদের মাঝে নেই। সেগুলো একমাত্র আপনার মাঝেই বিদ্যমান আছে।'

'আমার মাঝে!?' আবদুল আযীয আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, প্রিয়তম!' এজেলুনা বলল। 'আপনার মাঝেই আন্দালুসিয়ার আমীর হওয়ার যোগ্যতা আছে। আপনি এক মহান পিতার সন্তান। এমন মহানুভব পিতার তো খলীফা হওয়া উচিত। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব অনুযায়ী আপনাকে প্রতিপালিত করেছেন। আমি স্বীকার করছি, ইসলাম সমতা বিধানের নির্দেশ দেয়। ইসলামে গোলাম আর মনিবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি গোলামির শৃঙ্খল পায়ে জড়িয়ে বড় হয়েছে, তাকে যদি আপনি মুক্তও করে দেন এবং তাকে মাথার উপর বসিয়ে দেন, তাহলে সে হয়তো আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবে, কিন্তু কোন দিন মনিব হতে পারবে না। মনিব হওয়ার সকল গুণাবলী থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত থাকবে।'

এজেলুনা সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছিল। আর মুসা বিন নুসাইর তন্ময় হয়ে তার কথা শুনছিলেন। এজেলুনা এমনিতেই অত্যন্ত রূপসী ছিল। তার উপর তার কথা বলার ভঙ্গি এতটাই হৃদয়গ্রাহী আর আকর্ষণীয় ছিল যে, মনে হত—তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি শব্দ শ্রোতার হৃদয়ে সুরের ঝঙ্কার তুলছে।

মুসা বিন নুসাইর বয়োঃবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গভীর দৃষ্টিতে এজেলুনার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি এই সুশ্রী চেহারার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছিলেন।

আবদুল আযীয নওজোয়ান ছিলেন। এজেলুনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি এই পূর্ণযৌবনা নারীর হাতে মনঃপ্রাণ সপে দিয়েছিলাম। তার উপর বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস করে এজেলুনা আবদুল আযীযের অন্তরে এক ধরনের শ্রদ্ধার আসন গড়ে নিয়েছিল। আর এ জন্যই এজেলুনার আন্তরিকতা মিশ্রিত ও জোরালো বক্তব্যের সামনে আবদুল আযীয কোন কথা খুঁজে পেলেন না।

রাত গভীর হয়ে এসেছিল। মুসা বিন নুসাইর তার শয়নগৃহে চলে গেলেন। আবদুল আযীয এজেলুনাকে নিয়ে তাদের শয়নগৃহের দিকে রওনা হলেন। এজেলুনার কথার কোন উত্তর দিতে না পেরে আব্দুল আযীয মনে মনে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। কামরায় প্রবেশ করেই আবদুল আযীয এজেলুনাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বললেন,

'প্রিয়তমা, আমি তারিক বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে কোন কথাই বরদাশত করতে পারি না। তুমি তাকে এখনও গোলাম মনে কর? তুমি আমাকে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে কর? আমি লক্ষ্য করছি, আরব আর বার্বারদের দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায় কোন দিকে চলছে। আরবরা নিজেদেরকে বার্বারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক সম্মানের অধিকারী মনে করে। বাস্তবতা হল, যে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, তার অন্তর থেকে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর হয়ে গেছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সেই, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।'

এজেলুনা শুধু রূপসীই ছিল না, বরং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছলনাময়ী নারীরাও তার কাছে খেলার পাত্রী ছিল। তার মুখের কথায় জাদুর প্রভাব ছিল। সে ভাল করেই জানত, কোন সময় কোন ধরনের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। এজেলুনা দেখতে পেল, আবদুল আযীয তারিক বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। তাই সে তার চাল পাল্টে দিল। প্রকৃত অর্থে এজেলুনা মন থেকেই চাচ্ছিল যে, আন্দালুসিয়ার প্রথম আমীর হবে তার স্বামী আবদুল আযীয। আবদুল আযীয নিজেও বিয়ের সময় এজেলুনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে কোন সাধারণ ঘরণী হবে না, রাজরানী হবে।

'আমি অন্তর থেকে তারিক বিন যিয়াদের বিরোধী নই, প্রিয়!' এজেলুনা আবদুল আযীযকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল। 'আমি তাকে ততটাই সম্মান করি, যতটা তুমি কর। তোমার সামনে তার কোন প্রশংসা করতে আমি ভয় করি। হয়তো তুমি সন্দেহ করবে, তোমার চেয়েও তারিক বিন যিয়াদ আমার কাছে বেশি প্রিয়। আমি তারিক বিন যিয়াদকে নীচু শ্রেণীর মানুষ মনে করি না।'

আবদুল আযীয এজেলুনার রেশমের মত শরীরের উত্তাপ অনুভব করছিল। দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা এজেলুনার মসৃণ চুলকে উড়িয়ে নিয়ে বারবার আবদুল আযীযের চেহারা ঢেকে দিচ্ছিল। এজেলুনার চুলের সুগন্ধি আবদুল আযীযকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিল। এজেলুনার নেশা ছড়ানো ক্ষীণ আওয়াজ, আর তার প্রায় উলঙ্গ শরীরের একেকটি অঙ্গভঙ্গি আবদুল আযীযকে উন্মাদ করে দিচ্ছিল।

এজেলুনার এমন শারীরিক উত্তাপের কাছেই রডারিকের মত লৌহপ্রাণ মানুষও মোমের মত গলে যেত। সামান্য সময়ের ব্যবধানেই আবদুল আযীয একেবারে বশীভূত হয়ে গেলেন।

'মনে রেখ', এজেলুনা কথার জাদু ছড়িয়ে অবশেষে বলল। 'তোমার পিতাজি যদি তোমাকে আন্দালুসিয়ার আমীর বানাতে চান তাহলে আবার বলে বসো না যে, এটা তারিক বিন যিয়াদের হক। আমি তোমাকে আন্দালুসিয়ার সিংহাসনের উপর বসা দেখতে চাই।'

'তুমি যা বলবে, তাই হবে, এজেলুনা!' আবদুল আযীয নেশাগ্রস্তের মত জড়ানো আওয়াজে বললেন।

***

এক দিন এজেলুনা তার ঘরে আবদুল আযীযের কাছে বসেছিল। এ ঘরটি দেখতে মহলের মত। খ্রিস্টান গভর্নর ইতিপূর্বে এখানেই থাকত। এ সময় একজন খাদেমা ঘরে প্রবেশ করে এজেলুনাকে সংবাদ দিল, তার একজন পুরনো খাদেমা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

'সে তার নাম কি বলেছে?' এজেলুনা জানতে চাইল। 'সে বলেছে, যদি আমার নাম বলি তাহলে রানী আমাকে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেবেন না।' সে আরও বলেছে, 'রানী যদি সাক্ষাৎ করার অনুমতি না দেন তাহলে ক্ষতি তারই হবে।'

'তাকে পাঠিয়ে দাও।' এজেলুনা বলল।

খাদেমা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটি দীর্ঘাঙ্গিনী যুবতী মেয়ে ঘরে প্রবেশ করল। মেয়েটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। ঘরে প্রবেশ করেই সে মাথা নুইয়ে সালাম পেশ করল।

'তুমি?' এজেলুনা ভর্ৎসনার সুরে বলল। 'নাদিয়া! তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি? তুমি খাদেমাকে এ কথা কেন বললে যে, আমি যদি তোমাকে সাক্ষাতের অনুমতি না দেই তাহলে আমারই ক্ষতি হবে। আমার কী ক্ষতি হবে?'

'আমি ক্ষমা চাওয়ার জন্য আসিনি, রানী!' নাদিয়া বলল। 'আমি আমার বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে এসেছি। যদি আপনি আমাকে কথা বলার অনুমতি দেন তাহলে আমি বলতে পারি।'

'তার অপরাধ কি? এজেলুনা!' আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন।

'শাহ রডারিক যখন গোয়াডিলেট নদীর অভিমুখে রওনা হচ্ছিলেন তখন আমি এই মেরিডা চলে এসেছিলাম।' এজেলুনা বলল। 'শাহ রডারিকের পরাজয় ও নিহত হওয়ার সংবাদ এখানে পৌঁছলে রাজেলিউ আমাকে পাওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠে। সে এতটাই আবেগ প্রবণ হয়ে আমার সামনে তার ভালোবাসা প্রকাশ করে যে, আমি তার ভালোবাসা গ্রহণ করতে বাধ্য হই। কিন্তু আমি তাকে বলি, আগে মেরিডাকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাও, এই শহরকে রাজধানী বানাও এবং আন্দালুসিয়া থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দাও, তাহলেই আমি তোমার হব...।

রাজেলিউ এই শহরকে বাঁচানোর জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে। আমি নিজেও সেনাবাহিনী এবং শহরের অধিবাসীদেরকে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি। এ সময় নাদিয়া আমার একান্ত খাদেমা ছিল। আমি তাকে আমার মনের কথা বলার সাথী বানিয়ে নিয়েছিলাম। এক রাতে আমি শহরের নেত্রিস্থানীয় লোকদেরকে একতিত্র করে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলাম, কীভাবে জনসাধারণকে এবং নারীদেরকে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এই আলোচনায় রাজেলিউ উপস্থিত ছিল না। সে অযুহাত দেখাল, তার পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা করছে।

আমি আলোচনা শেষ করে রাজেলিউর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তার কামরার দিকে রওনা হলাম। পথিমধ্যে অন্য একজন খাদেমা আমাকে বলল, নাদিয়া অনেকক্ষণ হয় রাজেলিউর কামরায় আছে। সে আমাকে আরও বলেছে, সে চিলেকোঠার ছিদ্রপথে উভয়কে বিশেষ অবস্থায় দেখেছে। চিলেকোঠা থেকে নেমে এসে খাদেমা একটি জানালার সাথে কান লাগিয়ে তাদের সব কথা শুনেছে। নেশার ঘোরে তারা এতটাই উঁচু আওয়াজে কথা বলছিল যে, তাদের কথা বাইরে থেকে স্পষ্ট শুনা যাচ্ছিল। খাদেমা আমাকে বলেছে, তাদের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছিল, রাজেলিউ গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নাদিয়াকে আমার পিছনে লাগিয়ে রেখেছে। নাদিয়ার মাধ্যমে সে জানতে পারত, আমি কোন কোন জেনারেলের সাথে দেখা করি এবং কারও সাথে আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে কি না?

খাদেমার কথা শুনে আমি আমার কামরায় চলে আসি। কিছুক্ষণ পর নাদিয়া আমার কামরায় আসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় ছিলে? সে আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে। আমি লক্ষ্য করি সে তখনও নেশার ঘোরে ছিল। আমি

তাকে শুধু এতটুকু বলি যে, এই মুহূর্তে এখান থেকে বের হয়ে যাও। আর কখনই যেন তোমাকে এই শহরে না দেখি। সে চলে যাওয়ার সময় বলে যে, রাজেলিউর তাকে জোর করে তার কামরায় নিয়ে গেছে এবং তাকে হত্যা করার ভয় দেখিয়ে মদ পান করিয়ে তার সাথে...।

'শাহী খান্দানে এটাতো কোন আপত্তিকর বিষয় নয়?' আবদুল আযীয বললেন। 'সে যদি রাজেলিউর কথা না শুনত তাহলে তো রাজেলিউ তাকে হত্যা করে ফেলত। তুমি রাজেলিউকে কিছু বলোনি?'

'না।' এজেলুনা বলল। 'আমি তাকে বুঝতেই দেইনি যে, আমি বিষয়টি জানি। নাদিয়াকে বের করে দিয়ে আমার কোন আফসোস হয়নি। আমাকে আরও অনেকেই বলেছে, খাদেমা হিসেবে নাদিয়া উপযুক্ত হলেও, সে ছিল রাজেলিউর হাতের পুতুল।'

'যা হওয়ার তা হয়েছে।' আবদুল আযীয বললেন। 'এখন তাকে জিজ্ঞেস কর, সে কেন এসেছে? সে বলছে, সে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য এসেছে।'

'ঠিক আছে, বল, তুমি কি বলতে চাও।' এজেলুনা নাদিয়াকে লক্ষ্য করে বলল। 'কী প্রমাণ পেশ করতে এসেছ? ... বসো, ওখানেই বসো।'

***

'আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আসেনি।' নাদিয়া বলল। 'আমি এ কথা বলতেও আসিনি যে, আমাকে আপনার খেদমতের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হোক। আমি এটাও বলব না যে, আমি নিরপরাধ ছিলাম। আমি আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করব। কারণ, আপনি আমাকে শুধু খাদেমাই মনে করতেন না, বরং আমাকে আপনার বান্ধবী মনে করতেন। আপনি সবসময় আমাকে মূল্যবান কাপড় পরিয়েছেন এবং আমাকে এই অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেন আমি শাহজাদীদের মত সাজগোছ করে চলি। আপনি আমাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে, মেরিডার গভর্নর রাজেলিউ আমাকে পছন্দ করতে শুরু করে। সে প্রায়ই আমাকে তার কামরায় ডেকে পাঠাত। সে আমাকে আপনার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করতে বলেছিল, কিন্তু আমি কখনও তাকে এমন কোন কথা বলিনি, যা আপনার বিরুদ্ধে যায়। আমি আপনার সাথে প্রতারণা করতে চাইনি।'

'এখন কি জন্য এসেছ?' আবদুল আযীয বললেন।

'রানী এজেলুনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' নাদিয়া বলল। 'আর এ জন্য আমাকেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাকে যেভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে, সে কথা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।'

'তুমি ধীরস্থিরভাবে তোমার কথা বল।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমরা তোমার কথা শুনছি।'

'আমি মেরিডা থেকে দূরে এক গ্রামে বসবাস করি।' নাদিয়া বলল। 'সেখানের অনেক বড় এক জমিদারের ঘরে আমি কাজ করি। তার বাচ্চাদের দেখা-শুনা করি। সেই জমিদারকে আমি বলেছিলাম, আমি রানী এজেলুনার বিশেষ খাদেমা ছিলাম। একদিন সেই জমিদার আমাকে বলল, আমার সাথে চল, আমি তোমাকে একজন জাদুকরের কাছে নিয়ে যাব। সে তোমার ভাগ্য বদলে দেবে। তুমি আবারও রাজমহলে চাকুরি করতে পারবে। আমি তার সাথে চলতে শুরু করলাম। জাদুকর সেই গ্রামেই থাকত। আমি ইতিপূর্বে তাকে সেই গ্রামে দেখিনি। অল্প কয়েক দিন হল, সে এই গ্রামে এসেছে। সে আমাকে তার সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কী চাই? আমি তাকে বললাম, আমি রানী এজেলুনার বিশেষ খাদেমা ছিলাম। সামান্য ভুলের জন্য রানী আমাকে মহল থেকে বের করে দিয়েছেন। আমি চাই, রানী আমাকে পুনরায় তার খেদমতে বহাল করুন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমি আমার ইচ্ছা মনের মাঝে গোপন রেখেছিলাম। ইতিপূর্বে কাউকে এ ব্যাপারে কোন কিছু বলেনি। জানি না, আমার এই জমিদার মনিব আমার প্রতি এতটা সদয় কেন হলেন যে, তিনি নিজে যেচে এসে আমাকে বললেন, এই জাদুকরের মাধ্যমে এমন জাদু করাব যে, তুমি শাহীমহলে তোমার পূর্বের মর্যাদা ফিরে পাবে। আমি আমার মনের ইচ্ছাকে এ জন্যও গোপন রেখেছিলাম যে, রানী এজেলুনা এখন আর রানী নন এবং আন্দালুসিয়ার সকল বড় বড় শহর মুসলমানদের হস্তগত হয়ে গেছে। বাদশাহ রডারিক মারা গেছে। তারপরও আমি রানী এজেলুনার কাছে আসতে চাচ্ছিলাম। আমার জমিদার মনিবের আন্তরিকতা দেখে আমি মনে মনে খুব খুশী হলাম।

জাদুকর আমার মনের ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি তার কাছে আমার মনের কথা বলে দেই। জাদুকর আমার কথা শুনে আমার কপালের দুইপাশে আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে লাগল। সেই সাথে সে তার আংটি ধীরে ধীরে আমার কপালে ছোঁয়াতে লাগল। জাদুকর আমাকে বলল, তার এই জাদুর প্রভাব উল্টা হয়ে থাকে। সে যা বলবে, তার বিপরীত ফল হবে। সে আমাকে তার বলা কথাগুলো উচ্চারণ করতে বলল। সে আমাকে বলল, রানী এজেলুনার চেহারা কল্পনা কর। তুমি তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাক। তার কথা অনুযায়ী আমি রানীর চেহারা আমার চোখের সামনে আনলাম এবং তার চোখে চোখ

রাখলাম। জাদুকর আমাকে বলল, এখন তুমি বল, এই নারী আমার দুশমন। আমি তাকে ঘৃণা করি। সে যদি আমার সামনে আসে তাহলে আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলব।

আমি কয়েকবার এই বাক্যগুলো বলতে লাগলাম। জাদুকর আমাকে বলল, রানী এজেলুনার চেহারা কল্পনা করে এই বাক্যগুলো এমনভাবে বলতে থাক, যেন বাস্তবেই সে তোমার দুশমন। তুমি তাকে ঘৃণা কর এবং তুমি তাকে হত্যা করতে চাও।

আমি এই বাক্যগুলো বারবার বলছিলাম, কিন্তু আমি আমার মনে রানীর প্রতি প্রকৃত ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারছিলাম না। আমি জাদুকরকে বললাম, এটা আমার জন্য অসম্ভব। আমি আমার মনে রানীর প্রতি কিছুতেই ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারব না। যে রানী আমাকে এত বেশি সম্মান দিয়েছেন, তাকে আমি কীভাবে আমার দুশমন মনে করতে পারি?

জাদুকর আমাকে এমন ভাব ও ভঙ্গির মাধ্যমে তার চিন্তা ব্যাখ্যা করে বুঝালো যে, এটা মূলত ঘৃণা নয়, বরং মহব্বত। আমি তার কথা মেনে নিলাম। সে আমাকে আগেই বলেছিল, তার জাদু শব্দের বিপরীত ফলাফল বয়ে আনবে।

জাদুকর পুনরায় আমার কপাল ও কপালের দুই পার্শ্ব আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষতে শুরু করল। আমার দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। হঠাৎ রানীর চেহারা আমার সামনে এমনভাবে ফুটে উঠল যে, মনে হল, এটা কল্পনা নয়; বাস্তব। বাস্তবেই রানী এজেলুনা আমার সামনে বসে আছেন। আমার মনে হল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি পার্থক্য করতে পারছিলাম না যে, এটা স্বপ্ন নাকি কল্পনা? আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, রানী এজেলুনা আমার সামনে ঘুরাফিরা করছেন। আমার ভিতর এই ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, এই নারীকে আমি পছন্দ করি না। তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিছুক্ষণ পর এই স্বপ্ন বা কল্পনা শেষ হয়ে গেল। আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। আমি জাদুকরকে বললাম, আমার উপর কি ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সে বলল, যদি এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তুমি সফল হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জাদুও সফল হবে। তোমার কাজ হল, তুমি প্রতি রাতে এই সময় আমার কাছে চলে আসবে। তোমাকে পাঁচ-ছয় রাত আসতে হবে। তার পর একদিন এজেলুনা নিজে তোমার কাছে চলে আসবে। সে পূর্বের চেয়েও অধিক মহব্বতের সাথে তোমাকে তার মনের মাঝে জায়গা করে দেবে। তুমি তার সাথে থাকতে পারবে।

সবকিছুই আমার কাছে আশ্চর্যজনক লাগছিল। আমি নিজের মাঝে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, এটা কিসের পরিবর্তন? আমার মনিব আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এলো। আমি এ কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, এই লোক আমার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হয়ে গেল কেন? সে এতটা নিঃস্বার্থ হল কীভাবে যে, আমার ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আমাকে এই জাদুকরের কাছে নিয়ে এসেছে। আমার সন্দেহ হল, আমার প্রতি এই অনুগ্রহের বিনিময়ে সে আমার কাছে অস্বাভাবিক কিছু কামনা করবে। কিন্তু সে সহানুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া আমার সাথে আর কোন কথাই বলল না।

পরদিন রাতে আমার মনিব আমাকে আবারও সেই জাদুকরের কাছে নিয়ে গেল। জাদুকর পূর্বের রাতের ন্যায় আমার উপর তার জাদু প্রয়োগ করল। সে আমাকে পূর্বের রাতের বাক্যগুলো বারবার উচ্চারণ করতে বলল। আমি তার বলা কথাগুলো মোহগ্রস্তের ন্যায় বলে যেতে লাগলাম—'এই নারী আমার দুশমন। আমি তাকে ঘৃণা করি। সে যদি আমার সামনে আসে তাহলে আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলব।'

আমি এ কথাগুলো উচ্চারণ করছিলাম, আর জাদুকরের কথা অনুযায়ী রানী এজেলুনার চেহারা কল্পনা করছিলাম। এ সময় জাদুকর আমার চেহারা দুই হাত দ্বারা ধরে সামান্য উঁচু করল। সে আমাকে বলল, আমি যেন তার চোখে চোখ রাখি। আমি তার চোখের দিকে তাকানোর সাথে সাথে আমার মনে হল, আমি আমার চোখ তার চোখ থেকে পৃথক করতে পারব না। তার ঠোঁট দুটি অনবরত নড়ছিল। আমার মনে হল, তার চোখ দুটি যেন দুটি আয়না। সেই আয়নায় আমি রানী এজেলুনার চেহারা স্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছি। আমার মুখ নিঃসৃত কথা আমি নিজ কানে শুনতে পারছিলাম। আমি বলছিলাম :

'এই নারী আমার দুশমন। আমি তাকে ঘৃণা করি। সে যদি আমার সামনে আসে তাহলে আমি তাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলব।'

এই বাক্যগুলো আমার মনে একটি সংকল্প হিসেবে স্থান করে নিচ্ছিল। জাদুকর আজকের মত তার জাদুকর্ম এখানেই মুলতবী করল। সে আমার কপাল এবং কপালের উভয় পার্শ্ব তার আঙ্গুল দ্বারা ঘষতে ঘষতে বলল, খুব দ্রুতই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

সে রাতে আমি আমার মনিবের সাথে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে ফিরে আসছিলাম। পথে আমি মনিবকে বললাম, আমার বুঝে আসছে না, আমার ইচ্ছা কীভাবে পূর্ণ হবে? কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, এজেলুনা আমার দুশমন। আমার উচিত, তাকে ঘৃণা করা। আমার মনিব হাসতে হাসতে বলল, এই জাদুকর্মের রহস্য বুঝার চেষ্টা করো না। তোমার এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তোমার মনে ঘৃণার

যে অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে, সেটাই এজেলুনার মনে তোমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করছে। মনিবের কথা শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম।

গতরাতে মনিব আমাকে আবারও সেই জাদুকরের নিকট নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে অন্য একটি কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে জাদুকরের সাথে আরও দুইজন লোক বসাছিল। তারা মুচকি হেসে আমাকে স্বাগত জানাল এবং সহানুভূতি জ্ঞাপক দু-একটি কথা বলল। জাদুকর আমাকে পাশের কামরায় গিয়ে বসতে বলল। আমি পাশের কামরায় চলে গেলাম। এই কামরায়-ই আমার উপর জাদু প্রয়োগ করা হচ্ছিল। আমি উভয় কামরার দরজার মাঝখানে বসে পড়লাম।

তারা দরজা ভিড়িয়ে রেখেছিল। দরজা পুরোপুরি বন্ধ করেনি। তাদের কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা হিব্রুভাষায় কথা বলছিল। হিব্রু ইহুদিদের ভাষা। তাদের ধারণা ছিল, আমি তাদের ভাষা বুঝি না। সম্ভবত এ কারণেই তারা উঁচু আওয়াজে কথা বলছিল। রানী ভাল করেই জানেন যে, আমি ইহুদিদের ভাষা বুঝি এবং বলতেও পারি।

তারা অনেক কথাই বলছিল। সবচেয়ে জরুরি কথা, যা আমি আপনাকে শুনাতে এসেছি। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েকে দিয়ে এই কাজ করাতে পারবে? জাদুকর উত্তর, দিল, আমি এখন নিশ্চিত যে, এই মেয়েকে দিয়েই কাজ হবে। মাত্র দুইবারের আমল দ্বারাই তার মাঝে সেই প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, যা আমি চাচ্ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এই প্রভাব চতুর্থ দিন সৃষ্টি হবে।

আমার মনিব জিজ্ঞেস করল, আসল কাজ কত দিনে হবে? জাদুকর উত্তর দিল, সপ্তম বা অষ্টম দিনে। অন্যজন জিজ্ঞেস করল, এটা কীভাবে হবে?

জাদুকর বলল, যেভাবে আপনাকে প্রথমে বলেছি, সেভাবে হবে। এই মেয়ে এজেলুনার কাছে যাবে এবং তাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলবে।

অন্যজন জিজ্ঞেস করল, যদি ধরা পরে তাহলে বলে দেবে না যে, তুমি তার উপর জাদু প্রয়োগ করেছ?

জাদুকর বলল, তার স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে। সে কিছুই বলতে পারবে না। যাকে দেখবে, তার উপর পাখির মত আক্রমণ করবে। তখন তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। এ নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

আরেকজন বলল, আমরা এটাই জানতে এসেছিলাম।

আমার মনিব বলল, এজেলুনাকে জীবিত রাখা ঠিক হবে না। সে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করিয়েছে।

জাদুকর বলল, আমি তোমাদের উপর কোন অনুগ্রহ করতে আসিনি। আমি প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে এখানে এসেছি। ইহুদিরা এই রাজ্যে নিজেদের জন্য সম্মানজনক জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল। মুসলমানরা ইহুদিদেরকে

সম্মানজনক পদমর্যাদা দিয়েছিল। বিভিন্ন জায়গিরদারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর এ জন্য দায়ী হল, শয়তান এজেলুনা। এই বদনসীবের জানা নেই যে, ইহুদিরা মাটির নিচ দিয়ে আক্রমণ করে। আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব। এখানে আবারও ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের বিজয়ের নিদর্শন হল, আমরা এমন একজন মেয়ে পেয়ে গেছি, যে কোন রকম বাধা ছাড়াই এজেলুনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে।'

আবদুল আযীযের চেহারা রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করল। এজেলুনার হাত কাঁপতে লাগল।

'তার পর কি হয়েছে?' আবদুল আযীয জিজ্ঞেস করলেন। 'তাড়াতাড়ি বল, আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করব।'

কিছুক্ষণ পর নাদিয়া ঢুক গিলে বলতে শুরু করল। 'জাদুকর আমার কামরায় প্রবেশ করল। আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়ে ছিল যে, ভয়ে আমার শরীর কাঁপছিল। প্রথমে আমি চিন্তা করেছিলাম, জাদুকর আসার আগেই আমি পালিয়ে যাব। পরে ভেবে দেখলাম, আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে তারাও সরে পড়বে। জাদুকর এসে প্রতিদিনের ন্যায় আমার উপর তার জাদু প্রয়োগ করতে শুরু করল। সে আমাকে বলল, এজেলুনার চেহারা কল্পনায় তোমার সামনে উপস্থিত কর। তখন রানীর চেহারা কল্পনায় আনলাম না। অন্যান্য দিনের মত আজও সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করলাম ঠিকই; কিন্তু নিজেকে পূর্ণরূপে সজাগ রাখলাম। কিছুক্ষণ পর জাদুকরের আমল শেষ হল।

এটা গত রাতের ঘটনা। সকালে আমি আমার মনিবের কাছে শহরে আসার অনুমতি চাইলাম। সে কোচওয়ানসহ ঘোড়া দিয়ে দিল। আমি কোচওয়ানকে শহরের প্রধান ফটক হতেই বিদায় করে দিয়েছি। তাকে বলেছি, আমি সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব। কোচওয়ানকে আরও বলেছি, মনিবকে বলবে, প্রতিদিন আমরা যেখানে যাই, সেখানে যাওয়ার অনেক আগেই আমি এসে পড়ব।

আমি আপনাদের দু'জনকে এ সংবাদ দেয়ার জন্যই এসেছি। আমি রানীকে এই অনুরোধ করব না যে, তিনি আমাকে পুনরায় তার খেদমতে নিয়োজিত করুন। আমি রানীর মহব্বত ও ভালোবাসার প্রতিদান দিতে এসেছি। রানী আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। আমি যে অন্যায় করেছি, তার শাস্তি হিসেবে রানী ইচ্ছে করলে আমাকে হত্যা করে ফেলতে পারতেন। কেউ তাকে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করত না। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং তিনি আমাকে নিরাপদে শহর থেকে বের হয়ে যেতে বলেছেন। রানীর প্রতি আমার মনে যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে, তা কোন দিন নিঃশেষ হবে না এবং বিন্দুমাত্র কমবেও না। আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র ... ।'

'তুমি সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে যাবে।' আবদুল আযীয নাদিয়াকে বললেন। 'আমি তোমাকে আমার সওয়ারী দিতে পারি; কিন্তু তাতে তোমার উপর সন্দেহ সৃষ্টি হবে। তুমি আমাদেরকে সে গ্রামের রাস্তা এবং যে ঘরে জাদুকর বাস করে তার ঠিকানা বলে দাও। তুমি সন্ধ্যার পর তোমার মুনিবের সাথে জাদুকরের কাছে পৌঁছে যাবে। বাকী কাজ আমাদের উপর ছেড়ে দাও।'

'নাদিয়া!' এজেলুনা বলল। 'তুমি আমার ভালোবাসা ও মহব্বতের হক আদায় করেছ। আমিও তোমার মহব্বতের হক আদায় করব।'

***

সেদিন রাতে নাদিয়া জাদুকরের সামনে বসেছিল। নাদিয়ার মনিব পাশের কামরায় তিন-চারজন লোকের সাথে বসে গল্প করছিল। জাদুকর তার জাদু প্রয়োগ করছিল। এমন সময় দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ হল। এক ব্যক্তি উঠে দরজা খুলে সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল। বাহির থেকে এত জোরে দরজায় ধাক্কা দেওয়া হল যে, বিকট শব্দে দরজা খুলে গেল। যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করতে চাচ্ছিল, সে দরজার ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। বিশ-পঁচিশজন জানবাজ মুজাহিদ ঘরের ভেতর প্রবেশ করে সকলকে ঘিরে ফেলল। পুরো গ্রামে এই বাড়িটি ছিল সবচেয়ে বড় এবং জাঁকজমক পূর্ণ। মুজাহিদ বাহিনী গোটা গ্রাম অবরোধ করে নিয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আবদুল আযীয।

জাদুকরসহ ঘরে যেসব লোক ছিল সকলকে গ্রেফতার করা হল। জাদুকরের জাদুর বাক্স থেকে মানুষের মাথার খুলি, আর কয়েকটি হাড়গোড় বের হল। কিছু তেলেসমাতির সামানপত্রও বের হল, যা সকল জাদুকরের কাছেই পাওয়া যায়। নাদিয়াকেও তাদের সাথে গ্রেফতার করা হল, যাতে কারও সন্দেহ না হয় যে, নাদিয়ার কারণেই সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নাদিয়াকে সবধরনের সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য গ্রামের গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতারের পর তাদের সকলকে মেরিডার জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

'আবুল হাসান!' আবদুল আযীয তার একজন পুলিশ অফিসারকে ডেকে বললেন। 'একজন ইহুদি জাদুকর এবং একজন খ্রিস্টান জায়গিরদার থেকে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করতে হবে।'

আবদুল আযীয পুলিশ অফিসারের সাথে তাদের অপরাধের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। পুলিশ অফিসার আবুল হাসান তাদেরকে জেলখানার ভূ-গর্ভস্থ একটি কুঠরীতে নিয়ে গেল। কোন রাজা-বাদশাহ বা গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে এ সকল ভূ-গর্ভস্থ কুঠরীতে আটকে

রেখে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলা হয় বা অপরাধের কথা স্বীকার করানো হয়। যাকে একবার ভূ-গর্ভস্থ কুঠরীতে নেওয়া হত, তার পক্ষে জীবন নিয়ে ফিরে আসা একেবারে অসম্ভব ছিল।

ইহুদি জাদুকর ভূ-গর্ভস্থ কুঠরীর নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে জবানবন্দি দিতে সম্মত হয়ে বলল, 'আমি আমার অপরাধের কথা সালার আবদুল আযীযের সামনে স্বীকার করব। আমার অনেক কথা আছে, যা আমি শুধু তার সাথেই বলতে চাই।'

***

পরদিন সকালে জাদুকরকে আবদুল আযীযের সামনে উপস্থিত করা হল।

'আমি একজন ইহুদি।' জাদুকর বলল। 'আমি তাই করেছি, যা একজন ইহুদির করা উচিত। এজেলুনার অপরাধ কোন ইহুদি ক্ষমা করতে পারে না। সেই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। ধোঁকা দিয়ে সে আমাদের সকল নেতাকে হত্যা করিয়েছে। এই নারীকে হত্যা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু কেউই তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হচ্ছিল না। তাছাড়া কেউ প্রস্তুত হলেও তাকে হত্যা করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। আমরা ভাল করেই জানি, এজেলুনা জীবনের ভয়ে কিছু দিনের জন্য বাইরে বের হবে না। তাই তাকে হত্যা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার একমাত্র সম্বল হল, জাদু। এজেলুনাকে হত্যা করার জন্য এমন একজন নারী বা পুরুষের প্রয়োজন ছিল, যে কোন রকম বাধা ছাড়াই এজেলুনা পর্যন্ত পৌছতে পারে।'

জাদুকর আবদুল আযীযের নিকট পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। কীভাবে তারা নাদিয়াকে পেল। নাদিয়ার মনিবের সাথে তাদের সম্পর্ক কি? তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এবং নাদিয়ার উপর কোন্ ধরনের জাদু প্রয়োগ করা হচ্ছিল? জাদুকর বলল, নাদিয়ার উপর 'হেপনাটিজম' জাতীয় জাদু প্রয়োগ করা হচ্ছিল। তাদের এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম সে উল্লেখ করল।

'আমার শাস্তি কি?' জাদুকর জানতে চাইল।

'মৃত্যু।' আবদুল আযীয বললেন।

'যদি আমি এমন কিছু তথ্য আপনাকে দেই, যা আপনাকে অনাগত বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তাহলে কি আপনি আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দেবেন?' জাদুকর এ কথা জিজ্ঞেস করে সামান্য সময়ের জন্য নীরব থেকে আবার বলল, 'আমি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি। আমি মানুষের ভাগ্যলিপি পড়তে পারি।'

'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার এবং ইসলামী সালতানাতের কোন উপকারে আসে তাহলেই তোমার বেঁচে থাকা সম্ভব হতে পারে।' আবদুল আযীয বললেন।

'আমি ওয়াদা করছি।' জাদুকর বলল। 'যদি আমার জীবন ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে আমি এমন কোন কাজ করব না, যা আপনার সালতানাত বা কোন মুসলমানের সামান্য ক্ষতির কারণ হয়।'

'তাহলে তুমি বলতে পার।' আবদুল আযীয বললেন।

'সম্মানিত সালার!' জাদুকর বলল। 'প্রথম কথা হল, কোন ইহুদিকে বিশ্বাস করবেন না। কোন মুসলমানের উচিত নয়, কোন ইহুদিকে বিশ্বাস করা। আন্দালুসিয়ার ইহুদিরা মুসলমানদেরকে যে সযোগিতা করেছে, তা তাদের নিজেদের ফায়দার জন্য। নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য করেছে। দ্বিতীয় কথা হল, যে মাটিতে আপনারা আপনাদের রাজত্ব কায়েম করতে এসেছেন, সেই মাটি এক রহস্যময় মাটি। এই মাটির ইতিহাস রক্ত দ্বারা লেখা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও রক্ত দ্বারাই লেখা হবে।'

'এটা কোন নতুন কথা নয়।' আবদুল আযীয বললেন। 'যে দেশে হামলা করা হয় সে দেশের সেনাবাহিনী লড়াই করে, ফলে হানাদার ও রক্ষিবাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষেই জান-মালের সমূহ ক্ষতি হয়। উভয় বাহিনীর লোকজনই মারা পড়ে।'

'আমি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি না।' জাদুকর বলল। 'কোন দেশ শত্রু বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলে সে দেশের জনগণ জীবনবাজি রেখে লড়াই করবে—এটাই স্বাভাবিক। হানাদার ও দেশপ্রেমিক—উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটে থাকে। আমি সেই খুন-খারাবির কথা বলছি, যা এই রাজ্যের বাসিন্দারা নিজেদের মধ্যে ঘটিয়ে আসছে।

এই রাজ্যের মাটি খুবই রহস্যময়। মনে হয়, আন্দালুসিয়ার উপর প্রেতাত্মাদের কুদৃষ্টি পড়েছে। নিকট অতীতের ঘটনা। রডারিক গোথ বাদশাহ অর্টিজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে এবং সিংহাসন দখল করে নেয়। রডারিক হিরাক্লিয়াসের দুর্গ খুলেছিল। ধর্মযাজকগণ তাকে সেই দুর্গ খুলতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু রডারিক এতটাই আত্মঅহমিকায় ভোগছিল যে, সে নিজেকে মহাপরাক্রমশালী ও অপরাজেয় মনে করত। সে মনে করত, পৃথিবীর সকল রহস্য সে উদঘাটন করতে পারবে। সে কারও কোন কথা না শুনে দুর্গ খুলে ফেলে। ফলে সে এমনভাবে পরাজিত হয় যে, তার বিশাল বড় বাহিনী ছোট্ট একটি বাহিনীর কাছে চরমভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সে নিজে এমনভাবে লাপাত্তা হয়ে যায় যে, তার কোন হদিসই পাওয়া যায়নি...।

রডারিকের মৃত্যু আজও এক রহস্য হয়ে আছে। রডারিকের ন্যায় অনেক গুম ও হত্যার ঘটনা এই মাটিতে ঘটেছে, যার রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। এই মাটিতে একের পর এক বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছে। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, নিজের বিবেক-বুদ্ধির উপর কখনও কোন নারীর মতকে প্রাধান্য দেবেন না। আপনি যাকে বিবাহ করেছেন, সে খুবই সুন্দরী। আমি তাকে একবারমাত্র দেখেছি। তার চোখে জাদু আছে। সে যার প্রতি দৃষ্টি দেয়, সেই তার গোলাম হয়ে যায়। কিন্তু নেশা ছড়ানো তার সেই চোখ দুটিতে রক্তের দাগ রয়েছে। সে রডারিকের বিবি হবার পর রডারিক মারা গেছে। বিদ্রোহীদের অনেক বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নেতাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তারা সকলেই মারা গেছে। এখন সে আপনার...'

'তুমি কি এজেলুনার কথা বলছ?' আবদুল আযীয জাদুকরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন।

'হ্যাঁ...' জাদুকর বলল। 'আমি তার কথাই বলছি।'

'তুমি ইহুদি।' আবদুল আযীয বললেন। 'মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখেও তুমি ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছ। তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও না?'

'আমিও আপনাকে এই প্রশ্নই করতে চাই।' জাদুকর বলল। 'আপনি কি বেঁচে থাকতে চান না? আমি জানি, আপনি কী জবাব দেবেন। আপনাকে সতর্ক করছি, আপনার মাথা বেশিদিন আপনার শরীরের সাথে থাকবে না। এজেলুনা বেঁচে থাকবে। আমি আপনাকে বলছি, আন্দালুসিয়া মুসলমানদের হাতে আসবে ঠিক; কিন্তু মুসলমান বাদশাহ একে অপরের রক্ত ঝরাবে। আমার এই সত্য কথায় যদি আপনি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিন।'

'আমাদের ধর্ম ইহুদিদের ভবিষ্যদ্বাণী ও জাদুকে বিশ্বাস করে না।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। একমাত্র তারই ইবাদত করি। যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি তাহলে আমি মুশরিক হয়ে যাব।'

'এটা ধর্মের বিষয় নয়, সম্মানিত সালার।' জাদুকর বলল। 'এই বিশ্বজগতের অমোঘ রহস্যের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, তার সাথে ধর্মের কোন সংযোগ নেই। আমি আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব না, তবে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিলাম।'

আবদুল আযীয মনে করলেন, ইহুদি জাদুকর এজেলুনাকে তার হাতে হত্যা করাতে চায়। অথবা জাদুকরের ইচ্ছা হল, আবদুল আযীয এজেলুনাকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিক। আবদুল আযীয এসব

কথা চিন্তা করে নির্দেশ দিলেন, যেন অতিসত্বর জাদুকর ও জায়গিরদারসহ সকল বন্দীকে হত্যা করে ফেলা হয়।

***

তালবিরা অবস্থান করার সময়ই তারিক বিন যিয়াদের নিকট মুসা বিন নুসাইরের পয়গাম এসে পৌঁছে। তারিক বিন যিয়াদ এমন নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। পয়গাম পৌঁছা মাত্রই তিনি তার রক্ষিবাহিনীর কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে সাথে নিয়ে টলেডোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। গনিমতের যেসব মূল্যবান তোহফা খলীফা ও আমীর মুসা বিন নুসাইরকে দেওয়ার জন্য তিনি পৃথক করে রেখেছিলেন, সেগুলোকে কয়েকটি খচ্চরের উপর বোঝায় করে নিয়ে আসছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ তালবিরা থেকে সোজা পথে টলেডোর দিকে রওনা হন। তিনি পথে খুব সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি দিয়ে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি টলেডো এসে পৌঁছেন। তারিক বিন যয়াদ যন শহরের ফটক দিয়ে প্রবেশ করছিলেন তখন মুসা বিন নুসাইরকে তাঁর আগমনের সংবাদ দেওয়া হল। সংবাদ পাওয়ামাত্র মুসা বিন নুসাইর চাবুক হাতে নিয়ে বের হয়ে এলেন।

তারিক বিন যিয়াদ মুসা বিন নুসাইরকে দেখামাত্র ঘোড়া থেকে নেমে দ্রুত পায়ে মুসা বিন নুসাইরের সামনে এসে বিনিত ভঙ্গিতে দুই বাহু প্রসারিত করে দিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, তার বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মুসা বিন নুসাইর তাঁকে বুকে টেনে নিবেন। তাঁর কপালে চুমু খেয়ে তাকে শোকরিয়া জানাবেন। কিন্তু মুসা বিন নুসাইরের আচরণ দেখে উপস্থিত সকলেই নির্বাক হয়ে গেল। ইতিহাসের বুকে আগুনের হরফে সে আচরণের কথা চিরকাল লেখা থাকবে।

তারিক বিন যিয়াদ কাছে আসতেই মুসা বিন নুসাইর সর্বশক্তি দিয়ে তারিক বিন যিয়াদকে লক্ষ্য করে চাবুক দিয়ে আঘাত হানেন। মুহূর্তেই তারিক বিন যিয়াদ পাথরের মূর্তির ন্যায় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনে হল, সময়ের গতি থমকে গেছে। আশে-পাশে যারা ছিল তারা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

চারদিকে এতটাই নীরবতা ছেয়ে গেল যে, মনে হল, গাছে গাছে কোলাহলরত পাখিগুলো আচমকা বাকহীন হয়ে গেছে।

'নাফরমান!' মুসা বিন নুসাইরের তীব্র চিৎকারে নীরবতা ভেঙ্গে গেল। তিনি আবারও তারিক বিন যিয়াদকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেখানে আছ সেখানেই থাক। সামনে অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই।'

মুসা বিন নুসাইর আরেকবার চাবুক দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'কিন্তু তুমি গোটা রাজ্য জয় করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলে, আমার নির্দেশের কোন পরওয়াই করলে না?'

তারিক বিন যিয়াদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাবুকের আঘাত সহ্য করছিলেন। আর মুসা বিন নুসাইর একের পর এক আঘাত করে চলছিলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে এই মুহূর্তে সিপাহসালারের পদ থেকে বরখাস্ত করছি।'

মুসা বিন নুসাইর তাঁর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়ে আশ-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সালারদেরকে হুকুম দিলেন। 'একে কয়েদখানায় নিয়ে যাও। আমি একে মুক্ত দেখতে চাই না।'

দু'জন সিপাহী সামনে অগ্রসর হল। একজন তারিক বিন যিয়াদের ডান বাহু, আর অপরজন বাম বাহু ধরে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গেল।

'ইবনে যিয়াদ! আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।' চলতে চলতে একজন সিপাহী বলল। 'আমরা আমীরের নির্দেশ মানতে বাধ্য।'

'এমন আচরণ করা আমীরের উচিত হয়নি।' অপর সিপাহী বলল।

'বন্ধুগণ! আমি আল্লাহ তাআলার হুকুম মানতে বাধ্য।' তারিক বিন যিয়াদ কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন। 'আল্লাহ তাআলার হুকুম হল, আমীরের আনুগত্য করা। অন্যথায় আমি যদি বার্বারদের ইশারা করি তাহলে আরবদের নাম-নিশানাও পাওয়া যাবে না। আমার ভয় হচ্ছে, বার্বার সম্প্রদায় আমার এত বড় অপমান সহ্য করতে পারবে না। আমাকে যদি বন্দী করে রাখা হয় তাহলে তোমরা এবং আমীর মুসা কেউই বার্বারদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

***

তারিক বিন যিয়াদ তো আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তাঁর সেই আশঙ্কা বাস্তব রূপ লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। টলেডোতে অবস্থানরত যে সৈন্যই জানতে পারছিল, আন্দালুসিয়ার অর্ধেকের বেশি অংশের বিজেতা তারিক বিন যিয়াদকে আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইর খোলা ময়দানে সকলের সামনে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছেন, তার মনেই এই প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল যে, মুসা বিন নুসাইর এমনটি কেন করলেন? তারিক বিন যিয়াদের অপরাধ-ই বা কি ছিল?

কারো কাছেই এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু গুজব ছড়িয়ে পড়ল। এ নিয়ে একজন আরেকজনের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ল। টলেডোর সেনাবাহিনীর প্রায় নব্বই ভাগই ছিল

বার্বার সম্প্রদায়ের। বার্বার সম্প্রদায়ের সৈন্যদের মাঝে দাবানলের ন্যায় ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারা রাগে-ক্ষোভে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

তারিক বিন যিয়াদ তালবিরায় যে বাহিনী রেখে এসেছিলেন তাদের সকলেই ছিল বার্বার সম্প্রদায়ের। টলেডোর সেনাসদস্যদের মাঝে এ গুঞ্জন স্পষ্টই শুনা যাচ্ছিল যে, যেসকল বার্বার সৈন্য সামনে অগ্রসর হয়ে গেছে, তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দাও, 'মুসা বিন নুসাইর অন্যায়ভাবে তারিক বিন যিয়াদকে সকলের সামনে বেত্রাঘাত করেছেন।'

বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা তারিক বিন যিয়াদের পক্ষ তেকেই ছিল। তাঁকে বন্দী করে সেই কারাগারে রাখা হয়েছিল, যেখানে তারই নির্দেশে আন্দালুসিয়ার বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তারা তারিক বিন যিয়াদকে বন্দী অবস্থায় দেখে উপহাস করতে শুরু করল। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তারিক বিন যিয়াদের মনে দুঃখ-যন্ত্রণার যে ঝড় বইছিল, তা অনুমান করা কারো পক্ষেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কথায় বা কাজে কোনভাবেই তিনি কোন কিছুর প্রতিবাদ করলেন না। তার চেহারা দেখে বুঝাই যাচ্ছিল না, তিনি কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন?

তারিক বিন যিয়াদ এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে মুক্তি পেলেন—সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিস্তর মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্প্রিংগার, লেনপুল ও ডোজি লেখেছেন যে, মুসা বিন নুসাইর খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেককে সম্পূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একজন কাসেম দামেস্কে পাঠিয়েছিলেন। সেই কাসেদ মারফত খলীফা পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন যে, তারিক বিন যিয়াদকে সেনাপ্রধানের পদে পুনর্বহাল করা হোক।

অন্য তিনজন ঐতিহাসিক লেখেছেন, তারিক বিন যিয়াদ কারাগার থেকে গোপন তৎপরতার মাধ্যমে তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে দামেস্ক পাঠিয়ে দেন। সেই ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, সে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সামনে তরিক বিন যিয়াদের বিজয়-অভিযান সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করবে। তারপর বলবে, মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে সকলের সামনে চাবুক মেরে শুধু অপমানই করেননি, বরং তিনি তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। মোটকথা, এই ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ছিল, তিনি খলীফাকে বুঝাবেন যে, তারিক বিন যিয়াদের সাথে এই আচরণ করার কারণ হল, তিনি বার্বার সম্প্রদায়ের লোক। মুসা বিন নুসাইর চান

আন্দালুসিয়ার মাটিতে শুধুমাত্র আরবদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করুক। তিনি আন্দালুসিয়ার বিজয়ের কৃতিত্ব এককভাবে নিজের দখলে রাখতে চান।

একজন ঐতিহাসিক এ দাবি করেছেন, যে ব্যক্তিকে দামেস্ক পাঠানো হয়েছিল, তাকে প্রচুর ঘুষ প্রদান করা হয়েছিল। সে দামেস্ক পৌঁছে খলীফার কাছ থেকে তারিক বিন যিয়াদের মুক্তির নির্দেশ নিয়ে আসে।

বাস্তবতার নিরিখে এ দুটি বিবরণকেই অসহ্য মনে হয়। কারণ, কোন্ডে ও স্পার্থের মতো ইতিহাসবিদদ্বয় নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা সাব্যস্ত করেছেন যে, খলীফাকে অবহিত করার জন্য মুসা বিন নুসাইর কোন কাসেদ পাঠাননি এবং তারিক বিন যিয়াদও কাউকে ঘুষ দিয়ে মুক্তির জন্য কোন রকম গোপন তৎপরতা চালাননি। তাদের যুক্তি হল, ঘোড়ায় চড়ে টলেডো থেকে দামেস্ক যেতে ও আসতে কয়েক মাস লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, তারিক বিন যিয়াদকে অপসারণ করার অল্প কয়েক দিন পরই মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের সম্মিলিত নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনীকে ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করতে দেখা গেছে।

এটা তা বিশ্বাসই করা যায় না যে, তারিক বিন যিয়াদ কাউকে ঘুষ দিয়ে দামেস্ক পাঠাতে পারেন। তারিক বিন যিয়াদের কৃতিত্বকে খাট করতে পারে এমন কোন পদক্ষেপের নাম-গন্ধও তার কর্মকাণ্ডে ছিল না। তারিক বিন যিয়াদের সুউচ্চ মানসিকতার পরিচয় এ থেকেই পাওয়া যায় যে, তিনি তার আমীরের হাতে একর পর এক চাবুকের আঘাত নীরবে সহ্য করেছেন। তিনি যদি কোন ভুল পদক্ষেপ নিতে চাইতেন তাহলে তখনি বার্বার সম্প্রদায়কে মুসা বিন নুসাইরের বিরুদ্ধে উস্কে দিতে পারতেন। সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা ছিল বার্বার সম্প্রদায়ের। তারা চাইলে এক দিনেই আরবদের থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে আন্দালুনিয়ার বিজয়ী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত। কিন্তু তারিক বিন যিয়াদ এমন কোন পদক্ষেপের কথা চিন্তাই করেননি।

একজন ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিক বাজোর্থ স্মিথ আরব ইতিহাসবিদ এবং তৎকালীন সময়ের অপ্রকাশিত কিছু নথিপত্রের বরাত দিয়ে লেখেছেন যে, তারিক বিন যিয়াদ তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুউচ্চ মানসিকতার পরিচয় তো দিয়েছিলেনই; কিন্তু মুসা বিন নুসাইরও নীচু মানসিকতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তারিক বিন যিয়াদ মুসা বিন নুসারিকে তাঁর বাবার মতো শ্রদ্ধা করতেন। মুসা বিন নুসাইরও তারিক বিন যিয়াদকে আপন সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন। তারিক বিন যিয়াদের প্রতি মুসা বিন নুসাইরের এই রাগ বেশি দিন বহাল ছিল না।

এক রাতে মুসা বিন নুসাইরকে জানানো হল, বার্বার সিপাহীরা আরব সিপাহীদের বিরুদ্ধে এমনিতেই ক্ষেপে আছে। তারিক বিন যিয়াদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তার জের ধরে যে কোন মুহূর্তে তারা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। মুসা বিন নুসাইরের প্রশাসন সম্পর্কে বার্বারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। কোন আরব সেনাপতি বা উচ্চপদস্থ কোন কর্মকর্তা যদি বার্বারদের বিরুদ্ধে কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে গৃহযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। গৃহযুদ্ধ লাগলে বার্বারদেরই বিজয় হবে। বার্বার মুজাহিদগণ তারিক বিন যিয়াদকে তাদের আধ্যাত্মিক রাহবার মনে করে।

'মিসর ও আফ্রিকার আমীর!' জুলিয়ান মুসা বিন নুসাইরকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আপনার কোন সিদ্ধান্তের উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা আমরা সঠিক মনে করি না, তবে আমি ও আউপাস যেভাবে আপনার বাহিনীকে পথ দেখিয়ে আন্দালুসিয়া নিয়ে এসেছি, আউপাস যেভাবে জীবনবাজি রেখে গোথ ও ইহুদি সম্প্রদায়কে রডারিকের বাহিনী থেকে পৃথক করে তাদেরকে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাতে করে আমরা মনে করি, আমাদের এই অধিকার আছে যে, আমরা আপনার এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারি।'

'সম্মানিত আমীর!' আউপাস বললেন। 'গোয়াডিলিটের বিভীষিকাময় রণাঙ্গণে সহস্রাধিক গোথ সিপাহী স্বপক্ষ ত্যাগ করে তারিক বিন যিয়াদের সাথে যদি মিলিত না হত তাহলে গোয়াডিলিটের যুদ্ধের ফলাফল ভিন্ন রকম হত। আমার কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, গোথ সৈন্যদের কারণেই মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করেছে, বরং তারিক বিন যিয়াদের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা আর অসম সাহিসকতাই যুদ্ধ জয়ের কারণ ছিল। তারিক বিন যিয়াদের জায়গায় যদি দুর্বল মনের অন্য কোন জেনারেল থাকত, আর তার সাথে এর চেয়েও দ্বিগুন গোথ সিপাহী এসে মিলিত হত তাহলেও রডারিকের বাহিনীকে পরাজিত করতে পারত না। একমাত্র তারিক বিন যিয়াদের পক্ষেই সম্ভব ছিল রডারিকের মত অভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ জেনারেলকে পরাজিত করা।'

'আমরা আশা করি', জুলিয়ান বললেন। 'আপনি এমন একজন মহামূল্যবান ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেবেন না।'

'সম্মানিত আমীর!' সালার মুগিস আর-রুমি বললেন। 'আপনাকে তো এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে যে, যত আশঙ্কা বার্বারদের পক্ষ থেকেই। প্রকৃত তথ্য হল, বার্বারদের পক্ষ থেকে আশঙ্কার বিষয়টি শুধু কথার কথা নয়। তারা বাস্তবেই কোন না কোন অঘটন ঘটিয়ে বসবে। আপনি তাদের ব্যাপারে ভালভাবেই অবগত আছেন। আমি বার্বারদের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি জানি,

রণাঙ্গণে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা কতটা বিপদজনক। তারা রণাঙ্গণ থেকে পালাতে জানে না। পালিয়ে বাঁচার পরিবর্তে হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেয়। শত্রুকে সামনে পেলে উন্মাদ হয়ে যায়। শত্রুকে টুকরোর টুকরো করা ব্যতীত তারা শান্ত হয় না।

আমার কথার উদ্দেশ্য হল, তারা যদি বিদ্রোহ করে বসে তাহলে কী পরিণতি হবে, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। আন্দালুসিয়ার বাহিনী তাদের সাথে মিলে যাবে। তখন আমরা বাঁচতে পারব না, বার্বাররাও বাঁচতে পারবে না। বিজিত আন্দালুসিয়া আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমি রাতের বেলা গোপনে বার্বারদের কথা শুনেছি। আমি আপনাকে সতর্ক করছি, তারিক বিন যিয়াদকে মুক্ত করে স্বপদে ফিরিয়ে না আনলে বার্বাররা বাস্তবেই বিদ্রোহ করে বসবে। আমি আপনাকে আরও বলতে চাই যে, আরব সেনাকর্মকর্তা ও মুজাহিদগণও তারিক বিন যিয়াদের অপসারণে সন্তুষ্ট নয়।'

'আমি আপনাকে বলতে চাই, তারিক বিন যিয়াদ কেন আপনার হুকুম মানেননি।' সালার আবু জুরুয়া তুরাইফ বললেন।

'সে কথা আমি তোমাদের মুখে নয়, স্বয়ং তারিক বিন যিয়াদের মুখেই শুনতে চাই।' মুসা বিন নুসারি বললেন। 'তোমরা কি মনে করছ, তোমরা যে আশঙ্কার কথা বলছ, তা আমি জানি না? তোমরা কি জান না যে, ইসলাম আমীরের নির্দেশ অমান্যকারীকে ক্ষমা করে না। তোমরা কি আমাকে বেয়াকুফ মনে করছ? তোমরা কীভাবে ধারণা করলে যে, আমি তারিক বিন যিয়াদের বিজয়ের কৃতিত্বকে ধুলিসাৎ করে দেব। তার কৃতিত্ব আমার নিজের কৃতিত্ব বলে চালিয়ে দেব? আল্লাহই ভাল জানেন, কার কৃতিত্ব কতটুকু। আমি মানুষকে আমার কৃতিত্ব দেখাতে চাই না। আমি শুধু আল্লাহর দরবারে আমার কর্মফল পেশ করতে চাই। তারিক বিন যিয়াদকে আজকের দিন আর রাতটি কয়েদখানায় থাকতে দাও। কাল সকালে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমাদেরকে আরও সামনে অগ্রসর হতে হবে। সামনে ফ্রান্স। আমি জানতে পেরেছি, সেখানকার সৈন্যরা আন্দালুসিয়ার সৈন্যদের চেয়েও বেশি লড়াকু।'

'সম্মানিত আমীর!' মুগীস আর-রুমি জিজ্ঞেস করলেন। 'এই এক দিন, এক রাত বার্বারদেরকে কীভাবে শান্ত রাখা যায়?'

'তাদেরকে বলে দাও; বরং সেনাবাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দাও, তারিক বিন যিয়াদের মুক্তি বা শাস্তির ফায়সালা আগামীকাল হবে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, সেনাবাহিনীর মাঝে যখন এ ঘোষণা করা হল তখন বার্বার সৈন্যরা শ্লোগান দিতে শুরু করল। তাদের সেই শ্লোগান শুধু শ্লোগান ছিল না; বরং আল্টিমেটাম ছিল।

'আমরা তারিক বিন যিয়াদের মুক্তি চাই।'

'আমরা তারক বিন যিয়াদের সাথে এসেছিলাম, তারিক বিন যিয়াদের সাথেই ফিরে যাব।'

'তারিক বিন যিয়াদ যেখানে আমরাও সেখানে।'

'আমরা কিস্তি জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি, আন্দালুসিয়ার সব কিছু আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাব।'

'তারিক বিন যিয়াদ নেই তো আমরাও নেই।'

বার্বারদের এ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মুসা বিন নুসাইরকে অবহিত করা হল।

***

পরদিন সকালে হাত-পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় তারিক বিন যিয়াদকে মুসা বিন নুসাইরের সামনে উপস্থিত করা হর। ঘোড়াগাড়িতে করে তারিক বিন যিয়াদকে নিয়ে আসা হল, যাতে কেউ তারিক বিন যিয়াদের এই অবস্থা দেখতে না পারে। মুসা বিন নুসাইর প্রথমেই তারিক বিন যিয়াদের হাত-পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

বেড়ি খুলার পর মুসা বিন নুসাইর তারেক বিন যিয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যখন তোমাকে সামনে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলাম তখন তুমি আমার সেই হুকুম কেন অমান্য করেছিলে?'

সেখানে জুলিয়ান ও আউপাসসহ চারজন সালার উপস্থিত ছিলেন। তারিক বিন যিয়াদ সকলের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বললেন।

'আমার সাথীরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তাই অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। যখন আপনার হুকুম আমার নিকট এসে পৌছে তখন আন্দালুসিয়ার বাহিনী আমাদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল। অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়ে রণাঙ্গণে পড়েছিল। বাদশাহ রডারিক মৃত্যুবরণ করেছিল। অবশিষ্ট সৈন্যরা আশ-পাশের শহর-পল্লীতে আশ্রয় নিচ্ছিল। এ পরিস্থিতিতে আমি আমার সালারদেরকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের আমীরের হুকুম মান্য করা আমাদের উচিৎ হবে কি না?

তারা সকলেই আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আমরা যদি শত্রুদের পিছু ধাওয়া না করি তাহলে তারা বিভিন্ন দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধের জন্য পুনরায় প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবে। এই সম্ভাবনাও ছিল যে, পলায়নরত

সিপাহীরা কোন স্থানে একত্রিত হয়ে যাবে, আর বিভিন্ন শহর থেকে তাদের কাছে যুদ্ধ-রসদ পৌঁছে যাবে।

অপর দিকে আমার বাহিনীর সিপাহীরাও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আপনি খুব সামান্য যুদ্ধ-রসদ পাঠিয়েছিলেন। আমি চাচ্ছিলাম, শত্রু বাহিনীকে ব্যস্ত রাখতে এবং কোন ভাবেই যেন তাদের কাছে যুদ্ধরসদ না পৌঁছে। আমার সকল সারারগণও আমাকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন।

জুলিয়ানও জোরালোভাবে বলেছিলেন, এখানে অবস্থান করা কিছুতেই ঠিক হবে না; বরং এতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজেও সামনে অগ্রস হওয়া উন্নত মনে করছিলাম। আর এ কারণে আমি যে সাফল্য অর্জন করেছি, তা হল আন্দালুসিয়ার দারুল হুকুমত এখন আপনার পদানত। আপনি যদি আমাকে কথা বলার সুযোগ দিতেন তাহলে আমি প্রথমেই আপনার সামনে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা পেশ করতাম। কিন্তু আপনি আমাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করাই বেশি জরুরি মনে করেছেন।

'তুমি যে সাফল্য অর্জন করেছ, তা আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'এ জন্য আমি তোমাকে শোকরিয়া জানাচ্ছি। তবে তোমার ভুল হল, তুমি পূর্বেই এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করনি? তুমি যদি আমাকে অবহিত করতে তাহলে আমি তোমার জন্য রসদ পাঠিয়ে দিতাম। অথচ স্বয়ং আমাকেই এখানে আসতে হয়েছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, তুমি আবেগের বশবর্তী হয়ে এমনভাবে ফেঁসে যাবে যে, সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না।'

'ইবনে নুসাইর!' জুলিয়ান বললেন। 'ইবনে যিয়াদ যে জবানবন্দি দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আমি তাঁকে বলেছিলাম, এই পদক্ষেপের কারণে আফ্রিকার আমীর যদি নাখোশ হন তাহলে আমি তাঁকে বুঝাতে সক্ষম হব। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আপনাকে অবহিত করার বিষয়টি আমাদের কারও মাথায়ই আসেনি। আমরা সকলেই আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি তারিককে চাবুক দিয়ে যে আঘাত করেছি, তার অর্থ হল আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

জুলিয়ান! আপনি জানেন না, ইসলামের বিধি-বিধান কতটা কঠিন। আপনি হয়তো শুনেছেন, খালেদ বিন ওলিদ রাযি. আপন সৌর্য-বীর্য আর রণকৌশলের কারণে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তিকে চিরতরে খতম করে দিয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের যতটা বিস্তৃতি তিনি ঘটিয়ে ছিলেন, অন্য কারও পক্ষে

সেটা সম্ভব হয়নি। অত্যন্ত মামুলি একটি বিষয়ে হযরত ওমর রাযি. তাঁকে মসজিদে বসিয়ে সকলের সামনে তিরস্কার করেছিলেন। দ্বিতীয়বার তেমনি তুচ্ছ একটি বিষয়ে তাকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা এত বড় মাপের একজন সেনাপতির বড় বড় দোষ-ত্রুটিগুলোকেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

মুসা বিন নুসাইর এ জাতীয় আরও দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তারিক বিন যিয়াদ আর কিছুই বললেন না। তবে তখন তিনি যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম হল, মুসা বিন নুসাইরকে আমি শুধু আমার আমীরই মনে করি না। তাঁকে আমি বাবার মতই শ্রদ্ধা করি। মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে আরও কিছুক্ষণ তিরস্কার করে ক্ষমা করে দিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ সামনে অগ্রসর হয়ে মুসা বিন নুসাইরের ডান হাত তাঁর দুই হাতের মধ্যে নিয়ে পরম ভক্তিভরে চুমু খেলেন এবং চোখে স্পর্শ করলেন।

'ইবনে যিয়াদ!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'এমন একদিন আসবে যেদিন তোমার অস্তি-মজ্জা মাটির সাথে মিশে যাবে। হয়তো তোমার কবরের কোন চিহ্ন সেদিন অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু যতদিন এই পৃথিবীর বুকে আন্দালুসিয়ার অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তোমার নাম অবশিষ্ট থাকবে।'

মুসা বিন নুসাইরের কণ্ঠে তারিক বিন যিয়াদের কৃতিত্বের প্রতি স্নেহমিশ্রিত স্বীকৃতি ঘোষিত হওয়ার পর মুহূর্তে সম্পূর্ণ পরিবেশ একেবারে পাল্টে গেল। মনে হল, ঈশান কোণে জমে থাকা কালো মেঘের ভেলা সরে গিয়ে সেখানে সূর্যের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ল।

ইউরোপিয়ান বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও পর্যবেক্ষক আরদাফ্রেঙ্ক তার লিখিত 'ফ্যালকন অফ স্পেন' গ্রন্থে লেখেছেন, মুসা বিন নুসাইরের কথার স্বরে এমন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল যে, মনে হল, তারিক বিন যিয়াদ তাঁর ঔরসজাত সন্তান। মুসা বিন নুসাইর সুনির্দিষ্ট কোন অভিলাষ নিয়েই আন্দালুসিয়া এসেছিলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর অভিপ্রায় পরিবর্তন করে নিলেন। সম্ভবত তিনি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারিক বিন য়িাদকে ছাড়া জয়যাত্রা অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আন্দালুসিয়া বিজয়ের ক্ষেত্রে মুসা বিন নুসাইরেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি যখন এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, ফ্রান্সকেও ইসলামি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করবেন তখন তাঁর উচ্চমার্গিয় চিন্তা-ভাবনা আর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদকে ক্ষমা করার পর পরই আন্দালুসিয়ার অবিজিত অঞ্চলসমূহে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা শুরু করে দেন।

'সম্মানিত আমীর!' তারিক বিন যিয়াদ মুসা বিন নুসাইরকে বললেন। 'আমি আপনার খেদমতে এখানকার তোহফা পেশ করতে চাই।'

মুসা বিন নুসাইর অনুমতি দিলে তারিক বিন যিয়াদ তোহফা নিয়ে আসতে বললেন। তিনি তালবিরা থেকে এই তোহফা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। 'আন্দালুসিয়ার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে অসংখ্য ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে লেখা আছে যে, তারিক বিন যিয়াদের নিয়ে আসা মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী দেখে মুসা বিন নুসাইরের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠে।

অধিকাংশ উপহার সামগ্রীই ছিল স্বর্ণের। সেগুলোর সাথে নানা বর্ণের অতিমূল্যবান উজ্জ্বল নুড়ি পাথর আর হীরা-জহরত জড়ানো ছিল। এমন দুর্লভ আর মহামূল্যবান সামগ্রী কেবল রাজা-বাদশাহদের মহলেই শুভা পেয়ে থাকে।

তারিক বিন যিয়াদ একেকটি তোহফা দেখাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, 'এটা আপনার জন্য..., এটা আমিরুল মুমিনীনের জন্য।'

অবশেষে তারিক বিন যিয়াদ সেই টেবিল বের করে মুসা বিন নুসাইরের সামনে রাখেলন, যা তিনি টলেডো থেকে পলায়নরত ধর্মযাজকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে রেখেছিলেন। এই টেবিলটি ছিল স্বর্ণের তেরি। টেবিলের পায়া আর চতুর্দিক ছিল উপর থেকে নিচ পর্যন্ত হীরা-জহরত আর দুর্লভ মণি-মাণিক্যে জড়ানো।

'এই টেবিল সম্পর্কে বেশ কিছু কিংবদন্তি প্রচারিত আছে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'প্রথমটি হল, কোন এক যুগে টাইটিস নামক কোন এক বাদশাহ জেরুজালেমের উপর আক্রমণ করেছিলেন। সেখানকার সবচেয়ে বড় উপাসনালয় থেকে তিনি এই টেবিল হস্তগত করেছিলেন।

দ্বিতীয়টি হল, এই টেবিল হযরত সুলায়মান আলাইহিসসালামের মালিকানাধীন।

তৃতীয়টি হল, ধর্মজাযকরা বলেছেন, এই টেবিলের মালিকানা যে দাবি করবে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সে অসহনীয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে অসহায়ের মত মৃত্যু বরণ করবে।'

'আমি এই টেবিলের মাঝে আরেকটি আশ্চর্য বিষয় দেখতে পাচ্ছি।' মুসা বিন নুসাইর টেবিলটির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে বলে উঠলেন। 'এই টেবিলের তিনটি পায়া দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ পায়াটি তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'সম্মানিত আমীর! এই টেবিলের পায়াগুলো অনায়াসে খোলা যায় আবার লাগানোও যায়।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এত পুরাতন একটি টেবিল, কে জানে, কত রাজ্যে আর কত বাদশাহর দরবারেই না ছিল? কেউ হয়তো একটি পায়া খুলে নিয়েছেন। কিংবা কোথাও হয়তো হারিয়ে গেছে।'

উপস্থিত সকলেই দেখতে পেল যে, টেবিলের একটি পায়া নেই। উপস্থিত লোকদের মধ্যে তারাও ছিল যারা পূর্বেও এই টেবিলটি দেখেছিল। জুলিয়ান আর আউপাসও টেবিলটি দেখেছিলেন। সকলেরই মনে হচ্ছিল, টেবিলের চারটি পায়াই টেবিলের সাথে অক্ষত অবস্থায় ছিল। অথচ এখন তারা দেখতে পাচ্ছেন, চতুর্থ পায়াটি নেই। কিন্তু তাদের কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুললেন না। কেউই বললেন না যে, টেবিলটি যখন এখানে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন তার চারটি পায়াই অক্ষত ছিল। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপার নীরব কেন ছিল, ইতিহাস থেকে এর কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তাদের সকলের নীরবতা তারিক বিন যিয়াদের কথারই সমর্থন করছিল।

প্রফেসর ডোজি লেখেছেন, সকলের নীরবতার একটি কারণ এটিও হতে পারে যে, এই টেবিল সম্পর্কে ধর্মজাযকদের কাছ থেকে রহস্যময় ও লোমহর্ষক অনেক কথাই শোনা গিয়েছিল। তারা হয়তো মনে করছিলেন, চতুর্থ পায়াটি নিজে নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো অদৃশ্য হয়নি; কিন্তু তারা কেউই সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। আর তাই সুনিশ্চিতভাবে কেউ কিছু বলতেও পারছিলেন না।

'আমি এই টেবিলের সাথে চতুর্থ পায়া লাগিয়ে দেব।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'অন্য পায়াগুলোতে যেরকম হীরা-জহরত আর চুণিপাথর জড়ানো আছে, সেগুলো হয়তো পাওয়া যাবে না। তাতে কী হয়েছে? আমি স্বর্ণ দিয়ে চতুর্থ পায়াটি তৈরি করাব। তারপর এই টেবিল আমি আমিরুল মুমিনীনের নিকট তোহফা হিসেবে পেশ করব। শহরের সবচেয়ে অভিজ্ঞ স্বর্ণকারকে ডেকে নিয়ে এসো। তাকে বল, অন্যান্য পায়ার মত দেখতে আরেকটি পায়া স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে দিতে। এমনভাবে পায়াটি বানাতে হবে, যাতে সহজেই সেটি টেবিলের সাথে লাগানো যায় এবং পৃথক করা যায়।'

ডন পাস্কেল নামক জনৈক ইতিহাসবিদ তৎকালীন নথিপত্রের বরাত দিয়ে লেখেছেন, অর্জিত গনিমতের মালের মধ্যে স্বর্ণের কোন কমতি ছিল না। চতুর্দিকে স্বর্ণের স্তূপ লেগে গিয়েছিল। মুসা বিন নুসাইরের নির্দেশ অনুযায়ী অভিজ্ঞ স্বর্ণকারকে ডেকে এন টেবিলের অন্য পায়াগুলো দেখানো হল। অল্প কয়েক দিনের মেহনতেই স্বর্ণকার টেবিলের চতুর্থ পায়া তৈরি করে লাগিয়ে দিল।

এর কয়েক দিন পরের ঘটনা। মুজাহিদ বাহিনী আরাগুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন দুইজন। মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ। মুসা বিন নুসাইর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর তারিক বিন যিয়াদ পৌঁছেছেন যৌবনের শেষ প্রান্তে। কিন্তু আবেগ আর উদ্যম,

সংকল্প আর সাহসিকতায় উভয়কেই নওজোয়ান মনে হচ্ছিল। তারা মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যে পথ অতিক্রম করে চলছিলেন, সেটা কোন সহজ পথ ছিল না; বরং সেখানে কোন পথই ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী দিগন্ত বিস্তৃত বিপদসংকুল ভয়ঙ্কর এক উপত্যকা অতিক্রম করে চলছিল।

মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদের গন্তব্য ছিল আরাগুন রাজ্যের কেন্দ্রীয় শহর সারগোসা। এই গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে অসাধারণ হিম্মত আর অসম সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল। এই শহরে পৌঁছার জন্য সর্বসাধারণ যে রাস্তা ব্যবহার করত, তা ছিল খুবই দীর্ঘ। কম করে হলেও এই রাস্তার দূরত্ব ছিল এক মাসের। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর বিকল্প পথ হিসেবে উপত্যকা দিয়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

এই উপত্যকা ছিল 'হিজারা' উপত্যকার মতোই দুর্গম আর বিপদসংকুল। এই উপত্যকায় সমতল ভূমিও ছিল। কিন্তু ঝোপ-জঙ্গল, আর উঁচু-নিচু টিলার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। খানাখন্দ, খাল-বিল আর নদ-নদীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। কোন কোন নদী ছিল খুবই গভীর।

সৈন্যবাহিনীর রসদসামগ্রী গরু-গাড়ি বা ঘোড়া-গাড়ির পরিবর্তে খচ্চরের উপর বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোন ধরনের গাড়ি নিয়ে এই এলাকা অতিক্রম করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। সমগ্র বাহিনীর জন্য এক সাথে খানা তৈরি করার মত কোন পাত্রও সাথে করে নেওয়া হয়নি। প্রত্যেক সওয়ারীকে একটি করে তামার পাত্র দেওয়া হয়েছিল। সেই পাত্রে সে খানা তৈরি করত এবং পানি পান করত। প্রত্যেক সওয়ারীর কাছে একটি করে পানির মশক আর একটি করে শুকনো খাবারের থলি ছিল। পদাতিক সৈন্যদের পক্ষে কোন কিছু বহন করা সম্ভব ছিল না। পদাতিক সৈন্যের কাছে হাতিয়ার ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না। সওয়ারী সৈন্যদের বলে দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন পদাতিক সৈন্যদেরকে তাদের পানাহারে শরিক করে। একজন সওয়ারী সৈনিক আরেকজন পদাতিক সৈনিকের সাথে মিলে যেন খানা খায়।

হিজারা উপত্যকা অতিক্রম করার সময় তারিক বিন যিয়াদের বাহিনী যেমন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এই বাহিনীও পদে পদে তেমনি বিপদের সম্মুখীন হতে লাগল। গভীর নদীগুলো পার হতে গিয়ে দুই-চারজন মুজাহিদ স্রোতের টানে হারিয়ে গেল। জঙ্গলের যেখানে ছাউনি স্থাপন করা হয়েছিল, সেখানে কয়েকজন মুজাহিদ বিষাক্ত সাপের ছোবলে প্রাণ হারাল। কোন কোন মুজাহিদ কমর পর্যন্ত চোরাবালিতে ডেবে গেল। রশি ছুড়ে মেরে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হল।

সবচেয়ে বড় ধৈর্যের পরীক্ষা ছিল একদিন একরাত যাবত বয়ে যাওয়া পাহাড়ী সাইক্লোন আর জীবনসংহারী ঝঞ্ঝাবায়ুর মাঝে তাদের টিকে থাকা। পাহাড়ী সাইক্লোন বিশাল বিশাল গাছগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলছিল। মোটা মোটা ডালগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছিল। চার-পাঁচটি ঘোড়া একটি বড়সড় গাছে নিচে দাঁড়ানো ছিল। টর্নেডোর আঘাতে ঘোড়াগুলো এক মুহূর্তে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। পূর্ণ একদিন একরাত অনবরত টর্নেডোর আঘাত মুজাহিদদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ পর পর বজ্রপাতের বিকট শব্দ বোমা বিস্ফোরণের মতো মনে হচ্ছিল।

মুজাহিদ বাহিনীর কাছে কোন তাঁবু ছিল না। তারা বজ্রপাতের ভয়ে গাছে নিচে আশ্রয় নিত না। তারা জানত গাছের উপরই বজ্রপাত ঘটে। তারা টিলা আর বালিয়াড়ির আড়ালে আশ্র নিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু আর পাহাড়ী সাইক্লোনের আক্রোশ থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। খচ্চর আর ঘোড়াগুলো শীতের তীব্রতায় ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

নদী-নালার সুতীব্র স্রোত বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছিল। পাহাড়ী টিলা আর বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে বৃষ্টির পানি বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত ছুটে চলছিল। মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ, আর অন্যান্য সালারদের অবস্থা ছিল একেবারেই শোচনীয়। কিন্তু তারা কোথাও আশ্রয় তালাশ করছিলেন না। তারা সকলেই পৃথক পৃথকভাবে ঘোড়ায় চড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাহিনীর সদস্যদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করছিলেন। তাদেরকে উজ্জেবিত রাখার জন্য তাদের সাথে হাসি-কৌতুক করছিলেন। তাদের এই হাস্যরস আর কৌতুক শীতে কম্পমান মুজাহিদদের শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি করছিল।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু আর বজ্রের বিকট আওয়াজকে উপেক্ষা করে মুসা বিন নুসাইর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছুটে যাচ্ছিলেন, আর হুঙ্কার ছেড়ে বলছিলেন :

'উত্তাল সমুদ্র তোমাদেরকে প্রতিহত করতে পারেনি।'

'আন্দালুসিয়ার স্রোতস্বিনী নদী আর দুর্লঙ্ঘ পাহাড় তোমাদেরকে আটকাতে পারেনি।'

'আন্দালুসিয়ার সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি।'

'তোমরা এখানকার পাহাড়সম দুর্গগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছ।'

'এই তুফানও তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

প্রত্যেক সালারই মুজাহিদদের হিম্মত বাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। মুসা বিন নুসাইর প্রত্যেক মুজাহিদকে লক্ষ্য করে এ কথাগুলো বারবার বলছিলেন।

'আমাকে দেখ, আমার বয়সের প্রতি লক্ষ্য কর, এই বয়সে বার্ধক্যের কারণেই শরীর কাঁপতে থাকে। কিন্তু হীম শীতল ঝঞ্ঝাবায়ুর মাঝেও আমি আমার শরীরকে কাঁপতে দিচ্ছি না।'

এসবই ছিল, কথার কথা। বাস্তবতা হল, সকলেই শীতের তীব্রতায় কাঁপছিলেন। কিন্তু কেউই হীনমন্যতা, ভীরুতা আর কাপুরুষতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা সকলেই তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে নিজেদেরকে অটল-অবিচল রেখেছিলেন।

***

সাইক্লোনের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। তুফানী ঝঞ্ঝাবায়ুর প্রচণ্ডতা একসময় শক্তিহীন হয়ে পড়ল। নিশুতি রাতের অন্ধকার দূর হয়ে আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটে উঠল। সূর্যের আলোতে চতুর্দিক আলোকিত হলে দেখা গেল, গোটা বাহিনীর অবস্থা সেই জাহাজের মত হয়েছে, যা সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। আর জাহাজের টুকরোগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

মুজাহিদ বাহিনীর কারও পক্ষেই সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। বেশ কয়েকজন মুজাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। গোটা বাহিনীকে মাত্র একদিন-একরাতের জন্য বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হল।

পরদিন মুজাহিদ বাহিনী সামনের দিকে চলতে শুরু করল। যেসকল মুজাহিদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তাদেরকে ঘোড়ার উপর তুলে নেওয়া হল। ফজরের নামায আদায় করেই মুজাহিদ বাহিনী চলতে শুরু করল। যেখানে তারা নামায আদায় করেছিল, সেখানের মাটি ছিল স্যাঁতসেঁতে। চতুর্দিক থেকে গাছের পাতা বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝড়ে পড়ছিল। নামাযের পর মুসা বিন নুসাইর মুজাহিদদের লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণ প্রদান করেন। সে ভাষণ আজও ইতিহাসের পাতায় সোনালী হরফে লেখা আছে।

> 'আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাদেরকে জীবনবিধ্বংসী তুফান থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসেন। নূহ আলাইহিসসালামের যুগের সেই প্রলয়ঙ্করী ঝড় থেকে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই বের করে এনেছিলেন, যারা নূহ আলাইহিসসালামের অনুগত ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই, যারা স্বীয় কৃতকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কৃত করবেন।

তোমরা এই কুফরিস্তানে আল্লাহ ও তার রাসূলের পয়গাম নিয়ে এসেছ। নিঃসন্দেহে তোমাদের পদভার, তোমাদের সেজদার চিহ্ন, আর শহীদদের লাল রক্তের স্পর্শ এই অপবিত্র মাটিকে পবিত্র করে দিয়েছে। আযানের সুমধুর আওয়াজ এখানকার আকাশ-বাতাসকে সুরভিত করে তুলেছে।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং সত্যের উপর অটল-অবিচল থাক তাহলে তোমাদের দশজন একশজনের বিপরীতে, আর একশজন এক হাজারের বিপরীতে জয়লাভ করবে। মনে রেখ, তোমরা হলে মুসলমান। তোমদের মাঝে উঁচু-নীচুর কোন ভেদাভেদ নেই। তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে আল্লাহর রাস্তায় জানমাল কুরবান করার জযবা রাখে। সংগ্রামী বন্ধুগণ! আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।'

মুসা বিন নুসাইরের তেজোদ্দীপ্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর গোটা বাহিনী নতুন উদ্যমে দ্বিগুণ উৎসাহে একের পর এক মনযিল অতিক্রম করে আরাগুনের কেন্দ্রীয় শহর সারগোসা এসে পৌছল। সারগোসার আশপাশের এলাকাগুলো ছিল খুবই দৃষ্টিনন্দন। শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত মজবুত।

মুসা বিন নুসাইর শহর অবরোধ করার আগে একজন সালারকে এই পয়গাম দিয়ে পাঠালেন যে, 'দুর্গের লোকদের বল, কোন রকম রক্তপাত ছাড়াই তারা যেন দুর্গের ফটক খুলে দেয়। যদি তারা মোকাবেলা করে, আর আমরা দুর্গ ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করি তাহলে একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। আর যদি তারা নিজেরাই দুর্গ খুলে দেয় তাহলে সবধরণের সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা হবে।'

মুসা বিন নুসাইরের নির্দেশ অনুযায়ী সালার সামনে অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করলেন।

'তোমরা যদি এখান থেকেই চলে যাও তাহলে আমরা তোমাদের পিছু ধাওয়া করব না।' দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে উত্তর এলো। 'এ দুর্গ পদানত করার স্বপ্ন সাথে নিয়ে ফিরে যাও।'

'আমরা চাই না রক্তপাত হোক।' সালার বললেন।

'আমরা তোমাদের রক্ত ঝড়াতে চাই।' উপর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো। 'ঐ রডারিক মারা গেছে, যাকে তোমরা পরাজিত করেছ। এখানে কোন রডারিক নেই।'

কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীরের উপর থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসি শুনা গেল।

'ফিরে এসো।' মুসা বিন নুসাইর বজ্রকণ্ঠে সালারকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

শহর অবরোধ করা হল। আন্দালুসিয়ার সৈন্যরা দুর্গ থেকে হঠাৎ করে বের হয়ে অতর্কিত হামলা করত। তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আক্রমণ করে মুজাহিদদেরকে পিছু হটিয়ে দিত। তাদের রণকৌশল ছিল, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদলে বিভক্ত হয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে আবার দুর্গে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দিত। সমগ্র আন্দালুসিয়ার সৈনিকদের এই একই রণকৌশল ছিল। সারগোসার সৈন্যরাও এই কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধ করছিল। এই পদ্ধতিতে তারা মুজাহিদদের যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হল।

অবশেষে এই রণকৌশলই সারগোসার সৈন্যদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তবে বিজয় ছিনিয়ে আনতে বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে জানের নাযরানা পেশ করতে হল। ইতিহাসে তাদের সংখ্যা লেখা হয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন। পর্তুগালের জনৈক ইতিহাসবিদ লেখেছেন, তাদের সংখ্যা একশ থেকে কিছু বেশি হবে। তাদের প্রকৃত সংখ্যা যাইহোক না কেন—এটা দেখার বিষয় নয়; দেখার বিষয় হল, অবরোধের অষ্টম কি নবম দিন যখন সারগোসার সৈন্যরা দুর্গের ফটক খোলে বের হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী তাদের উপর তীর বৃষ্টি শুরু করে দিল। একটি ফটক দিয়ে প্রায় চারশ ঘোড়সওয়ার আর অপর ফটক দিয়ে প্রায় তিনশ পদাতিক সৈন্য বের হয়ে এলো। তাদের পিছনে শত শত ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক সৈন্য বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

প্রথম সুযোগেই তীরন্দাজ বাহিনী তুমুল আক্রমণ শুরু করে দিল। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা তীরের আঘাতে প্রথম সারির সকল ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক সৈন্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অন্য সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পিছন দিকে ছুটতে শুরু করল।

পিছনে হটে আসা সৈন্যরা ফটক থেকে বের হয়ে আসা সৈন্যদের উপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল। তারা ভিতরে ঢুকে ফটক বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিল। এই সুযোগে পঞ্চাশ থেকে একশ মুজাহিদ জীবনবাজি রেখে এক অসাধারণ বীরত্বের ইতিহাস রচনা করল। তারা পিছু হটে আসা ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক সৈন্যদের সাথে মিশে দুর্গের ভিতর চলে এলো। তৎক্ষণাৎ মুসা বিন নুসাইর দুই ডিভিশন মুজাহিদকে ফটকের উপর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। আন্দালুসিয়ার সৈন্যদের সাথে মিশে যে মুজাহিদগণ ফটকের ভিতর প্রবেশ করেছিলেন তারা অসম বীরত্ব প্রদর্শন করে ফটক বন্ধ করতে দেননি। আন্দালুসিয়ার বাহিনীর সাথে লড়াই করতে করতে তারা ফটকের উপরেই শহীদ

হয়ে যান। ফটক খোলা পেয়ে মুজাহিদ বাহিনী এক যোগে দুর্গের উপর আক্রমণ করে ভিতরে ঢুকে পরেন। দুর্গের সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর বীরত্ব আর তীব্রতার সামনে তারা কিছুতেই টিকতে পারল না। অনেক রক্তপাতের পর দুর্গ মুসলমানদের পদানত হল।

জীবত সকল সৈন্য ও সালারদের বন্দী করা হল। তাদেরকে সবধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হল। শহরবাসীদের উপর জিযয়া-টেক্স আরোপ করা হল। মুসা বিন নুসাইর অতিদ্রুত একজন করিৎকর্মা প্রশাসক ও কয়েকজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করে শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের সকলেই ছিলেন মুসলমান। কোন ইহুদি বা খ্রিস্টানকে প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা হল না। হুসাইন বিন আবদুল্লাহকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করা হল। হুসাইন বিন আবদুল্লাহ গভর্নর থাকাকালীন সারগোসায় বিশাল এক মসজিদ নির্মাণ করেন। ইতিহাসে আজও তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

***

মুসা বিন নুসাইর তারিক বিন যিয়াদের মাঝে আক্রমণাত্মক নেত্রিত্বের আর যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রধান সিপাহসালার নিযুক্ত করেন। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সারগোসা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে কাতলুনা আর ওয়েলনেশিয়া নামক দু'টি বড় শহর বিজিত করেন। আন্দুসিয়ার আরও দু'টি প্রদেশ তখনও বিজিত হয়নি। একটি গ্ল্যাশিয়া, অন্যটি এলেত্রিয়াস। গুপ্তচর মারফত জানা যায় যে, এই প্রদেশ দু'টির খ্রিস্টান গভর্নরগণ স্বায়ত্ব শাসন কায়েম করে রেখেছেন। কার্যত এখানকার শাসন ক্ষমতা ছিল পাদ্রিদের হাতে। তারা জনসাধারণকে ধর্মীয় উন্মাদনার মাঝে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছিলেন।

অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই এলাকাগুলোও ছিল হিজারা ও আরাগুন উপত্যকা দু'টির মতোই দুর্গম আর বিপদসংকুল। অসংখ্য খরস্রোতা নদী, ছোট-বড় খাল-বিল, নিশ্চিদ্র ঘন বন-জঙ্গল, দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু প্রান্তর, আর দুর্লঙ্ঘনীয় পাহাড়ের সারি—এগুলোই ছিল এসব এলাকার প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাধারণ চিত্র। আবহাওয়ার স্থায়ী কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। কোথাও প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় মুজাহিদদের চলার পথে বিষের কাটা হয়ে দাঁড়াত। কোথাও সাইক্লোন আর টর্নেডোর আচমকা আক্রমণ মুজাহিদদেরকে হীনবল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করত। খাল-বিল-নদ-নদীর সুতীব্র স্রোত, আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকা চোরাবালি মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা

করেছে। কিন্তু মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহু আকবারের বিদ্যুৎচমক আর বজ্রকঠিন হুঙ্কারের মাধ্যমে বাধার সকল বিন্দাচল দু'পায়ে মাড়িয়ে দৃপ্তকদমে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছেন। মুজাহিদ বাহিনী যেখানেই গেছেন সেখানের মাটিই শহীদ-গাজীর তাজা খুনে রঞ্জিত হয়েছে। সেখানেই শান্তির শুভ্র হেলালী-ঝাণ্ডা আকাশে দ্যুতি ছড়িয়েছে।

মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রযাত্রা এতটাই অবিশ্বাস্য আর অকল্পনীয় ছিল যে, ইউরোপের অতি সাম্প্রদায়িক ইতিহাসবিদগণও বিস্ময়াভিভূত হয়ে মুজাহিদ বাহিনীর বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ইতিহাসজগতের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ মি. গিবন লেখেছেন, মুসলিম জাতি তাদের সংকল্প পূরণে এতটাই আবেগপ্রবণ আর উন্মাদ ছিল যে, হাজার রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মহাশক্তিধর সুশৃংখল সামরিক-শক্তি তাদের সামনে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতেই পারেনি। তারা আন্দালুসিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে তাদের অভিযান মুলতবী করেছে।

'প্রিয় বৎস!' মুসা বিন নুসাইর একদিন তারিক বিন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আন্দালুসিয়ার কোন শহর, কোন দুর্গ কি এমন আছে, যা আমরা এখনও বিজিত করিনি?'

'না, সম্মানিত আমীর!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আন্দালুসিয়ার এমন কোন শহর, এমন কোন দুর্গ অবশিষ্ট নেই—যেখানে ইসলামের ঝাণ্ডা সগৌরবে মাথা উঁচু করে উড়ছে না।'

'ইবনে যিয়াদ, আল্লাহর কসম!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তুমি নিশ্চয় আমাকে সমর্থন করবে যে, আমাদের উচিত ফ্রান্স আক্রমণ করা।'

'ইসলামী সাম্রাজ্যের কোন সীমানা নেই, সম্মানিত আমীর!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমাদের উচিত ফ্রান্সের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া।'

নওয়াব যুলকদর জঙ্গ বাহাদুর স্বীয় গ্রন্থ 'খেলাফতে আন্দালুস'-এর মাঝে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে লেখেছেন, মুসা বিন নুসাইর ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকায় কিছু দিন অবস্থান করেন, যেন যুদ্ধক্লান্ত মুজাহিদগণ কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারেন এবং আহত মুজাহিদগণ সুস্থ হতে পারেন।

বিশ্রামের এই দিনগুলোতে মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ গোটা ইউরোপ জয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পর একদিন ভোরের আলো ফুটার আগেই মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী একটি এলাকায় আক্রমণ করে বসেন।

'খেলাফতে আন্দালুস'-এর মাঝে আরও আছে যে, মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের বড় দুটিই শহর বারসেলুনা, আর নারবুন কোন রকম প্রতিরোধ ছাড়া জয় করে নেন। নারবুন টলেডু থেকে এক হাজার পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি শহর। সেই তখন থেকে এই শহর দু'টি আন্দালুসিয়ার অংশ হয়ে আছে। অনেক ঐতিহাসিকগণই লেখেছেন যে, ফ্রান্সের সৈন্য বাহিনী মুসলিম বাহিনীর সামনে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

আর এমনটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ ফ্রান্সের বাহিনী আন্দালুসিয়ার বাহিনীর চেয়েও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

সামনেই ছিল ফ্রান্সের দুর্গম পাহাড়ীসারি পাইরেন্স। মুসলমানগণ এর নাম দিয়েছিল জাবাল আল-বারাত। এই পাহাড়গুলোর কোন কোনটির চূড়া ছিল খুবই উঁচু। ঐতিহাসিক গিবন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন'র মাঝে লেখেছেন, মুসা বিন নুসাইর পাইরেন্সের এক সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্রান্সকে তার পদতলে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার বাহিনীতে আরও সৈন্য সমাবেশ করে ইউরোপ জয় করে 'কনোস্টন্টিনোপল' পর্যন্ত পৌছব। সেখান থেকে স্বীয় রাজ্য সিরিয়ায় প্রবেশ করব।'

গিবন আরও লেখেন, যদি এই মুসলিম জেনারেল সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে আজ ইউরোপের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্কুলসমূহে বাইবেলের পরিবর্তে কুরআন পড়ানো হত। আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের পাঠ প্রদান করা হত। ইউরোপে পোপের পরিবর্তে শায়খুল ইসলামের নির্দেশে বিধান কার্যকর হত।

মুসা বিন নুসাইর ফ্রান্সের এই শহর দু'টি জয় করে সামনে কেন অগ্রসর হননি—এই প্রশ্নের উত্তর একটি বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। বিবরণটি অনেক ঐতিহাসিকের লেখাতেই এসেছে। বিবরণটি হল এই :

মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ ফ্রান্সের লিউন শহর বিজিত করে সামনে অগ্রসর হন। পথে তারা বিস্তীর্ণ এলাকা জোড়ে জীর্ণ-শীর্ণ পরিত্যাক্ত কিছু ইমারত দেখতে পান। তারা উভয়ে সৈন্যদের থেকে পৃথক হয়ে ইমারতগুলো পরিদর্শনে বের হন। দেখতে দেখতে তাদের দৃষ্টি একটি স্তম্ভের উপর আটকে যায়। স্তম্ভের উপর খোদাই করে লেখা ছিল—'হে ইসমাইলের বংশধর, এই পর্যন্ত তোমরা পৌছে গেছ। এখান থেকেই ফিরে যাও।'

স্তম্ভের অপর দিকে লেখা ছিল—'যদি তোমরা এখান থেকে সামনে অগ্রসর হও তাহলে তোমাদের মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেবে। এই বিদ্রোহ তোমাদের ঐক্য-সংহতি আর শক্তি বরবাদ করে দেবে।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, দেয়ালের লেখা পড়ে মুসা বিন নুসাইর গভীর চিন্তায় পড়ে যান। তিনি সালারদের সাথে জরুরীভিত্তিতে পরামর্শে বসেন। সালারদের সকলেই তাঁকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তারা বলেন, আমরা যে রাজ্য জয় করেছি, সেখানে যথার্থরূপে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, আন্দালুসিয়ায় আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা দেয়। সকলের পরামর্শ অনুযায়ী মুসা বিন নুসাইর ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ফ্রান্স থেকে ফিরে আসা বা সামনে অভিযান পরিচালনা না করার আরেকটি কারণও পাওয়া যায়। কারণটি হল, মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। মুসা বিন নুসাইর ছিলেন ফ্রান্সের 'লিউগো' শহরে, আর তারিক বিন যিয়াদ ছিলেন সেখান থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত 'উস্তরগা' শহরে। এমন সময় একদিন দামেস্ক থেকে খলীফার বিশেষ দূত আবু নসর মুসা বিন নুসাইরের নিকট এই পয়গাম নিয়ে হাজির হন যে, 'পয়গাম পৌঁছা মাত্রই অভিযান মুলতবী করে তিনি এবং তারিক বিন যিয়াদ যেন তৎক্ষণাৎ দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য দরবারে খেলাফতে হাজির হন।'

'আমীরুল মুমিনীন কি জানেন, আমি আর তারিক বিন যিয়াদ যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে বিজিত আন্দালুস আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে?' মুসা বিন নুসাইর আবু নসরকে লক্ষ্য করে বললেন।

'আমিরুল মুমিনীন কী জানেন, আর কী জানেন না—এটা আমার জানার বিষয় নয়।' আবু নসর বললেন। 'তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যতদ্রুত সম্ভব মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ যেন দামেস্ক চলে আসে।'

কোন কোন ঐতিহাসিক লেখেছেন, খলীফা ওলিদ বিন আব্দুল মালেক পূর্বেও মুসা বিন নুসাইরকে দামেস্ক ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযান পরিচালনায় আর নতুন নতুন শহর জয়ের নেশায় এতটাই বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন যে, দামেস্কের পয়গাম ভুলেই গিয়েছিলেন। খলীফা ওলিদের সাথে মুসা বিন নুসাইরের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। খলীফা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল না। কিন্তু খলীফা তার বিশেষ দূত মারফত এই কঠিন নির্দেশ পাঠান যে, পত্র পাওয়ামাত্রই দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে।

মুসা বিন নুসাইর কালবিলম্ব না করে একজন বার্তাবাহককে এই বলে তারিক বিন যিয়াদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, যতদ্রুত সম্ভব 'লিউগো' চলে এসো। সংবাদ পেয়ে অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই তারিক বিন যিয়াদ লিউগো এসে পৌঁছলেন। মুসা বিন নুসাইর তাকে বললেন, আমিরুল মুমিনীনের বার্তাবাহক এসেছেন, আগামী কাল ফজরের নামায পড়েই আমাদের রওনা হতে হবে।'

'সম্মানিত আমীর!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এমন কি হতে পারে না যে, আমিরুল মুমিনীনকে ... ।'

'ইবনে যিয়াদ!' আবু নসর তারিক বিন যিয়াদকে থামিয়ে দিয়ে বললেন। 'আমিরুল মুমিনীন কোন অযুহাত গ্রহণ করবেন না। তাঁর রোষানলের তীব্রতা সম্পর্কে আমি ভালভাবেই অবগত আছি।'

'বেটা তারিক! আমাদেরকে যেতেই হবে। দামেস্ক যাওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।'

মুসা বিন নুসাইরের এই কথাগুলো ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়ে আছে।

'আমি কখনই আমার নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিনি।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'ইসলামী সালতানাতের মঙ্গল কামনাই আমার একমাত্র চিন্তা।'

'বৎস! তুমি আমার হুকুম অমান্য করেছিলে, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমিরুল মুমিনীন তাঁর হুকুম অমান্যকারীকে ক্ষমা করবেন না। যাও, প্রিয় বৎস! দামেস্ক যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমরা আবারও ফিরে আসব। ফ্রান্সের এই সুউচ্চ পর্বতমালা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।'

মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ দামেস্ক যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তাদের মনে এতটুকু সন্দেহও সৃষ্টি হল না যে, তাঁরা যাচ্ছেন তো ঠিকই; কিন্তু আর কোন দিন এখানে ফিরে আসতে পারবেন না। দামেস্কের কয়েদখানা মুসা বিন নুসাইরের জন্য, আর চিরদিনের 'গুমনামী' তারিক বিন যিয়াদের জন্য অপেক্ষা করছে।

[নয়]

তারিক বিন যিয়াদ এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ অমান্য করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর আমীর মুসা বিন নুসাইরের অধীন ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যখন মুসা বিন নুসাইরের নির্দেশ অমান্য করেছিলেন তখন তিনি কারো অধীন ছিলেন না। তাঁর আমীর মুসা বিন নুসাইর তাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। বার্তাবাহক আবু নসরও তাঁকে বলে দিলেন, আমীরুল মুমিনীনের গোসা থেকে বেঁচে থাকাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে।

মুসা বিন নুসাইরের মনে খলীফার নির্দেশ সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হলেও তিনি আবু নসরকে এই বলে ফিরিয়ে দিতেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার পক্ষে দামেস্ক যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। আন্দালুসিয়া তার হাতের মুঠোয়, আর ফ্রান্স তার পদতলে—এই অবস্থায় দামেস্ক গেলে সদ্য বিজিত আন্দালুসিয়া হাত ছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুসা বিন নুসাইর দামেস্ক যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ গিবনের রচনা থেকে জানা যায়, মুসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পাইরেন্স থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ফ্রান্সের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সেসময় ফ্রান্সের বাদশাহ ছিলেন চার্লস মারটিল। মুসলিম বাহিনীর চেয়ে তার সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তারা ছিল অনেক বেশি সুসৃঙ্খল আর আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত।

চার্লসের সাথে মুসলিম বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় মি. গিবন তার কোন বিবরণ দেননি। তিনি এতটুকুই লেখেছেন যে, চার্লস মারটিল ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চলের কোন এক এলাকায় মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে। তখন মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিজয় অভিযান সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন মনে করেন এবং পিছু হটে আসেন।

মি. গিবন লেখেন, এই সময় তুর্কিরা জার্মানের উপর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু পোল্যান্ডের বাদশাহ সোলবসকি তুর্কিদেরকে জার্মানির সীমান্ত এলাকায় রুখে দেয়। মি. গিবন আরও লেখেন, তুর্কি ও আরবদের এই আক্রমণ যদি সফল হয়ে যেত তাহলে ইউরোপের ধর্ম খ্রিস্টবাদের পরিবর্তে ইসলাম হত।

বাস্তব অবস্থা হল এই যে, খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেক যদি মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদকে দামেস্ক ডেকে না পাঠাতেন তাহলে এই দুই সিপাহসালার ফ্রান্স জয় করে তবেই ক্ষান্ত হতেন। মুসা বিন নুসাইর যুদ্ধের ময়দানে যেমন অকুতোভয় নির্ভীক সিপাহসালার ছিলেন, তেমনি রণাঙ্গনের বাইরেও ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

নওয়াব যুলকদর জংবাহাদুর স্বীয় গ্রন্থ 'খেলাফতে উন্দুলুস'-এ একাধিক অমুসলিম ইতিহাসবিদের বরাত দিয়ে একটি ঘটনা লেখেছেন। এই ঘটনা থেকেও আরবদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘটনাটি এ্যাশবেলিয়া অবরোধের সময়কার। (পূর্বে এ্যাশবেলিয়া অবরোধের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।) এ্যাশবেলিয়ার বাহিনী জীবনবাজি রেখে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে ঠিকতে না পেরে তারা সন্ধির প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়।

অন্য আরেকটি বিবরণে পাওয়া যায় যে, মুসলিম বাহিনী এ্যাশবেলিয়ার শহররক্ষা প্রাচীরের একটি অংশ ভাঙ্গতে সক্ষম হয়। সেই ভাঙ্গা দেয়াল দিয়ে একদল মুসলিম সৈন্য ভিতরে চলে আসে। এদের সকলেই ছিলেন আরব। খ্রিস্টান সৈন্যরা এই আরব সৈন্যদের উপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করে যে, সকল আরব সৈন্যই শহীদ হয়ে যান। পরবর্তীতে এখানে এসকল শহীদগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এটি শহীদি স্মৃতিসৌধ নামে আজও বিদ্যমান আছে।

বিপুল সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের জীবনহানির কারণে মুসা বিন নুসাইর হতাশ হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ মুসা বিন নুসাইরের নিকট আসেন। মুসা বিন নুসাইর মুসলিম বাহিনীর পক্ষে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করেন। এ্যাশবেলিয়ার ব্যক্তিবর্গ শর্ত কবুল করতে অসম্মতি জানালে দু'দিন পর পুনরায় আলোচনার দিন ধার্য হয়।

মুসা বিন নুসাইরের দাড়ি ও মাথার চুল ছিল সম্পূর্ণ সাদা। সেসময় পর্যন্ত কেবলমাত্র মুসলমানগণই খেজাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। মূলত মুসলমানরাই খেজাব আবিষ্কার করেছিলেন। আন্দালুসিয়ার অধিবাসীরা খেজাব সম্পর্কে অবগত ছিল না।

এ্যাশবেলিয়ার প্রতিনিধি দল দ্বিতীয়বার সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসেন। মুসা বিন নুসাইর তখন তাঁর দাড়ি ও চুলে লাল রংগের খেজাব লাগিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুসা বিন নুসাইরকে অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারা ভাবছিলেন, সাদা চুল লাল হয়ে গেল কীভাবে? সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা শুরু হল। কিন্তু দ্বিতীয়বারের আলোচনাও ফলপ্রসূ হল না। কারণ, মুসা বিন নুসাইরের পক্ষ থেকে অনেক কঠিন শর্ত আরোপ করা হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। দু'দিন পর আবারও আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

দু'দিন পর উভয় পক্ষ তৃতীয়বারের মতো আলোচনায় বসলেন। এবার এ্যাশবেলিয়ার প্রতিনিধি দল এসে দেখল যে, মুসা বিন নুসাইরের লাল দাড়ি ও চুল কালো হয়ে গেছে। তিনি কালো খেজাব ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশি বছর। হাটার সময় তাঁর মাথা সামান্য ঝুঁকে পড়ত। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর নওজোয়ানের মতো সিনা টান করে মাথা উঁচিয়ে হাটছিলেন। আজকের আলোচনাও ভেস্তে গেল।

মুসা বিন নুসাইর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্রতিনিধি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আর কোন আলোচনা নয়, তোমাদের সাথে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাত হবে তোমাদের শহরে। তোমাদের সৈন্যদের লাশ মাড়িয়ে আমাদের সৈন্য শহরে প্রবেশ করবে। তখন আমার তলোয়ারই তোমাদের শর্ত নির্ধারণ করবে।

নওয়াব যুলকদর জংবাহাদুর লেখেছেন :

এ্যাশবেলিয়ার প্রতিনিধি দল দুর্গে ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে বসল।

'ওদের শর্ত মেনে নাও।' প্রতিনিধি দলের একজন নেতা বলল। 'ঐ সিপাহসালার কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবেন। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ, তিনি কতটা বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর একটি চুল-দাড়িও কালো ছিল না। আমরা দেখলাম, তাঁর সাদা-শুভ্র চুল-দাড়ি প্রথমে লাল হয়ে গেল। তারপর লাল চুল-দাড়ি কালো হয়ে গেল। এখন তিনি নওজোয়ানদের মতো কথা বলছেন, চলাফেরা করছেন। তাছাড়া এই মুসলিম বাহিনী দেখতে দেখতে গোটা রাজ্যের উপর ঝেঁকে বসেছে।'

প্রতিনিধি দলের পারস্পরিক আলোচনার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তারা সকলেই মুসা বিন নুসাইরের যাবতীয় শর্ত মেনে নিল।

***

উপরের ঘটনা থেকে মুসা বিন নুসাইরের বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসা বিন নুসাইর তাঁর অসাধারণ ধীশক্তি আর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, খলীফার নির্দেশ মেনে নেওয়া উচিত। যারপরনাই তিনি আর তারিক বিন যিয়াদ দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে টলেডু এসে পৌছেন। সালার মুগীস আর-রুমিও তাঁদের সাথে দামেস্ক যেতে চান। মুসা বিন নুসাইর তাকে দামেস্ক নিতে চাচ্ছিলেন না।

'সম্মানিত আমীর!' মুগীস আর-রুমি বললেন। 'আমি কর্ডোভা জয় করেছি। কর্ডোভার গভর্নর হাতিয়ার সমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল। সে যুদ্ধে

আমাদেরকে অনেক বেশি জানের নাযরানা পেশ করতে হয়েছিল। অবশেষে জীবনবাজি রেখে আমি গভর্নরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আপনি আমিরুল মুমিনীনের জন্য উপহারস্বরূপ ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দী ও অসংখ্য দাস-দাসী নিয়ে যাচ্ছেন। আমি শুধু এই একজন যুদ্ধবন্দীকে আমিরুল মুমিনীনের কাছে পেশ করতে চাই—এই অধিকার কি আমার নেই?

'অবশ্যই তোমার এই অধিকার আছে।' মুসা বিন নুসাইর তার আবেদন মঞ্জুর করে তাকে দামেস্ক যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

মুসা বিন নুসাইর কয়েক দিন টলেডু অবস্থান করতে চাচ্ছিলেন। তিনি দ্রুতগতির এক ঘোড়সওয়ারকে এই বার্তাসহ দামেস্ক পাঠিয়ে দিলেন যে, মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন, তাঁরা অতিসত্তর দামেস্ক এসে পৌঁছবেন।

টলেডু এসে মুসা বিন নুসাইর খলীফার জন্য বরাদ্ধকৃত হাদিয়া আর বায়তুল মালের গনিমত পৃথক করা শুরু করেন। যুদ্ধবন্দীর সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার। সেসকল বন্দীদের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে দামেস্ক নিয়ে যাবেন, তাদেরকে নির্বাচন করাও অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় ছিল।

জুলিয়ান ও আউপাস মুসা বিন নুসাইরের সাথেই ছিলেন। আউপাস মেরিনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদ যখন টলেডু জয় করেন তখন একদিন মেরিনা এক ইহুদি জাদুকরের লাশ হাদিয়াস্বরূপ তারিক বিন যিয়াদের সামনে পেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের পর থেকে আউপাস মেরিনাকে অনেক জায়গায় তালাশ করেছে, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পায়নি। এবার মুসা বিন নুসাইরের সাথে টলেডু আসার পরও আউপাস মেরিনার খোঁজ-খবর নিতে লাগল। অনেক খোঁজাখুজির পর মেরিনার সন্ধান পাওয়া গেল। আউপাস একদিন মেরিনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

মেরিনা হল টলেডুর অধিবাসী। সে নিজ গৃহে বাবা-মার কাছে না গিয়ে ছোট্ট একটি উপাসনালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এই উপাসনালয়টি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন আর লোকালয় থেকে অনেক দূরে। লোকজনের আনাগুনা এখানে ছিল না বললেই চলে। মেরিনা এই নির্জন উপাসনালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে আস্তানা গেড়ে বসে। সে সবসময় সাদা কাপড়ে নিজেকে আবৃত করে রাখত। কাপড় দিয়ে এমনভাবে মাথা পেঁচিয়ে রাখত যে, বাইরে থেকে একটি চুলও দেখা যেত না।

বহুদিন পর আউপাসকে দেখতে পেয়ে মেরিনার চোখে-মুখে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। মেরিনা সবরকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল।

'এখানে কী করছ, মেরিনা!?' আউপাস আবেগতাড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'তপস্যা করছি।' মেরিনা আত্মনিমগ্ন ভঙ্গিতে ভাবাবেগহীন কণ্ঠে উত্তর দিল। 'খোদাওন্দের নিকট আপন গুনাহের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তুমি কেন এসেছ?'

'মেরিনা, আমি তোমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে এসেছি।' আউপাস বলল। 'এটা তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। তুমি শাহীমহলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য।'

'শাহীমহল!' মেরিনা তাচ্ছিল্যের সাথে বলে উঠল। 'সেই শাহীমহল, যেখানে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-ভালোবাসা, স্বপ্ন-সাধনার সমাধি রচিত হয়েছে?'

'এখন আর সেই মহলে রডারিক নেই।' আউপাস বলল। 'রডারিকের বংশের কেউই আজ সেখানে থাকে না। সেই মহল এখন মুসলমানদের দখলে। সেখানে পাপাচারের কোন নাম-নিশানাও নেই। সেখানে কেউ মদ্য পান করে না। কেউ কোন নারীর উপর নির্যাতন করে না। সেই মহল এখন পবিত্র হয়ে গেছে।'

'আউপাস, আমি এখনও পবিত্র হয়নি।' মেরিনা বলল। 'যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমি আমার আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করে যাব।'

'আমি তোমাকে মুসলমানদের আমীরের নিকট নিয়ে যেতে চাই।' আউপাস বলল। 'আমি তাঁকে বলতে চাই, এই সেই নারী, যে আড়ালে থেকে গোয়াডিলেট নদীর তীরে সংঘটিত যুদ্ধে রডারিককে পরাজিত করেছিল।'

'এ কথা শুনে মুসলমানদের আমীর আমাকে পুরস্কৃত করবেন, তাই না?' মেরিনা বলল। 'আউপাস, এ কথাই তো তুমি আমাকে বলতে চাচ্ছ? দুঃখিত, আউপাস! আমি উপহার-উপঢৌকনের দুনিয়া থেকে বের হয়ে অনেক দূর চলে এসেছি।'

'আমীর মুসা তোমাকে দেখতে চান, মেরিনা!' আউপাস বলল। 'তোমার মনে কি আমার জন্য সামান্য ভালোবাসাও অবশিষ্ট নেই? আমি তোমাকে আমার ভালোবাসার দোহায় দিয়ে বলছি, আমার সাথে চল, পরে না হয় ফিরে আসবে...। আমীর মুসা দামেস্ক চলে যাচ্ছেন।'

ভালোবাসার দোহায় দেওয়াতে মেরিনা আউপাসের সাথে যেতে রাজি হল।

ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদ গোয়ানগোজ লেখেন, মেরিনার ব্যক্তিত্বের মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। সে সত্যিকার অর্থেই দুনিয়াবিমুখ হয়ে গিয়েছিল। তার মাঝে এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল।

***

রডারিককে পরাজিত করার পিছনে মেরিনার যে বিশাল ভূমিকা ছিল সে ব্যাপারে তারিক বিন যিয়াদ, জুলিয়ান ও আউপাস সকলেই মুসা বিন নুসাইরকে

অবহিত করেছিলেন। সেই দুর্দান্ত সাহসী মেয়ে মেরিনা এখন মুসা বিন নুসাইরের সামনে দাঁড়ানো। মুসা বিন নুসাইর আশ্চর্য হয়ে মেরিনাকে দেখছেন। মেরিনাও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

'বস, মেয়ে!' মুসা বিন নুসাইর মেরিনাকে লক্ষ্য করে বললেন। 'আমাদের কাছে তোমার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা অবশ্যই তোমাকে তোমার কাজের প্রতিদান প্রদান করব।'

আউপাস মেরিনাকে মুসা বিন নুসাইরের কথা তরজমা করে শুনাচ্ছিল। কিন্তু মেরিনার চোখে-মুখে এমন একটা প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে ফুটে উঠছিল যেন, সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। তার দৃষ্টি মুসা বিন নুসাইরের চেহারার উপর আটকে আছে।

'তোমার আমীরকে বল, তিনি যেন স্বদেশে ফিরে না যান।' মেরিনা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল। 'এই সফর তাঁর জন্য কল্যাণকর হবে না।'

'আমি আমার দেশে গেলে কী ক্ষতির সম্মুখীন হব?' মুসা বিন নুসাইর মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'এই সফর আপনার জন্য শুভ হবে না।' মেরিনা দৃঢ়কণ্ঠে বলল। 'এই সফর আপনার জন্য লাঞ্ছনা আর অপমানের কারণ হবে। আরও খারাপ কিছুও হতে পারে।'

কথা বলতে বলতে মেরিনার আওয়াজ উঁচু হতে লাগল। তার কণ্ঠ থেকে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। সে বলতে লাগল, 'যাবেন না, আমীর! ... আপনি যাবেন না ...। পরিণতি ভাল মনে হচ্ছে না ...। আপনার চোখ বলছে, এই চোখে পুনরায় আন্দালুসিয়া দেখা সম্ভব হবে না।'

মুসা বিন নুসাইর হাসি ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি হাসতে হাসতে বললেন। 'মুসলমান তার সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন মুসলমান যদি কোন মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য মনে করে তাহলে সে মুশরিক হয়ে যায়।'

'আমি কোন ধর্মের কথা বলছি না।' মেরিনা বলল। 'আমি হয়তো আমার ধর্ম সম্পর্কেও কিছু জানি না। আমি এও জানি না যে, আমি কীভাবে বুঝতে পারলাম, আপনার এই সফর শুভ হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার আশে-পাশে মৃত্যু ঘুরাফেরা করছে।'

'তুমি কি কোন পণ্ডিতের কাছ থেকে এই বিদ্যা অর্জন করেছ?' মুসা বিন নুসাইর জানতে চাইলেন।

'না।' মেরিনা বলল। 'আমার ভিতর থেকে, আমার নিজের অস্তিত্ব থেকে আমি একটি আলো অনুভব করি। আমি আপনাকে কোন ধোঁয়াশার মধ্যে রাখতে চাই না। আমি আপনাকে বলতে চাই, আমি কী ছিলাম, কী হয়েছি?'

'তোমার সম্পর্কে আউপাস আমাকে সবকিছুই বলেছে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তোমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে, তা আমি জানি। তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখ-কষ্টের জন্য আমরা সকলেই সমবেদনা প্রকাশ করছি। বরং তুমি এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছ, সে কথায় বল।'

'পৃথিবীর এক অন্ধকার জগতে আমার বসবাস ছিল।' মেরিনা বলতে লাগল। 'আমি নির্যাতিত ছিলাম বটে, তবে আমি নিজেকে গুনাহগার মনে করি। আমি রডারিকের রক্ষিতা ছিলাম। রডারিককে আমার হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য আমি অনেক ধোঁকা, আর ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমি অনেকের সাথে প্রতারণা করেছি। আত্মপ্রবঞ্চনার মাঝে আমার যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। তার পর আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। সে আমার সম্প্রদায়ের জাদুকর ছিল। আমি তাকে হত্যা না করলে একজন বেগুনাহ মেয়েকে তার হাতে জীবন দিতে হত। সে রডারিকের বিজয়ের জন্য ঐ মেয়েকে বলি দিতে চাচ্ছিল।'

'আমি এ সবকিছুই জানি।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমরা তোমার এই সাহসিকতার প্রশংসা করি। আমরা এর প্রতিদান দিতে চাই।'

'না, জনাব!' মেরিনা বলল। 'আমি আপনাদের প্রতি কোন রকম অনুগ্রহ করিনি। অনুগ্রহ করে থাকলে নিজের প্রতি করেছি। আমি রডারিক থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। এখন আমার অন্তরে কোন উপহার-উপঢৌকনের লোভ নেই। আমি আমার অন্তরাত্মাকে গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করছি। এখন সমগ্র আন্দালুসিয়ার বাদশাহীও যদি আমার পদতলে রেখে দেওয়া হয় তাহলেও আমি সেই নির্জন ছোট্ট উপাসনালয় থেকে বের হবো না, যেখানে আমি নিজেকে বন্দী করে রেখেছি। আমার অন্তরাত্মা পবিত্র হয়ে গেছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে রূহানী জগতের আত্মারাও এসে থাকে। সম্ভবত তারাই আমাকে ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়ে যায়।'

মুসা বিন নুসাইরের ঠোঁটের উপর মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি অন্যান্য সালারদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই মেয়ের মস্তিষ্ক ঠিক নেই।'

'আমি আপনাকে আরেকটি বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।' মেরিনা বলল। 'আমার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে আমাকে সেই প্রাচীন উপাসনালয় থেকে উঠিয়ে এই মহলে

এনে আরাম-আয়েশে রাখবেন—এমনটি চিন্তাও করবেন না। আউপাস আমাকে ভালোবেসে ছিল। পরিণতিতে তার খান্দানের বাদশাহী রক্তের দরিয়ায় ভেসে গেছে। তার ভাই যিনি বাদশাহ ছিলেন, মারা গেছেন। রডারিক আমাকে তার মহলে নিয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে তার কামনা-বাসনার পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। তার বাদশাহীর নাম-নিশানাও আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেও বেঘোরে মারা গেছে। আমি আপনার মহলে কিছুতেই থাকব না।'

মেরিনা কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় বলতে শুরু করল।

'আমি আপনাকে আবারও বলছি, এই সফরের চিন্তা মন থেকে বের করে দিন।' এ কথা বলে মেরিনা একেবারে চুপ হয়ে গেল। গোটা দরবারে পীনপতন নীরবতা ছেয়ে গেল। মেরিনা ধীরে ধীরে বসা থেকে উঠে গাম্ভির্যের সাথে পা ফেলে দরজা পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। তারপর পেছন ফিরে বলল :

'মুসলমানদের আমীর, আন্দালুসিয়া হল প্রেতাত্মাদের দেশ। এখানে আবহমান কাল থেকে মানুষের রক্ত ঝরেছে। ভবিষ্যতেও রক্ত ঝরবে। এখানের মাটিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় ভেদ লুকানো আছে। এখানের আকাশে-বাতাসে রহস্যের ছড়াছড়ি।'

এ কথা বলে মেরিনা দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।

'এই মেয়েটির প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'দ্রুত সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। টলেডুর পরিবর্তে এ্যাশবেলিয়াই হবে আন্দালুসিয়ার রাজধানী। দু-এক দিনের মধ্যেই আমরা এ্যাশবেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হব।'

***

দু'দিন পর বিশাল বড় এক বাহিনী নিয়ে মুসা বিন নুসাইর এ্যাশবেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আবদুল আযীয এ্যাশবেলিয়াতেই ছিলেন। পূর্বেই তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, মুসা বিন নুসাইর আর তারিক বিন যিয়াদ এ্যাশবেলিয়া আসছেন। সংবাদ শুনে আবদুল আযীযের স্ত্রী এজেলুনা তৎপর হয়ে উঠল।

'গোটা শহর সম্মানিত আমীরকে সংবর্ধনা জানাবে।' এজেলুনা আবদুল আযীযকে বলল। 'শহরের অধিবাসীগণ শহর থেকে বের হয়ে পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আমীর মুসাকে খোশআমদের জানাবে।'

'না, এজেলুনা!' আবদুল আযীয বললেন। 'আমীর মুসা এমনটি পছন্দ করবেন না। আমাদের ধর্ম লোকজনকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে এমন রাজকীয়

অভ্যর্থনা প্রদানের অনুমতি দেয় না। এটা অহংকার আর অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ফেরাউনদের কর্মপন্থা।'

'এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান নয়।' এজেলুনা বলল। 'এরা তোমাকে, তোমার বাবাকে, আর সিপাহ্সালার তারিক বিন যিয়াদকে বাদশাহ্ মনে করে। এখানকার লোকজন রাজা-বাদশাহকে সম্মান করতে অভ্যস্ত। যদি তোমরা তাদেরকে এই কথা চিন্তা করার সুযোগ করে দাও যে, তোমরাও তাদের মতো সাধারণ মানুষ তাহলে তাদের উপর তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহাল রাখতে পারবে না। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। তোমার সম্মানিত পিতা একজন সাধারণ প্রজার মতো আসবেন, আর প্রজা সাধারণ তাঁর প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করবে না—এই অপমান আমি মেনে নিতে পারব না। এর যাবতীয় ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

ইতিহাসবিদগণ লেখেছেন, এজেলুনা এক মোহনীয় জাদু হয়ে আবদুল আযীযের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। একদিকে আবদুল আযীয ছিলেন স্ত্রীর অতিশয় বাধ্যগত স্ত্রৈণ এক স্বামী। অপরদিকে দুর্দান্ত এক সিপাহ্সালার, আর বিচক্ষণ প্রশাসক।

এজেলুনা শুরু থেকে রাজরানী হতে চাচ্ছিল। মুসা বিন নুসাইরের আগমনের কথা শুনে সে শহরময় ঘোষণা করিয়ে দিল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার সম্মানিত আমীরের শুভাগমন হবে। যখনই ঘোষণা করা হবে, তিনি আগমন করছেন, তখন শহরের সকল নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু শহর থেকে বের হয়ে সম্মানিত আমীরকে খোশআমদেদ জানাবে।

এজেলুনা মুসা বিন নুসাইরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জমকালো আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ উপলক্ষে সে এ্যাশবেলিয়ার সকল প্রশাসকের কাছে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বার্তা পাঠাতে লাগল। এই বিশাল আয়োজনের অংশ হিসেবে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে টলেডুর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাদের দায়িত্ব হল, মুসা বিন নুসাইরের কাফেলা টলেডুর সীমানা অতিক্রম করার সাথে সাথে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে এজেলুনাকে সংবাদ দেবে।

অবশেষে মুসা বিন নুসাইরের আগমনের দিন সমাগত হল। সে দিন দ্বীপ্রহরের সময় ঘোড়সওয়ার দু'জন দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরে এসে প্রবেশ করল। তারা সরাসরি আবদুল আযীযের সামনে এসে বলল, শীঘ্রই আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার সম্মানিত আমীরের আগমন ঘটছে। তারা যে দূরত্বের কথা বলল, তা বেশি হলে এক ঘণ্টার পথ হবে।

সংবাদ পেয়ে এজেলুনা ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সে আস্তাবল থেকে ঘোড়া আনানোর পরিবর্তে আগত ঘোড়সওয়ারদের একজনের ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কার কাছে যেতে হবে, কার উপর কোন দায়িত্ব থাকবে—এ জাতীয় সকল বন্দোবস্ত এজেলুনা পূর্বেই করে রেখেছিল।

***

এ্যাশবেলিয়ার দিকে বিশাল এক বাহিনী এগিয়ে আসছে। কাফেলার সামনের সারিতে আছেন মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ, আর মুগীস আর-রুমীসহ অন্যরা। তাদের পিছনে দুই থেকে আড়াইশ সৈন্যের রক্ষীবাহিনী। তাদের পিছনে কয়েক হাজার যুদ্ধবন্দী। বন্দীদের হাত রশি দিয়ে বাঁধা। বন্দীদের মাঝে আছে রডারিকের সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা আর সাধারণ সিপাহী। অনুগ্রহ করে উচ্চপদস্ত কর্মকর্তাদেরকে ঘোড়ার উপর সওয়ার হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দী হল কর্ডোভার গভর্নর। মুগীস আর-রুমী তাকে বন্দী করেছিলেন। বন্দীদের পিছনে ঘোড়াগাড়ির বিশাল বহর। ঘোড়াগাড়িগুলো দাসী-বান্দিতে ঠাসা। এদের পিছনে অসংখ্য খচ্চর আর খচ্চরচালিত টাঙাগাড়ি। এগুলোর উপর বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল বোঝায় করা।

শহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাফেলা পৌঁছলে দেখা গেল, শহরের অধিবাসীরা রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণ মানুষের সামনে মুসলিম সিপাহীরা বর্শা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো। প্রতিটি বর্শার অগ্রভাগে ত্রিকোণবিশিষ্ট সবুজ ঝাণ্ডা বাঁধা। প্রত্যেক সিপাহী তার বর্শার নিম্নাংশ মাটির সাথে লাগিয়ে উপরের অংশ সামনের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে ধরে আছে। বহুদূর পর্যন্ত সবুজ ঝাণ্ডার আশ্চর্য রকম সুন্দর এক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেই সাথে সৈন্যদের অভিন্ন সফেদ পোশাক সৌন্দর্যের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পদাতিক সৈন্যদের সারি যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখান থেকে অশ্বারোহী সৈন্যদের সারি শুরু হয়েছে। শিশু ও নারীদেরকে সকলের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে। তারা সকলেই হাত নেড়ে নেড়ে কাফেলাকে স্বাগতম জানাচ্ছে, আর সমস্বরে চিৎকার করে বলছে, মুসা বিন নুসাইর খোশ আমদেদ! মুসা বিন নুসাইর জিন্দাবাদ! যুবতী মেয়েরা ফুলের ডুলি হাতে নিয়ে মুসা বিন নুসাইরকে লক্ষ্য করে ফুলের পাপড়ী ছুড়ে মারছে।

এই দৃশ্য দেখে মুসা বিন নুসাইরের ঠোঁটের কোণে ভিন্ন রকম মুচকি হাসির আভা ঝিলিক দিয়ে উঠল। দম্ভ আর ঔদ্ধত্বের কারণে তাঁর গর্দান ঈষৎ বেঁকে

ছিল। প্রফেসর ডোজি, ডানপাস্কল, ইবনে বাশকুল ও ড. কুন্ডে প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ আরও কয়েকজন ইতিহাসবিদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন, মুসলিম বিজেতাগণ এ জাতীয় রাজকীয় শান-শওকাত ও জমকালো অভ্যর্থনার পক্ষপাতি ছিলেন না। ইসলামে এ জাতীয় রাজকীয় মহড়া প্রদানের কোন সুযোগ নেই। উচিত ছিল মুসা বিন নুসাইর এই রাজকীয় জমকালো অভ্যর্থনাকে অপছন্দ করে জিজ্ঞেস করবেন, কে এই অনৈসলামিক প্রথার আয়োজন করেছে? তাঁর উচিত ছিল এ জাতীয় মহড়া প্রদর্শনকারীকে জনসম্মুখে ডেকে এনে তিরস্কার করা। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, তিনি এই রাজকীয় অভ্যর্থনায় আনন্দিত হন। তাঁর মুচকি হাসি, আর চেহারার অভিব্যক্তি থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাচ্ছিল, তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। তবে তারিক বিন যিয়াদ, মুগীস আর-রুমীসহ অন্যান্য সালারদের চেহারার অভিব্যক্তিতে বিরক্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

শহরের প্রধান ফটকের সামনে মুসা বিন নুসাইরকে যে অভ্যর্থনা প্রদান করা হয় এক কথায় তা ছিল অভাবনীয় ও অতুলনীয় এক অভ্যর্থনা। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আর মুসলমানগণ এক কাতারে দাঁড়ানো ছিল। মুসা বিন নুসাইর, তারিক বিন যিয়াদ ও মুগীস আর-রুমীসহ অন্যান্য সালারগণ ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। মুসলমান ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের সাথে মোসাফাহা করেন। কিন্তু আন্দালুসিয়ার অধিবাসীরা প্রথমে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে, তারপর মুসা বিন নুসাইরের হাত তাদের হাতের মধ্যে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে চুমু খেতে থাকে। তারিক বিন যিয়াদসহ অন্যান্য সালারদেরকে সাধারণভাবেই অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। মোটকথা, এজেলুনা মুসা বিন নুসাইরকে আন্দালুসিয়ার অন্যান্য বাদশাহদের মতোই একজন বাদশাহ বানিয়ে দেয়।

***

'প্রিয়!' রাতে এজেলুনা আবদুল আযীযকে লক্ষ্য করে বলল। 'আমি এ কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, তুমি নিজেকে এবং তোমার মহান পিতাকে একজন সাধারণ মানুষ কেন মনে কর? তোমার পিতা হলেন, শাহানশা আর তুমি হলে শাহজাদা। আমি তোমার পিতাকে শাহানশার মর্যাদা দিতে চাই।'

এজেলুনা সম্পর্কে সকল ইতিহাসবিদই লেখেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই নারী অসাধরণ রূপ-যৌবনের অধিকারী ছিল। কিন্তু সেই সময়ে তার চেয়েও অনেক বেশি রূপসী নারী ছিল। তারপরও এজেলুনার মাঝে এমন কী জাদু ছিল যে, সে রডারিকের মতো পাষাণ হৃদয় বাদশাহকে মোমের মতো

বানিয়ে ফেলেছিল, আর আবদুল আযীযের মতো বিচক্ষণ মর্দেমুমিন সালারকে তার হাতের পুতুলে পরিণত করেছিল?

ইতিহাসবিদদের বিবরণ থেকে বুঝা যায়, এজেলুনার আসল জাদু ছিল তার মুখের কথায় আর শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গিতে। তার কথার জাদু আর মোহনীয় অঙ্গ-ভঙ্গিই মুসা বিন নুসাইরের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে ফেলেছিল।

ইতিহাসে যে নারীকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী মনে করা হয়, সেই ক্লিওপেট্রাও খুব বেশি সুন্দরী ছিল না। তার সেবিকাদের মধ্যে তার চেয়েও বেশি রূপসী ও আকর্ষণীয় দেহসৌষ্টবের অধিকারিনী নারী ছিল। ক্লিওপেট্রার মাঝে যে সম্মোহনী শক্তি ছিল অন্য কোন নারীর মাঝে তা ছিল না। ক্লিওপেট্রার কুটকৌশল আর ষড়যন্ত্রের সামনে জুলিয়াস সিজারের মতো যোদ্ধাও নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। জুলিয়াস সিজারের স্থলাভিষিক্ত এ্যান্থোনি মিসর আক্রমণ করলে ক্লিওপেট্রা তার মোকাবেলায় সৈন্যবাহিনী না পাঠিয়ে তাকে ভালোবাসার জালে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলে যে, তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় এবং সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। ক্লিওপেট্রার মতো এজেলুনার মাঝেও হয়তো এমনই কোন সম্মোহনী শক্তি ছিল।

মুসা বিন নুসাইর এ্যাশবেলিয়ায় বেশি দিন অবস্থান করেননি। তিনি পুত্র আবদুল আযীযকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করে তার উপর সকল দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়েন।

মুসা বিন নুসাইর যেদিন আবদুল আযীযকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন সেদিনটিই ছিল এজেলুনার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন। এজেলুনা যখন রডারিকের বিবি ছিল তখনও তার জীবনে এমন আনন্দময় কোন দিন আসেনি। সে রডারিকের কাছে পরম প্রিয় ছিল ঠিকই, কিন্তু রানীর মর্যাদা রডারিক অন্য বিবিকে দিয়ে রেখেছিল। তাই সে কোন দিনই রানীর মতো ইচ্ছা-স্বাধীন ছিল না। আজ সে আবদুল আযীযের বিবি হওয়ার সুবাদে রানী যেমন হয়েছে, তেমনি নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়নের স্বাধীনতাও লাভ করেছে।

***

গনিমতের যে অংশ বায়তুল মালের জন্য বরাদ্ধ ছিল মুসা বিন নুসাইর তা সাথে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। বেশ কিছু মূল্যবান তোহফা খলীফার জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছিল। এ্যাশবেলিয়ার যুদ্ধবন্দীও একেবারে কম ছিল না। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাজ্যের উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাও ছিল। সকলকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হল।

অবশেষে একদিন মুসা বিন নুসাইর এ্যাশবেলিয়া থেকে জাবালুত তারিকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। দূরত্ব ছিল তিনশ মাইলেরও কিছু বেশি। পথে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় শহর পড়ে। মুসা বিন নুসাইরের কাফেলা যে শহরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, সে শহরের অধিবাসীরা রাস্তার উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাত। দূর থেকে খোশ আমদেদ আর জিন্দাবাদের ধ্বনী শুনা যেত। পথে পথে মুসা বিন নুসাইরকে লক্ষ্য করে ফুলের পাপড়ী ছিটিয়ে দেওয়া হত।

চলার পথে মুসা বিন নুসাইরের কাফেলাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর ব্যবস্থা এজেলুনাই করেছিল। সে মুসা বিন নুসাইরের যাত্রাপথে অবস্থিত সকল শহরের প্রশাসকদের নিকট নির্দেশ পাঠিয়ে ছিল যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীরা শহর থেকে বাইরে এসে মুসা বিন নুসাইরকে যেন অভ্যর্থনা জানায়।

মুসা বিন নুসাইরের এই বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ কাফেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ লেখেছেন। মুসা বিন নুসাইর চাচ্ছিলেন, খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের দরবারে আন্দালুসিয়ার শান-শওকত ও জাঁকজমকের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে। তিনি খলীফার দরবারে এ বিষয়টি তুলে ধরতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র একটি রাজ্যই জয় করেননি; বরং সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের হৃদয়-মনও জয় করেছেন। মুসা বিন নুসাইর আন্দালুসিয়ার যেসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে গোথ সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যেমন ছিলেন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। তিনি কয়েকজন ইহুদি সরদারকেও এই কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এই কাফেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার যুদ্ধবন্দী ছিল। ঘোড়াগাড়িতে করে শত-সহস্র দাসী-বান্দি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এদের সকলেই ছিল আন্দালুসিয়ার অধিবাসী। তারা মুসলমানদের সাথে দামেস্ক যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আমীর-উমারাদের স্ত্রী-কন্যারা তাদের স্বামীদের সাথে দামেস্ক যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে, তাদেরকেও সাথে নেওয়া হল। ইতিহাসবিদগণ তাদের সকলের রূপ-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

মালে গনিমতের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, কয়েক হাজার খচ্চরের উপর সেগুলো বোঝাই করা হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনুকসহ ছোট-বড় সবরকম যুদ্ধসামগ্রী ছিল। মোটকথা, মুসা বিন নুসাইরের কাফেলার শান-শওকত আর জাঁকজমক যে কোন রাজা-বাদশাহর জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বয়ং মুসা বিন নুসাইরও এই জাঁকজমক দেখে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কথাবার্তা আর চাল-চলনে আত্মঅহমিকা ফুটে উঠেছিল।

কয়েক দিন পর কাফেলা জাবালুত তারিকের সমুদ্র বন্দরে এসে পৌছে। এখানে বড়সড় কয়েকটি জাহাজ আর মালবাহী কিস্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। এখানেও হাজার হাজার লোক মুসা বিন নুসাইরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত হয়েছিল। আন্দালুসিয়ার অসংখ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুসা বিন নুসাইরকে আল-বিদা জানানোর জন্য জাবালুত তারিক পর্যন্ত এসেছিলেন। তারা যেভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে আর তোষামোদ করে মুসা বিন নুসাইরকে বিদায় জানাচ্ছিলেন তাতে করেও মুসা বিন নুসাইরের চিন্তা-চেতনায় অহংবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। কোন মানুষই পূজনীয় নয়—ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাস সেদিন চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বিশাল বড় এই কাফেলা মিসরের সমুদ্র তীরবর্তী শহর কায়রোয়ান এসে যাত্রা বিরতি করল। সেসময় কায়রোয়ান ছিল মিসরের রাজধানী। দু-এক দিন কাফেলা এখানে অবস্থান করে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। কায়রোয়ান থেকে আরব বংশদ্ভোত নেতৃবর্গ ও বার্বার সরদারগণ এবং মিসরের নেতৃস্থানীয় লোকজন কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হলেন।

'তারিখে উন্দুলুস' নামক গ্রন্থে বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসর ও আফ্রিকার সরদার ও সালারগণ মুসা বিন নুসাইরকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে, মনে হচ্ছিল, তারা তাঁর চার পাশে মানব ঢাল তৈরী করে রেখেছেন। তাদের সকলের আচরণই ছিল দাসত্বসুলভ।

গনিমতের মাল ও উপহার-উপঢৌকনের বস্তুসামগ্রী ঘোড়া ও খচ্চরের উপর বহন করে জাবালুত তারিক পর্যন্ত আনা হয়েছিল। সেখান থেকে জাহাজ ও কিস্তির মাধ্যমে কায়রোয়ান আনা হয়েছে। কায়রোয়ান থেকে সেগুলো উটের উপর বোঝাই করে দামেস্ক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোঝা বহনকারী উটগুলোকে রঙবেরঙের কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে।

কোন ঐতিহাসিকই লেখেননি যে, এই কাফেলা কতদিন পর দামেস্ক এসে পৌছে। কায়রোয়ান থেকে দামেস্কের দূরত্ব ছিল কমপক্ষে তিন মাসের। মুসা বিন নুসাইর যেদিন দামেস্ক এসে পৌছেন সেদিন ছিল শুক্রবার। তাঁর আগমনের অব্যবহতি পরই দামেস্কের জামে মসজিদে জুমার নামাযের আযান শুরু হয়।

তারিক বিন যিয়াদ আর মুগীস আর-রুমী কাফেলার পিছন দিকে ছিলেন। তারা পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দূর থেকে দামেস্ক শহর দেখা যাচ্ছিল। তারিক বিন যিয়াদ ও মুগীসের চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দামেস্ক থেকে কয়েক মনযিল দূরে মুসা বিন নুসাইর এমন এক নাটকীয় ঘটনার জন্ম দেন, যা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি। ঘটনার

আকস্মিকতায় সকলেই অবাক হয়ে যান। মুসা বিন নুসাইরের মতো বয়োবৃদ্ধ মর্দে মুমিনের এ কী হয়ে গেল, তিনি এমন কেন করলেন?

'খেলাফতে উন্দুলুস' নামক গ্রন্থে এ ঘটনার বিবরণ এভাবে এসেছে :

'সর্বশেষ যাত্রা বিরতির পর কাফেলা সকাল সকাল রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসা বিন নুসাইর চাচ্ছিলেন, জুমার নামাযের আগেই দামেস্ক গিয়ে পৌঁছতে। কাফেলা রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মুসা বিন নুসাইর মুগীস আর-রুমীকে ডেকে পাঠান। তারিক বিন যিয়াদ সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। মুগীস উপস্থিত হলে মুসা বিন নুসাইর তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

'মুগীস, তোমার সেই বন্দীকে আমার হাতে সোপর্দ করো। তোমার বন্দী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সে কর্ডোভার গভর্নর ছিল। আমি নিজে তাকে আমীরুল মুমিনীনের কাছে সোপর্দ করতে চাই।'

'সম্মানিত আমীর!' মুগীস বললেন। 'সে তো আমার বন্দী, আমি কর্ডোভার যুদ্ধে জীবনবাজি রেখে তাকে বন্দী করেছি। আপনিও আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, আমি যেন নিজ হাতে তাকে খলীফার দরবারে পেশ করি ... ।'

'আমি তোমাকে বলছি, এই বন্দীকে আমার হাতে সোপর্দ করো।' মুসা বিন নুসাইর রাজকীয় ভাবগাম্ভির্যের সাথে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

'ঠিক আছে, তবে আমি অবশ্যই আমিরুল মুমিনীনকে বলব, সেই গভর্নরকে আমি গ্রেফতার করেছি।' মুগীস আর-রুমী বললেন। 'আমিরুল মুমিনীনকে আমি এ কথাও বলব যে, কত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে জীবনবাজি রেখে আমি কর্ডোভা শহর দখল করেছি।'

আমি তোমাকে খলীফার সামনে উপস্থিত হতে দেব না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন।

'কেন?' মুগীস জিজ্ঞেস করলেন। 'আমি কি কোন রণাঙ্গনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছি? আপনি আঠার হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মাধ্যমে যে বিজয় অর্জন করেছেন, আমি মাত্র এক হাজার সৈন্যের মাধ্যমে সেই পরিমাণ বিজয় অর্জন করেছি। তারপরও আমার এতটুকু অধিকারও কি নেই যে, আমি আমিরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাত করতে পারব?'

'না, তোমার সেই অধিকার নেই।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তোমার সেই অনুভূতিও নেই যে, আমি তোমাকে কী পরিমাণ সম্মানিত করেছি, অথচ তুমি এই সম্মানের যোগ্য ছিলে না। তুমি ইহুদি ছিলে, তারপর গোথ হয়েছ, অতঃপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ। তুমি ছিলে দ্বিতীয় শ্রেণির সালার। আমি তোমাকে আরবী সালারদের সমমর্যাদা দান করেছি।'

'ইসলাম মানুষের মাঝে জাত-পাতের বিভক্তি সৃষ্টি করে না।' মুগীস বললেন। 'এ কারণেই আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আপনি যতটা ইচ্ছা আমাকে লাঞ্ছিত করতে পারেন, করেন। তবে মনে রাখবেন, আমি একবার যখন মুসলমান হয়েছি, তখন আজীবন মুসলমানই থাকব। মুসলমান হয়েই মৃত্যু বরণ করব। সম্মানিত আমীর, আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমার কয়েদি আমি আপনাকে দেব না।'

মুসা তাঁর একজন দেহরক্ষীকে ডেকে বললেন, 'কর্ডোভার খ্রিস্টান গভর্নরকে এখানে নিয়ে এসো।' দেহরক্ষী গভর্নরকে নিয়ে আসল।

'এই লোকই তো তোমার কয়েদি—না?' মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, এই লোকই।' মুগীস বললেন।

মুসা বিন নুসাইর বন্দী গভর্নরের পিছন দিকে চলে এলেন। তারপর হঠাৎ কোষ থেকে তরবারী বের করে গভর্নরের গর্দান লক্ষ্য করে এমন সজোরে আঘাত হানলেন যে, তার দেহ থেকে মাথা আলাদা হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল। দেহটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নিথর হয়ে গেল।

মুগীস আর-রুমী আর তারিক বিন যিয়াদ কোন কথা না বলে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন।

***

কাফেলা আবার দামেস্কের উদ্দেশ্যে চলতে শুরু করল। তারিক বিন যিয়াদ আর মুগীস আর-রুমী মুসা বিন নুসাইরের সামনে থেকে চলে এসে একত্রে পথ চলছিলেন। তারা উভয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাদের মনের কষ্ট চেহারায় সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছিল।

'ইসলামে এজন্যই রাজকীয় জাঁকজমক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে আমীরের মন-মস্তিষ্কে দম্ভ-অহংকার সৃষ্টি হতে না পারে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'লক্ষ্য করে দেখ, এতো বয়োবৃদ্ধ, এতো বুদ্ধিমান একজন মানুষের দিল-দেমাগে বাদশাহীর জাঁকজমক কী প্রভাব সৃষ্টি করেছে!'

'আরেকটি বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।' মুগীস বললেন। 'আবদুল আযীযের খ্রিস্টান স্ত্রী বৃদ্ধের দেমাগ বিগড়ে দেওয়ার জন্যই এমন রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিল।'

মুসা বিন নুসাইর স্বীয় পুত্র আবদুল আযীযকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কায়রোয়ান এসে তিনি তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহকে আফ্রিকার পূর্ব দিকের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পশ্চিম দিকের দায়িত্ব তৃতীয় ছেলে আবদুল মালেকের হাতে ন্যস্ত করেন। বাদবাকি এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করেন সবচেয়ে ছোট ছেলে মারওয়ানের উপর।

'এই বৃদ্ধ আমীর আন্দালুসিয়ায় ও আফ্রিকায় তাঁর পারিবারিক বাদশাহী কায়েম করেছেন।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এখন তিনি আমিরুল মুমিনীনের কাছ থেকে তাঁর পুত্রদের নিযুক্তির ব্যাপারে অনুমোদন আদায় করবেন। কোন একজন বার্বারকে যদি তিনি কোন এক অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করতেন তাহলে আমাদের মন খুশী হয়ে যেত।'

'আপনার সেই টেবিলটিও তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন।' মুগীস বললেন। 'দেখবেন, তিনি আমীরুল মুমিনীনকে বলবেন, এটি হযরত সুলায়মান আ.-এর টেবিল। অত্যন্ত কষ্ট করে তিনি এটি অর্জন করেছেন।'

'তিনি সত্যিই যদি এমনটি করেন তাহলে তাঁকে সকলের সামনে শরমিন্দা হতে হবে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমি এজন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

তারিক বিন যিয়াদ ও মুগীস আর-রুমী যদিও মুসা বিন নুসাইরের শত্রু হয়ে যাননি, তথাপি তিনি তাদেরকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখতেও সক্ষম হননি।

***

পূর্বেই দামেস্কে এ সংবাদ প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল যে, আন্দালুসিয়ার বিজেতাগণ আগমন করছেন। তাদের সাথে আসছে অসংখ্য যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধলব্ধ দাস-দাসী, আর বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল। কাফেলা পৌছার সংবাদ শুনা মাত্রই দামেস্কের ছোট-বড় সকলেই মুসলিম বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শহর থেকে বের হয়ে এলো। তারা শ্লোগানে শ্লোগানে মুসলিম বাহিনীকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে লাগল। কাফেলা শহরে প্রবেশ করতেই পুরবাসিনী নারীগণ দরজা-জানালা খোলে এবং বাড়ির ছাদে উঠে হাত নেড়ে খোশ আমদেদ জানাতে লাগলেন।

মুসা বিন নুসাইরের কাফেলা বিশাল বিস্তৃত এক ময়দানে এসে অবস্থান গ্রহণ করল। উটগুলোকে বসিয়ে সামানপত্র নামানো হচ্ছিল, এমন সময় একজন অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে মুসা বিন নুসাইরের সামনে এসে দাঁড়াল। আগন্তুক মুসা বিন নুসাইরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটি পয়গাম শুনাল। তখন এই পয়গামের কথা অন্য কেউ হয়তো শুনেনি; কিন্তু ইতিহাসের পাতায় সেই পয়গামের কথা আজও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সেই পয়গাম ছিল খলীফা ওলিদ বিন আবদুল মালেকের ভাই সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের পক্ষ থেকে। সুলায়মান বিন আবদুল মালেকের মর্যাদা হল তিনি খলীফার ছোট ভাই। পয়গাম নিয়ে আসা ব্যক্তি সুলায়মানের খাস লোক।

'সুলায়মান বিন আবদুল মালেক আপনার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন।' অশ্বারোহী বলল। 'তিনি বলেছেন, আমিরুল মুমিনীন খুবই নাযুক অবস্থায় আছেন, যে কোন সময় তিনি ইন্তেকাল করতে পারেন। আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাত করবেন না এবং কোন হাদিয়া ও গনিমতের মাল তাঁকে দেবেন না। কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। তাঁর ইন্তেকালের পর সুলায়মান আমীরুল মুমিনীন হবেন। তখন তাঁর নিকট সকল হাদিয়া, দাসী-বান্দি ও গনিমতের মাল পেশ করবেন।'

'এটা নির্দেশ নাকি অনুরোধ?' মুসা বিন নুসাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি যা মনে করেন।' অশ্বারোহী বলল। 'আমি আপনার কাছে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি।'

'সুলায়মানকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি এই পাপের কাজ কখনই করব না যে, খলীফার মৃত্যুর অপেক্ষা করব। তাকে বলে দেবেন, আমি খলীফার নির্দেশে এখানে এসেছি, খলীফার সাথেই দেখা করব। আল্লাহ না-করুন, খলীফার ইন্তেকাল হয়ে গেলে তাঁর বড় ছেলেও খলীফা হতে পারেন। এটা তো জরুরী নয় যে, সুলায়মানই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। সে যাইহোক, বর্তমানে ওলিদ হলেন আমীরুল মুমিনীন। তাঁকে মান্য করা আমার কর্তব্য। যা কিছু দেওয়ার আমি তাঁকেই দেব। যা কিছু নেওয়ার তাঁর কাছ থেকেই নেব। আমি সবার আগে তাঁর সাথেই সাক্ষাত করব।'

'আমীর, এমনটি করবেন না।' অশ্বারোহী বলল। 'আপনি আমীরুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাত করবেন না। সুলায়মান তাঁর ভাই। তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আমীরুল মুমিনীন অসুস্থ। হেকিম বলেছেন, কেউ যেন তাঁর সাথে সাক্ষাত না করে।'

অশ্বারোহী চলে গেল। মুসা বিন নুসাইর হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি দ্রুত খলীফার সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করলেন। রাজদরবারের এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও খলীফা ওলিদ জুমার নামায আদায় করার জন্য মসজিদে আসছেন।

মূলত খলীফা ওলিদ নামায পড়ার জন্য নয়; নামায পড়ানোর জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর বেশি দিন তিনি বাঁচবেন না। তিনি শেষ বারের মত ইমামতের সৌভাগ্য অর্জন করতে চাচ্ছিলেন। প্রকৃত অর্থেই খলীফা ওলিদ ছিলেন একজন মর্দে মুমিন। ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তারের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর অনুমতিতে এবং তাঁরই পৃষ্টপোষকতায় মুহাম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু আক্রমণ করেছিলেন। তারিক বিন যিয়াদকে আন্দালুসিয়া অভিযানের অনুমতিও তিনি দিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন।

***

মুসা বিন নুসাইর যখন জানতে পারলেন যে, খলীফা ওলিদ জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, যেসকল উপহার-উপঢৌকন খলীফার জন্য আনা হয়েছে সেগুলো মসজিদে নিয়ে যাও। মুসা বিন নুসাইর মসজিদে এসে খলীফার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর খলীফা মসজিদে উপস্থিত হলেন। মুসা খলীফার সাথে সাক্ষাত করলেন। তারিক বিন যিয়াদ আর মুগীস আর-রুমীও খলীফার সাথে সাক্ষাত করেন। আনন্দের আতিশায্যে খলীফা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন।

নামাযের পর মুসা খলীফা ওলিদের সামনে মসজিদেই উপহার সামগ্রী ও গনিমতের মাল প্রদান করেন। বিপুল পরিমাণ মহামূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী দেখে খলীফার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। অন্যরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। খাঁটি স্বর্ণের এত বিপুল পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী তারা কখনও দেখেনি।

খলীফার ভাই সুলায়মান সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চেহারায় সুস্পষ্টরূপে ক্রোধের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি এমনভাবে মুসা বিন নুসাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, সুযোগ পেলে তিনি মুসাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেবেন। এসকল উপহারসামগ্রী দিয়েই তো তিনি তাঁর মহল সাজাতে চেয়েছিলেন। তাই তো তিনি মুসা বিন নুসাইরের নিকট পয়গাম পাঠিয়েছিলেন, কয়েক দিন অপেক্ষা করার জন্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল খলীফা ওলিদ অল্প কয়েক দিনের মেহমান মাত্র।

মুসা বিন নুসাইর উপহারের একেকটি বস্তু বের করছিলেন আর তার বিবরণ দিচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি সেই টেবিলটি বের করলেন, যেটি টলেডু বিজিত হওয়ার পর তারিক বিন যিয়াদের হস্তগত হয়েছিল। তারিক বিন যিয়াদ পলায়নপর কয়েকজন পাদ্রি থেকে এই টেবিলটি উদ্ধার করেছিলেন। কথিত আছে, এটি হযরত সুলায়মান আ.-এর টেবিল।

'আমীরুল মুমিনীন!' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি এই টেবিলটি টলেডুর পাদ্রিদের থেকে অনেক কষ্ট করে অর্জন করেছি। বিশেষ করে আপনার জন্য এটি আমি নিয়ে এসেছি। এই টেবিলের সাথে যেসকল মণি-মুক্তা আর হীরা-জহরত লাগানো আছে, আজকাল সেগুলো কোথাও পাওয়া যায় না। এটি হযরত সুলায়মান আ.-এর মালিকানাধীন ছিল। কেউ বলতে পারে না, এটি কীভাবে আন্দালুসিয়া এসেছে।'

খলীফা ওলিদ চতুর্দিক থেকে ঘুরে ঘুরে টেবিলটি দেখছিলেন। তাঁর চেহারায় আনন্দের ছাপ যতটুকু পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তার চেয়েও বেশি বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠছিল। হযরত সুলায়মান আ.-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে খলীফা ওলিদ এটিকে পবিত্র মনে করছিলেন।

'ইবনে নুসাইর!' খলীফা ওলিদ বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলে উঠলেন। 'আমার জন্য তুমি যে হাদিয়া এনেছ, কেউ তার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। এই টেবিলের কথা কী আর বলব! তুমি নিজেই বল, তোমাকে কী পুরস্কার দেব?'

'আমীরুল মুমিনীন!' তারিক বিন যিয়াদ বলে উঠলেন। তিনি পাশে দাঁড়িয়ে মুসা বিন নুসাইরের কথা শুনছিলেন, আর মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। 'এই পুরস্কারের হকদার আমি। এই টেবিল আমীর মুসা অর্জন করেননি, বরং আমার মুজাহিদগণের কৃতিত্ব এই যে, তারা এই টেবিল হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমীর মুসা এই টেবিল আমার কাছ থেকে হুকুম বলে নিয়ে নিয়েছেন।'

খলীফা ওলিদের চেহারার রং তৎক্ষণাৎ পাল্টে গেল। ধীরে ধীরে সেখানে গোসার চিহ্ন ফুটে উঠল। খলীফা ওলিদ তারিক বিন যিয়াদের উপর রাগান্বিত হয়ে পড়েন। তিনি মনে করেছেন, তারিক তাঁর আমীরের উপর মিথ্যা কথা বলার অপবাদ আরোপ করেছেন। মুসা বিন নুসাইরের মত প্রবীণ আমীরের উপর ধোঁকাবাজির অভিযোগ কেউ-ই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

'ইবনে যিয়াদ!' খলীফা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। 'তোমার কি এই অনুভূতি নেই যে, তুমি কত বড় ব্যক্তির উপর কতটা নিকৃষ্ট অপবাদ আরোপ করছ? তোমার কি জানা নেই, এই দুঃসাহসের শাস্তি কত ভয়াবহ হতে পারে? তুমি কি এটা প্রমাণ করতে পারবে যে, এই টেবিল আমীর মুসার প্রচেষ্টায় নয়; বরং তোমার প্রচেষ্টায় আমাদের হস্তগত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'একটি নয়; আমি কয়েকটি প্রমাণ পেশ করতে পারব। আমি সেই সিপাহীদেরকে আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারব, যারা এই টেবিল একটি ঘোড়াগাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল। আমি আন্দালুসিয়া থেকে সেসকল পাদ্রিদের ডেকে এনে আপনার সামনে উপস্থিত করতে পারব, যারা এই টেবিল নিয়ে টলেডু থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।'

'আমি তোমাকে এতটা সময় দিতে পারব না।' খলীফা ওলিদ বললেন। 'আমার জীবনের কোন ভরসা নেই। ক'দিন বাঁচব কে জানে? এসকল লোকদের আসতে না জানি কত দিন লেগে যাবে। তোমার কৃতিত্ব আর বিজয়-সাফল্যের কারণে আমি তোমাকে এই সুযোগ দিচ্ছি যে, তুমি তোমার আমীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারপর তোমার দেশে ফিরে যাবে। যদি এটা করতে না পার তাহলে এই অনর্থক অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।'

'আমি এখানেই একটি প্রমাণ পেশ করতে পারি, আমীরুল মুমিনীন!' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'এই টেবিলের পায়া চারটি লক্ষ্য করুন। তিনটি পায়া এক রকম, আর চতুর্থটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরী। একেবারে সাদামাটা।'

খলীফা ওলিদ গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, তিনটি পায়ায় অত্যন্ত মূল্যবান ও দুর্লভ মণি-মুক্ত আর হীরা-জহরত লাগানো আছে। আর চতুর্থ পায়াটি একেবারেই সাদামাটা।

'এই টেবিলের চতুর্থ ও আসল পায়া আমার কাছে আছে।' তারিক বিন যিয়াদ বললেন। 'আমীর মুসা যখন টলেডু আসেন তখন তিনি সর্বপ্রথম আমাকে আমার লসকরের সামনে চাবুক দিয়ে আঘাত করেন। তারপর আমাকে জেলখানায় নিক্ষেপ করেন। আমীর মুসার এ সকল আচরণ দেখে আমার মনে তাঁর নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর আমি যখন তাঁর সাথে এই টেবিল সম্পর্কে আলোচনা করি তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন এই টেবিল তাঁর হাতে সোপর্দ করি। টেবিল আনার জন্য তিনি আমাকে মুক্ত করলে আমি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে টেবিলের একটি পায়া খুলে রাখি। তারপর আমীর মুসাকে বলি, এটি অত্যন্ত রহস্যময় টেবিল। এটি যখন আমাদের হস্তগত হয় তখন এর পায়া চারটিই ছিল। এখন একটি পায়া অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেদিন আমার মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল আজ আপনার সামনে তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আমীর মুসা টলেডুতে এর চতুর্থ পায়া স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। আপনি অনুমতি দিলে এই টেবিলের আসল পায়াটি এখনই আমি আপনার সামনে পেশ করতে পারি।'

খলীফা ওলিদের অনুমতি নিয়ে তারিক বিন যিয়াদ বের হয়ে এসে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন। তাঁর হাতে টেবিলের আসল পায়াটি দেখা যাচ্ছিল। তিনি মুসা বিন নুসাইরের তৈরীকৃত পায়াটি খোলে আসল পায়া টেবিলের সাথে জোড়ে দিলেন।

'আমীরুল মুমিনীন!' মুগীস আর-রুমী বলে উঠলেন। তিনি এখানেই ছিলেন। 'আমি আমীর মুসা সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলতে চাই। এ কথা বলার জন্য আপনার অনুমতি নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম এই অনুমতি দিয়ে রেখেছে। স্বয়ং খলীফাও যদি কোন অন্যায় করেন তাহলে রাজ্যের একজন সাধারণ মানুষও তার কাছে জাবাবদিহি করতে পারে।'

'বল, মুগীস! তুমি যা বলতে চাও, বল।' খলীফা ওলিদ বললেন।

'আমীরুল মুমিনীন!' মুগীস বললেন। 'আমি মাত্র সাতশ সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে কর্ডোভা শহর দখল করেছিলাম। আশ-পাশের আরও দুটি কসবাও আমি সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিজিত করেছি। সে বিজয়ের কথা আমি আপনার নিকট পরে কখনও বর্ণনা করব। এই বিজয়ের পুরস্কার আমি আল্লাহর কাছ থেকে নেব। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি জিহাদ করেছি। কিন্তু আমীর মুসা আমাকে বলেছেন, তুমি প্রথমে ইহুদি ছিলে, তারপর

গোথ সম্প্রদায়ের লোক হয়েছ, অতঃপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ। এ জন্য তুমি আরব সালারদের সমান হতে পার না। আমি আপনার সামনে পেশ করার জন্য কর্ডোভার গভর্নরকে আমার ব্যক্তিগত বন্দী হিসেবে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু দামেস্ক প্রবেশ করার আগে সর্বশেষ যেখানে আমরা যাত্রা বিরতি করেছিলাম, সেখানে আমীর মুসা আমাকে হুকুম দেন, আমি যেন গভর্নরকে তাঁর হাতে সোপর্দ করি এবং এ কথা প্রচার করি, গভর্নর আমার বন্দী নয়; আমীর মুসার বন্দী। আমি এ কথা মানতে অস্বীকার করলে আমীর মুসা নিজ হাজে গভর্নরকে হত্যা করে ফেলেন।'

'আল্লাহর কসম!' হঠাৎ খলীফার ছোট ভাই সুলায়মান চিৎকার করে বলে উঠেন। 'আমীর মুসার এই অপরাধ কিছুতেই ক্ষমার যোগ্য নয়। সে তারিকের টেবিল আর মুগীসের বন্দীকে নিজের বলে দাবি করে—এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে আন্দালুসিয়ায় যে বিজয় অর্জন করেছে, তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি; খলীফার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য করেছে।'

'তাঁর এই অপরাধও কি ছোট করে দেখার সুযোগ আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করেছেন।' মুগীস বললেন। 'তিনি আফ্রিকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে সেখানকার শাসনভার তাঁর অপর তিন ছেলের হাতে তুলে দিয়েছেন। আন্দালুসিয়া, আর আফ্রিকায় কোন বার্বার সালারের কি কোনই অধিকার নেই। আন্দালুসিয়ার বাদশাহ আর তার ভয়ঙ্কর সমর শক্তিকে বার্বার সিপাহীরাই পরাস্ত করেছিল। তারাই আমীর মুসার বিজয়ের পথ সুগোম করে দিয়েছিল।'

'আর কিছু শুনার মত ক্ষমতা আমার নেই।' খলীফা ওলিদ বললেন। 'একদিকে তোমাদের সেই বিজয়গাথা, যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনাগত প্রজন্ম তোমাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করবে। তোমাদের সমাধিতে ফুলের সওগাত পেশ করবে। অপরদিকে তোমাদের এই নীচু মানসিকতা আর নিষ্ঠার দৈন্যতা তোমাদেরকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তোমরা একজন আরেকজনকে হেয় করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছ। আমার ভাবতেও অবাক লাগছে, মুসা বিন নুসাইরের মত প্রবীণ, বিদগ্ধ আর বুদ্ধিমান আমীর যদি এতটা নীচু মানসিকতা পোষণ করেন তাহলে উম্মতে মুহাম্মদীর ভবিষ্যত কি হবে?'

খলীফা ওলিদ উঁচু মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহকে ভয় করতেন এবং সকল কাজ আল্লাহর রেজামন্দি অনুযায়ী করতে চেষ্টা করতেন। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হেকিম তাঁকে বিছানা থেকে উঠতে নিষেধ করেছিলেন। শরীরের এই নাযুক অবস্থা আর হেকিমের নিষেধাজ্ঞাসত্ত্বেও আন্দালুসিয়ার বিজেতাদের আগমনের সংবাদ শুনে

তিনি শুধু বিছানা ছেড়েই উঠেননি; বরং জুমা নামায পড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি হাসি মুখেই জুমার নামায আদায় করেন। কিন্তু মুসা বিন নুসাইরের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ, আর তারিক বিন যিয়াদ ও মুগীস আর-রুমীর তীক্ত কথার কারণে এতটাই ব্যথিত হন যে, কথা বলতে বলতে তিনি একেবারে মুষড়ে পড়েন। অবশেষে তিনি শুধু এতটুকুই বলতে পারেন :

'এদের সকলকে পঞ্চাশ হাজার করে দেরহাম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হোক। আমি কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না। এখন সকলকে যেতে বলো।'

মুহূর্তের মধ্যে খলীফার রোগের প্রকোপ বেড়ে গেল। সাথে সাথে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হেকিম ডেকে পাঠানো হল। হেকিম এসে নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, তোমরা সকলে মিলে আমীরুল মুমিনীনকে হত্যা করে ফেলেছ।

সকল নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। তারা লেখেছেন, খলীফা ওলিদ হযরত সুলায়মান আ.-এর টেবিল মক্কা মুকাররমা পাঠিয়ে দেন। দুই জন ঐতিহাসিক লেখেছেন, মক্কা মুকাররমা পাঠানোর আগে টেবিলের সাথে লাগানো সকল হীরা-জহরত খোলে নেওয়া হয়। তারপর এই টেবিল ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যায়।

***

এই ঘটনার পর খলীফা ওলিদ আর উঠে দাঁড়াতে পারেননি। কিছু দিন পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। খলীফা অসুস্থ থাকাকালীন মুগীস আর-রুমী খলীফার ছোট ভাই সুলায়মানের কাছে আমীর মুসা বিন নুসাইরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করেন। তারিক বিন যিয়াদও মুসা বিন নুসাইরের আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সুলায়মানের নিকট মুসা সম্পর্কে কোন অভিযোগ না করলেও সুলায়মান মুসার দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন। খলীফা ওলিদ জীবদ্দশায় বড় পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু লিখিত হুকুমনামা জারি করার কোন ফুরসত তিনি পাননি। সুলায়মান এই সুযোগের ফায়দা উঠিয়ে নিজেই খলীফা হয়ে বসেন এবং খুতবায়[৯] তার নাম যুক্ত করে দেন। খলীফা হওয়া মাত্রই সুলায়মান যে কাজটি করেন, তা হল তিনি মুসা বিন নুসাইরকে দরবারে ডেকে পাঠান।

মুসা বিন নুসাইরের আগমনের সাংবাদ শুনামাত্রই সুলায়মান বার্তাবাহকের মাধ্যমে এই সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর সাথে নিয়ে আসা

৯। যিনি মুসলিম বিশ্বের খলীফা হতেন, জুমা ও ঈদের খুতবায় তাঁর নাম নেওয়া হত এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হত। সাধারণ মানুষ খুতবার মাধ্যমেই তাদের খলীফার নাম জানতে পারতেন।

হাদিয়া-তোহফা আর গনিমতের মাল খলীফার নিকট পেশ না করেন। কিন্তু মুসা বিন নুসাইর সুলায়মানের কথা শুনেননি। এ কারণে সুলায়মান মুসার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। পরবর্তীতে হাদিয়া-তোহফার আধিক্য দেখে সুলায়মানের মনের অসন্তুষ্টি দুশমনীর রূপ ধারণ করে। সুলায়মান যখন মুসাকে দরবারে ডেকে পাঠান তখন সেখানে সুলায়মানের আজ্ঞাবহ ও মোসাহেব শ্রেণির লোকজন উপস্থিত ছিল।

'মুসা বিন নুসাইর!' সুলায়মান বললেন। 'আজ থেকে তুমি কোন রাজ্যের আমীর নও। তুমি একজন মিথ্যুক, খেয়ানতকারী ও বদদ্বীন লোক।'

সুলায়মান ভরা দরবারে টেবিলের ঘটনা সবাইকে শুনান। অতঃপর মুগীস আর-রুমী যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা শুনান এবং নিজের পক্ষ থেকে বেশকিছু অভিযোগ উত্থাপন করে এই হুকুম প্রদান করেন যে, 'একে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করো।'

প্রায় সকল মুসলিম-অমুসলিম ইতিহাসবিদগণ লেখেছেন, মানুষ হিসেবে সুলায়মান বড় ভাই ওলিদের তুলনায় একেবারে উল্টো ছিলেন। ওলিদকে দিনের উজ্জ্বলতার সাথে তুলনা করা হলে সুলায়মানকে তুলনা করা হত নিকষ কালো অন্ধকার রাতের সাথে। সুলায়মানই ছিলেন প্রথম খলীফা যিনি রাজতন্ত্রের বুনিয়াদ স্থাপন করেছিলেন। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী উচিত ছিল, মুসা বিন নুসাইরকে আইনের সম্মুখীন করা। শাস্তি বা নিষ্কৃতি—যেটাই তাঁর প্রাপ্য হবে, কাজী সেই ফয়সালা প্রদান করবেন। কিন্তু সুলায়মান ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ হাতে আইন তুলে নেন এবং মুসা বিন নুসাইরকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। সুলায়মান শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এই নির্দেশ জারি করেন যে, এই কয়েদিকে এতটা শাস্তি প্রদান করা হোক, যেন তার বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়ে পড়ে, কিন্তু মৃত্যুবরণও যেন না করে।

ইসলামে এ ধরনের শাস্তির কোন অবকাশ তো নেই-ই; বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন শাস্তি জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভূক্ত। মুসার বয়স প্রায় আশি বছর হয়ে গিয়েছিল। সামান্য কষ্ট স্বীকার করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপরও তাঁকে প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত বালুর মধ্যে শুইয়ে রাখা হত। কখনও তাঁকে খুটির সাথে বেঁধে রাখা হত।

অসহ্য জুলুম-নির্যাতনের কারণে মুসা বিন নুসাইরের শরীরের চামড়া উঠে গোশত বের হয়ে গিয়েছিল। খলীফা ওলিদ যেসকল পুরস্কার মুসা বিন নুসাইরকে দিয়ে ছিলেন সুলায়মান সেগুলোসহ মুসা বিন নুসাইরের স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। পরিণামে মুসা বিন

নুসাইরের গোটা পরিবার পথের ফকিরে পরিণত হয় এবং মেহনত-মজদুরী করে বহু কষ্টে দু-বেলা খাদ্য যোগার করতেও ব্যর্থ হয়।

এত কিছুর পরও সুলায়মানের জিঘাংসা চরিতার্থ হয়নি। এক-দেড় বছর পর যখন মুসা বিন নুসাইরকে চিনাও যেত না, তখন সুলায়মান হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করলে মুসা বিন নুসাইরকে হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে তার সাথে মক্কা শরীফ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সকাল বেলা মুসাকে কাবা গৃহের অদূরে বসিয়ে দেওয়া হত, যেন তিনি হাত পেতে লোকদের কাছে ভিক্ষা করেন। অনবরত জুলুম-নির্যাতন আর দুঃখ-বেদনার ভারে ন্যুব্জ মুসা বিন নুসাইর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়েছিলেন। সারাদিন তিনি হাজিদের সামনে হাত পেতে ভিক্ষা চাইতেন। সন্ধ্যা বেলা সুলায়মানের লোক এসে তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যেত। ভিক্ষাবৃত্তি করে সারাদিন তিনি যা উপার্জন করতেন, সেগুলো তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হত। সুলায়মান তাঁর উপর জরিমানা ধার্য করেছিলেন। তাঁর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অর্থ দিয়ে জরিমানার হিসাব পূর্ণ করা হত। তাঁকে বলা হয়েছিল, ভিক্ষা করে জরিমানার অর্থ উপার্জন করতে। যখন তিনি জরিমানার সকল অর্থ উসুল করতে পারবেন তখনই তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

এই হল আন্দালুসিয়া বিজেতা মুসা বিন নুসাইরের শেষ পরিণতি, যার আলোচনা দিয়ে আমরা এই উপাখ্যান শুরু করেছিলাম। মুসা বিন নুসাইরের সাথে যে নির্মম আচরণ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা শুরুতে করে এসেছি। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়—এতটা নির্দয় ও নির্মম শাস্তিই কি মুসা বিন নুসাইরের প্রাপ্য ছিল। এটা ঠিক যে, মুসা বিন নুসাইর খলীফার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য তারিক বিন যিয়াদ আর মুগীস আর-রুমীর সাথে যে আচরণ করেছেন, তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। তিনি অত্যন্ত নীচু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তারপরও মুসা বিন নুসাইরের বীরত্ব, সামরিক প্রজ্ঞা ও বিজয়গাথা এতটাই সুবিশাল ছিল যে, তাঁর এই অপরাধকে সহজেই ক্ষমা করে দেওয়া যেত। মুসা বিন নুসাইরের গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে রণাঙ্গনে শাহসওয়ারী করে।

মুসা বিন নুসাইর বার্বার সম্প্রদায়কে আরবদের তুলনায় নীচু জাত মনে করেছিলেন, কিন্তু তিনিই সভ্যতা বিবর্জিত, উশৃঙ্খল বার্বার সম্প্রদায়কে ইসলামের ঝাণ্ডাতলে সমবেত করেছিলেন। বার্বাররা কখনও কারও বশ্যতা স্বীকার করেনি। এই মুসা বিন নুসাইরই তো তাদেরকে দামেস্কের খেলাফতের অনুগত করেছিলেন। তারিক বিন যিয়াদের মতো সিপাহসালার তো তাঁরই সৃষ্টি, যিনি অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আন্দালুসিয়ার সামরিক শক্তিকে তছনছ করে

দিয়েছিলেন; যিনি আন্দালুসিয়ার সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সের সীমানা পর্যন্ত ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর যে কতটা মহান ব্যক্তি ছিলেন, একটি ঘটনা থেকে তাঁর সেই পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি হল—একদিন খলীফা সুলায়মান হুকুম দিলেন, মুসা বিন নুসাইরকে হত্যা করে ফেলা হোক। সেই মজলিসে রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইবনুল মুহাল্লাব উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসা বিন নুসাইরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। খলীফা সুলায়মানের উপরও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি সুলায়মানকে বললেন, মুসা বিন নুসাইরকে ক্ষমা করে দিতে। সুলায়মান ইবনুল মুহাল্লাবের এতটুকু অনুরোধ রাখলেন যে, তিনি মুসা বিন নুসাইরকে হত্যা করলেন না বটে; কিন্তু তাঁকে ক্ষমাও করলেন না। ইবনুল মুহাল্লাব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কয়েদখানায় গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মুসা বিন নুসাইর প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মাথা কাঁপছে। কিছুক্ষণ পর তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

'এঁকে তাঁর কুঠরিতে নিয়ে চলো।' আমীর ইবনুল মুহাল্লাব বললেন। 'এঁকে জলদি পানি পান করাও।'

প্রহরীরা মুসা বিন নুসাইরকে উঠিয়ে কুঠরিতে নিয়ে গেল। চোখে-মুখে পানির ছিটা দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর তাঁর হুঁশ এলো।

'ইবনে নুসাইর, আমাকে চিনতে পারছ?' ইবনুল মুহাল্লাব জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ!' মুসা বিন নুসাইর বহু কষ্টে চোখ খোলে উত্তর দিলেন। 'তুমি আমার বন্ধু ইবনুল মুহাল্লাব। তুমি আমাকে মুক্ত করতে এসেছ, নাকি দেখতে এসেছ, আমি কবে মারা যাব?'

'আজই তোমার মৃত্যুর ফয়সালা হয়েছিল, ইবনে নুসাইর!' ইবনুল মুহাল্লাব বললেন। 'সুলায়মান তোমাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিল। আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু তোমার এই নিকৃষ্ট দুশমন তোমাকে ক্ষমা করতে রাজি হয়নি। ইবনে নুসাইর, তুমি তো এতটা নির্বোধ ছিলে না। আমার ভাবতেও অবাক লাগে, তুমি এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কেন দিলে? খলীফা ডাকতেই তুমি কেন চলে এলে? তোমার যোগ্যতা আর সাহসিকতার কোন তুলনা হয় না। তুমি নিজেই তোমার তুলনা। তুমি জানতে যে, খলীফা ওলিদ অসুস্থ। তিনি এতটাই বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, অসুস্থতা কাটিয়ে উঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তোমার ভাল করেই জানা ছিল যে, ওলিদের পর তাঁর ভাই সুলায়মান খেলাফতের মসনদে সমাসীন হবেন। তিনি তোমার পুরাতন দুশমন। তোমার বিরুদ্ধে তাঁর সামান্য বাহানার প্রয়োজন ছিল। আর সেটা তিনি পেয়ে গেছেন।'

'আমি যদি না আসতাম তাহলে ওলিদ অসন্তুষ্ট হতেন।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'তাঁর নির্দেশ খুবই কঠিন ছিল।'

'তুমি না আসলেই ভাল হত, ইবনে নুসাইর! তুমি না আসলেই ভাল হত।' ইবনুল মুহাল্লাব বললেন। 'তুমি একটি বিশাল রাজ্য জয় করেছিলে। তারিক বিন যিয়াদ ও মুগীস আর-রুমীর মতো অন্যান্য সালাররাও তোমাকে শুধু আমীর নয়; জন্মদাতা পিতার মতো শ্রদ্ধা করত। তাছাড়া তোমার কাছে অসীম সাহসী যুদ্ধজয়ী বিশাল এক বাহিনী ছিল। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদের কোন কমতি ছিল না। বার্বার সম্প্রদায় তোমার অনুগত ছিল। রাজ্য এতটাই উর্বর যে সেখানে খাদ্যের কোন অভাব নেই। তারপরও তুমি দামেস্কের জাহান্নামে কেন এলে? নিজেকে আন্দালুসিয়ার স্বাধীন বাদশাহ ঘোষণা করে দিতে! সমুদ্রের ওপারে কোন খলীফাই দামেস্ক থেকে তোমার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাত না।'

'ইবনুল মুহাল্লাব, আমি গুনাহগার ঠিকই, কিন্তু আমি আমীরুল মুমিনীনের হুকুম অমান্য করতে চাচ্ছিলাম না।' মুসা বিন নুসাইর বললেন। 'আমি তারিক বিন যিয়াদকে বেত্রাঘাত করেছিলাম। কারণ, সে আমার হুকুম অমান্য করেছিল। যদি আমাদের বিজিত রাজ্যের আমীরগণ নিজেদেরকে স্বাধীন বাদশাহ ঘোষণা করে তাহলে ইসলামী সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে, উম্মতে মুহাম্মদীর ঐক্যের বাঁধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, ইসলাম মক্কা মুকাররমার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।'

'ইবনে নুসাইর, ধন্যবাদ তোমাকে।' ইবনুল মুহাল্লাব বললেন। 'আমি যা বললাম, তোমার তাই করা উচিত ছিল—আমি তা বলছি না। আমি তোমার মনের কথা জানতে চাচ্ছিলাম। কথা দিচ্ছি, খলীফা সুলায়মানের সাথে তোমার সমঝোতার ব্যাপারে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

ইবনুল মুহাল্লাবের কথার উত্তরে মুসা বিন নুসাইর যে কথা বলেছিলেন, তা আজও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

'ইবনুল মুহাল্লাব, পানির প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি এতটাই তীক্ষ্ণ যে, তারা নদী-সমুদ্রের তলদেশের ধূলিকণা পর্যন্ত দেখতে পারে, কিন্তু তাদেরকে ধরার জন্য যে জাল নিক্ষেপ করা হয় তা দেখতে পায় না। আমি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম ঠিকই; কিন্তু সুলায়মানের জালে আটকা পড়ে গেছি।'

ঐতিহাসিকগণ লেখেছেন, ইবনুল মুহাল্লাব মুসা বিন নুসাইরের বীরত্ব ও অসংখ্য বিজয়-কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে সুলায়মানের কাছে থেকে তাঁর মুক্তির ব্যাপারে আদেশনামা জারি করতে অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু সুলায়মান এতটাই কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত তিনি মুসা বিন নুসাইরকে ক্ষমা করেননি।

এ সময় আচানক আততায়ীর হাতে মুগীস আর-রুমী নিহত হয়ে যান। কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। ধারণা করা হয় যে, আমীর মুসার কোন ভক্ত বা আত্মীয় তাঁকে হত্যা করেছে। কারণ, মুসা বিন নুসাইরের এই অবস্থার জন্য তিনি অনেকটা দায়ী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, সুলায়মানই ছিলেন মুগীসের হত্যাকারী।

সুলায়মান খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর পরই ইসলামী সালতানাতের সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করে ফেলেন। সুলায়মান হিন্দুস্তানে ইসলামের ঝাণ্ডা স্থাপনকারী 'সিন্দু বিজেতা' মুহাম্মদ বিন কাসেমকে দামেস্কের কারাগারে বন্দী করে অসহনীয় কষ্ট দিয়ে হত্যা করেন। সমরকন্দ বিজেতা কুতায়বা বিন মুসলিমকে একই কারাগারে হত্যা করেন। ইরাকের গভর্নর ইয়াযিদ বিন আবি মুসলিমকে—যিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন—সুলায়মানের নির্দেশে দামেস্কের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। ভাগ্যের জোরে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পাঁচ বছর তিনি বন্দী ছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যু হলে তিনি মুক্ত হয়ে আফ্রিকার আমীর নিযুক্ত হন।

ইবনুল মুহাল্লাব ছিলেন সুলায়মানের প্রকৃত দোস্ত। ইবনুল মুহাল্লাব সবসময় আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকতেন। দু-হাতে পয়সা উড়াতেন। একবার তিনি বায়তুল মালের ষাট লক্ষ দেরহাম আত্মসাৎ করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে আত্মসাৎকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার হুকুম দেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে গ্রেফতার করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। তিনি কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যান। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও খলীফা ওলিদের মৃত্যু হলে তিনি ফিরে আসেন। সুলায়মানের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সুলায়মান তাঁকে পূর্ব পদে পুনর্বহাল করে বলেন, 'ইবনুল মুহাল্লাবের সন্তানাদির দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে আমি তার চোখ উপড়ে ফেলব।'

সুলায়মানের এই ঘোষণা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এ থেকে বুঝা যায়, সুলায়মান যেমন বদদ্বীন ও অসৎকর্মপরায়ন ছিলেন, তেমনি বদদ্বীন ও অসৎকর্মপরায়ন লোকদেরকেই বড় বড় পদে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন।

তারিক বিন যিয়াদ বলতে গেলে অনেকটা ভাগ্যবান ছিলেন। কারণ, তিনি সুলায়মানের হাতে নিহিত হননি। তারিক ছিলেন বার্বার সম্প্রদায়ের। সুলায়মানের সাথে তাঁর খান্দানি কোন দুশমনি ছিল না। নেতৃত্ব বা রাজনীতি নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-কলহও ছিল না। খলীফা ওলিদ মুসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদকে অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি উভয়কে একটি করে বাড়ি প্রদান করেছিলেন। সুলায়মান মুসা বিন নুসাইরকে উপহারের

অর্থ ও বাড়ি থেকে বঞ্চিত করেন, আর তারিক বিন যিয়াদকে আরও বেশি হাদিয়া-তোহফা প্রদান করে এই নির্দেশ দেন, তিনি যেন বাকী জীবন নিজ গৃহে অতিবাহিত করেন।

কোন ইতিহাসবিদই লেখেননি যে, তারিক বিন যিয়াদ বাকী জীবন দামেস্কেই অতিবাহিত করেছেন নাকি স্বীয় জন্মভূমি উত্তর আফ্রিকা চলে গিয়েছিলেন? ইতিহাসে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, সুলায়মান তাঁকে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন। এভাবেই আন্দালুসিয়ার মহান বিজেতা গুমনামীর অন্ধকারে হারিয়ে যান। অথচ তিনি এই চিন্তা করে আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে যুদ্ধজাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যেন ফিরে যাওয়ার কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে যে মহান যোদ্ধাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি ইতিহাসের আন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে যাবেন—এটা কিছুতেই হতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় তারিক বিন যিয়াদ এমনই এক মহাপুরুষ হয়ে বেঁচে আছেন, যিনি শত-সহস্র বছর পরও মুসলিম জনপদে ও প্রজন্ম পরম্পরায় যুবসমাজের হৃদয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করছেন। কোন অমুসলিমও যখন আন্দালুসিয়ার ইতিহাস চর্চা করেন তখন তিনিও তারিক বিন যিয়াদকে শুধুমাত্র একজন বীরই মনে করেন না; বরং তাঁর প্রতি স্বশ্রদ্ধ সালাম পেশ করেন।

***

মুসা বিন নুসাইর কারাগারের অন্ধকারে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ওদিকে তাঁর ছেলে আবদুল আযীয আন্দালুসিয়ার জনসাধারণের জীবনধারা পাল্টে দিচ্ছিলেন। আবদুল আযীয ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও পুণ্যবান ব্যক্তি। ইসলাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে উৎসর্গিত প্রাণ। তাঁর বিজ্ঞতাপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা এবং ইসলামী নিয়ম-নীতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন তৈরী করে বাহ্যত তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করেছিল।

আন্দালুসিয়ায় বেগার খাটানো ও দাসত্ব প্রথা চালু ছিল। সেখানকার খ্রিস্টান ও ইহুদি আমীর-উমারা, নেতৃবর্গ ও জায়গিরদাররা গরীব কৃষক-শ্রমিককে নামমাত্র খাদ্যের বিনিময়ে ব্যবহার করত। এসকল দরিদ্র লোকদের কৃষি জমি ক্রয় করা ও গৃহ নির্মাণের কোন অধিকার ছিল না। আবদুল আযীয এই অমানবিক প্রথা বন্ধ করার জন্য হুকুম জারি করেন। তিনি কৃষক-শ্রমিকদেরকে জমি ক্রয়ের ও গৃহ নির্মাণের অধিকার প্রদান করেন। জনসাধারণের মাঝে এই হুকুমের প্রভাব এতটা ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয় যে, দলে দলে লোকজন মুসলমান হতে শুরু করে।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয়গুলো বিরান হতে থাকে। দিন দিন মসজিদসমূহে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন শহরে আজও সেই সময়ের নির্মিত অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন মসজিদ অবশিষ্ট আছে।

আবদুল আযীয আন্দালুসিয়ার নির্যাতিত-নিষ্পেষিত জনগণকে সম্মান ও মর্যাদার জীবন প্রদান করেন। তিনি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেননি। তবে পাদ্রিরা ধর্মের নামে যে অপকর্ম ও অধর্ম চালু করেছিল, তিনি সেগুলোর শিকড় উপড়ে ফেলেন। পাদ্রিরা জনসাধারণের উপর যে শাসন-শোষণ ও জুলুম-নির্যাতন চালাত চিরতরে তার পথ বন্ধ করে দেন।

আবদুল আযীয এমন সময় আন্দালুসিয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন যখন গোটা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা ও বিশ্বাসহীনতার পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। লোকজন ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশ-পাশের রাজ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল। আবদুল আযীয গোটা রাজ্যে এমন এক শান্তির পরিবেশ তৈরী করেন যে, পালিয়ে যাওয়া লোকজন পুনরায় যার যার গৃহে ফিরে আসে। যেসকল জায়গিরদার ও নবাবরা মুকুটহীন বাদশাহ সেজে বসেছিল তিনি তাদের সেই বাদশাহী খতম করে দিয়ে ছিলেন এবং জনগণের প্রতি তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন যে, ইতিপূর্বে যেসকল লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করত, তারাও এখন সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপন করছিল।

আবদুল আযীয প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী লোক ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার করেননি; বরং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য ধর্মের লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গর্ব অনুভব করত। ফজরের নামায ও জুমার নামাযের ইমামতি তিনি নিজেই করতেন। এতকিছুর পরও তাঁর খ্রিস্টান স্ত্রী ছিল তাঁর জন্য কমজোরীর বড় কারণ। আবদুল আযীযের মতো অকুতোভয় সিপাহসালার, সুভিজ্ঞ আলেমে দ্বীন এবং বিচক্ষণ শাসক যখন এজেলুনার কাছে আসতেন তখন তিনি একজন দুর্বলচিত্তের মানুষে পরিণত হয়ে যেতেন। খ্রিস্টান হওয়ার কারণে এজেলুনা বেপর্দা ঘুরাফেরা করত। সে তার অধীনস্থদের উপর হুকুম চালাত। তার মনের পুরনো ইচ্ছা ছিল, সে রাজরানী হবে। প্রকৃত অর্থে সে রানী হয়ে গিয়েছিল। তার চাল-চলন আর আচার-আচরণ ছিল রানীর মতো।

আবদুল আযীযের দুর্বলতার মূল কারণ হল তাঁর হৃদয়ে এজেলুনার প্রতি সীমাহীন মহব্বত ছিল। এজেলুনা তার কথার জাদু আর আকর্ষণীয় অঙ্গ-ভঙ্গি দিয়ে আবদুল আযীযের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। আবদুল আযীয ছিলেন সহজ-সরল মানুষ। তিনি বাদশাহ হতে চাইতেন না। কিন্তু এজেলুনা

এমন রীতি-নীতি চালু করেছিল যে, আবদুল আযীযকে সকলেই বাদশাহর মতোই সম্মান প্রদর্শন করত। কেউ আবদুল আযীযের সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসলে এজেলুনা খাদেমের মাধ্যমে বলে পাঠাত, আমীরের সাথে এখন সাক্ষাত করা যাবে না। ওমুক সময় এসো। যদি কোন সালার বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দেখা করতে চাইত তাহলে এজেলুনা নিজেই তাদের সাথে দেখা করে কথাবার্তা বলত। তারা কখনও সামরিক ও প্রশাসনিক কোন বিষয়ে আমীরের ফয়সালা জানতে চাইলে অধিকাংশ সময় এজেলুনা নিজেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দিত। মুসলিম সমাজে এ জাতীয় কাজকর্মকে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হয়। আমীরের উপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করবে, ফয়সালা প্রদান করবে—এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। ইসলামের বিধান হল, কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সিপাহসালার, এমনকি আমীরুল মুমিনীনের সাথে যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাত করতে পারবে। প্রয়োজনে অর্ধ রাত্রিতেও তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানো যাবে।

এজেলুনা যে নিয়ম চালু করেছিল তাতে করে সালারগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ দিন দিন অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। এ ব্যাপারে আবদুল আযীযের কাছে তারা অভিযোগ নিয়ে গেলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। একদিকে ছিল আবদুল আযীযের সুমহান কীর্তি। তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার সাথে সাথে মানুষের অন্তরে ইসলামের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করেছিলেন। দিন-রাত মেহনত করে দেশ ও জনগণের জন্য ঈর্ষনীয় পর্যায়ের উন্নতি সাধন করেন। জনহিতকর আইন-কানুন প্রণয়ন করেন। ফলে সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হওয়ার সাথে সাথে ইজ্জত ও সম্মানের জীবন লাভ করে। অপরদিকে আবদুল আযীয এক নারীকে নিজের উপর অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে অকৃত্রিম বন্ধুদের কাছে বিরাগভাজন হয়ে পড়েন।

এজেলুনা আবদুল আযীযের জন্য নিয়মিত দরবারের আয়োজন করত। সে আবদুল আযীযের পিছনে দাঁড়ানোর জন্য দু'জন বিশেষ প্রহরী নিযুক্ত করেছিল। তারা রাজা-বাদশাহদের প্রহরীর ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরিধান করত। এ প্রথাও ইসলাম সমর্থিত ছিল না।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, এজেলুনা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপরও তার কর্তৃত্ব চালাত। একদিন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সকলে মিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এ ব্যাপারে খলীফাকে সব কিছু জানানো হবে। কোন কোন কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত এমন ছিল যে, শেষ বারের মতো আবদুল আযীযকে সতর্ক করা হোক, তিনি যেন এই নারীর মোহজাল থেকে বের হয়ে আসেন, অন্যথায় এর পরিণতি

হবে এই রাজ্যের জন্য এবং ইসলামের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশেষে শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

***

আবদুল আযীয সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতেন। তিনি রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরকে সময় দিতে পারতেন না। আসল কারণ হল, এজেলুনা আবদুল আযীযকে তাদের সাথে বসার সুযোগ দিত না। এ সময় এজেলুনা আবদুল আযীযকে এই পরামর্শ দেয় যে, 'আপনি এই রাজ্যের বিধানদাতা। আমি লক্ষ্য করছি, মুসলিম প্রশাসকগণ আপনার সমকক্ষতা দাবি করছেন, আপনি তাদেরকে বলুন, তারা যখন আপনার সাথে সাক্ষাত করতে দরবারে আসবে তখন তারা যেন ঝুঁকে আপনাকে সালাম করে। এতেকরে তাদের উপর আপনার প্রভাব বজায় থাকবে। অন্যথায় দেখবেন, একদিন তারা আপনার হুকুম মানতে অস্বীকার করে বসবে।'

'না, এজেলুনা! আমি এমন হুকুম দিতে পারি না।' আবদুল আযীয বললেন। 'আমি এতটা নীচে নামতে পারব না। আমার আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ হল, কোন মানুষ কোন মানুষের সামনে মাথা ঝুঁকাবে না। একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা ঝুঁকাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেও কেউ মাথা ঝুঁকাত না। কারও সামনে মাথা ঝুঁকানো আর কাউকে মাথা ঝুঁকাতে হুকুম করা সমান অপরাধ।'

এজেলুনা আবদুল আযীযকে তার সমতে আনতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। এজেলুনা খুবই শক্ত ধাতুর তৈরী মেয়ে মানুষ ছিল। সে তার কথা না মানিয়ে ক্ষান্ত হওয়ার পাত্রী ছিল না। সে আবদুল আযীযের সাথে সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য একটি পৃথক কামরা তৈরী করালো। সে কামরায় প্রবেশের জন্য এমন দরজা লাগানো হল যে, প্রবেশকারীকে প্রায় রুকুর মতো মাথা ঝুঁকিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে হত। দরজার সামনে রাখা কুরসিতে আবদুল আযীয বসে থাকতেন। এভাবে এজেলুনা তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করল।

সালারগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ দরজা দেখেই বুঝতে পারলেন যে, কী উদ্দেশ্যে এই দরজা বানানো হয়েছে। একজন শাহী কর্মচারীও তাদেরকে বলে দিল যে, আমীরের সামনে মাথা ঝুঁকানোর জন্যই এজেলুনা এই দরজা লাগিয়েছে। এটা তাদের প্রতি এমন এক আঘাত ছিল যে, কেউই তা সহ্য করতে পারলেন না। সকলেই বলতে লাগলেন, আমাদেরকে অপমান করার জন্য নয়; বরং ইসলামকে অপমান করার জন্যই এজেলুনা এ ব্যবস্থা করেছে।

এ সময়টিতে আবদুল আযীয আন্দালুসিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাজনা উসুল করে দারুল খেলাফত দামেস্ক পাঠানোর ব্যবস্থা করছিলেন। এটাই ছিল আন্দালুসিয়া থেকে পাঠানো প্রথম খাজনা। একজন সহকারী সালার এই খাজনা নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিহাসে এই সহকারী সালারের নাম লেখা হয়নি।

***

সহকারী সালার দামেস্ক পৌঁছে খলীফা সুলায়মানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং আন্দালুসিয়া থেকে নিয়ে আসা খাজনা ও হাদিয়া-তোহফা পেশ করেন।

'আন্দালুসিয়ার খবর কী?' খলীফা সুলায়মান জানতে চান। 'কেমন চলছে আন্দালুসিয়ার হুকুমত?'

'হুকুমত তো ঠিকই চলছে, আমীরুল মুমিনীন!' সহকারী সালার বললেন। 'কিন্তু হুকুমত পরিচালনাকারী ঠিক মতো চলছেন না।'

'খোলাসা করে কথা বলো।' সুলায়মান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। 'মনে হচ্ছে, সেখানে এমন কিছু হচ্ছে, যা হওয়া উচিত নয়।'

'আমীরুল মুমিনীন!' সহকারী সালার বললেন। 'আপনার প্রশ্নের জবাব আন্দালুসিয়ার সকল সালার ও কর্মকর্তাগণ দিয়েছেন। তাঁরা আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, আমি যেন সেখানকার প্রকৃত অবস্থা আপনার সামনে তুলে ধরি। মূলত আন্দালুসিয়ায় এখন এক অমুসলিম নারীর হুকুমত চলছে।'

'এ তো সেই খ্রিস্টান নারী নয়, যাকে আবদুল আযীয শাদী করেছে?' সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন। 'সে নারী সম্ভবত এখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি!'

'হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন! তার কথাই বলছি।' সহকারী সালার বললেন। 'তার নাম এজেলুনা। আমীর আবদুল আযীয তাকে রানী বানিয়ে রেখেছেন। সে বড় বড় প্রশাসকগণকেও আন্দালুসিয়ার আমীরের সাথে সাক্ষাত করতে দেয় না। সেখানে বাদশাহী দরবার বসে, আর হুকুম চলে এজেলুনার।'

সহকারী সালার খলীফাকে এজেলুনা সম্পর্কে সবকিছু বললেন। ছোট দরজার কথাও বললেন। অবশেষে জানালেন, 'একজন প্রশাসকও আমীরের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আমীরের প্রতি শুধু অসন্তুষ্ট থাকলে কোন চিন্তা ছিল না। চিন্তার বিষয় হল, সিপাহী, শহরের অধিবাসী ও প্রশাসকগণ যে কোন সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে। সকলের মনেই আমীরের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে।

খলীফা আর কিছু শুনতে চাচ্ছিলেন না। তিনি রাগে-গোসায় অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েছিলেন। মুসা বিন নুসাইরের খান্দানের সদস্যদের বিরুদ্ধে সামান্য বাহানাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল। মুসা বিন নুসাইরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও ছিল যে, তিনি

খলীফার অনুমতি ছাড়াই তাঁর ছেলেকে আন্দালুসিয়ার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। সুলায়মান তাঁর পছন্দের কাউকে এই পদ দিতে চাচ্ছিলেন।

'তুমি আন্দালুসিয়া ফিরে যাও।' সুলায়মান বললেন। 'সকলকে বলো, আমি অতিসত্ত্বর তাদের এই সমস্যার সমাধান করব।'

***

আন্দালুসিয়ার আমীর আবদুল আযীযের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল, তা এভাবে নিরসন হল যে, একদিন তিনি ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা শেষ করে যেই সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত শুরু করেন, ওমনি প্রথম কাতার থেকে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎবেগে সামনে অগ্রসর হয়ে চোখের পলকে তরবারী বের করে এক আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে পৃথক করে ফেলে। নামাযরত লোকজন কোন কিছু বুঝার আগেই আঘাতকারী কর্তিত মস্তক উঠিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এই ঘটনার বিশ-পঁচিশ দিন পর আবদুল আযীযের কর্তিত মস্তক একটি চামড়ার থলিতে ভরে মখমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দামেস্কে খলীফা সুলায়মানের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। কর্তিত মস্তক দেখে খলীফা কারারক্ষীকে নির্দেশ দেন, 'আন্দালুসিয়ার আমীরের কর্তিত মস্তক কয়েদখানায় তার বাবার সামনে রেখে এসো।'

নির্দেশ পালন করা হয়। আবদুল আযীযের কর্তিত মস্তক কয়েদখানায় তার পিতা মুসা বিন নুসাইরের সামনে রেখে আসা হয়। মুসা বিন নুসাইর পূর্ব থেকেই অকথ্য জুলুম-নির্যাতন, আর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণে অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এক্ষণে প্রাণপ্রিয় পুত্রের কর্তিত মস্তক দেখে হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। হুঁশ ফিরে এলে দেখেন মস্তক সেখানে নেই।

মুসা বিন নুসাইর প্রিয় পুত্রের কর্তিত মস্তক দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'তারা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যে দিনের আলোতে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত, আর রাতের আঁধারে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত। ছেলে আমার রাতের অন্ধকারে ইবাদতে লিপ্ত থাকত, আর দিনের বেলা রোযা রাখত।'

ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী দেয় যে, আবদুল আযীয দিনের আলোতে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন, আর রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। কিন্তু তিনি এ কথা বুঝতে সক্ষম ছিলেন না যে, কোন পুরুষ যখন কোন নারীকে তার ইচ্ছাশক্তির উপর প্রাধান্য দেয় তখন সে নারী পুরুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর ঝেঁকে বসে এবং সেই পুরুষকে

কাঠের পুতুল বানিয়ে ছাড়ে। সম্ভবত তিনি এটাও জানতেন না যে, ছলনাময়ী নারীর কারণে অনেক রাজা-বাদশাহও পথের ভিখারী হয়ে গেছেন। রাজসিংহাসন তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। জেনে হোক বা না জেনে হোক, আবদুল আযীযও এই ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি এক নারীকে তাঁর ইচ্ছাশক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

মুসা বিন নুসাইর অবশ্যই একজন বিদগ্ধ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনিও মানব স্বভাবের অন্য আরেকটি দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েছিলেন। মানব স্বভাবের সেই দুর্বলতা হল, মানুষ যখন কারও গুণে মুগ্ধ হয়ে তার সামনে অবনত হয়ে পড়ে তখন সে নিজেকে 'খোদা' ভাবতে শুরু করে দেয়। তোষামোদ তখন তার কাছে পছন্দনীয় হয়ে উঠে। আত্মপ্রশংসা ও আত্মতৃপ্তির দুর্বলতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

মুসা বিন নুসাইর পুত্রের কর্তিত মস্তক দেখার পর অল্প কয়েক দিনই জীবিত ছিলেন। ৭১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পর খলীফা সুলায়মানও মারা যান।

জুলিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নেন। তিনি সিউটার রাজা হিসেবে বহাল থাকেন। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দিতে আবু সুলায়মান আইউব নামে ইসলামী ফেকাহ ও শরীয়তের একজন বহুত বড় আলেম অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি জুলিয়ানের তৃতীয় অধস্তন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

একজন ইহুদি জাদুকর বলেছিল, আন্দালুসিয়ার মাটি হল, রক্ত পিপাসু। সে সবসময় রক্ত পান করতে চায়। জাদুকরের এই কথা কঠিন বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। মুসা বিন নুসাইর এবং তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হয়। মুগীস আর-রুমীকেও হত্যা করা হয়। এরপর আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের আটশ বছরের ইতিহাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা ঘটতেই থাকে। হত্যা ও প্রতিহত্যার মাধ্যমে সিংহাসন হাতবদল হতে থাকে। পরিণামে একদিন আন্দালুসিয়া ইসলামী সালতানাত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

আল্লাহ্ হাফেজ

স্পেন, ইসলামী ইতিহাসে 'উন্দুলুস' বা 'আন্দালুসিয়া' নামে সমধিক পরিচিত অনিন্দ্য সুন্দর এক ভূ-খণ্ড। তিনদিক সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। পূর্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে জেব্রালটার প্রণালী। জেব্রালটার প্রণালীর বিপরীত দিকে অবস্থিত আফ্রিকার সীমান্তবর্তী একটি ছোট্ট রাজ্য সিউটা।

সিউটার রাজা জুলিয়ান। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে ফরিয়াদি হয়ে উপস্থিত হন মিসর ও আফ্রিকার আমীর মুসা বিন নুসাইরের দরবারে। অভিযোগ করেন, আন্দালুসিয়ার বাদশাহ রডারিক তার মেয়ে ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানি করেছে।

মজলুমের করুণ আর্তনাদে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠে। মুসা বিন নুসাইরের অন্তরও কেঁদে উঠল। তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। শুরু হলো, আন্দালুসিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি। মুসা বিন নুসাইর বার্বার যোদ্ধা তারিক বিন যিয়াদের হাতে তুলে দিলেন, আন্দালুসিয়া অভিযানের দায়িত্বভার। তারপর ...।

তারপরের ইতিহাস স্পেন বিজয়ের ইতিহাস। এই ইতিহাস মলাটবন্দী করেছেন উর্দু সাহিত্যের শক্তিমান কথাসাহিত্যিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ। ইতিহাস, কিন্তু উপন্যাসের সমস্ত রঙ্গ-রস দিয়ে সাজানো ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের ঈমানদীপ্ত দাস্তান। তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক রণতরী জ্বালিয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক উপাখ্যান 'আন্দালুসিয়ার সমুদ্রসৈকতে'।

পয়গাম প্রকাশন
(মাসিক পয়গামে মুহাম্মদীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা) ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।